শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বণঃ সূচী পত্রং

মূলস্য।

প্রকরণ		পৃষ্ঠায়াং	পঙ্‌ক্তৌ
কৌরব পাণ্ডবানাং সমর নিয়ম সংস্থাপনং	...	২	১
ধৃতরাষ্ট্রস্য ব্যাস দর্শনং	...	৭	১
ব্যাসস্য ধৃতরাষ্ট্র সমীপে নিমিত্ত কথনং	...	৮	১৪
সঞ্জয়স্য ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ভূম্যা গুণ কথনং	...	২৫	৭
সুদর্শন দ্বীপ বর্ণনং	...	২৯	২
ভূম্যাদেঃ পরিমাণ কথনং	...	৩৬	২
মাল্যবতো বর্ণনং	...	৪৭	২
বর্ষ কথনং	...	৫১	২
ভারত বর্ষীয় নদ্যাদি কথনং	...	৫৫	৫
আয়ুঃ সংখ্যা কথনং	...	৬৪	১
শাক দ্বীপ বর্ণনং	...	৬৬	৩
উত্তর কুরু প্রভৃতি নিরূপণং	...	৭১	৬
ধৃতরাষ্ট্রস্য ভীষ্ম মৃত্যু শ্রবণং	...	৭৮	৩
ভীষ্ম বধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রস্য আক্ষেপানন্তর তৎ মৃত্যু যুদ্ধযো বিবরণ কথনং	...	৭৯	১৪
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সম্বাদ কথনং	...	৮৭	১৩
সৈন্য বর্ণনং	...	৯০	২
যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন সম্বাদঃ	...	১০৯	১০
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদঃ	...	১১১	১০

প্রকরণ		পৃষ্ঠায়াং	পঙ্‌ক্তৌ
শ্রীদুর্গাস্তবঃ	...	১১৪	৮
ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সম্বাদঃ	...	১২০	২
ভগবদ্গীতারম্ভোর্জুন বিষাদশ্চ	...	১২১	২
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য সাঙ্খ্য যোগোপদেশ কথনং	...	১২৯	৮
কর্ম্ম যোগ কথনং	...	১৬৮	২
জ্ঞান যোগ কথনং	...	১৮৮	২
কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ কথনং	..	২০৮	৭
আত্ম সংযম যোগ কথনং	...	২২৬	২
বিজ্ঞান যোগ কথনং	...	২৪২	২
মহা পুরুষ যোগ কথনং	...	২৫৩	৭
রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্য যোগ কথনং	...	২৬৭	২
বিভূতি যোগ কথনং	...	২৭৯	২
শ্রীকৃষ্ণেন বিশ্বরূপ প্রদর্শিতং	...	২৮৯	৭
ভক্তি যোগ কথনং	...	৩০৮	২
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ কথনং	...	৩১৭	২
গুণত্রয় বিভাগ কথনং	...	৩৩৯	২
পুরুষোত্তম যোগ কথনং	...	৩৪৮	২
দৈবাসুর সম্পত্তি যোগ কথনং	...	৩৫৮	২
শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ কথনং	...	৩৬৫	২
সন্ন্যাস যোগ কথনং	...	৩৭৩	২
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্যানাং যুদ্ধা গমনং	...	৪০৯	২
যুদ্ধারম্ভঃ	...	৪২৩	৮
শ্বেত যুদ্ধং	...	৪৪৩	৭
শ্বেত বধঃ	...	৪৫১	২
প্রথম দিবসে শঙ্খযুদ্ধানন্তরা বহারঃ	...	৪৬২	২
পাণ্ডবানাং ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণং	...	৪৬৭	২

প্রকরণ		পৃষ্ঠায়াং	পঙ্‌ক্তৌ
কৌরবানাং ব্যূহ নির্ম্মাণং	...	৪৭৩	২
ভীষ্মার্জ্জুনযোর্যুদ্ধং	...	৪৭৬	৬
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নযোর্যুদ্ধং	...	৪৮৩	১৩
কলিঙ্গ রাজ্ঞ বধঃ	...	৪৮৭	১৮
দ্বিতীয় দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ	...	৫০০	৭
কৌরব পাণ্ডবানাং গারুডার্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ নির্মাণং	...	৫০৫	৬
তৃতীয় দিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ	...	৫০৭	১৫
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদঃ	...	৫১২	২
তৃতীয় দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ	...	৫১৬	১০
অর্জ্জুনেন সহ ভীষ্মস্য দ্বৈরথ যুদ্ধং	...	৫৩৫	১৬
সাংযমনি তনয়স্য নিধনং	..	৫৪১	১০
ভীমস্য পরাক্রম প্রকাশঃ	...	৫৪৫	১০
সাত্যকি ভূরিশ্রবসোঃ সমাগমঃ	...	৫৫১	১৪
চতুর্থ দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ	...	৫৫৬	৬
বিশ্বোপাখ্যানং	...	৫৬৪	৯
পঞ্চম দিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ	...	৫৮২	২
পঞ্চম দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ	...	৫৯৭	২
ষষ্ঠ দিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ	...	৬০১	৮
ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা	...	৬০৯	২
ষষ্ঠ দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ	...	৬২৪	৬
ভীষ্ম দুর্য্যোধনযোঃ সম্বাদঃ	...	৬৩০	১২
সপ্তম দিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ	...	৬৩৪০	৮
সপ্তম দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ	...	৬৬৫	২
অষ্টম দিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ	...	৬৭০	১৪
আদিত্য কেতু প্রভৃতীনাং নিধনং	...	৬৭৪	১৮
ইরাবতো নিধনং	...	৬৮৩	৮
ঘটোৎকচ যুদ্ধং	...	৬৯৩	৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠায়াং	পঙ্ক্তৌ
ভগদত্তস্য পরাক্রম প্রকাশঃ ...	৭০৮	৬
অষ্টম দিবসস্য যুদ্ধাবহারঃ ...	৭১৬	২
পাণ্ডবানাং পরাজয়ে মন্ত্রণা ..	৭২৩	১১
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদঃ ...	৭২৭	১৬
সর্ব্বতো ভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণং উৎপাত দর্শনঞ্চ...	৭২৩	১৭
নবম দিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ অলম্বুষাভিমন্যু সমাগমনঞ্চ ...	৭৪৬	১৪
ভীমস্য পরাক্রম প্রকাশঃ ...	৭৫০	১০
সাত্যকী ভীষ্মযোর্যুদ্ধং ...	৭৫৫	৬
শল্য যুধিষ্ঠিরাগমনং ...	৭৫৯	৬
নবম দিবসস্য যুদ্ধ সমাপ্তিঃ ...	৭৬২	১৬
পাণ্ডবানাং ভীষ্মবধ নিমিত্ত মন্ত্রনা ...	৭৭০	১৮
ভীষ্ম শিখণ্ডিনোঃ প্রলাপঃ ...	৭৮১	১১
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদঃ ...	৭৮৭	৯
অর্জুন দুঃশাসন সমাগমনং ...	৭৯১	৬
দ্রোণাশ্বত্থাম্নোঃ সম্বাদঃ ...	৮৮২	৬
ভীমার্জ্জুনযোঃ পরাক্রম প্রকাশঃ ...	৮০৬	১০
ভীষ্মস্য বিষাদঃ ...	৮১৬	১০
সঙ্কুল যুদ্ধং ...	৮২১	২
দুঃশাসনস্য পরাক্রম প্রকাশঃ ...	৮২৮	৬
ভীষ্ম বধঃ ...	৮৩৯	১৬
ভীষ্মায উপধান প্রদানং ...	৮৫৫	১২
ভীষ্মায জলদানং ...	৮৫৯	৭
ভীষ্ম সমীপে কর্ণাগমনং ...	৮৬৫	১৬

ভীষ্মপর্ব্বনঃ সূচীপত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বণঃ শুদ্ধি পত্রম্

মূলস্য।

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ

উদ্‌যোগপর্ব্ব দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশম শ্লোকস্য প্রথম চরণং পতিতং ভ্রান্ত্যা শুদ্ধি পত্রে নাপ্যুল্লিখিতং অতো ভীষ্মপর্ব্ব শুদ্ধিপত্রে তল্লিখিতং যথা হিত্বাহি কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ,

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
৩	...	১৪	জম্ব্	জম্ব্
৮	...	৩	চক্ষুষা	চক্ষুষা
১৮	...	৪	০	অন্যোন্য মিতস্য প্রাক্ বিনিঃ সৃত্য মহোল্কাভিস্তিমিরং সর্ব্বতোদিশং।
২৮	...	৬	মনুষ্বশ্চ	মনুষ্যাশ্চ
৪৫	...	৩	শনাবৃতিং	শশাকৃতিং
৪৮	...	৯	মুর্দ্ধাভিষেকশ্চ	মুর্দ্ধাভিষেকশ্চ
৫০	...	৬	সহসাণি	সহস্রাণি
৮০	...	১	অং ১৩	অং ১৪
৮১	...	১	অং ১৩	অং ১৪
৮২	...	১	অং ১৩	অং ১৪
৮৩	...	১	অং ১৩	অং ১৪
৮৪	...	১	অং ১৩	অং ১৪
৮৫	...	১	অং ১৩	অং ১৪

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধি	শুদ্ধিঃ
৮৬	...	১	অং ১৩.	অং ১৪
৮৮	...	১	অং ১৪	অং ১৫
৯৭	...	৮	সন্দনেন	সান্দনেন
১০৫	...	১৫	পুর্ব্বং	পূর্ব্বং
১০৭	...	১৫	যেচাম্বষ্ঠাঃ	যেচাম্বষ্ঠাঃ
১০৮	...	৫	মর্ম্মাহাত্মা	মহাত্মা
১০৯	...	৪	পাশুবানাং	পাণ্ডবানাং
১০৯	...	৫	দষ্প্রধর্ষাং	দুষ্প্রধর্ষাং
১১৩	...	১৬	এব	এব
১১৭	...	২	সন্ধ্যা	সন্ধ্যা
১১৮	...	৫	শত্রূন্	শত্রূন্
১২০	...	২	কেযাং	কেষাং
১২০	...	৪	পুব্বং	পূর্ব্বং
১২২	...	১	পশ্চ্যোতাং	পশ্যোতাং
১২৫	...	১৪	য়ুযুংস্থন্	য়ুযুৎসূন্
১৩৩	...	১	পুরুযর্ষভ	পুরুষর্ষভ
১৫৬	...	২	বেদেষু	বেদেষু
১৬৩	...	৫	পুক্তস্য	যুক্তস্য
১৮৪	...	২	মহাপাপ্পা	মহাপাপ্মা
২০৪	...	১	তথাপরে	তথাপরে
২১৬	...	৪	নির্দ্ধত	নির্দ্ধূত
২১৮	...	১	যত্র	যৎ
২২২	...	১	মর্নি	মূর্নি
২৩৭	...	৪	যদি	যদিবা
২৭৯	...	২	প্রীষ	প্রীষ
৩১৭	...	৬	এতদেষা	এতদেষা

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধি	শুদ্ধিঃ
১২৩	...	৪	যদতোহন	যদতোহন্যথা
৩৫৪	...	২	বাসযাৎ	বাশযাৎ
৪৭০	...	২৪	পুরুহতস্য	পুরুহূতস্য
৪৯৬	...	১১	বহুন্	বহূন্
৫০৬	...	২	ব্যহস্য	ব্যূহস্য
৫০৬	...	৭	ব্যহং	ব্যূহং
৫৩১	...	১৯	অন্তহিতা	অন্তর্হিতা
৫৩৩	...	৪	প্রভুত	প্রভূত
৫৮১	...	১০	দেবাব্বজ্ঞায	দেবাববজ্ঞায
৫৮৬	...	১৯	মোমহর্ষণে	লোমহর্ষণে
৫৯৯	...	১৭	বৃষ্টা	দৃষ্টা
৬২৭	...	৩	বহিণ	বর্হিণ
৬৩৮	...	১৩	জগ্ম	জগ্মু
৬৫১	...	৯	ততৌ	ততো
৬৮৫	...	১	সহ্যং	সাহ্যং

৬৯২ ষট্‌শত দ্বিনবতি পৃষ্ঠাতে ৯০ নবতি অধ্যায়ের ৯৩ ত্রিনবতি শ্লোকানন্তর অধ্যায় সমাপন ও ৯১ একনবতি অধ্যায়ের ৬ ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত না লিখিয়া ভ্রম প্রযুক্ত ৯১ নবতি অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকাবধি অষ্ঠাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, ষট্‌শত ত্রিনবতি পৃষ্ঠাতে ৯০ নবতি অধ্যায়ের ৯৩ ত্রিনবতি শ্লোকানন্তর অধ্যায় সমাপন ও ৯১ নবতি অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে; অতএব মহাশয়গণ পাঠকালে পত্রাঙ্কের ভ্রম ভঙ্গ করিয়া পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
১১৭	...	১৮	মারীশ্ব	মারীপ্স
১২৩	...	১৩	র্য্যজ্যোভং	রাজ্যোভষং
১৩৩	...	৬	মুঢোপি	মুঢোপি,
১৩৪	...	১৬	ঘাতু	ধাতু
১৩৫	...	৩	যখা	যথা
১৩৬	...	১৭	ভ্রাস্তি	ভ্রান্তি
১৪০	...	৮	দ্ধৃষ্ট	দ্রষ্টা
১৪০	...	১৩	অভঃ	অতঃ
১৪২	...	১	ভ্যুপগমা	অভ্যুপগমা
১৪৩	...	১৪	অপরোক্ষী	অপরোক্ষী
৪৭	...	২	মরনাৎ	মরণাৎ
১৪৭	...	৪	বক্ত	ব্যক্ত
১৪৭	...	২৩	কথ	কথং
১৪৮	...	৭	রজ্জুরগ	রজ্জুরগ
১৪৮	...	২৩	তুস্ছ ত্বং	তুচ্ছত্বং
১৫৮	...	১১	স্ফরণাৎ	স্ফুরণাৎ
১৫৮	...	২০	বিবেক	বিবেক
১৫৯	...	৫	ব্রজতি	ব্রজতি
১৭০	...	৩	যট্	ষট্
১৭৪	...	১১	শ্বনা	শ্বণা
১৭৭	...	১৯	কর্ম্মপেক্ষা	কর্ম্মাপেক্ষা
২০৫	...	৭	বেদ্বারেণৈব	বেদদ্বারেণৈব

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধি	শুদ্ধিঃ
২০৮	...	৭	বৈরাগে	বৈরাগো
২১১	...	৪	যোগৌঃ	যোগৈঃ
২১১	...	৫	স্পষ্ট।	স্পষ্টা
২১৩	...	১৭	কৃক	কুরু
২১৩	...	৬	ভাঃ	তাবঃ
২১৮	...	১৮	দশী	দর্শী
২৩০	...	৮	মং	মৎ
২৪১	...	৩	বায়ূ	বায়ু
২৫৩	...	১২	মাযোপতিং	মাযোপহিতং
২৫৫	...	২০	বিষত্বা	বিষযত্বা
২৫৬	...	৬	নাড	নাড্য
২৬৭	...	৬	ব্যাখ্যাতৌ	ব্যাখ্যাতৌ
২৭৮	...	১১	মদ্যাজী	মদ্‌যাজী
২৭৮	...	১১	সমদ্যাজী	সমদ্‌যাজী
২৭৮	...	১২	নমস্কক	নমস্কুরু
৩১১	...	২১	লগ্ন	লম্বন
৩১৫	...	১	বুত্থিতশ্চ	ব্যুত্থিতশ্চ
৩২৪	...	১১	প্রাশির্দ্ধী	প্রাণিবী
৩২৭	...	১৬	উপনধা	উপধানা
৩৩০	...	১৯	ভোক্তৃত্ব	ভোক্তৃত্বযো
৩৪৫	...	১০	যায়ং	যোয়ং
৩৪৯	...	১০	স্থূর্ত্তি	স্তুর্হি
৩৫৪	...	৮	শব্দাদীন্‌	শব্দাদীন্‌

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
১১৭	...	১৮	মারীশ্ব	মারীপ্স
১২৩	...	১৩	রাজ্ঞোভং	রাজ্ঞোভষং
১৩৩	...	৬	মুঢোপি	মুঢোপি,
১৩৪	...	১৬	ঘাতু	ধাতু
১৩৫	...	৩	যখা	যথা
১৩৬	...	১৭	ভ্রাস্তি	ভ্রান্তি
১৪০	...	৮	দ্রুষ্টা	দ্রষ্টা
১৪০	...	১৩	অভঃ	অতঃ
১৪২	...	১	ভ্যুপগমা	অভ্যুপগমা
১৪৩	...	১৪	অপরোক্ষী	অপরোক্ষী
৪ ৭	...	২	মরনাৎ	মরণাৎ
১৪৭	...	৪	বক্ত	ব্যক্ত
১৪৭	...	২৩	কথ	কথং
১৪৮	...	৭	রজ্জুরগ	রজ্জূরগ
১৪৮	...	২৩	তুস্ছুত্বং	তুচ্ছত্বং
১৫৮	...	১১	স্ফরণাৎ	স্ফুরণাৎ
১৫৮	...	২০	বিবেক	বিবেক
১৫৯	...	৫	ভ্রজতি	ব্রজতি
১৭০	...	৩	ষট্	ষট্
১৭৪	...	১১	শ্বনা	শ্বণা
১৭৭	...	১৯	কর্ম্মপেক্ষা	কর্ম্মাপেক্ষা
২০৫	...	৭	বৈদ্বারেণৈব	বেদদ্বারেণৈ

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধ	শুদ্ধঃ
২০৮	...	৭	বৈরাগে	বৈরাগ্যে
২১১	...	৪	যোগৈগৗঃ	যোগৈঃ
২১১	...	৫	স্পষ্টা	স্পষ্টা
২১৩	..	১৭	কূক্ক	কুক্ক
২১৬	...	৬	ভাঃ	ভাবঃ
২১৮	...	১৮	দশী	দর্শী
২৩০	...	৮	মং	মৎ
২৪১	...	৩	বায়্	বায়ু
২৫৩	...	১২	মাযোপাতং	মাযোপহিতং
২৫৫	...	২০	বিষত্বা	বিষযত্বা
২৫৬	...	৬	নাড	নাড্য
২৬৭	...	৬	ব্যাথ্যাতৌ	ব্যাখ্যাতৌ
২৭৮	...	১১	মদ্যাজী	মদ্‌যাজী
২৭৮	...	১১	সমদ্যাজী	সমদ্‌যাজী
২৭৮	...	১২	নমস্কক্ক	নমস্কুক্ক
৩১১	...	২১	লগ্বন	লম্বন
৩১৫	...	১	বুত্থিতশ্চ	বু্যত্থিতশ্চ
৩২৪	...	১২	প্রাণিধী	প্রাণিধী
৩২৭	...	১৬	উপনধা	উপধানা
৩৩০	...	১৯	ভোক্তৃত্ব	ভোক্তৃত্বযো
৩৪৫	...	১০	যায়ং	যোয়ং
৩৪৯	...	১০	স্থূর্হি	স্তুর্হি
৩৫৪	...	৮	শব্দাদীন্	শব্দাদীন্

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
৩৬৬	...	৬	যচ্ছন্দো।	যস্ছন্দো।
৩৬৮	...	১০	যজ্ঞাদৃষ্ট	যজ্ঞাদৃষ্ট
৩৭৯	...	১	দান্য	দানং
৩৯০	...	৪	পুত্র	পুত্র।
৪১১	...	১২	ভৃাতৄন	ভ্রাতৄন্
৫০৫	...	৪	প্রভাডাধা	প্রভাতাযা
৫৪৬	...	৩	রথিনস্তা	রথিনোস্তদা
৫৫২	...	৪	এক্ষালে	কালে
৭৯৩	...	৪	বার্য্যোঘাঘান্	বার্য্যোঘান্
৭৯৪	...	১	অপুত	অভুত

টীকায়াঃ শুদ্ধিপত্রম্ সম্পূর্ণম্।

——

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ভাষার সূচি পত্র।

প্রকরণ		পৃষ্ঠায়াং	পঙ্ক্তৌ
কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমর নিকষ সংস্থাপন	...	২	১
ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাস দর্শন	...	৫	১৪
ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্র সমীপে নিমিত্ত কথন	...	৬	২০
সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ভূমির গুণ কথন	...	১৭	১৬
সুদর্শন দ্বীপ বর্ণন	...	১৯	১৫
ভূম্যাদির পরিমাণ কথন	...	২১	১২
মাল্যবান্ বর্ণন	...	২৬	৫
বর্ষ কথন	...	২৮	২০
ভারত বর্ষীয় নদ্যাদি কথন	...	৩০	১৪
আয়ুঃ সংখ্যা কথন	...	৩৪	২০
শাকদ্বীপ বর্ণন	...	৩৬	১
উত্তর কুরু প্রভৃতির নিরূপণ	...	৩৯	১০
ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণ	...	৪৪	১২
ভীষ্মবধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ এবং ভীষ্মের সংগ্রাম ও তাঁহার মৃত্যু বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	...	৪৫	১২
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সম্বাদ কথন	...	৫২	১৫
সৈন্য বর্ণন	...	৫৪	১২
যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন সম্বাদ	...	৬৭	১৪
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ	...	৬০	১
দুর্গাস্তব	...	৭০	১৩
ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সম্বাদ	...	৭২	১২

প্রকরণ		পৃষ্ঠায়াং	পঙ্‌ক্তৌ
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগোপদেশ সাঙ্খ্য যোগ	...	৭৭	১
কর্ম্মযোগ	...	৮৫	২৫
জ্ঞান যোগ	...	৯১	১৭
কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ	...	৯৭	১১
আত্ম সংযম যোগ	...	১০১	১
বিজ্ঞান যোগ	...	১০৬	১৫
মহাপুরুষ যোগ	...	১১০	১০
রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্যযোগ	...	১১৪	৯
বিভূতি যোগ	...	১১৯	১
শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বরূপ প্রদর্শন	...	১২৩	১৩
ভক্তি যোগ	...	১৩০	৮
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ	...	১৩২	১৯
গুণত্রয় বিভাগ	...	১৩৭	৬
পুরুষোত্তম যোগ	...	১৪১	১
দৈবাসুর সম্পত্তি যোগ	...	১৪৪	১
শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ	...	১৪৬	১৯
সন্ন্যাস যোগ	...	১৫০	১
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের সমরে আগমন	...	১৫৯	১
যুদ্ধারম্ভ	...	১৭০	১০
শ্বেতের যুদ্ধ	...	১৮৩	১৫
শ্বেত বধ	...	১৮৮	২১
শঙ্খের যুদ্ধ প্রথম দিবসের অবহার	...	১৯৭	১৭
পাণ্ডবগণের ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্ম্মাণ	...	২০১	১৭
কৌরবগণের ব্যূহ নির্ম্মাণ	...	২০৬	১০
ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	...	২০৮	১৩

প্রকরণ		পৃষ্ঠাংক	পঙ্‌ক্তি
দ্রোণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ	...	২১৩	২৪
কলিঙ্গ রাজ বধ	...	২১৭	৬
দ্বিতীয় দিবসের অবহার	...	২২৬	১৬
কৌরবগণের গারুড় ও পাণ্ডবগণের অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ	...	২২৯	২২
তৃতীয় দিবসের যুদ্ধারম্ভ	...	২৩১	১৬
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদ	...	২৩৪	১৫
তৃতীয় দিবসের অবহার	...	২৩৮	৬
অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের দ্বৈরথ যুদ্ধ	...	২৫০	২৪
সাংযমনি তনয়ের নিধন	...	২৫৪	৬
ভীমসেনের পরাক্রম প্রকাশ	...	২৫৭	১
সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার সমাগম	...	২৬১	১৯
চতুর্থ দিবসের অবহার	...	২৬৪	১২
বিশ্বোপাখ্যান	...	২৭০	১৯
পঞ্চম দিবসের যুদ্ধারম্ভ	...	২৮৩	২৪
পঞ্চম দিবসের অবহার	...	২৯৭	২৪
ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধারম্ভ	...	৩০০	২১
ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা	...	৩০৩	৯
ষষ্ঠ দিবসের অবহার	...	৩১৪	১৫
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদ	...	৩১৯	৯
সপ্তম দিবসের যুদ্ধারম্ভ	...	৩২১	১০
সপ্তম দিবসের অবহার	...	৩৪২	১৪
অষ্টম দিবসের যুদ্ধারম্ভ	...	৩৪৬	১৯
আদিত্য কেতু প্রভৃতির নিধন	...	৩৪৯	১৫
ইরাবানের নিধন	...	৩৫৬	৯
ঘটোৎকচের যুদ্ধ	...	৩৬৩	১১

প্রকরণ		পৃষ্ঠায়াং	পঙ্‌ক্তৌ
ভগদত্তের পরাক্রম প্রকাশ	...	৩৭৬	২৩
অষ্টম দিবসের অবহার	...	৩৮৩	১০
পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার মন্ত্রণা	...	৩৮৯	৬
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদ	...	৩৯২	১৯
সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ ও উৎপাত দর্শন	...	৩৯৭	৪
নবম দিবসের যুদ্ধারম্ভ—অলম্বুষ ও অভিমন্যুর সমাগম	...	৩৯৯	১২
দ্রোণার্জ্জুন সমাগম	...	৪০৮	২
ভীষ্মের পরাক্রম প্রকাশ	...	৪১১	২
সাত্যকির সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ	...	৪১৪	১৬
শল্য যুধিষ্ঠির সমাগম	...	৪১৭	১৬
নবম দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত	...	৪ ০	১২
পাণ্ডবগণের ভীষ্ম বধের মন্ত্রণা	...	৪২৭	২
ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর প্রলাপ	...	৪৩৬	১৪
ভীষ্ম দুর্য্যোধন সম্বাদ	...	৪৪১	১২
অর্জ্জুন দুঃশাসন সমাগম	...	৪৪৪	১৬
দ্রোণাশ্বত্থামা সম্বাদ	...	৪৫৩	৫
ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম প্রকাশ	...	৪৫৬	৭
ভীষ্মের বিষাদ	...	৪৬৩	১৮
সঙ্কুল যুদ্ধ	...	৪৬৭	২
দুঃশাসনের পরাক্রম প্রকাশ	...	৪৭৩	৭
ভীষ্মের নিপাত	...	৪৮২	১৩
ভীষ্মকে উপধান প্রদান	...	৪৯৪	২৪
ভীষ্মকে জল দান	...	৪৯৮	২
ভীষ্ম কর্ণ সমাগম	...	৫০২	২০

ভীষ্মপর্ব্বের ভাষার সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ভাষার শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
১৭	...	৫০	মুমমুহু	মুহুর্মুহু
১৮	...	১৪	জরায়ুজই	জরায়ুজই
২১	...	৩	মুথ	মুখ
২৩	...	১৫	তিথর	শিখর
২৪	...	২৪	সনস্ত	সমস্ত
৩৫	...	৭	যুগে	যুগে
৫১	...	৭	কিস্থ্র	কৃস্থ্র
৬৭	...	১২	অব্যায়	অধ্যায়
৬৭	...	১৪	যুধিষ্টির	যুধিষ্ঠি
৬৭	...	২২	ইত্র	এই
৭০	...	২	কৃষ্ট	কৃষ্ণ
৭০	...	২৩	ঘড়্গা	খড়্গা
৮২	...	২২	কর্ম্মণা	কর্ম্মনা
১২০	...	৫	উপায	উপায়ে
১৫২	...	৫	মে	যে
১৬৫	...	১৭	সক্র	শক্র
১৯০	...	১৪	রধ	রথ
২১০	...	২০	লুল	কুল
২১৩	...	৯	মাংসার্থা	মাংসার্থী

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
২৩৭	...	৮	তখন	যখন
২৪১	...	১৯	কর	স্মরণ কর
২৪৫	...	২১	নেঘ	মেঘ
২৪৭	...	১৮	উথ	উত্থিত
২৬০	...	২৪	জ্রুদ্ধ	ক্রুদ্ধ
২২৭	...	১৩	গেই	সেই
৩০৩	...	২৪	ময্যদা	মর্য্যাদা
৩১২	...	১৮	প্রেরির,	প্রেরিত,
৩২৪	...	৫	ধারা	ধারাদ্বারা
৩২৫	...	২	হইলে	হইলেন
৩৩১	...	২৫	নীরীক্ষণ	নিরীক্ষণ
৩৬৯	...	৭	নানসে	মানসে
৩৭৪	...	৯	ইরা	হইয়া
৩৮৬	...	২৫	রন্ধ	রন্ধ্র,
৪৩২	...	২৫	আর্টিশ,	পার্টিশ,
৪৪১	...	১:	চতু	নবা
৪৪৭	...	২৩	কার্ম্মক	কার্ম্মুক
৪৫৬	...	১৪	ভীমসেনর	ভীমসেনের
৪৫৭	...	৭	১	১৫
৪৫৮	...	২৪	নক্ষেপ	নিক্ষেপ
৪৮১	...	২৫	ক্রেড়া	ক্রীড়া

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ভাষার শুদ্ধি পত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীতম্
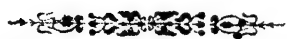
শ্রীনীলকণ্ঠ বিরচিতয়া 'ভারতভাবদীপ' সমাখ্যয়া টীকয়ানুগতম্

প্রাচীনার্য্য-বিদ্যানুরাগিণঃ সুবিখ্যাত-চক্ষুর্দ্ধুরী-বংশাবতংসস্য

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দেব মহানুভাবস্য

অভ্যার্থনয়া

শ্রীযুক্ত শ্রীধরচূড়ামণি ভট্টাচার্য্যেণ অনুবাদিতম্

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যেণ

সংশোধিতম্, প্রকাশিতম্

সর্ব্বং পর্য্যবেক্ষিতঞ্চ।

শ্রীরামপুর

আল্‌ফ্রেড্‌ যন্ত্রে

শ্রীঠাকুরদাস ঘোষালের প্রযত্নতোমুদ্রিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮০৩।

মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুমহাত্মা কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নানা দেশ-সমাগত পার্থিবগণ কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন[১]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্র বংশীয় বীরগণ তপঃক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন[২]। বেদাধ্যায়ন-সম্পন্ন, সমর-প্রিয়, বিজয়কাঙ্ক্ষী, মহাবল পাণ্ডবেরা পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া সৈন্যগণ ও সোমকদিগেব সহিত কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৌরবদিগের অভিমুখীন হইলেন। সেই দুরাধর্ষ সসৈনিক সোমক ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে বিজয়াশংসা করত দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক পশ্চিম ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্নিবেশ করিলেন[৩.৫]। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চক তীর্থের বহি-

র্ভাগে যথোপযুক্ত সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করাইলেন[৬]। তৎকালে যেন সমস্ত ভূমণ্ডল পুরুষ-শূন্য, নিরশ্ব, বিরথ ও কুঞ্জর-বিবর্জ্জিত হইল। সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল[৭]। হে পার্থিবসত্তম! জম্বূদ্বীপ-মণ্ডলে যে স্থান পর্য্যন্ত দিবাকর কর প্রসারণ করেন, সেই প্রদেশ হইতে সকলে যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া সৈন্য রূপে সমবেত হইল[৮]। সর্ব্ব জাতীয় সমস্ত মানবগণ একত্র সমবেত হইয়া বহু যোজন বিস্তীর্ণ ভূমি পরিসরে অনেকানেক দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বন সমূহ পরিব্যাপ্ত করিল[৯]। রাজা যুধিষ্ঠির বল বাহন-সমন্বিত সেই অসংখ্য যোধগণের উত্তম রূপে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও শয্যা প্রদানের আদেশ করিয়া দিলেন এবং যুদ্ধ কালে বিশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য স্ব পক্ষ সৈন্যদিগের এক নাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, যে এই রূপ নাম বলিবে, তাহাকে পাণ্ডব পক্ষ বলিয়া বোধ করা যাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেক দলের অভিজ্ঞান সূচক চিহ্ন-বিশেষ, সংজ্ঞা-বিশেষ ও ভাষা-বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন[১০-১২]।

ওদিকে মস্তকোপরি ধ্রিয়মাণ পাণ্ডরবর্ণ আতপত্রে সুশোভিত, নাগ সহস্র মধ্যবর্ত্তী, ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত, মহামানী দুর্য্যোধন পাণ্ডব পক্ষীয় ধ্বজাগ্রভাগ নিরীক্ষণ করত স্ব পক্ষীয় মহীপাল বর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডব-প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন[১৩-১৪]। যুদ্ধ-প্রিয় পাঞ্চাল যোধগণ দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল মানসে মহাশঙ্খ ও মধুর স্বন ভেরী সমস্ত শব্দিত করিতে লাগিল[১৫]। পাণ্ডব গণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব সেই সৈন্যগণকে তাদৃশ হর্ষ প্রাপ্ত অবলোকন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন[১৬]। অনন্তর পুরুষেন্দ্র বাসুদেব ও ধনঞ্জয় হৃষ্টান্তঃ করণে রথে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[১৭]। ইতস্তত যোধগণ তাঁহাদিগের সেই পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মূত্র পুরীষ

পরিত্যাগ করিতে লাগিল[১৮]। যে প্রকার শব্দায়মান মহা সিংহের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অপরাপর পশুকুল ভয় ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ সেই দিব্য শঙ্খ নিস্বন শ্রবণে সেই সকল সৈন্য গণ সাতিসয় অবসন্ন হ-ইল[১৯]। তৎকালে ভূমি হইতে এতাদৃশ ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইতে লাগিল, যে তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া দিবাকর যেন অস্ত গমন করিলেন; কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না[২০]। অনন্তর জলধর সেই স্থলে সমস্ত সৈন্য গণের উপরে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে শর্কর অর্থাৎ স্থূল বালুকা সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র যোধগণকে আহত করিতে লাগিল। এই সকল যেন অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল[২১-২২]। হে রাজেন্দ্র! ত-থাপি সেই ক্ষুভিত সাগর তুল্য উভয় পক্ষীয় সৈন্য গণ যুদ্ধার্থে অতি-শয় আগ্রহান্বিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত রহিল[২৩]। যুগান্তকালীন সাগর যুগলের ন্যায় সেই ভারত সেনা দ্বয়ের সমাগম অদ্ভুতরূপ হইল[২৪]। কুরুপাণ্ডবেরা সৈন্য সমূহ সংগ্রহ করাতে বসু-ন্ধরা শূন্যপ্রায় রহিল; কেবল বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীবৃন্দ মাত্র সর্ব্বত্র স্ব স্ব দেশে অবশিষ্ট ছিল।

হে ভরত প্রবর! কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ যুদ্ধের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন যে সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেক; কেহই কোন প্রকারে ছল প্রয়োগ করিতে পারিবেন না; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইলে আমাদিগের উভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রীতি হইবে। যাহারা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগের সহিত বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবেক। যাহারা সৈন্য মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করা হইবেক না[২৫-২৮]। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারূঢ় অশ্বারূঢের সহিত এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত

যুদ্ধ করিবেক[২৯]। যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারে সম্ভাষণ করিয়া প্রহার করিতে হইবে। বিশ্বস্ত অথবা বিহ্বল ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিবে না[৩০]। অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধ পরাঙ্মুখ, ক্ষীণ-শস্ত্র অথবা বর্ম্মহীন লোকদিগকে কোন প্রকারে প্রহার করা হইবেক না[৩১]. এবং সারথি, বাহন, শস্ত্র বাহক ও ভেরীশঙ্খাদি বাদ্যকরের প্রতি কোন প্রকারে আঘাত কর্ত্তব্য হইবেক না[৩২]। কুরু, পাণ্ডব ও সোমক গণ এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন[৩৩]। এই রূপে সেই পুরুষ-প্রধান মহাত্মাগণ সৈনিকগণের সহিত সেনা সন্নিবেশ করিয়া পরম হৃষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থে সমুৎসুক রহিলেন[৩৪]

সৈন্যসন্নিবেশ ও প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ, প্রত্যক্ষদর্শী, সর্ব্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, ভরতবংশীয় গণের পিতামহ সত্যবতী-সুত ভগবান্ ব্যাস ঋষি নিদারুণ ভাবি সমরে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগে অবস্থিত সেই সকল সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া পুত্রের দুর্নীতি চিন্তায় শোকাকুল বিচিত্রবীর্য্য নন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জনে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রেরা ও অপরাপর ভূপাল বর্গ কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সমরে পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরকে নিহত করিবে, কালপরীত হইয়া সংহার দশায় উপনীত হইবে, তন্নিমিত্তে তুমি কালের বৈপরীত্য বোধগম্য করিয়া শোকে চিত্তার্পণ করিও না[১-৫]। হে পুত্র! যদি রণ স্থলে ইহাদিগকে তোমার অবলোকন করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে নয়ন প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি রণ ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে[৬]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষি সত্তম! আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, কিন্তু আপনার তেজঃ প্রভাবে এই যুদ্ধের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে মানস করি[৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সংগ্রাম দর্শনে অনিচ্ছা ও শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বর প্রদানের ঈশ্বর বেদ ব্যাস সঞ্জয়কে বর প্রদান করিলেন[৮] এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, এই সঞ্জয় তোমার সমীপে এই যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিবেন। ইনি সংগ্রামের সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিবেন[৯], ইনি দিব্যচক্ষুঃ-সমন্বিত হইবেন, তাহাতেই সমস্ত জানিতে পারিবেন ও যুদ্ধবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিবেন[১০]। প্রকাশে বা অপ্রকাশে, দিবসে বা নিশা সময়ে যে কোন বিষয়ের ঘটনা হইবে, ইনি মনে মনে চিন্তা করিবা মাত্র তৎসমস্ত অবগত হইবেন[১১]। শস্ত্র সমস্ত ইহাকে ছিন্ন করিতে পারিবে না এবং পরিশ্রমও ইহাকে ক্লান্ত করিতে সমর্থ হইবে না। হে সৌম্য! এই গবল্গণনন্দন সঞ্জয় এই সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন[১২]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই কুরুপাণ্ডব সকলের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিব[১৩]। হে নরেন্দ্র! এই উপস্থিত বিষয় দৈবায়ত্ত জানিবে। দৈব কৃত বিষয়ে কখনই শোক করা উচিত নহে। বিশেষত ইহা নিবারণ করিবারও সাধ্য নাই, যেহেতু যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেরই জয় হইয়া থাকে[১৪]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পিতামহ মহাভাগ ভগবান্ ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপ বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন[১৫], মহারাজ! এই যুদ্ধে মহান্ ক্ষয় হইবে। তাহার অনুমাপক বহুবিধ ভয়প্রদ নিমিত্ত সমস্ত উপলক্ষিত হইতেছে[১৬]। শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক এই সকল পক্ষিগণ বৃক্ষের অগ্রভাগে পতিত হইতেছে[১৭] এবং সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ ভরে সমীপবর্ত্তী স্থল

নিরীক্ষণ করিতেছে। মাংসভোজী শৃগাল কুক্কুরাদি গণ গজবাজিগণের মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া বিচরণ করিতেছে[১৮]। বিকটাকার কঙ্ক পক্ষি সকল নির্দ্দয়ভাবে শব্দ করিয়া ভয় প্রদর্শন করত দক্ষিণ দিক্ দিয়া মধ্যস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে[১৯]। হে ভারত! পূর্ব্বাপর উভয় সন্ধ্যাকালেই নিত্য নিত্য দৃষ্ট হইতেছে যে উদয়াস্ত কালে সূর্য্যদেব যেন কবন্ধগণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন[২০]। উভয় প্রান্তভাগে শ্বেত ও লোহিত বর্ণ এবং মধ্যভাগে কৃষ্ণবর্ণ এই ত্রিবর্ণ মেঘ মণ্ডলাকারে সন্ধ্যা কালে প্রভাকরকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে[২১]। আমি দেখিয়াছি, অমাবস্যার দিবস চন্দ্র-সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র পাপগ্রহে সমাক্রান্ত হইয়াছে, আবার সেই অহোরাত্রেই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা ভয়ের নিমিত্তই হইতেছে[২২]। চন্দ্রমা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রক্ত পদ্মবর্ণাভনভোমণ্ডলে প্রভাহীন ও অগ্নিবর্ণ হইয়া অলক্ষ্য হইয়াছেন[২৩]। অতএব বহু সংখ্যক শৌর্য্যশালি, পরিঘ বাহু, বীর রাজা ও রাজপুত্র গণ নিহত হইয়া ধরা আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিবেন[২৪]। রাত্রি কালে যুদ্ধকারী বরাহ ও বিড়ালের প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্কর শব্দ অন্তরীক্ষে শ্রুত হইতেছে[২]। দেবগণের প্রতি মূর্ত্তি সকল কখন কম্পিত হইতেছে, কখন হাস্য করিতেছে, কখন বদন দ্বারা রুধির বমন করিতেছে, কখন ঘর্ম্মযুক্ত হইতেছে, কখন বা ধরাতলে পতিত হইতেছে[২৬]। হে নরপাল! দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতেছে। ক্ষত্রিয়গণের প্রধান প্রধান রথ অশ্বযোজিত না হইয়াও চলিত হইতেছে[২৭]। কোকিল, শতপত্র, চাস, ভাস, শুক, সারস, ময়ুর, এই সকল পক্ষিগণ অতি কঠোর ধ্বনি করিতেছে[২৮]। স্থানে স্থানে অশ্বারোহী গণ বর্ম্ম পরিধান ও শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধা করিতেছে। অরুণোদয় কালে শত শত শলভ দল দৃষ্ট হইতেছে[২৯], এবং উভয় সন্ধ্যাকালে দিগ্দাহ প্রকাশিত হইতেছে। হে ভারত! মেঘ সকল ধূলি রাশি ও

মাংস বর্ষণ করিতেছে[৩০]। হে রাজন্! সাধুজন-পুরস্কৃতা, ত্রিলোক বিশ্রুতা, যে এই অরুন্ধতী, তিনি স্বীয়-স্বামী বশিষ্ঠ দেবকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন[৩১]। শনৈশ্চর রোহিণীরে নিপীড়িত করিতেছেন। চন্দ্রের মৃগচিহ্ন আর যথা স্থানে দৃষ্ট হয় না। মেঘ শূন্য নভোমণ্ডলে ঘোরতর ঘনধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং বাহন গণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগের অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! এই সমস্ত অবলোকন করিয়া প্রতীতি হইতেছে যে মহা ভয়াবহ ব্যাপার উপস্থিত হইবে[৩২-৩৩]।

ব্যাসোক্তিপ্রকরণেদ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ।

ব্যাস কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! গর্দ্দভ সকল গোগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। পুত্রেরা জননীর সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। বন জাত বৃক্ষ সকল অকালোচিত পুষ্পফল প্রদর্শন করিতেছে[১]। গর্ব্তিণীগণ ভীষণ-মূর্ত্তি ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপাদন করিতেছে। মাংস ভোজী পশুপক্ষি গণ মিলিত হইয়া একত্র ভোজন করিতেছে[২]। কাহারো তিন শৃঙ্গ, কাহারো চারি নেত্র, কাহারো পঞ্চ পদ, কাহারো দুই শিশ্ন, কাহারো দুই মস্তক, কাহারো দুই লাঙ্গুল, কাহারো বা বিশাল দন্ত, এইরূপ অশিবমূর্ত্তি পশু সকল উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহারা জাত মাত্রই মুখ ব্যাদান করিয়া অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছি। কাহারো তিন পদ, কাহারো চারি দন্ত, কোন টা শিখা-বিশিষ্ট, কোন টা বা শৃঙ্গ-যুক্ত এই রূপ বিকৃতাকার ঘোটক সকল উৎপন্ন হইতেছে[৩-৪], এবং তোমার নগরে কোন কোন ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীদিগকে গরুড় পক্ষী ও ময়ূর প্রসব করিতে অবলোকন করিতেছি[৫]। হে মহীপতে! ঘোটকী গোবৎস এবং কুক্কুট, করভ ও শুক পক্ষি প্রসব

করিতেছে[৬]। কতকগুলি স্ত্রীলোক এককালে চারি পাঁচ টি কন্যা প্রসব করিয়াছে; তাহারা জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে[৭]। চাণ্ডালাদি ইতর জাতীয় কাণ কুব্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ লোকেরা নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতেছে; তাহাতেই তাহারা মহা ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে[৮]। শিশুগণ যেন কাল প্রেরিত হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা সকল চিত্রিত করিতেছে, দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পর প্রহার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে[৯], এবং যুদ্ধার্থী হইয়া পরস্পর নির্ম্মিত কৃত্রিম নগর সকল মর্দ্দিত করিতেছে। কমল উৎপল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বৃক্ষে উৎপন্ন হইতেছে[১০]। প্রচণ্ডতর সমীরণ সর্ব্ব দিগে প্রবাহিত হইবায় ধূলিজাল উড্ডীন হইতেছে, উপশান্ত হইতেছে না। বসুন্ধরা মুহুর্ম্মুহু কম্পিতা হইতেছেন। রাহু গ্রহ সূর্য্যকে অনুক্ষণ আক্রমণ করিতেছেন[১১]; এবং কেতু গ্রহ চিত্রা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; ইহাতে যে কুরুবংশ ধ্বংস হইবে তাহা বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইতেছে[১২] এবং মহাঘোর মহাগ্রহ ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্র কে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেও উভয় পক্ষীয় সেনা-দ্বয়ের বিষমতর অনিষ্ট উৎপাদন করিবেন[১৩]। মঙ্গল মঘাতে এবং বৃহস্পতি শ্রবণায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করিতেছেন। শনি পূর্ব্বফল্গুণীকে আক্রমণ করিয়া পীড়া দিতেছেন[১৪]। শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন এবং পরিঘ নামক উপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া পরিক্রম পূর্ব্বক উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন[১৫]। কেতু নামক দ্বিতীয় উপগ্রহ ধূমমুক্ত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রদৈবত তেজস্বী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৬]। ধ্রুব নক্ষত্র ভয়ঙ্কর রূপে দেদীপ্যমান হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শশী ও ভাস্কর উভয়েই রোহিণীকে পীড়ন করি

তেছেন। পরুষগ্রহ রাহু চিত্রা ও স্বাতির অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন[১৭]। অনল তুল্য প্রভাশালী মঙ্গল গ্রহ বক্রানুবক্রভাবে সঞ্চরণ করিয়া বৃহস্পতির অধিষ্ঠিত শ্রবণা নক্ষত্রকে সম্পূর্ণ রূপে বেধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৮]।

মহারাজ! সময় বিশেষে বিশেষ বিশেষ শস্য-শালিনী যে অবনি, তিনি অধুনা সর্ব্ব প্রকার শস্য সমূহে যুগপৎ সমাকীর্ণ হইতেছেন। যব সকলের পাঁচ পাঁচ এবং ধান্য সকলের শত শত শীর্ষ দৃষ্ট হইতেছে[১৯]। জগৎ রক্ষার কারণভূত, সর্ব্ব লোক মধ্যে প্রধান ধেনুগণকে বৎসের পানাবসানে দোহন করিলে তাহারা শোণিত ক্ষরণ করিয়া থাকে[২০]। শরাসন হইতে সহসা তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে; খড়্গ সমস্ত অকস্মাৎ অতিমাত্র জ্বলিত হইতেছে; শস্ত্র সকল যেন উপস্থিত সমর কার্য্যকে স্পষ্ট রূপেই নিরীক্ষণ করিতেছে[২১]। হে ভারত! যখন ধ্বজ, কবচ, শস্ত্র ও সলিলের প্রভা অগ্নিবর্ণ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে যে, মহান্ ধ্বংস হইবে[২২]। পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের বিরোধে পৃথিবী ধ্বজা রূপ ভেলা সমূহে সমাকুলা শোণিতাবর্ত্তময়ী নদী রূপে পরিণতা হইবে[২৩]। সর্ব্ব দিকে মৃগ পক্ষিগণ প্রদীপ্ত মুখে নিরন্তর কর্কশ ধ্বনি করিতেছে এবং অনিষ্ট জনক কার্য্য সমস্ত প্রদর্শন করত মহাভয় বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছে[২৪]। এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক চরণ সম্পন্ন একটা শকুনি রজনীতে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর পরিত্যাগ করিতেছে[২৫]। হে রাজেন্দ্র! সংপ্রতি শস্ত্র সমুদায় যেন প্রজ্বলিত হইয়া উদার ভাবাপন্ন সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সম্যক্ রূপে আচ্ছাদিত করিতেছে[২৬]। তেজোময় বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর, এই দুই টি গ্রহ বিশাখার সমীপবর্ত্তী হইয়া সম্বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছেন[২৭]। এক পক্ষে দুই দিন ত্র্যহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ অবধি গণনা

মতে যে ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হয়, সেই দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র বা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যেন প্রজা ক্ষয়ই ইচ্ছা করিতেছেন[২৮]। দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে ধূলি বর্ষণে সমাকীর্ণ হইয়া অশুভ সূচক হইয়াছে। উৎপাত-জনক ভয়ঙ্কর মেঘ সকল রাত্রি কালে শোণিত বর্ষণ করিতেছে[২৯]। ক্রূরকর্ম্মা রাহু কৃত্তিকার পীড়োৎপাদন করত অবস্থিতি করিতেছে। বায়ু সমস্ত, উৎপাত-বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুন প্রবাত হইতেছে, ইহাতে মহান্ আক্রন্দ জনন বৈরযুদ্ধ উপস্থিত হইবে। রাজাদিগের অশ্বপতি, গজপতি ও নরপতি, এই ত্রিবিধ ছত্র-চক্র কথিত হইয়াছে; অশ্বিনী প্রভৃতি নয় টি নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে অশ্বপতির বিঘ্ন হয়; মঘাদি নব সংখ্যক নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে গজপতির অনিষ্ট হইয়া থাকে; এবং মূলাদি নয় টি নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে নরপতির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হে নরপতে! সংপ্রতি ঐ ত্রিবিধ ছত্র সম্বন্ধীয় প্রতি নব-সংখ্য নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রের মস্তকে পাপগ্রহ পতিত হইতেছে; ইহা অতীব ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়াছে[৩০-৩১]। কখন এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথি ক্ষয় হইলে প্রতিপদ্ অবধি গণনা মতে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে, এবং কখন বা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে চন্দ্র বা সূর্য্য পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথি ক্ষয় হইয়া যে ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, ইহা কখন দেখি নাই, অতএব যখন এই চন্দ্র সূর্য্য উভয় গ্রহ ঐ রূপ ত্রয়োদশ দিবসে রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যে প্রজা সমূহ ক্ষয় করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাক্ষস গণ তৎকালে বক্তু পূরণ করিয়া রক্ত পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইবে না[৩২.৩৩]। মহারাজ! মহানদী সকল প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতেছে। যাবতীয় সরিৎপুঞ্জের সলিল সকল শোণিত বর্ণ ধারণ করিতেছে। কূপ প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় বায়ুদ্বারা ফেন পুঞ্জে পরিকীর্ণ হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছে[৩৪]। শুষ্কাশনি সদৃশ দেদীপ্যমান সনির্ঘাত উল্কা সকল পতিত হইতেছে, এবং অদ্য নিশাবসানে উদয় কালে প্রভাকর, উল্কার সহিত নিঃসৃত হইয়া অন্ধকার বিনাশ করত চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। মহর্ষিগণ পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যে এইরূপ উৎপাত উৎপত্তি হইলে পৃথিবী সহস্র সহস্র পৃথিবীপতির শোণিত পান করিবেন। অপিচ, হিমালয়, কৈলাস ও মন্দরগিরিনিকর হইতে প্রচণ্ডতর সহস্র সহস্র শব্দ ও শিখর সমস্ত নিপতিত হইতেছে। এতাদৃশ ভূমিকম্প হইতেছে যে তাহাতে সাগর চতুষ্টয় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া যেন বসুন্ধরাকে ক্ষোভিত করত স্বীয় স্বীয় উপকূল অতিক্রম করিতেছে[৩৫.৩৮]। ভীষণ সমীরণ মহীরুহগণ উন্মূলিত করত কর্কর বর্ষণ পূর্ব্বক প্রবলবেগে বাহিত হইতেছে, গ্রাম ও নগর মধ্যে বৃক্ষ ও চৈত্য সকল উগ্রতর সমীরণে ভগ্ন ও বজ্রাহত হইয়া পতিত হইতেছে। ব্রাহ্মণাহুত হুতাশন বামাবর্ত্ত হইয়া নীল, লোহিত ও পীতবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে স্পর্শ, গন্ধ, রস, এসকলই বিপরীত ভাব হইতেছে[৩৯.৪১]। ধ্বজা সকল মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে। ভেরী পটহ বাদ্য সমস্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে। চতুর্দ্দিগে বায়স গণ মহোন্নত মহীরুহ পুঞ্জের উপরি ভাগে বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করত অতিমাত্র ভৈরব রবে 'পক্কা পক্কা' শব্দ করিতেছে। অন্যান্য পক্ষি সকল পুনঃপুন ধ্বনি করিতে করিতে রাজন্যগণের ধ্বংস সূচনা করত ধ্বজাগ্রে পতিত হইতেছে[৪৩.৪৪]। দুরন্ত

দন্তী সকল কম্পিত কলেবর ও চিন্তা যুক্ত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে, তুরঙ্গ মাতঙ্গগণ দীনভাব অবলম্বন করিয়া অনবরত স্বেদ জল বিসর্জন করিতেছে[৪৫]। হে ভারত! তুমি এই সমস্ত বিষমতর ঘটনাপুঞ্জ শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহাতে লোকের সমুচ্ছেদ না হয়, তাহাতে যে রূপ বিধান করা উচিত বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর[৪৬]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র পিতা ব্যাস দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, সম্প্রতি যে নরক্ষয় হইবে, ইহা অবশ্যই দৈব নির্ব্বন্ধ বলিতে হইবে[৪৭]। যাহা হউক, ক্ষত্রিয়গণ যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সমরে নিহত হন, তবে বীর-লভ্য স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারিবেন[৪৮]। পুরুষ প্রধান গণ মহা সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে দীর্ঘ কাল মহৎ সুখ লাভ করিবেন[৪৯]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজ সত্তম! কবীশ্বর ব্যাস দেবকে তাঁহার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ কহিলে, ব্যাস পরম ধ্যানে চিত্ত নিবেশ করিলেন[৫০]। তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কালই জগতের ধ্বংস বিধান করেন এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তিরও প্রয়োজক হয়েন। ইহ লোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে সংশয় নাই, তথাপি কুরু পাণ্ডব ও অন্যান্য সুহৃদ্ বান্ধব দিগকে ধর্ম্ম্য পথ প্রদর্শন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে; যেহেতু তুমিই তাহাদিগের প্রবৃত্তি নিরোধে সমর্থ। পণ্ডিতেরা জ্ঞাতিবধকে অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াছেন; অতএব হে রাজন্! তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুমোদন করিও না[৫০-৫৩]। হে নরপতে! কাল তোমার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদে হিংসার প্রশংসা নাই; উহা কোন মতেই শুভ নহে[৫৪]। যে ব্যক্তি

স্বকীয় দেহ স্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সংহার করে। তুমি সাধ্যতা সত্ত্বেও কাল হেতুই আপদ্গ্রস্তের ন্যায় এই কুলের ও অপরাপর ক্ষত্রিয় বংশের সংহার নিমিত্তে কুপথ গামী হইতেছ; রাজ্য লোভ হেতুই তোমার এই অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে[৫৫-৫৬]; তোমার নিতান্তই ধর্ম্ম লোপ হইতেছে; অতএব এখনও তুমি পুত্রদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন কর। হে দুর্দ্ধর্ষ! যে রাজ্য নিমিত্তে তোমাকে পাপাক্রান্ত হইতে হইবে, এতাদৃশ রাজ্যে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি যশ, কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহাতে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করুক, কৌরবগণ শান্তি প্রাপ্ত হউক[৫৭-৫৮]।

অম্বিকা নন্দন বাগ্মী ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের বাক্য শেষ না হইতেই পুনরায় এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি অভিজ্ঞান-সম্পন্ন আপনার যথার্থ ভাবাভাব যে রূপ বিদিত হইতেছে, আমারও তাহা অবিদিত নাই, কিন্তু মনুষ্য, স্বার্থ বিষয়ে স্বভাবতই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আমাকেও আপনি এক জন সাধারণ মনুষ্য বলিয়া জানিবেন[৫৯-৬০]। হে মহর্ষে! আপনার প্রভাবের তুলনা নাই; আপনি ধীর, উপদেষ্টা, এবং আমাদিগের গতি; আমি আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আমার মতি অধর্ম্ম করিতে অভিলাষ করে না, পরন্তু আমার সেই পুত্রেরা আমার বশম্বদ নহে[৬১]। আপনি ভরত বংশের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও যশের নিদান-ভূত এবং কুরুপাণ্ডবদিগের মান্য পিতামহ[৬২]।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন মহারাজ! তোমার মনে যদি কোন সংশয় থাকে ইচ্ছানুসারে ব্যক্ত কর, আমি তাহা অপনোদন করি[৬৩]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! সংগ্রামে বিজয়িদিগের পক্ষে যে

সমস্ত শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে[৬৪]।

তখন দ্বৈপায়ন কহিতে লাগিলেন, আহুত পাবকের ধূম থাকে না, প্রভা নির্ম্মল হয়, দীপ্তি ঊর্দ্ধদিকে ও শিখা দক্ষিণ-ভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; এবং অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা চতুর্দ্দিকে পবিত্র গন্ধ বিস্তার করে; পণ্ডিতেরা ভাবি বিজয়ের লক্ষণ এই রূপ বলিয়াছেন[৬৫]। শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দ গম্ভীর অথচ বহু দূরে বিস্তৃত হয় এবং দিবাকর ও নিশাকর উভয়েই অতীব বিশুদ্ধ কিরণ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতেরা এই সকলকে ভাবি বিজয়ের লক্ষণ কহিয়াছেন[৬৬], এবং কি অবস্থিত, কি গমনশালী, সকল বায়সেরই শুভ ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। যে বায়সেরা পশ্চাৎভাগে থাকে, তাহারা যোধগণকে ত্বরান্বিত করে, আর যাহারা অগ্রে অভিগমন করে, তাহারা নিষেধ করিতে থাকে[৬৭]। যে স্থলে শকুনি, রাজহংস, শুক, বক ও শতপত্র বিহঙ্গেরা মাধুর্য্য সূচক শুভ শব্দ করিতে থাকে এবং দক্ষিণ দিক্ দিয়া সঞ্চরণ করে, সে স্থলে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধের জয় লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন[৬৮]। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, বর্ম্ম ও ধ্বজাবলি দ্বারা অতিশয় দীপ্তিশালী ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়, এবং বাহন গণ সুশ্রাব্য হ্রেষা রব করে, তাহারা শত্রু জয় করিয়া থাকে[৬৯]। হে ভারত! যাহাদিগের যোদ্ধারা উৎসাহ সহকারে হর্ষ ধ্বনি করে এবং যাহাদিগের বলবীর্য্য ও মাল্য ম্লান হইয়া না যায়, তাহারা সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে[৭০]। যোধগণ পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'বিনাশ করিয়াছি বিনাশ করিয়াছি' এই রূপ যে অভীষ্ট সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়া 'তোরা হত হইলি হত হইলি' এইরূপ কৌশলক্রমে যে সকল বচন বিন্যাস করে, এবং আর "যুদ্ধ করিস না বিনষ্ট হইবি' এবম্বিধ অগ্রে প্রতিষেধক

যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, এই সকল বাক্য ভাবি বিজয়ের সূচক হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এ সকল অবিকৃত হইলে শুভ সূচক হইয়া থাকে। যে সকল যোধগণ জয়শীল হয়, তা-হাদিগের হর্ষভাব সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতে থাকে[৭১-৭২]। বায়ু, মেঘ ও পক্ষিগণ অনুকূলগামী হয় এবং মেঘ ও ইন্দ্রধনু জলপ্লাবন করে[৭৩]। হে রাজন্! জয়শীলদিগের এই সমস্ত শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, আর পরাজয়ী মুমূর্ষুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়[৭৪]।

সৈন্য অল্পই হউক বা অধিকই হউক যোধগণের এক মাত্র হর্ষই জয়ের লক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় উক্ত হইয়াছে[৭৫]। নিরুৎসাহ প্রযুক্ত এক জন সৈন্য পলায়ন করিয়া সুমহৎ সৈন্যকেও ছিন্ন ভিন্ন করিতে পা-রে। সৈনিক দিগকে ভগ্ন হইতে দেখিলে অতি শৌর্য্যশালী বীর পু-রুষেরাও ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে[৭৬]। সেই মহতী সেনা এক বার ছিন্ন ভিন্ন হইলে তখন বেগগামী জল প্রবাহ অথবা ত্রাস-যুক্ত মৃগযুথের ন্যায় তাহাদিগকে পুনরায় নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য[৭৭]। রণ-কোবিদ পুরু-ষেরাও বিশৃঙ্খল মহাসৈন্য মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন না, প্রত্যুত, তাহাদিগকে পলায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহারা আপ-নারাই নিরুৎসাহ হইয়া থাকেন। আবার, তাহাদিগকে ভীত ও প্র-ভগ্ন সন্দর্শন করিয়া অবশিষ্ট সৈনিকদিগেরও অতিশয় ভয় হইতে থাকে; সুতরাং সমস্ত সেনাগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া সহসা দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করে[৭৮-৭৯]। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতিও চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে অসমর্থ হন।

মেধাবী ব্যক্তি সততোত্থিত হইয়া সামাদি উপায় দ্বারা জয়লাভে যত্ন করিবেন[৮০]। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সামাদি উপায় দ্বারা যে জয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; ভেদ দ্বারা যে জয়, তাহা মধ্যম; আর যুদ্ধ দ্বারা যে

জয় লব্ধ হয়, তাহা অতীব জঘন্য[৮১]। ফলত সমর কার্য্য অশেষ দোষের আকর, যে হেতু মনুষ্য ক্ষয়ই তাহার প্রধান ফল কথিত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরকে অবগত, উৎসাহ-সম্পন্ন, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত চিত্ত, কৃতনিশ্চয়, এরূপ পঞ্চাশৎ বীরপুরুষেরা বিশাল সৈন্য দলকেও দলন করিতে পারে। অপিচ, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অর্থাৎ কোন রূপে পরাঙ্মুখ না হইলে পাঁচ, ছয় বা সাত ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়[৮২-৮৩]। বিনতানন্দন সুপর্ণ গরুড়, মহতী সেনার বিনাশ এক ব্যক্তির সাধ্য বিবেচনা করিয়া সমরে বহুসেনা সমবায় প্রশংসা করেন না; অতএব মহতী সেনার বাহুল্য হইলেই যে অবশ্য জয় লাভ হয়, এমত নহে। বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই; তাহা দৈবের আয়ত্ত; বিজয়ী ব্যক্তিরাও সমরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৮৪-৮]।

জয় পরাজয় সূচক নিমিত্ত কথনে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা ব্যাসদেব ধী সম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপ সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন[১]। হে ভরতর্ষভ তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশংসিতাত্মা সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন[২], হে সঞ্জয়! যখন এই সকল সমরপ্রিয় মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল গণ পৃথিবীর নিমিত্তে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বহুতর শস্ত্রনিকর সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাঁহারা লোক সংহার দ্বারা কৃতান্ত ভবন সম্বর্দ্ধিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত হইতেছেন

না, তাঁহারা পরস্পর পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভে অভিলাষী হইয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইতেছেন না; তখন পৃথিবীর বহু প্রকার গুণ থাকাই প্রতীত হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকটে পৃথিবীর গুণ বিবরণ বর্ণন কর[৩-৫]। এই কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু কোটি, বহু অর্ব্বুদ বীর পুরুষের সমাগম হইয়াছে, ইহারা যে যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছেন, সেই সমস্ত দেশ ও নগর সমূহের প্রকৃত রূপ আকৃতি প্রকৃতি শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে[৬-৭]। তুমি সেই অমিত-তেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রভাবে দিব্য বুদ্ধি-প্রদীপ জ্ঞান নেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কিছুই তোমার অগোচর নাই[৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতেন্দ্র! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া প্রজ্ঞানুসারে পৃথিবীর গুণ সমস্ত যথা মতি বর্ণন করি, আপনি শাস্ত্র নয়নে তৎ সমুদায় অবলোকন করুন[৯]। এই ভূমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ জীব; তন্মধ্যে জঙ্গম-যোনি তিন প্রকার, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ[১০]। যাবতীয় জঙ্গম জীবের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ। জরায়ুজগণের মধ্যে মনুষ্য ও নানারূপ ধারী যজ্ঞ সাধন পশু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ বিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে কথিত হইয়াছে, যাহাতে যজ্ঞ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য পশু মধ্যে মনুষ্য এবং আরণ্য পশু মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। প্রাণি মাত্রই পরস্পর পরস্পরের উপজীব্য[১১-১৩]। এবং স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে। তাহাদিগের পঞ্চ প্রকার জাতি; যথা, বৃক্ষ (অশ্বত্থাদি,) গুল্ম (কুশ কাশাদি স্তম্ব,) লতা (বৃক্ষাদিতে আরূঢ় গুড়ুচ্যাদি,) বল্লী (বর্ষ মাত্র স্থায়ি কুষ্মাণ্ডাদি) ও ত্বক্ সার তৃণ জাতি (বংশপ্রভৃতি)[১৪]। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিকৃতিভূত এই ঊন বিংশতি প্রকার জীব, আর ইহাদিগের প্রকৃতিভূত পঞ্চ মহাভূত, এই চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্য কার্য্য কারণ সমস্তকে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক ত্রিলোক-বিখ্যাত

ব্রহ্ম-রূপ গায়ত্রী বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে[১৫]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জগতে এই সর্ব্ব গুণান্বিতা পবিত্রা গায়ত্রীকে প্রকৃত রূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহার আর বিনাশ হয় না[১৬]। হে মহারাজ! এই সকল পশুগণ মধ্যে সাতটি অরণ্য বাসী ও সাতটি গ্রামবাসী; এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, বানর ও ভল্লুক এই সাতটি অরণ্য বাসী; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাতটি গ্রাম বাসী বলিয়া পরিগণিত হয়[১৭.১৯]। মহারাজ! ভূমি হইতে সকলের উৎপত্তি ও ভূমিতে সকলের লয় হইয়া থাকে, এবং ভূমিই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ও ভূমিই নিত্য হইয়াছে[২০]। যে ব্যক্তি ভূমির অধিকারী, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই তাঁহার হস্তগত, এই নিমিত্তেই ভূপালগণ ভূমির অভিলাষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন[২১]।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে প্রমাণজ্ঞ সঞ্জয়! সম্প্রতি সমগ্র বসুন্ধরার এবং তত্রত্য যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, কানন, জনপদ ও অন্যান্য যে কিছু বস্তু ভূমির আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তৎসমুদায়ের নাম ও পরিমাণ আমার নিকট অশেষ রূপে কীর্ত্তন কর[১-২]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জগতীস্থ সমস্ত বস্তুতে পঞ্চ মহাভূতের সংগ্রহ আছে, এই হেতু মনীষী গণ জগতীস্থ সমস্ত বস্তুকে পরস্পর তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[৩]। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকেতে ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ টি গুণ আছে, এবং পুর পর মহাভূতে ক্রমশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি

প্রধান; যেহেতু তত্ত্ববেদী ঋষি গণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ টি গুণই ক্ষিতিতে আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৪-৫]। জলে গন্ধ নাই, অন্য চারিটি গুণ বর্ত্তমান আছে। তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিন টি গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই টি গুণ এবং আকাশে শব্দ মাত্র গুণ বিদ্যমান আছে[৬]। হে রাজন্! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়ভূত পঞ্চ মহাভূতে উক্ত পঞ্চ গুণ বিদ্যমান আছে[৭]। যৎকালে ঐ পঞ্চ মহাভূতের তুল্যতা হয়, তখন তৎসমস্ত মহাভূত পরস্পর অবলম্বন করিয়া থাকে না, অর্থাৎ তৎকালে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের লয় হইয়া যায়[৮]। যখন তাহাদিগের পরস্পর বৈষম্য হয়, তখনই প্রাণীগণ দেহবিশিষ্ট হইয়া আবিষ্কৃত হয়, অর্থাৎ জগৎ বর্ত্তমান থাকে, ইহার অন্যথা হয় না[৯]। আনুপূর্ব্বী ক্রমে সকলের ধ্বংস হয় এবং আনুপূর্ব্বী ক্রমেই সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভূমিতে জলের, জলে অগ্নির, অগ্নিতে বায়ুর ও বায়ুতে আকাশের লয়, এবং আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল হইতে ভূমির উৎপত্তি হয়। মহারাজ! কোন ভূতেরই পরিমাণ হইবার বিষয় নাই সকলই অপরিমেয়, সকলই ঐশ্বরিক[১০]। প্রত্যেক পদার্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেরা তর্ক শক্তি পরিচালনা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চ-ভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ কথনে উদ্যুক্ত হইয়া থাকেন[১১], কিন্তু যে সকল ভাব চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তাহা তর্ক দ্বারা নিরূপণ করিতে উদ্যুক্ত হইবে না। যাহা প্রকৃতির অতিরিক্ত, তাহাই অচিন্তনীয়[১২]।

হে কুরুবর্দ্ধন! সুদর্শন নামে জম্বু বৃক্ষ বিশেষ, তন্নামে বিশ্রুত সুদর্শন দ্বীপ আপনার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন; উহা গোলাকার, চক্রের ন্যায় সংস্থিত[১৩] এবং নদী, অপরাপর জলাশয়, মেঘ-

সন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধাকার নগর ও রমণীয় জনপদ সমূহে সংছন্ন[১]; পুষ্প ফলান্বিত বৃক্ষবৃন্দে সমুপেত; ধনধান্য সম্পন্ন ও চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে[১৫]। যেমন মনুষ্য দর্পণে আপনার মুখ মণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করে; তদ্রূপ সুদর্শন দ্বীপের প্রতি বিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে পরিদৃশ্য মান হইয়া থাকে[১৬]। ঐ সুদর্শন দ্বীপ সর্ব্বত্র সর্ব্বৌষধি সমবায়ে পরিবারিত, এবং উহার দুই দুই অংশে পিপ্পল স্থান আছে এবং দুই দুই অংশ শশস্থান; তদ্ভিন্ন সমুদায় স্থান জলময় জানিবেন। এতদ্ভিন্ন ইহার কিয়ৎ বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন, অপর বিষয় পরে কহিব[১৭.১৮]।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ সঞ্জয়! তুমি সর্ব্ব বিষয়ের যথাবিধানক্রমে তত্ত্বজ্ঞ, পরন্তু সুদর্শন দ্বীপের কথা যাহা সংক্ষেপ রূপে কহিলে, তাহা বিস্তার ক্রমে বল[১], এবং উহার শশস্থানে যাবতীয় ভূমি স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কীর্ত্তন কর; পিপ্পলের বিষয় পরে কহিবে[২]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসিলে, সঞ্জয় কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হিমবান্, হেমকূট, নগোত্তম নিষধ, বৈদূর্য্যময় নীল, শশিসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতু সম্পন্ন শৃঙ্গবান্, এই ছয় টি বর্ষ-পর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছে; এই সকল পর্ব্বতে সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন[৩.৫]। ইহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান সহস্র সহস্র যোজন পরিমিত। সেই সকল স্থান পুণ্য-দেশ ও রমণীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে[৬]। নানাজাতি প্রাণীগণ সর্ব্বতোভাবে সেই

সকল স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই ভারত বর্ষ, ইহার উত্তরে হৈমবত বর্ষ[৭] এবং হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! নীল গিরির দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত মাল্যবান্ নামে পর্ব্বত আছে। সেই মাল্যবানের পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত[৮-৯]। সেই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে গোলাকার কনক-পর্ব্বত সুমেরু অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সুমেরু পর্ব্বতের প্রভা নবোদিত আদিত্য ও ধূমরহিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত[১০]। হে মহীপতে! উহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন এবং নিম্নে চতুরশীতি যোজন ভূমিগর্ভে নিবিষ্ট আছে[১১], এবং উহার ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব দেশ আশ্রয় করিয়া লোক সমস্ত অবস্থান করিতেছে। হে বিভো! তাহার চতুর্দ্দিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বূদ্বীপ-প্রধান ভারতবর্ষ ও কৃতপুণ্য ব্যক্তিদিগের আবাস ভূমি উত্তর কুরু, এই চারি টি, দ্বীপ-সদৃশ স্থান আছে[১২-১৩]। সুমুখ নামে গরুড়-পুত্র বিহঙ্গম সুমেরু গিরিতে পক্ষি মাত্রকে সুবর্ণময় নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিয়াছিল[১৪] যে 'এই সুমেরুগিরিতে উত্তম মধ্যম অধম পক্ষিদিগের কোন ইতর বিশেষ নাই, অতএব আমি এস্থান পরিত্যাগ করি[১৫]।' মহারাজ! মহা জ্যোতিষ্মান্ আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণ ও পবন সেই পর্ব্বতকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন[১৬]। দিব্য পুষ্প ও ফল সকল সেই পর্ব্বতে বিদ্যমান আছে, এবং সুবর্ণময় শুভ ভবন সকল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে[১৭]। হে রাজন্! ঐ পর্ব্বতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ অপ্সরাগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন[১৮]। তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুরেশ্বর ইন্দ্র ইঁহারা সমবেত হইয়া অনেক-দক্ষিণক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন[১৯]। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু এবং হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তথায় গমন করিয়া অমরগণকে নানাবিধ স্তুতি বাক্যে স্তব করিয়া থাকেন[২০], এবং মহাত্মা

সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ, প্রতি পর্ব্বাহে তথায় গমন করেন[২১]। হে মহীপতে! ঐ পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে কবি-প্রধান দৈত্যগুরু দৈত্যগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সকল রত্ন পর্ব্বত ও সুবর্ণ প্রভৃতি যে কিছু রত্ন, তৎসমস্তই তাঁহার অধিকৃত[২২]। ভগবান্ কুবের সেই শুক্র হইতেই রত্নের চতুর্থাংশ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং তাহার ষোড়শাংশ মর্ত্যগণকে প্রদান করেন[২৩]। মেরুর উত্তর পার্শ্বে সর্ব্ব কালোৎপন্ন কুসুম সমূহে পরিব্যাপ্ত, শিলাজাল সম্ভূত রমণীয় দিব্য কর্ণিকারবন আছে[২৪]। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বয়ং দিব্য ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ভবানী সহ তথায় বিহার করেন[২৫]। তিনি আপাদ-লম্বিনী কর্ণিকারময়ী মালা ধারণ করিয়া থাকেন এবং উদিত সূর্য্যত্রয়-সদৃশ নেত্র-ত্রয় দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন[২৬]। উগ্রতপা সত্যবাদী, ব্রতপরায়ণ সিদ্ধগণই তাঁহারে দর্শন করেন; দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা তাঁহাকে কদাচ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না[২৭]। হে নরনাথ! পুণ্যাত্মা দিগের পরিষেবিতা শুভদায়িনী বিষ্ণুরূপা পুণ্যা ভাগীরথী গঙ্গা সেই মেরু গিরির শিখর হইতে ক্ষীর-সদৃশ শুভ্র ধারা রূপে বিনিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে ভীষণ নির্ঘাত নিস্বন সহকারে শুভ চন্দ্র-হ্রদে পতিতা হইতেছেন[২৮-২৯]। গঙ্গাদ্বারাই সেই সাগর সদৃশ পবিত্র হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে পতিতা হন, তখন পর্ব্বত সমূহ কর্ত্তৃক দুর্ধারণীয়া সেই গঙ্গাকে পিনাকপাণি মহেশ্বর শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

হে মহীপাল! জম্বুখণ্ডে সুমেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল দ্বীপে মহান্ দেশ আছে। তত্রত্য মনুষ্য দিগের বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ; স্ত্রীগণ অপ্সরা তুল্য এবং তাহাদিগের আয়ু দশ সহস্র বৎসর। সেখানে মানব সকল তপ্ত কাঞ্চন তুল্য কান্তিমান্, নিত্য প্রফুল্লচিত্ত, অনাময় ও শোক রহিত হইয়া থাকে।

গুহ্যকাধিপতি কুবের অপ্সরা গণে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত গন্ধমাদন শৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের পার্শ্ব দেশে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তত্রত্য লোক দিগের পরমায়ুর সংখ্যা একাদশ সহস্র বৎসর। হে রাজন্! ঐ স্থানের মনুষ্যেরা হৃষ্টচিত্ত, তেজস্বী ও মহাবল-পরাক্রান্ত; স্ত্রীলোক মাত্রই উৎপল বর্ণাভা ও প্রিয়দর্শনা[৩০-৩৬]।

নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেত বর্ষ, শ্বেতের উত্তরে হৈরণ্যক বর্ষ, এবং তাহার উত্তরে নানা জনপদাবৃত ঐরাবত বর্ষ; সর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত উক্ত ঐরাবত বর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত ভারত বর্ষ, এই দুই বর্ষের আকৃতি ধনুকের আকার। হে মহারাজ! উক্ত শ্বেত ও হৈরণ্যক, অপর ইলাবৃত বর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ষ ও হৈমবত বর্ষ, এই পাঁচ টি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী, পরন্তু ইলাবৃত বর্ষ সর্ব্ব বর্ষের মধ্য স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে[৩৭-৩৮]। এই ভারত বর্ষ প্রভৃতি সপ্ত বর্ষে উত্তরোত্তর ক্রমে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, আরোগ্য ও পরমায়ু পরিমাণের আধিক্য আছে। হে ভারত! এই সকল বর্ষে প্রাণীগণ পরস্পর মিত্রভাবে সমন্বিত থাকে। মহারাজ! এই রূপে সমস্ত পৃথিবী পর্ব্বত শ্রেণীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে[৩৯-৪০]। হে রাজন্! কৈলাস নামক অতিমহান্ যে হেমকূট গিরি, তাহাতে কুবের গুহ্যকগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন[৪১]। কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বত সমীপে হিরণ্ময় শৃঙ্গ বিশিষ্ট দিব্য সুমহান্ মণিময় শৈল আছে[৪২]। তাহার পার্শ্বে কাঞ্চন ময় বালুকা পরিশোভিত, অতি রমণীয়, মহৎ, শুভ দিব্য বিন্দুসরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে রাজা ভগীরথ ভাগীরথী গঙ্গারে অবলোকন করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে[৪৩-৪৪]। এবং মহাযশা সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ

করিয়াছেন। ঐ স্থানে ভূতগণ সর্ব্ব-লোক-স্রষ্টা তিগ্মতেজা সনাতন ভূতপতি রুদ্রদেবকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ স্থানেই নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু এবং স্থাণু বিরাজ করিয়া থাকেন[৪৫.৪৬], এবং ত্রিপথগামিনী সুর তরঙ্গিণী দিব্যা গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বস্বৌকসারা, নলিনী, পবিত্রা সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা এবং সিন্ধু, এই সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্তা হন[৪৭.৪৮]। বিধাতা এই অচিন্তনীয়া দিব্যসঙ্কাশা সপ্তবিধা গঙ্গা বিষয়ক বিধান করিয়াছেন। সহস্র যুগ অতীত হইলে পর এই স্থানে ঋষি ও দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন[৪৯]। তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন। এই দিব্য সপ্ত গঙ্গা ত্রিলোক বিখ্যাতা হইয়াছেন[৫০]। হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যক গণ ও নিষধ গিরিতে নাগ সর্পগণ বাস করিয়া থাকেন। গোকর্ণ পর্ব্বত তপস্বীদিগের স্থান[৫১] এবং শ্বেত পর্ব্বত সমস্ত দেব ও অসুর গণের আবাস ভূমি হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব গণ নিষধপর্ব্বতে এবং ব্রহ্মর্ষিরা নীলাচলে নিত্য অবস্থিতি করেন। হে মহারজ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতও দেবগণের ব্যবহার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে[৫২]। মহারাজ! বিভাগ ক্রমে এই সপ্ত বর্ষ কথিত হইল। এই সমস্ত বর্ষ, স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেরই আবাস ভূমি; তাহাদিগের দৈবী ও আসুষী বহুবিধা সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য; কল্যাণাকাঙ্ক্ষীরা তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন[৫৩.৫৪]। মহারাজ! আপনি যে শশ স্থানের দিব্য আকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই উক্ত হইল, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভারত বর্ষ ও উত্তর পার্শ্বে ঐরাবত বর্ষ, এই দুই টি বর্ষ যে আছে, তাহাও কথিত হইল। অপর নাগদ্বীপ ও কাশ্যপ দ্বীপ, ঐ শশ স্থানের কর্ণ স্বরূপ হইয়াছে। হে রাজন্! তাম্রপত্র সদৃশ-শিলা

সংযুক্ত সুশোভিত যে মলয় পর্ব্বত, তাহা এই জম্বূদ্বীপের শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়ব দৃষ্ট হইয়া থাকে[৫৫-৫৬]।

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি সুমেরুর উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বৃত্তান্ত অশেষ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, নীল গিরির দক্ষিণে এবং সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে সিদ্ধগণ নিষেবিত পবিত্র উত্তর কুরু আছে[২]। ঐ স্থানের বৃক্ষে মধুময় ফল ও নিত্য নিত্য পুষ্প ফল হইয়া থাকে। পুষ্প সকল সুগন্ধি ও ফল সকল রসাল[৩]। হে নরনাথ! ঐ স্থানের কোন কোন বৃক্ষে অভিলাষানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর, ক্ষীরী নামে কতক গুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা সর্ব্বদা অমৃতোপম ক্ষীর ও ষষ্ঠ প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে, এবং বস্ত্র উৎপন্ন করে। ঐ বৃক্ষের ফল হইতে আভরণ সকলও উৎপন্ন হয়[৪.৫]। ঐ স্থানের সমস্ত ভূমি মণিময়ী ও তথায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনের বালুকা সকল পতিত থাকে। ঐ স্থান, সমস্ত ঋতুতেই সুখস্পর্শ এবং তথায় কখন কর্দ্দম হয় না। তত্রত্য পুষ্করিণী সকল মনোরম, তাহার সলিল সকল সকল ঋতুতেই সাতিশয় সুখস্পর্শ হইয়া থাকে[৬]। মানবগণ দেবলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা বিষ্ণু পরায়ণ ও সাতিশয় প্রিয়দর্শন হন[৭]। তথায় এক কালে কন্যা পুত্র জন্মে। স্ত্রীগণ অপ্সরা সদৃশী হয়। তাহারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরাবৃক্ষের অমৃতোপম ক্ষীর পান করিয়া থাকে[৮]। যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র যথাকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমান রূপে বর্দ্ধিত হয়। তাহারা তুল্য রূপ, তুল্য গুণ ও তুল্য বেশ

সম্পন্ন[৯] এবং চক্রবাক সদৃশ প্রণয়-বদ্ধ হয়। হে বিভো! তাহারা রোগবিহীন ও সদানন্দ[১০]। মহারাজ! তত্রত্য লোকসকল একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে ও পরস্পর পরস্পরকে সৌহার্দ্দ বশত পরিত্যাগ করে না[১১]। তীক্ষ্ণ তুণ্ড বিশিষ্ট মহাবল, ভারুণ্ড নামে পক্ষী গণ ঐ স্থানের মৃত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত গুহায় প্রক্ষেপ করে[১২]। মহারাজ! উত্তর কুরুর বিষয় এই সংক্ষেপ কহিলাম।

এক্ষণে মেরুর পূর্ব্বপার্শ্ব যথাবৎ কীর্ত্তন করি[১৩]। হে প্রজানাথ! মেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের ভদ্রাশ্ব স্থান প্রধান; যে স্থানে ভদ্রশাল বন ও কালাম্র নামে মহাদ্রুম আছে[১৪]। মহারাজ! সেই কালাম্র বৃক্ষ এক যোজন উচ্চ, নিত্য পুষ্প ফলে সমন্বিত, শুভ কর ও সিদ্ধ চারণগণের পরিষেবিত[১৫]। ঐ স্থানের পুরুষ সকল মহাবল পরাক্রান্ত, তেজস্বী ও শ্বেত কলেবর। স্ত্রীগণ কুমুদবর্ণা, সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা[১৬]; তাহাদিগের কান্তি চন্দ্র-সদৃশ, মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় এবং গাত্র চন্দ্র-সদৃশ শীতল, এবং তাহারা নৃত্যগীত বিষয়ে নিপুণা হইয়া থাকে[১৭]। হে ভরত নন্দন! তত্রত্য লোক দিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা কালাম্রের রস পান করিয়া চির কাল স্থিরযৌবন হইয়া কালাতিপাত করে[১৮]।

নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে মহান্ সনাতন জম্বুবৃক্ষ আছে[১৯]। ঐ বৃক্ষ চিরকাল বর্ত্তমান আছে। উহা সিদ্ধচারণগণের সেবিত। ঐ পবিত্র বৃক্ষে সর্ব্ব কাম-ফল লব্ধ হয়। এই জম্বুদ্বীপ সেই জম্বু বৃক্ষের নামেই চিরকাল বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে[২০]। হে ভরত-নন্দন মনুজেশ্বর! ঐ বৃক্ষ একাদশ শত যোজন উচ্চ হইয়া গগণ স্পর্শ করিয়াছে[২১]। উহার রসভরেবিদীর্ণ ফলের পরিমাণ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অরত্নি[২২]। সেই ফল ভূমিতে পতমান হইয়া মহা

শব্দ করিয়া থাকে এবং রজত বর্ণ রস রাশি নিঃসারিত করে[২৩]। সেই জম্বু ফলের রস নদী হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করত উত্তর কুরুতে গমন করে[২৪]। সেই ফল-রস পান করিলে শ্রান্তি দূর হয়, পিপাসা থাকে না, এবং জরাতে আক্রান্ত হইতে হয় না[২৫]। ঐস্থানে উজ্জ্বল কান্তি, ইন্দ্রগোপ-সদৃশ জাম্বুনদ নামে দেব ভূষণ কনক উৎপন্ন হয়[২৬]। তত্রত্য মানব জাতির অঙ্গ-কান্তি তরুণ অরুণের ন্যায় হইয়া থাকে।

হে ভরত নন্দন! মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখর দেশে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি বহ্নি সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়; এই পর্ব্বতের পরিমাণ একাদশ সহস্র যোজন। এবং উহার পূর্ব্ব শৃঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল পূর্ব্ব দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তৎপ্রদেশে কাঞ্চন-সঙ্কাশ কান্তিমান্ মানবগণ জন্ম গ্রহণ করেন[২৭-২৯]; উহারা সকলেই ব্রহ্মলোক-চ্যুত ও সাধু এবং উর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন, ও কঠোর তপস্যাচরণ করেন। তাঁহারা প্রাণিগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন; সেই ষট্ ষষ্টি সহস্র সংখ্য পুরুষ দিবাকরকে বেষ্টন করিয়া অরুণের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তাঁহারা ষট্ ষষ্টি সহস্র বৎসর আদিত্য তাপে তাপিত হইয়া পরে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করেন[৩০-৩২]।

মাল্যবান্ গিরি-প্রভৃতি বর্ণনে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সমস্ত বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বত-বাসীদিগের নাম আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, শ্বেত গিরির দক্ষিণে নিষধ গিরির উত্তরে রমণক নামে বর্ষ আছে। সে স্থানে যে সকল মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ-আভিজাত্য-সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন ও নিঃশত্রু হইয়া

থাকেন[২-৩]। তাঁহারা নিত্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া একাদশ সহস্র পঞ্চ শত বৎসর জীবিত থাকেন[৪]। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ শৈলের উত্তরে হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে, যেখানে হিরণ্বতী নদী অবস্থিতি করিতেছে[৫]। মহারাজ! ঐ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ পতগোত্তম পক্ষিরাজ গরুড় অবস্থিতি করেন। হে রাজন্! তত্রত্য লোক সকল যক্ষের অনুগত, প্রিয় দর্শন, মহা বল পরাক্রান্ত, বিপুল ধনশালী ও প্রফুল্ল চিত্ত। উহারা সার্দ্ধ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকেন।

হে মনুজাধিপ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিন টি বিচিত্র শৃঙ্গ আছে[৬-৮]। এক টি মণিময়, এক টি অদ্ভুত সুবর্ণময় এবং অপর একটি সর্ব্বরত্নময় ও গৃহ সমূহে উপশোভিত[৯]। সেখানে স্বয়ংপ্রভা শাণ্ডিলী দেবী নিত্য বসতি করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরে সমুদ্র পর্য্যন্ত ঐরাবত নামে বর্ষ। উহার সন্নিহিত তাদৃশ মহিমান্বিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত থাকাতেই উহা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না, মানব গণ জরাগ্রস্ত হয় না[১০-১১]; নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া যেন চতুর্দ্দিগে আবৃত হইয়া থাকেন। সেখানে পদ্মপলাশলোচন, পদ্মবর্ণ, পদ্ম-প্রভাবন্ত ও পদ্ম দলতুল্য সুগন্ধ যুক্ত মনুষ্য সকল উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য, ইষ্টগন্ধান্বিত, অনাহারোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ ও দেব লোক চ্যুত। হে ভরত সত্তম! তাঁহারা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর আয়ুষ্মান্ হইয়া জীবিত থাকেন।

হে জনাধিপ! সেই রূপ ক্ষীরোদসাগরের উত্তরে কনকময় শকটে প্রভু বৈকুণ্ঠ হরি বাস করেন[১২-১৫]। সেই যান অষ্টচক্র সংযুক্ত, ভূত সমূহান্বিত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, অগ্নিবর্ণ, মহাতেজঃসম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট সুবর্ণে সুভূষিত[১৬]। সেই বিভু হরি সর্ব্বভূতের প্রভু। তাঁহাতেই জগৎ উপসংহৃত হয় এবং তাঁহা হইতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া

থাকে। তিনিই কর্ত্তা ও কারয়িতা[১৭]। তিনিই পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু ও তেজঃস্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের যজ্ঞস্বরূপ, এবং হুতাশন তাঁহারই মুখ[১৮]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামনা নরপতি রাজাধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৯]। সেই মহাতেজস্বী কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সূতনন্দন! কালই জগৎ সমস্ত সংহার করেন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করেন; এই সংসারে চিরস্থায়ী বস্তু কিছুই নহে, ইহাতে সংশয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ নর নারায়ণই সর্ব্বভূতের সংহার কর্ত্তা[২০-২১]। দেবতারা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ এবং মনুষ্যেরা তাঁহাকে প্রভু বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন[২২]।

রমণক-প্রভৃতি বর্ষ বর্ণনে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এই যে ভারত বর্ষ, যাহার নিমিত্তে এই সমস্ত সৈন্য মুগ্ধ, মৎপুত্র দুর্য্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ ও পাণ্ডুনন্দনেরা লোলুপ হইয়াছে, এবং আমার মনও মগ্ন হইয়াছে, তাহার যথার্থ বিবরণ তুমি আমার নিকট বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর, যেহেতু আমি তোমাকে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিয়া জ্ঞান করি[১২]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পাণ্ডুনন্দনগণ ভারতবর্ষ গ্রহণে একান্ত অভিলাষী নহেন; দুর্য্যোধন, সুবলনন্দন শকুনি এবং অন্যান্য নানা জনপদেশ্বর ক্ষত্রিয়গণই এই ভারতবর্ষে লুব্ধ হইয়াছেন। ইহারা তন্নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষমা করিতেছেন না[৩-৪]। হে ভরতনন্দন! এই ভারতবর্ষের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষ ইন্দ্র দেবের

প্রিয়। এবং বৈবস্বত মনু, পৃথ, বৈণ; মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ, উশীনর তনয় শিবি, ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, মহাত্মা গাধি, সোমক, রাজর্ষি দিলীপ, এই সকল রাজা ও অন্যান্য সমস্ত বলিষ্ঠ মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণেরও প্রিয় হইয়াছে[৫-৯]। হে অরিন্দম! আপনি যে এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যথাতথ ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন[১০]। হে রাজন্! এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্ বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সপ্ত কুল-পর্ব্বত আছে[১১]। এই সমস্ত পর্ব্বতের সমীপ বর্ত্তী অপরিজ্ঞাত সহস্র সহস্র বিপুল, সারবান্, বিচিত্র সানুমান্ পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে[১২]। এতদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্রলোকাশ্রিত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত অপরিজ্ঞাত আছে। আর্য্য ম্লেচ্ছ ও মিশ্রজাতি সকলে এই সকল নদী ব্যবহার করিয়া থাকে—বিপুলা গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, মহানদী বাহুদা[১৩-১৪], শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মহানদী যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, স্থূলবালুকা সম্পন্না, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণ্ণা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা[১৬], দেবস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা, ইক্ষুলা, কৃমি, করীষিণী, চিত্রবাহা, চিত্রসেনা[১৭], গোমতী, ধূতপাপা, মহানদী চন্দনা, কৌশিকী, ত্রিদিবা কৃত্যা, নিচিতা, লোহিতারণী[১৮]। রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, হস্তিসোমা, দিশ্[১৯], শরাবতী, পযোষ্ণী, বেণা, ভীমরথী কাবেরী, চুলুকা বাণী, শতবলা[২০]। নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, সিন্ধু, রাজিনী, পুরমালিনী[২১], পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী পাশাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী[২২], করীষিণী, অসিক্লী, মহানদী কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃতবতী, পুনাবতী, অনুষ্ণা, সেব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, মহানদী কুশধারা[২৪], সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বস্ত্রা, সুবস্ত্রা, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরকরা, মহানদী পঞ্চমী,

রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা[২৬], উপেন্দ্রা, বহুলা, কুবীরা, অম্বুবাহিনী, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, বেণা, তুঙ্গবেণা[২৭], বিদিশা, কৃষ্ণবেণা তাম্রা, কপিলা, খল, সুবামা, বেদাশ্বা, মহানদী হরিশ্রাবা[২৮], শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী শোণা, বহুদা চন্দ্রমা[২৯], দুর্গা-চিত্রশিলা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী[৩০], সুনসা, তমসা দাসী, বশা, বরাণসী, নীলা, ধৃতমতী, মহানদী পর্ণাসা[৩১], মানবী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা বৃহদ্ধ্বনী এই সকল ও অন্যান্য অনেক মহানদী আছে[৩২]—সদানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী ব্রাহ্মণী, মহাগৌরী, দুর্গা[৩৩], চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, মহানদী কোষা[৩৪], শুক্তিমতী, অনঙ্গা বৃষসাহ্বয়া, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকাহ্বয়া[৩৫], কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী সুপুণ্যা ও সর্ব্বা গঙ্গা[৩৬], ইহারা সকলে জগতের মাতা স্বরূপ এবং মহা ফল দায়িনী। এই প্রকার অন্য অন্য সহস্র সহস্র শত শত নদী জনগণের নিকট অপ্রকাশিত আছে[৩৭]। পরন্তু যেমন স্মরণ হইল, তদনুসারে এই সকল নদী কীর্ত্তন করিলাম।

মহারাজ! ইহার পর জনপদ সমূহের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[৩৮]। কুরু পাঞ্চাল, শাল্ব, মদ্রজাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল[৩৯], মৎস্য, কুশল্য সৌশল্য, কুন্তি, কান্তি, কোশল চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দক[৪০], উত্তম, দাশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কোসল, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর[৪১], গোধা, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, দশার্ণ কুকুর[৪২] অবন্তি, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, সণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক[৪৩], অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুশাদ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল[৪৪], বারবাশ্য, আপবাহ, বক্র, বক্রাতি, শক, বিদেহ, মগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়[৪৫], অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোমা, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিষ, শশিক[৪৬], বাহ্লীক,

বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পঙ্কল, চর্ম্মচণ্ডক[৪৭], অটবীশিখর, মেরুভূর্ত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়[৪৮], কুট্ট, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, বহুঅন্ধ্র দেশ, অন্তর্গির্ধ্য[৪৯], বহির্গির্ধ্য-অঙ্গমলদ, মাগধ, মালবাজ্জট, মহ্নুত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব[৫০], পুণ্ড্র, ভর্গ, কিরাত, সুদৃষ্ট, যামুন, শক, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্ত, নৈঋ‌ত[৫১], দুর্গাল, প্রতিমৎস্য. কুন্তল, কোসল, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজিক, কন্য, কাগণ[৫২], তিলভার, মসীর, মধুমন্ত, সুকন্দুক, কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার, দর্শক[৫৩], অভীসার, উলূত, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বীচর, নব, দর্ব্ব, বাতজ, আমরথ. উরগ, বহুবট্ট, কৌরব্য, সুদামা, সুমল্লিক, বন্ধ্র কুরীষক, কুলিন্দ, উপত্যক[৫৫], বনায়ু, দশ, পার্শ্ব, রোমা, কুশ-বিন্দু, কচ্ছ, গোপালকচ্ছ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক[৫৬], কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তক, ওড্র, ম্লেচ্ছ, সৈরিন্ধ্র ও পার্ব্বতীয়[৫৭]।

হে ভরত-নন্দন! ইহার পর দক্ষিণ দেশীয় জন পদ সকল শ্রবণ করুন। দ্রবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসিক[৫৮], কর্ণাটক, মাহি-ষক, বিকল্প, মূষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন[৫৯], কোকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালব. নর, সমঙ্গ, কনক, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ[৬০], ধ্বজিনী, উৎসব, সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, ব্যূঢ়ক, কোরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ[৬১], বিন্ধ্য, পুলিক, পুলিন্দ, বল্কল, মালব, বল্লব, অপর বর্ত্তক[৬২], কুলিন্দ, কালদ, দণ্ডক, করট, মূষক, স্তনবাল, সনীপ, অঘট, সৃঞ্জয়[৬৩], অলিদায়, শিবাট, স্তনপ, সুনয়, ঋষিক, বিদর্ভ, কাক, তঙ্গন ও পরতঙ্গন[৬৪]

মহারাজ! অপর উত্তর দেশ সকলের কথা শ্রবণ করুন। যবন, কাম্বোজ, সকৃদ্বহ, কুলথ, হন, পারসিক, রমণ, চীন ও দশমালিক, এই সকল দেশে দারুণ ম্লেচ্ছ জাতি বাস করে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির বসতি প্রদেশ, আভীর, দরদ, কাশ্মীর পশু[৬৫-৬৭], খাশীক,

অন্তচার, পহ্লব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনপোষিক[৬৮], দ্রোষক, কলিঙ্গ, কিরাত জাতি দিগের বাস প্রদেশ, তোমর, হন্যমান ও করভঞ্জক। হে ভারত! পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের এই সকল ও অন্যান্য দেশের বিবরণ আমি উদ্দেশ মাত্রে কহিলাম[৬৯-৭০]।

কামদুঘা ধেনু স্বরূপ এই সমস্ত ভূমি, গুণ ও বল অনুসারে সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দোহন করিতে পারে। ধর্ম্মার্থ কোবিদ শূর রাজ গণ এতাদৃশ ভূমির নিমিত্তে উৎসুক হইয়াছেন। সেই তরস্বী ক্ষত্রিয় গণ ধন-লুব্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন[৭১.৭২]। ভূমিই দেব ও মানবগণের কামনানুরূপ পরম গতি হইয়াছে। যেমন কুক্কুরগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে আমিষ লাভের নিমিত্তে ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ বসুন্ধরা ভোগাভিলাষে পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া থাকেন। অদ্যাপি কেহ কামনার শেষ করিয়া তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না[৭৩-৭৪]। তন্নিমিত্তই কুরু পাণ্ডবেরা সাম, ভেদ, দান, বা দণ্ড দ্বারা ভূমি পরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন[৭৫]। হে নরশ্রেষ্ঠ! ভূমির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিলে, ভূমিই মাতা, পিতা, পুত্র, সকলের অবলম্বন আকাশ ও স্বর্গ স্বরূপ হয়[৭৬]।

ভারতবর্ষীয়নদী-প্রভৃতি কথনে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত সঞ্জয়! হৈমবত বর্ষ, হরিবর্ষ ও এই ভারত বর্ষ বাসীদিগের আয়ুঃপরিমাণ, বল; শুভ ও অশুভ এবং ভূত ভবিষ্য ও বর্ত্তমান বিষয় সকল আমার নিকট তুমি সবিস্তার কীর্ত্তন কর[১-২]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ভারত বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বা-

পর, ও কলি, এই চারি যুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রথম সত্য, তদনন্তর ত্রেতা, পরে দ্বাপর, সর্ব্ব শেষে কলিযুগ[৩-৪]। হে রাজ সত্তম! মানবগণের আয়ুঃসংখ্যা সত্য যুগে চতুঃসহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে ত্রিসহস্র বৎসর এবং দ্বাপরে দ্বি সহস্র বৎসর; পরন্তু কলি যুগে পরমায়ুর সংখ্যা নিরূপিত নাই[৫-৬]; এই কলি যুগে মনুষ্য, গর্ব্ভে থাকিয়াও মৃত হয় এবং জাত মাত্রও মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে[৭]। সত্য যুগে মানব সকল মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, বীর্য্যবন্ত, প্রিয়দর্শন ও প্রজ্ঞাগুণ সমন্বিত হন। তাঁহারা শত শত সহস্র সহস্র সন্তান প্রজনন করেন, এবং মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাত্মা, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সকল প্রিয়-দর্শন, প্রশস্ত শরীর-বিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধ-কুশল ও শূরসত্তম হইয়া থাকেন। ত্রেতা যুগে সমুদায় ক্ষত্রিয়ই স্ব স্ব চক্রে আধিপত্য করত স্বাধীন থাকেন[৮-১১]। দ্বাপর যুগে সকল বর্ণই সর্ব্বদা মহোৎসাহ, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ও পরস্পর জয়াভিলাষী হন[১২]। কলিযুগে মানবগণ অল্প তেজস্বী, ক্রোধপরায়ণ, লুব্ধ ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে[১৩]। এবং তাহাদিগের ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, রাগ ও লোভ, এ সকলের আবির্ভাব হয়[১৪]। হে নরাধিপ! এক্ষণে এই দ্বাপর যুগের অল্প অবশিষ্ট আছে। এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবত বর্ষে গুণের আধিক্য ও তাহার পর হরিবর্ষের তদপেক্ষাও গুণাধিক্য আছে[১৫]।

ভারতবর্ষ প্রভৃতির বিবরণ কথনে জম্বূখণ্ডনির্ম্মাণ ও দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ভূমিপর্ব্ব ॥ ২ ॥

একাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গবল্‌গণ নন্দন সম্যগ্‌দর্শী সঞ্জয়! তুমি জম্বূখণ্ডের বিবরণ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে উহার বিস্তৃতি ও পরিমাণ যথার্থত আমার নিকট ব্যক্ত কর এবং সমুদ্রের মরিমাণ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলি দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় স্বরূপত সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন কর[১-৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বহুসংখ্য দ্বীপ আছে, যদ্দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্ত দ্বীপ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিবরণ আমি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন[৪]। হে নরাধিপ! জম্বূ পর্ব্বত সম্পূর্ণ অষ্টাদশ সহস্র ষট্ শত যোজন বিস্তৃত[৫]। লবন সমুদ্রের বিস্তার ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; ঐ লবণ সমুদ্র নানা জনপদ সমাকীর্ণ, মণি বিদ্রুম-সমূহে বিচিত্রিত, অনেক ধাতু চিত্রিত পর্ব্বত দ্বারা উপশোভিত, সিদ্ধ চারণগণে সংকীর্ণ এবং গোলাকার[৬-৭]।

হে কুরুনন্দন পৃথ্বীনাথ! এই ক্ষণে শাক দ্বীপের বিষয় যথান্যায়ে অনুরূপ কীর্ত্তন করি, আপনি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন[৮]। শাক দ্বীপ বিস্তারে জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত। সেই শাক দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে পরিবেষ্টিত। তাহার বিস্তৃতি-পরিমাণ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ শাক দ্বীপে অতি পবিত্র জনপদ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্রত্য লোক সকল অল্পায়ু হয় না, তাহারা সকলেই ক্ষমা-শীল ও তেজস্বী; সুতরাং ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! শাক দ্বীপের এই সংক্ষেপ বিবরণ আপনার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, অপর আর কি কহিব, আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি শাক দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলে, বিস্তার ক্রমে যথার্থ রূপ বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মণি বিভূষিত রত্নাকর সপ্ত পর্ব্বত ও সরিৎ সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদিগের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন, আপনি ঐ সকল পর্ব্বতের সমস্ত বিষয়ই অতীব গুণবৎ জানিবেন[৯-১৪]। প্রথম মেরু গিরি; উহা দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের আলয়। তৎপরে মলয় নামে পর্ব্বত পূর্ব্ব দিকে আয়ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে[১৫]। তাহা হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হয়। তাহার পরে জলধার নামে মহাগিরি[১৬]। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ গিরি হইতে উৎকৃষ্ট জল নিত্য নিত্য গ্রহণ করেন, তৎপরে বর্ষা কালে বর্ষণ করেন[১৭]। তাহার পরে রৈবতক নামে উচ্চ গিরি, যেস্থানে গগণ মণ্ডলে রেবতী নক্ষত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পিতামহ ব্রহ্মারই এই সৃষ্টি চির কাল বিহিত আছে[১৮]। হে রাজেন্দ্র! উহার উত্তরে শ্যাম নামে মহাগিরি। উহা নব জলধর সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, উচ্চ, সুন্দর শোভান্বিত ও উজ্জ্বল-বিগ্রহ[১৯]। ঐ পর্ব্বতের শ্যাম বর্ণ হেতু তত্রত্য প্রজাগণ শ্যাম বর্ণ হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে এই ক্ষণে আমার এই অতীব সংশয় হইল যে তত্রত্য প্রজাগণ কি রূপে শ্যাম বর্ণ হয়?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্র বর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যাম বর্ণ মাত্র হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই এই গিরি শ্যামগিরি বলিয়া কথিত হইয়াছে[২০-২২]

তাহার পর মহোদয় দুর্গ শৈল; এবং কেশরী পর্ব্বত। বায়ু কেশর-যুক্ত হইয়া ঐ কেশরী গিরি হইতে প্রবাত হয়[২৩]। উক্ত এই সমস্ত পর্ব্বতের বিস্তার পরিমাণ ক্রমশ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এই সাত টি পর্ব্বতের সাত টি বর্ষ মনীষী গণ কহিয়াছেন[২৪]। মেরু পর্ব্বতের মহাকাশ, জলদ মলয় পর্ব্বতের কুমুদোত্তর, মহাগিরি জলধার শৈলের সুকুমার, রৈবত পর্ব্বতের কৌমার, শ্যাম গিরির মণিকাঞ্চন, কেশর শৈলের মৌদাকী এবং দুর্গ শৈলের মহাপুরুষ বর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে[২৬]। হে কুরুনন্দন! সেই শাক দ্বীপের মধ্যে শাক নামে মহাদ্রুম আছে; তাহার দীর্ঘতা ও বিস্তার জম্বূদ্বীপস্থ জম্বূ-বৃক্ষের সমান প্রজা গণ সেই বৃক্ষের উপাসনানুবর্ত্তী। সেই শাক দ্বীপের সমস্ত জনপদই পবিত্র। সেস্থানে শঙ্কর দেব, সকলের পূজ্যমান হয়েন[২৭.২৮]। এবং সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সেস্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে ভারত রাজ! সেস্থানে চতুর্ব্বিধ প্রজাই অতীব ধার্ম্মিক এবং সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণানুযায়ি কর্ম্মে নিরত থাকে। তথায় চৌর্য্যবৃত্তি দেখা যায় না; প্রজা গণ জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত ও দীর্ঘায়ু হইয়া প্রাবৃট্ কালীন নদীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পুণ্যজলা নদী সকল বিদ্যমান আছে; গঙ্গা বহুধা হইয়া গমন করিয়াছেন[২৯.৩১], এবং মহানদী সুকুমারী, কুমারী, শীতা, শীবেণিকা, মণিজলা, চক্ষু বর্দ্ধনিকা, এই সকল ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যতোয়া নদী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল নদী হইতে জল গ্রহণ-পূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল নদীর নাম ও পরিমাণ সংখ্যা করা অশক্য। তৎসমস্ত নদীই প্রধানা ও পুণ্যজনিকা।

মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মগ, মশক, মানস ও মন্দগ, লোক-সম্মত এই পুণ্য দেশ চতুষ্টয় আছে। মগ দেশে স্ব কর্ম্ম নিরত বহুল ব্রাহ্মণ বসতি করিয়া থাকেন[৩২.৩৩]। মশক দেশে সর্ব্বকামপ্রদ পরম ধার্ম্মিক

ক্ষত্রিয় গণ অবস্থিতি করেন। মহারাজ! মানস জনপদে সর্ব্বকাম মহাসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মোপজীবী বীর বৈশ্যগণ নিবসতি করিয়া থাকেন, এবং মন্দগ রাষ্ট্রে ধর্ম্মশীল পৌরুষ-সম্পন্ন শূদ্রজাতি সর্ব্বদা নিবাস করে[৩৭-৩৮]। হে রাজেন্দ্র! সেই শাকদ্বীপে রাজা নাই, দণ্ড নাই এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিও নাই; সমস্ত প্রজা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে[৩৯]। সেই মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শাক দ্বীপের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় এবং ইহাই শ্রোতব্য[৪০]।

শাকদ্বীপ বর্ণনে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উত্তর প্রদেশীয় দ্বীপ সকলের কথা যে রূপ শ্রুত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন[১]। ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র ও সুরাসমুদ্র, ঐ সকল দ্বীপে সন্নিবেশিত আছে; ঐ সকল দ্বীপে ধর্ম্মের আবির্ভব হেতু তৎপ্রদেশীয় সেই সকল সমুদ্রকে ধর্ম্মসাগর বলা যায়[২]। হে নরাধিপ! সেই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ পর পর দ্বিগুণ, এবং পর্ব্বত সকল সেই সেই সমুদ্রে পরিবেষ্টিত আছে[৩]। মধ্যম দ্বীপে মনঃশিলাধাতুময় মহান্ গৌর গিরি ও পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণের সখা কৃষ্ণপর্ব্বত আছে[৪]। সেই স্থানে স্বয়ং কেশব প্রজাগণের সুখ বিধানার্থে প্রজাপতির উপাসনা করত দিব্য রত্ন সকল রক্ষা করিয়া থাকেন[৫]। কুশ দ্বীপে জনপদের মধ্যে কুশস্তম্বকে, শাল্মলিক দ্বীপে শাল্মলি বৃক্ষকে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপে রত্ন সমূহের আকর মহাক্রৌঞ্চ গিরিকে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা সকল নিরন্তর পূজা করিয়া থাকে[৬-৭]। হে রাজেন্দ্র! কুশ দ্বীপে সর্ব্ব ধাতুময়, অতি মহান্, গোমন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহাতে শ্রীমান্ প্রভু নারায়ণ কমললোচন হরি, মুক্ত ব্যক্তি গণের সহিত নিত্য সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। দ্বিতীয়,

বিদ্রুম-নিচিত সুনামা নামে দুর্দ্ধর্ষ হেম পর্ব্বত; তৃতীয় দ্যুতিমান্ কুমুদ গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান্ নামে শৈল; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরি গিরি নামে পর্ব্বত আছে। এই ছয় টি পর্ব্বতই প্রধান; তাহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান পর পর ক্রমে দ্বিগুণ। প্রথম ঔদ্ভিদ বর্ষ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল বর্ষ[৮-১২], তৃতীয় সুমথ বর্ষ, চতুর্থ লম্বন বর্ষ, পঞ্চম ধৃতিমৎ বর্ষ, ষষ্ঠ প্রভাকর বর্ষ এবং সপ্তম কাপিল বর্ষ, এই সাত টি বর্ষ-প্রধান পর্ব্বত আছে। হে পৃথিবী শ্বর! দেব, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রজা সকল এই সকল বর্ষে বিহার ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তত্রত্য জনগণ অল্পায়ু হয় না। হে নৃপ! এই সকল স্থানে ম্লেচ্ছ জাতি ও দস্যু-বৃত্তি লোক নাই[১৩-১৫]। সকল লোকই প্রায় গৌর বর্ণ ও সুকুমার হয়।

হে মনুজেশ্বর! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বৃত্তান্ত যথা শ্রুত কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি স্থিরচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাগিরি আছে[১৬-১৭]; তাহার পর বামনক, বামনের পর অন্ধকারক, অন্ধকারের পর পর্ব্বতোত্তম মৈনাক; মৈনাকের পর উৎকৃষ্ট গোবিন্দ গিরি; এবং গোবিন্দের পর নিবিন্দ নামে পর্ব্বত আছে[১৮-১৯]। ইহা দিগের পরস্পর দূরতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর গিরির দ্বিগুণ। এক্ষণে তত্রত্য দেশ সকল কীর্ত্তন করি, তাহা শ্রবণ করুন[২০]। ক্রৌঞ্চ গিরির সন্নিহিত কুশল দেশ, বামন গিরির সন্নিহিত মনোনুগ দেশ, তৎপরে উষ্ণ দেশ, তৎপরে প্রাবরক দেশ, তৎপরে অন্ধকারক দেশ, তৎপরে মুনি দেশ, এবং মুনি দেশের পর সিদ্ধচারণ গণ-সংকীর্ণ দুন্দুভিস্বন দেশ কথিত হইয়া থাকে। তত্রত্য লোক সকল প্রায় গৌরবর্ণ হয়[২১-২৩]। মহারাজ! এই সকল দেশে দেব গন্ধর্ব্বগণ বিহার করিয়া থাকেন। পুষ্কর দ্বীপে মণিরত্ন সম্পন্ন পুষ্কর নামে এক পর্ব্বত আছে; সেস্থানে স্বয়ং প্রজাপতি দেব নিত্য

বাস করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণ নিত্য নিত্য মনোনুকূল বাক্যে তাঁহার পূজা করত উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপোৎপন্ন নানাবিধ রত্ন সকল এই সমস্ত দ্বীপস্থ প্রজাদিগের ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত দ্বীপের প্রজাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও পরমায়ুর পরিমাণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে ক্রমশ পর পর দ্বীপস্থ লোকের দ্বিগুণ দ্বিগুণ হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্ত দ্বীপে যে সমস্ত জনপদ আছে, সেই সকল দেশকে একই দেশ বলিতে হইবে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেশে একই ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে[২৪-২৮]। নিয়ন্তা প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া সর্ব্বদা সেই সমস্ত দেশ রক্ষা করত অবস্থান করিতেছেন[২৯]। তিনিই রাজা, তিনিই মঙ্গলদায়ক, তিনিই পিতা এবং তিনিই পিতামহ; তিনি কি জড় কি পণ্ডিত সমুদায় প্রজাগণকেই রক্ষা করিতেছেন[৩০]। তাঁহা হইতে চিরকাল প্রস্তুত অন্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়, প্রজা সকল তাহা ভোজন করিয়া থাকে[৩১]।

মহারাজ! তাহার পর সমা নামে চতুষ্কোণ লোকালয় আছে; সেই স্থান ত্রয়স্ত্রিংশৎ মণ্ডল বিশিষ্ট[৩২]। ঐস্থানে বামন, ঐরাবত ও প্রভিন্ন-করটা-মুখ সুপ্রতীক প্রভৃতি লোক-প্রসিদ্ধ দিগ্‌গজ চতুষ্টয় অবস্থান করে, তাহাদিগের পরিমাণ সংখ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না[৩৩-৩৪], যেহেতু সেই গজ-চতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব চিরকাল অপরিমিত। ঐ স্থানে বায়ু দশ দিক্ হইতে বহন করে[৩৫], সেই সকল দিগ্‌গজ প্রফুল্ল কমল সদৃশ, মহাপ্রভ স্ব স্ব শুণ্ডাগ্র দ্বারা সেই সকল প্রবাত বায়ুকে গ্রহণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে শতধা করিয়া নিত্য নিত্য মোচন করে। বায়ু সকল নিত্য নিত্য সেই সকল দিগ্‌হস্তীর নিশ্বাসে মুচ্যমান হইয়া আগমন করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রজাগণ জীবিত রহিয়াছে॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সাতিশয় বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিলে এবং তাহার সংস্থানও প্রদর্শন করিলে; এই ক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর প্রমাণ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্বীপ সকলের বৃত্তান্ত উক্ত হইল, এই ক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রভাবান্ রাহু গ্রহের বৃত্তান্ত যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শ্রবণ করিয়াছি, রাহু গ্রহ গোলাকার, তাহার বিস্তার দ্বাদশ সহস্র যোজন, এবং বিপুলতা প্রযুক্ত পরিধি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; অন্যান্য পুরাণবেত্তারা কহিয়াছেন, রাহুর পরিমাণ ষট্ সহস্র যোজন। মহাত্মা চন্দ্রের বিস্তার একাদশ সহস্র যোজন, এবং পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন, মতান্তরে তাহার পরিমাণ একোন ষষ্টি সহস্র যোজন[৩৬-৪৩]। পরম উদার শীঘ্রগামী সূর্য্যের বিস্তার দশ সহস্র যোজন এবং পরিধি ত্রিংশৎ সহস্র যোজন, মতান্তরে তাঁহার পরিমাণ অষ্টপঞ্চাশৎ সহস্র যোজন শ্রবণ করিয়াছি[৪৪-৪৫]। হে ভারত! ইহ সংসারে সূর্য্যের এই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইছে। সেই রাহু গ্রহ বৃহৎ প্রযুক্ত চন্দ্র সূর্য্যকে যথা কালে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে; ইহা সংক্ষেপ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। মহারাজ! আপনি এই সকল বিবরণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা যথানুরূপ সমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি শান্ত ভাব অবলম্বন করুন। হে কুরুনন্দন! এই জগৎ বিনির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্দেশানুসারে আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতএব আপনি আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি আশ্বস্ত হউন।

হে ভরতেন্দ্র! এই মনোনুগত ভূমিপর্ব্ব কোন ক্ষত্রিয় শ্রবণ করিলে শ্রীমান্, অর্থসিদ্ধ এবং সাধুগণের সম্মানিত হন এবং তাঁহার আয়ু, বল, কীর্ত্তি ও তেজ বর্দ্ধিত হয়[৪৬-৫০]। যে কোন রাজা যতব্রত হইয়া পর্ব্বাহে ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতৃ পিতামহ গণ প্রীত হন[৫১]।

এই ভারত বর্ষ, যেস্থানে আমরা বাস করিতেছি; এস্থান হই-তে যে পুণ্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত আপনি শ্রবণ করি-য়াছেন[৫২]।

উত্তর দ্বীপ প্রভৃতি নিরূপণে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ভূমিপর্ব্ব সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর ভূত ভব্য ভবিষ্য বেত্তা প্রত্যক্ষদর্শী গবল্গণ-পুত্র বিদ্বান্ সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সহসা সমুপস্থিত হইয়া দীন বচনে ভারতগণের পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধে-নিপতন সংবাদ কহিলেন[১-২]. হে মহারাজ ভরতপ্রবর! আপনাকে নমস্কার করি, আমি সঞ্জয়; ভরতগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন[৩]। সকল যোদ্ধার প্রধান ও সর্ব্ব ধনুর্দ্ধারীর তেজঃস্বরূপ সেই কুরু পিতামহ ভীষ্ম অদ্য শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন[৪]। আপনার পুত্র যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম সমরে শিখণ্ডী-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছেন[৫]। যে মহারথ কাশিপুরীর মহাযুদ্ধে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপাল দিগকে এক রথেই জয় করিয়াছিলেন[৬], এবং যিনি জামদগ্ন্য রামের সহিত নির্ভয়চিত্তে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে জামদগ্ন্য রাম নিহত করিতে সমর্থ হন নাই, সেই ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন[৭]। যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থৈর্য্যে হিমালয় তুল্য গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর সমান ছিলেন[৮], এবং যাঁহার শর দন্তস্বরূপ, ধনুক বক্ত্র-স্বরূপ, এবং খড়্গ জিহ্বা স্বরূপ ছিল, সেই দুরাসদ নররূপ সিংহ আপনার পিতা ভীষ্ম পাঞ্চালরাজ-পুত্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন[৯]। যে প্রকার গো গণ সিংহকে অবলোকন করিয়া কম্পমান

হয়, সেইরূপ উদ্যত মহৎ পাণ্ডব-সৈন্য সমরে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া কম্পমান হইয়াছিল[১০]; তিনি দশ দিবস আপনার সৈন্য রক্ষা পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য নিপাত করিয়া—অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় অদ্য অস্তগত হইয়াছেন[১১]। যিনি ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষোভরহিত হইয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত দশ দিবসে দশ কোটি যোদ্ধাকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন[১২], তিনি বাতভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া অদ্য ধরাশায়ী হইয়াছেন। মহারাজ! সেই ভরতকুলতিলক ভীষ্ম এই ঘটনার অযোগ্য হইয়াও আপনারই দুর্ম্মন্ত্রণাতে তাঁহার এই রূপ দুর্ঘটনা হইল[১৩]।

ভীষ্মমৃত্যু শ্রবণে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পিতা ইন্দ্র সদৃশ কুরু চূড়ামণি ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন[১]? যিনি পিতার নিমিত্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই দেব কল্প বলশালী ভীষ্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের যোদ্ধা গণ কি করিয়াছিল[২]? সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ নিহত হইলে, তৎকালে মৎপক্ষীয়গণের মন কি রূপ হইল[৩]? সঞ্জয়! সেই অবিচলিতচিত্ত কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবীর পুরুষপ্রবরকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে[৪]। সঞ্জয়! তাঁহার যুদ্ধগমন কালে কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অনুগামী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অগ্রগামী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা সমভিব্যাহারী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা নিবৃত্ত এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অনুবর্ত্তী হইয়াছিল[৫]? সৈন্য গণের প্রতি আক্রম-কারী ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অচ্যুত সেই মহারথ-পুরুষের পৃষ্ঠ রক্ষা কোন্ কোন্ শূরগণ করিয়াছিল[৬]? সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী শত্রুঘাতী

যে পুরুষ, সূর্য্য-কর্তৃক তমো বিনাশের ন্যায় সমরে পর সৈন্য বিনাশ করিয়া পরপক্ষের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডু পুত্রদিগের বিপক্ষে অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই সৈন্য গ্রাস-কারী পুরুষকে কোন্ ব্যক্তিরা নিবারণ করিয়াছিল[৭.৮]? হে সঞ্জয়! বাণ বর্ষণ কারী সেই কৃতী দুরাধর্ষ সান্তনু-নন্দনকে পাণ্ডবেরা সমীপস্থ হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলেন[৯]? যাঁহার শর, দন্ত স্বরূপ; শরাশন, কৃতব্যাদান মুখ স্বরূপ; খড়্গ, জিহ্বা স্বরূপ; এবং যিনি কখন পরাজিত হয়েন নাই; এতাদৃশ ভীষণ রূপ, যুদ্ধে নিপাতিত হইবার অযোগ্য, লজ্জাশীল, মহানুভাব, ভীষণ রূপ সেই অজিত পুরুষব্যাঘ্রকে কুন্তী পুত্র কি প্রকারে যুদ্ধে নিপাতিত করিলেন[১০.১১]? যিনি প্রধান রথে অবস্থিত হইয়া শর সমূহ দ্বারা শত্রুদিগের মস্তক সমূহ চয়ন করিতেছিলেন, এবং পাণ্ডবগণের মহা সৈন্য দল সমর মধ্যে যে উগ্রধন্বা উগ্র শরবান্ উদ্যমশীল দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া সূর্ব্ব ক্ষণই কালাগ্নি তুল্য বোধ করত ম্রিয়মাণ পশুর ন্যায় হস্তপাদ বিক্ষেপ করিত[১২.১৩]; তিনি দশরাত্র পর সৈন্য পরি-কর্ষণ-পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া—অতি দুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন[১৪]। যিনি রণস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয় শরনিকর বর্ষণ করিয়া দশ দিনে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন[১৫]; তিনি অদ্য সমরে নিহত হইয়া বাতরুগ্ন মহীরুহের ন্যায় শয়ন করিয়া আছেন! সেই ভরতকুল-চূড়ামণির পক্ষে এই অনুচিত ঘটনা কেবল আমারই দুর্ম্মন্ত্রণা-হেতু হইয়াছে[১৬]।

সঞ্জয়! সেই শান্তনু-পুত্র ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া সে স্থলে পাণ্ডবসেনা কি প্রকারে প্রহার করিতে সক্ষম হইল[১৭]? পাণ্ডু-নন্দনেরাই বা কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিলেন? আচার্য্য দ্রোণ জীবিত থাকিতেই বা ভীষ্ম কি নিমিত্ত জয়ী হইতে পা-

রিলেন না[১৮]? তথায় দ্রোণ পুত্র ও কৃপ সন্নিহিত থাকিতেই বা প্রহারক-প্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধন প্রাপ্ত হইলেন[১৯]? দেবগণেরও দুরাক্রম্য সেই অতিরথ ভীষ্মকে পাঞ্চাল্য শিখণ্ডী কি প্রকারে সমরে সংহার করিল[২০]? যিনি সমরে মহাবল জামদগ্ন্য রামের প্রতি সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিতেন, জামদগ্ন্য রামও যাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই মহারথ-কুলোৎপন্ন শক্র সম পরাক্রমশালী বীর-পুরুষের সমরে পরাজয় বিবরণ আমার নিকট বর্ণন কর; যেহেতু তাহা শ্রবণ না করিয়া আমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না[২১-২২]। সঞ্জয়! মৎ-পক্ষীয় কোন্ মহাধনুর্দ্ধরেরা সেই অটল বীরকে পরিত্যাগ করেন নাই? কোন্ বীরেরাই বা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ছিল[২৩]? সঞ্জয়! যখন সমস্ত পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে আক্রম করিয়াছিল, তখন সমস্ত কুরুগণ তো সেই অটল বীরকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে নাই[২৪]? আমার হৃদয় প্রস্তর ময় ও নিতান্ত কঠিন; তাহার সন্দেহ নাই; এই নিমিত্তই পুরুষোত্তম ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না[২৫]। যে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ অপ্রমেয়, সত্য, মেধা, অস্ত্র ও নীতির আশ্রয়; তিনি অদ্য কি প্রকারে নিহত হইলেন[২৬]; যাঁহার মৌর্ব্বী ঘোষ গর্জ্জন স্বরূপ; বাণ সকল, জলবিন্দু সমূহ; এবং ধনুকের শব্দ, বজ্রধ্বনি; এতাদৃশ উন্নত মহামেঘ স্বরূপ যে বীর, বজ্রধারী ইন্দ্রের দানব দল বিনাশের ন্যায়, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় গণের সহিত পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথীদিগকে বাণ বর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন[২৭-২৮], এবং যিনি সমরে অজস্র গমনশীল অস্ত্র সমূহের ভয়ানক সাগর স্বরূপ হইয়াছিলেন; যে সাগরে বাণ সকল হিংস্র জল জন্তু ও কার্ম্মুক সকল তরঙ্গ হইয়াছিল; এবং যাহাতে আশ্রয় স্থান দ্বীপ ও তরণি ছিল না; যাহা গদা ও অসি স্বরূপ মকরের আলয়; যাহার আবর্ত্ত অশ্ব সকল; যাহা

গর্জ্জ গণে সমাকুল, পদাতি স্বরূপ মৎস্য সংঘে পরিপূর্ণ, দুরাসদ ও অক্ষোভ্য; এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি স্বরূপ যাহার শব্দ হইয়াছিল[২৯-৩০]; এবং যে সাগর বহুল তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতি সকলকে বেগে নিমগ্ন করিতেছিল এবং ক্রোধ স্বরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইতেছিল; সেই বীর শত্রুহন্তা শত্রুতাপন ভীষ্মরূপ অস্ত্র সাগরকে, বেলাভূমির সমুদ্র নিরোধের ন্যায়, কোন্ কোন্ যোদ্ধারা অবরোধ করিয়াছিল[৩১.৩২]? সঞ্জয়! যখন অরিহন্তা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিত নিমিত্তে সমর কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন কে কে তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল[৩৩]? সেই অমিত তেজস্বী ভীষ্মের দক্ষিণ চক্র কোন্ কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া প্রধান বীর দিগকে নিবারণ করিয়াছিল[৩৪]? কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অগ্রভাগ রক্ষার নিমিত্তে বর্ত্তমান ছিল? কোন্ বীরেরা সেই যুধ্যমান বীরের উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল[৩৫]? কোন্ সকল যোদ্ধা তাঁহার বাম চক্রে অবস্থান করিয়া সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার পুরোবর্ত্তী সৈন্যের দুরাক্রম্য পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল[৩৬]? কাহারা দুর্গম গতি স্বীকার করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল? এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কাহারাই বা সমবায় যুদ্ধে প্রধান বীরদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল[৩৭]? যদি বীর গণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তবে সেই সকল বীর গণ কি নিমিত্ত যুদ্ধে বল-পূর্ব্বক দুর্জ্জয় পাণ্ডবগণের সৈন্য জয় করিতে পারিল না[৩৮]?

সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা, সর্ব্ব লোকেশ্বর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সদৃশ, সেই ভীষ্মের প্রতি কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইল[৩৯]? যিনি আশ্রয়ভূত দ্বীপ স্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অবলম্বনে আশ্বাসিত হইয়া কুরুগণ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই নরসিংহ ভীষ্ম রূপ দ্বীপের

নিমর্জ্জন বৃত্তান্ত তুমি ব্যক্ত করিতেছ[৪০]! মহাবল সম্পন্ন মদীয় পুত্র, যাহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে গণনাই করে নাই, তিনি কি প্রকারে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন[৪১]? পুরা কালে সমস্ত দেব গণ, দানব গণ-হনন-কালীন যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাব্রত মৎপিতা ভীষ্মকে সাহায্য নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন[৪২], এবং পুত্রলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবীর্য্য যে ভীষ্ম জন্ম গ্রহণ করিলে ভুবন-বিখ্যাত রাজা শান্তনু শোক, দুঃখ ও দৈন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[৪৩], সেই ভুবন বিখ্যাত পরমাশ্রয় প্রাজ্ঞ স্বধর্ম্ম-নিরত শুচি বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মকে কি প্রকারে আমার নিকট তুমি হত বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ[৪৪]! সঞ্জয়! সর্ব্বাস্ত্র কুশল শান্ত দান্ত সেই মহানুভব শান্তনুনন্দনকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমি অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যকেই নিহত মনে করিতেছি[৪৫]। সঞ্জয়! যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরুরে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য অভিলাষ করিতেছে; তখন আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মের বলই অধিক[৪৬]। পূর্ব্ব কালে সর্ব্বাস্ত্রবেত্তার অগ্রগণ্য জামদগ্ন্য রাম অম্বার নিমিত্তে যে ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন[৪৭], সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-প্রধান ইন্দ্র সম কৃতী ভীষ্মকে নিহত বলিয়া যে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, ইহার পর দুঃখ আর কি আছে[৪৮]! যিনি বারংবার ক্ষত্রিয়বৃন্দকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, পরবীরঘাতী জামদগ্ন্য রাম যে মহাবুদ্ধি ভীষ্মকে নিহত করিতে পারেন নাই, সেই ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন, অতএব দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবীর্য্যবান্ ভৃগু-নন্দন পরশুরাম হইতে তেজ, বল ও বীর্য্যে অধিক, তাহাতে আর সংশয় নাই; যখন যুদ্ধ নিপুণ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরমাস্ত্রবেত্তা শূর বীর ভরতবংশ-প্রবর ভীষ্মকে নিহত করিল; তখন কোন্ বীরগণ শস্ত্রযুদ্ধ-ক্ষেত্রে সেই শত্রুঘাতী বীরের অনুগমন করিয়াছিল[৪৯ ৫২]? হে সঞ্জয়! পা-

পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। মৎ পুত্র দুর্য্যোধনের সেনা এক্ষণে হতবীরা—পতি পুত্র বিহীনা যোষার ন্যায় হইয়াছে! মৎ পক্ষীয় তৎ সমস্ত সৈন্যই গোপাল রহিত গো যূথের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে! দেখ; মহা সমরে সমুদয় লোকের পরম পৌরুষ যাঁহার উপর প্রকাশ পাইত[৫৩৫৪], সেই মহা পুরুষ ভীষ্ম যখন পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, তখন তোমাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল? সঞ্জয়! মৎ পিতা মহাবীর্য্য সেই ধার্ম্মিক বরকে অদ্য নিপাতিত করিয়া আমাদিগের জীবনে আর কি সামর্থ্য রহিল! সঞ্জয়! আমার বোধ হইতেছে, যে প্রকার, পার গমনোদ্যত ব্যক্তিরা অগাধ সলিলে নিমগ্ন নৌকা নিরীক্ষণ করিয়া কাতর হয়, সেই প্রকার, ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার পুত্রেরা দুঃখে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছে! সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়[৫৫.৫৭], যেহেতু সেই পুরুষসিংহকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না। যে পুরুষ সিংহেতে অপ্রমেয় অস্ত্র, মেধা ও নীতি বিদ্যমান ছিল, এবং যিনি শত্রুর দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, এতাদৃশ পুরুষ সমরে কি রূপে নিহত হইলেন? কোন ব্যক্তি কি অস্ত্র, কি শৌর্য্য, কি তপস্যা, কি মেধা, কি ধৈর্য্য, কি ত্যাগ, কিছুতেই মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে না, মহাবীর্য্য কালই নিশ্চয় সমুদায় লোকের দুরতিক্রম্য[৫৮-৬০], সেই কাল হেতুই সঞ্জয়! তুমি ভীষ্মের বিনাশ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে। আমি পুত্র শোকের আশঙ্কায় কাতর হইয়া মহৎ দুঃখ চিন্তা করত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে ভূতলে পতিত আদিত্যের ন্যায় অবলোকন করিলেন, তখন কি অবলম্বন করিলেন? সঞ্জয়! আমি স্ব পক্ষ কি পর পক্ষ মহীপালগণের প্রত্যেক সৈন্য বিষয়ে বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, কিঞ্চিন্মাত্রও অ-

বশিষ্ট থাকিবে না। ঋষি গণ এই ক্ষত্রধর্ম্মকে কি নিদারুণ করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন[৬১-৬৩], যাহা অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছেন; আমরাই সেই মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করাইয়া রাজ্যলাভের ইচ্ছা করিতেছি এবং পাণ্ডবেরাও যে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন, ইহাতে আমাদিগের অপরাধ হইতে পারে না, যেহেতু আমরা উভয় পক্ষই ক্ষত্রধর্ম্মের আশ্রিত। কিন্তু জনক আপদ্ উপস্থিত হইলে এই রূপ নিষ্ঠুর কার্য্য আর্য্যগণেরও কর্ত্তব্য[৬৫-৬৬], যেহেতু শত্রুর প্রতি আক্রমণ, পরম শক্তি প্রকাশ ও উক্ত প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ সেই ক্ষত্রধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সঞ্জয়! অপরাজিত লজ্জাশীল শান্তনু-নন্দন পিতা মহাশয় সৈন্য বিনাশ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে নিবারিত করিলেন? কি রূপে সেনা সকল নিযুক্ত ও কি প্রকারে মহাত্মাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল[৬৭-৬৮]? এবং কি প্রকারে মৎপিতা ভীষ্ম মহাশয় শত্রু গণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? তিনি নিহত হইলে দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবল-নন্দন শকুনি ও ধূর্ত্তপরায়ণ দুঃশাসন কি বলিয়াছিলেন? যে সভায় শর, শক্তি, গদা, খড়্গ তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল অক্ষ; নর, বারণ ও বাজিগণের শরীর সমূহ আস্তরণ এবং প্রাণ প্রদান রূপ ভয়ঙ্কর পণ হইয়াছিল, এতাদৃশ দ্যূত সভায় কোন্ কোন্ যুদ্ধ বিশারদ দ্যূতক্রীড়ক অল্পবুদ্ধি নরশ্রেষ্ঠেরা প্রবেশ করিয়া দ্যূত ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহাতে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যতীত কাহারা জয়ী এবং কাহারাই বা পরাজিত, কৃতলক্ষ ও নিপাতিত হইয়াছিল, এ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সঞ্জয়! এক্ষণে সেই যুদ্ধ-শোভী দেবব্রত ভীম-কর্ম্মা পিতা ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার আর শক্তি নাই। পুত্রের বিনাশ জন্য মহা শোকানল আমার অন্তঃকরণে

আরূঢ় হইয়াছিল[৬৯-৭৪]। তুমি যেন ঘৃতদ্বারা সেই অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া দিলে, সর্ব্বলোক সম্মত বিখ্যাত ভীষ্মকে মহাভার গ্রহণ করিয়া নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আমার পুত্রেরা শোকগ্রস্ত হইয়াছে বোধ হইতেছে। সঞ্জয়! আমার দুর্য্যোধন কৃত সেই সমস্ত দুঃখের কথা শ্রবণ করিবার মানস হইয়াছে, অতএব সেস্থানে যে রূপ ঘটনা হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই রণস্থলে মন্দ জনের বুদ্ধি দোষে নীতিযুক্তবা নীতি বহির্ভূত যাহাযাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় মৎ সন্নিধানে কীর্ত্তন কর। সেই রণক্ষেত্রে জয়েচ্ছু কৃতাস্ত্র ভীষ্ম তেজ-সহকারে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। এবং সেই যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগের যেরূপ সৈন্যের, যে প্রকারে, যেরূপ ক্রমে যে সময়ে, যে প্রকার হইয়াছিল ও সেই যুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় অশেষ রূপে বর্ণন কর[৭৫-৮০]।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা, আপনি যেমন যোগ্য, তদুপযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু আপনি দুর্য্যোধনের প্রতি এই দোষ আরোপ করিবেন না[১], যেহেতু যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত হইতে অমঙ্গল প্রাপ্ত হন, তিনি সেই আত্মকৃত অপরাধে অন্যের প্রতি আশঙ্কা করিতে যোগ্য হন না[২]। মহারাজ! যে, মনুষ্যদিগের প্রতি সমুদায় নিন্দিত কর্ম্ম আচরণ করে, সেই নিন্দিতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের বধ্য হয়[৩]। সরলস্বভাব পাণ্ডবেরা অমাত্যগণের সহিত, আপনাদিগের অনুষ্ঠিত শঠতা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াও কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় অরণ্য মধ্যে দীর্ঘকাল উহা সহ্য করিয়াছেন[৪]।

মহারাজ! তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিত তেজস্বী রাজা দিগের বিষয় যা-

হা আমি প্রত্যক্ষ নয়ন গোচর করিয়াছি, এবং যোগবলেও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি; তৎ সমস্ত শ্রবণ করুন, শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না; ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতে দৈব নির্ব্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে[৫-৬]। যাঁহার প্রসাদে আমি অনুত্তম দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যে মহাত্মার বর দানে এই যুদ্ধ বিষয়ে আমার অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তের বিজ্ঞান, অতীত ও অনাগত বিষয়ে অবগতি, শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারীদিগের উৎপত্তির কারণ-জ্ঞান, আকাশে শুভগতি ও অস্ত্র শস্ত্রের সহিত অসঙ্গ, এই সমস্ত লাভ হইয়াছে; আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশর-নন্দনকে নমস্কার করিয়া আমি এই লোম হর্ষণ জনক কুরু পাণ্ডবীয় পরমাদ্ভুত বিচিত্র যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[৭-১০]।

মহারাজ! সেই সকল সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহ রচনাক্রমে অবস্থিত ও সযত্ন হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে কহিলেন[১১], দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে রথ সকল সত্বর যোজনা কর, এবং সত্বর সমুদায় সৈন্য নিয়োগ কর[১২]। আমি বহু বৎসরাবধি যে যুদ্ধার্থ সসৈন্য কুরু পাণ্ডবগণের সমাগম চিন্তা করিয়াছি, তাহা আমার নিকট এই উপস্থিত হইয়াছে[১৩]। এই সময়ে ভীষ্মের রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেহেতু ইনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন[১৪]। সেই বিশুদ্ধাত্মা ভীষ্ম মহাশয় কহিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না, যেহেতু পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি, অতএব সংগ্রামে শিখণ্ডী আমার পরিত্যাজ্য[১৫]।" অতএব আমার বিবেচনা হইতেছে, ভীষ্মকে বিশেষ রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং মৎপক্ষীয় সকলে শিখণ্ডীর বধে যত্নবন্ত হউক[১৬]। অপর, সর্ব্বাস্ত্র কুশল বীরগণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা

করুন[১৭]। মহাবল সিংহও যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তবে বৃকও তাহাকে হনন করিতে পারে, অতএব দুঃশাসন! শৃগাল-কর্ত্তৃক সিংহ হননের ন্যায়, শৃগালরূপ শিখণ্ডী দ্বারা যেন সিংহ রূপ ভীষ্মকে হনন করাইও না। রণ স্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের বাম চক্রে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা রক্ষক হইয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন এতাদৃশ রূপে রক্ষিত হইয়া যে শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন, বিশেষত পিতামহ মহাশয় যাহাকে আঘাত করিবেন না, এমত স্থলে শিখণ্ডী যে রূপে পিতামহ মহাশয়কে নিহত করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর[১৮-২০]।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, ক্রুদ্ধ মহীপালগণ 'যোজনা কর, যোজনা কর,' এইরূপ মহাশব্দ করিতে লাগিলেন। এবং সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, অশ্বগণের হেষা রব, রথ সকলের নেমি স্বন, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি এবং গর্জ্জনকারি যোধগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট রবে সর্ব্বত্র তুমুল হইয়া উঠিল[১-৩]। হে রাজেন্দ্র! সূর্য্যোদয় সময়ে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় মহাসৈন্য উত্থিত ও সকলেই অশেষ রূপে উদ্যুক্ত হইল[৪]। তৎপরে প্রকাশ হইলে আপনকার পুত্ত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের দুরাধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ সকল এবং আপনকার ও পর পক্ষের শস্ত্রবন্ত মহান্ সৈন্য দল সমস্ত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল[৫-৬]। সুবর্ণ বিভূষিত রথ ও নাগ সকল সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল[৭], এবং ভূরি ভূরি রথের সহিত সৈন্য সমূহ যেন নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তন্মধ্যে আপনার পিতা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়

অতীব শোভা পাইতে ছিলেন[৮]। দেখিলাম, যোধগণ ধনু, ইষু, খড়্গ, গদা, শক্তি; তোমর প্রভৃতি শুভ্র শুভ্র অস্ত্রের দ্বারা স্ব স্ব অনীক মধ্যে অবস্থিত আছেন[৯]। হে নরনাথ! শত শত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ সকল যেন শত্রু বন্ধনার্থে জাল রূপে অবস্থান করিতেছে[১০]। স্বকীয় ও পরপক্ষীয় সমুচ্ছ্রিত দীপ্তিমান্ সহস্র সহস্র বিবিধাকার ধ্বজ সকল শোভা পাইতেছে[১১]। রাজগণের কাঞ্চন মণি ভূষিত সহস্র সহস্র ধ্বজপটল সকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায় অমরাবতীস্থ শুভ্রবর্ণ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছে। বদ্ধসন্নাহ সেই সকল বীর গণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করত তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন[১২.১৩]। বৃষভ-লোচন প্রধান মানবেন্দ্রগণ বর্ম্মী, তূণীর ধারী ও জ্যাঘাত-ত্রাণবদ্ধ হইয়া উদ্যত বিচিত্র আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক চমূ মুখে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন[১৩]। সুবলপুত্র শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তি-রাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, কোশলপতি বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, এই দশ-সংখ্য ভূরিদক্ষিণ যাগশীল পরিঘ-বাহু পুরুষ-প্রবর শূর ভূপতি, প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণীপতি হইয়াছেন[১৫.১৭] এই দশ জনকে ও এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্য নীতিকুশল মহারথ রাজা ও রাজপুত্রগণকে দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে অবলোকন করিলাম। তাঁহারা সকলেই ধ্বজী ও মনোহর মাল্য ধারী হইয়া কৃষ্ণাজিন বন্ধন-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত ব্রহ্ম লোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দশ অক্ষৌহিণী বাহিনী পরিগ্রহ করত অবস্থান করিয়াছেন[১৮.২০]। তদ্ভিন্ন কৌরব দিগের ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় এক অক্ষৌহিণী মহা সৈন্য উক্ত দশ অক্ষৌহিণী সেনার অগ্রবর্ত্তী ও একাদশ সংখ্যার পূরণীভূত হইয়াছে, এবং শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম মহাশয় উহার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন[২১]।

মহারাজ! সেই অক্ষয় পুরুষ ভীষ্মের শ্বেত বর্ণ উষ্ণীষ, অশ্ব ও বর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম[২২]। যাহার হেমময় তালধ্বজ শোভা পাইতেছিল, সেই রজতময় রথে অবস্থিত ভীষ্মকে কৌরব ও পাণ্ডবেরা শুভ্র মেঘ মধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন[২৩]। যে প্রকার জৃম্ভমাণ মহাসিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগ গণ উদ্বিগ্ন হয়, তদ্রূপ পুরোবর্ত্তী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর সৃঞ্জয় সকলেই পুনঃপুন উদ্বেগাবিষ্ট হইলেন। হে রাজন্! যেমন আপনার এই একাদশ অক্ষৌহিণী শ্রীসম্পন্ন বাহিনী, প্রধান প্রধান পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল, সেই রূপ পাণ্ডবদিগেরও সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা প্রধান প্রধান পুরুষেরা রক্ষা করিতেছিলেন। এই উভয় পক্ষের সৈন্য যেন উন্মত্ত মকর সমূহে আবর্ত্তিত ও মহাগ্রাহ বৃন্দে সমাকুল যুগান্ত-কালীন সাগর দ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবদিগের এতাদৃশ সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বে কখন নয়ন গোচর করি নাই এবং শ্রবণ গোচরও করি নাই[২৪-২৭]।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, রাজ গণ সেই প্রকার সমবেত হইয়া আগমন করিলেন[১]। যুদ্ধে মৃত ব্যক্তি দিগের দিব্য দেহ প্রাপণ জন্য চন্দ্রমণ্ডল পিতৃলোকের সন্নিহিত হইল। রাহু কেতুর দীপ্যমান সপ্ত উপগ্রহ রূপ মহাগ্রহ আকাশে পতিত হইলেন[২]। ভানুমান্ আদিত্যকে যেন উদয় কালে জ্বলন্তী শিখা সংযুক্ত ও দ্বিধাভূত হইয়া উদিত হইতে নয়ন গোচর হইতে লাগিল[৩]। মাংস শোণিত ভোজী শৃগাল ও কাক

সকল মৃতদেহ লাভের লালসায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে শব্দ করিতে লাগিল[৪]।

অরিন্দম কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম ও ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ইহারা উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃ কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংযত হইয়া পার্থ-দিগের নিমিত্তে, পাণ্ডু-পুত্রদিগের জয় হউক, এই কথা বলিতেন এবং আপনার নিমিত্তে যে প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে যুদ্ধও করিতেন[৫-৬]। আপনার পিতা সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ দেবব্রত, সমুদায় রাজাদিগকে আনয়ন করিয়া এই কথা কহিলেন[৭], হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমাদিগের নিমিত্তে এই মহৎ স্বর্গ দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে, এই দ্বার দিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্ম লোকে গমন কর[৮]। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ তোমাদিগের নিমিত্তে এই সনাতন পথ বিধান করিয়াছেন। অতএব তোমরা অব্যগ্রচিত্ত হইয়া আপনাকে যুদ্ধে নিযোজিত কর[৯]। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগ, এই সকল রাজা ঈদৃশ কর্ম্ম দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়া পরম ধাম লাভ করিয়াছেন[১০]। ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া দ্বারা গৃহেতে যে মরণ, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে অধর্ম্ম এবং শস্ত্রদ্বারা যে নিধন প্রাপ্তি, তাহাই তাঁহাদিগের পক্ষে সনাতন ধর্ম্ম[১১]।

হে ভরত-প্রবর! মহীপালগণকে ভীষ্ম মহাশয় এই রূপ কহিলে, তাঁহারা উত্তম উত্তম রথে আরোহণ করত শোভমান হইয়া স্ব স্ব সেনাভিমুখে গমন করিলেন[১২]। হে ভারত! বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ স্বীয় অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত, ভীষ্ম নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন[১৩]; সুতরাং তিনি-ব্যতীত ভবৎ পক্ষীয় রাজগণ ও আপনার পুত্রগণ, সিংহনাদ দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন[১৪]। তাঁহাদিগের সেই সকল সৈন্য শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, গজ, বাজি, রথ ও পদাতি সমূহে

শোভা পাইতে লাগিল[১৫]। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথ নেমির নিনাদে ভূমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল[১৬]। মহারথ গণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ুর ও কার্ম্মুক দ্বারা যেন অনল-পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[১৭]। কুরু পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চ তারক সংযুক্ত মহাতাল ধ্বজ দ্বারা শোভিত হইয়া কুরু-সৈন্যমুখে যেন বিমল সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন[১৮]। যে সকল মহাধনুর্দ্ধর রাজ গণ আপনার পক্ষ, তাঁহারা ভীষ্মের আদেশ ক্রমে যথাস্থানে অবস্থান করিলেন[১৯]। গোবাসন দেশাধিপতি শৈব্য, পতাকান্বিত রাজ যোগ্য গজরাজ দ্বারা সেই সকল রাজার সহিত গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা সিংহ লাঙ্গুল কেতু রথে আরোহণ পূর্ব্বক সকল সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী ও সযত্ন হইয়া গমন করিলেন। শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও মহারথ বিকর্ণ এই সাত জন উত্তম বর্ম্মপরিধায়ী মহাধনুর্দ্ধর, রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী এবং অশ্বত্থামা ইহাদিগের পুরোগামী হইলেন। এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের অতি উচ্চ স্বর্ণময় দীপ্যমান ধ্বজ সকল উৎকৃষ্ট রথ সকলকে সুশোভিত করত বিরাজমান হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রধান দ্রোণের ধ্বজে কমণ্ডলু ও ধনুকের আকৃতিবিভূষিত স্বর্ণময় বেদির আকৃতি শোভা পাইতে লাগিল। অনেক শত সহস্র সৈন্য পরিচালনকারি দুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ বিরাজিত হইতে লাগিল। পৌরব, কলিঙ্গাধিপতি, কাম্বোজ রাজ, সুদক্ষিণ ক্ষেমধন্বা ও শল্য এই কয় জন রথী, দুর্য্যোধনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য মহার্হ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বৃষভাকৃতি চিত্রিত ধ্বজে শোভিত হইয়া মাগধ সেনা পরিচালনা করত তদগ্রভাগে গমন করিলেন[২০-২৭]। শারদীয় জলধর তুল্য সেই প্রাচ্য দেশীয় অতি মহৎ সৈন্য দল অঙ্গপতি কর্ণ-পুত্র বৃষকেতু ও মহানুভব কৃপ কর্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল[২৮]। মহাযশা জয়দ্রথ বরাহচিহ্নি

রজতময় প্রধান ধ্বজে সুশোভিত হইয়া সৈন্য প্রমুখে অবস্থিত হইলেন[২৯]। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী জয়দ্রথের লক্ষ রথ, অষ্ট সহস্র নাগ ও ছয় অযুত অশ্ব ছিল[৩০]। অনন্তর রথ নাগাশ্ব সঙ্কুল ধ্বজিনী-মুখ সেই মহৎ সৈন্য দল, সিন্ধুপতি রাজা জয়দ্রথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল[৩১]। সমস্ত কলিঙ্গ দেশের অধিপতি, কেতুমানের সহিত ষষ্টি সহস্র রথ ও অযুত নাগ লইয়া গমন করিলেন[৩২]। তাঁহার অচল তুল্য মহাগজ সকল যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকা সমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া রোচমান হইতে লাগিল[৩৩]। কলিঙ্গরাজ অগ্নিতুল্য মুখ্যধ্বজ, শ্বেত ছত্র, কণ্ঠাভরণ ও চামর ব্যজন দ্বারা শোভমান হইলেন[৩৪]। কেতুমানও বিচিত্র পরম অঙ্কুশ যুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক মেঘস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সমরে সমাগম করিলেন[৩৫]। তেজঃপ্রদীপ্ত রাজা ভগদত্ত উত্তম মাতঙ্গে অবস্থিত হইয়া বজ্রধর বাসবের ন্যায় গমন করিলেন[৩৬]। ভগদত্ত সমকক্ষ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেতুমানের অনুব্রত হইয়া গজস্কন্ধে অবস্থিতি পূর্ব্বক সমর যাত্রা করিলেন[৩৭]। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য, নৃপতি শান্তনুপুত্র, আচার্য্য-পুত্র, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য ইহারা যে রূপ রথের সহিত সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন, ঐ ব্যূহের অঙ্গ হস্তী গণ, মস্তক রাজ গণ ও পক্ষ অশ্ব গণ হইল; সর্ব্বতোমুখ ঈদৃশ দারুণ ব্যূহ টি যেন হাস্য করত উৎপতিত হইতে থাকিল[৩৮.৩৯]।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মুহূর্ত্ত কাল পরে যুযুৎসু যোধগণের তুমুল হৃদয়-কম্পন শব্দ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল[১]। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, বারণগণের বৃংহিত ও রথ সকলের নেমিধ্বনি

দ্বারা যেন বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইল[২]। তখন তুরঙ্গ গণের হ্রেষা রব ও যোধগণের গর্জ্জন রবে ভুমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত হইল[৩]। আপনার পুত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমূহ, পরস্পর সমাগমে প্রকম্পিত হইতে লাগিল[৪]। সেই রণ স্থলে স্বর্ণ-বিভূষিত রথ ও নাগ সকল সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৫]। হে নরাধিপ! আপনার পক্ষের কাঞ্চনাঙ্গদ বিভূষিত বহু বিধাকার ধ্বজ সকল প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিল[৬]। স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের পতাকা সকল মহেন্দ্র ভবনের শুভ্র মহেন্দ্র-কেতুর ন্যায় নয়ন গোচর হইতে লাগিল[৭], এবং প্রদীপ্ত সূর্য্য সম প্রভ কাঞ্চন কবচ দ্বারা সন্নদ্ধ বীরগণকে প্রদীপ্ত ভাস্কর তুল্য প্রভাযুক্ত বোধ হইতে লাগিল[৮]। মহারাজ! বৃষভ-লোচন, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্রায়ুধ কার্ম্মুকধারী, তলবদ্ধ কুরু যোধবর গণ পতাকা ও উদ্যত বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়া সৈন্যমুখে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! আপনার পুত্র দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, ইহারা এবং সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবাঃ ও শল ইহারাও ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন[৯-১১]। বিংশতি সহস্র রথী ইহাদিগের অনুগামী হইল, এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রৈগর্ত্ত, কৈকয়, সৌবীর, কৈতব ও প্রাচ্য, এই পশ্চিম ও উত্তর দিকের দ্বাদশ জনপদের বীরগণ তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ হইয়া মহৎ রথ বর্গ দ্বারা কুরু পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন[১২-১৪]। মগধাধিপতি, দশ সহস্র তরস্বী কুঞ্জর সৈন্য লইয়া সেই রথ-সৈন্যের অনুগামী হইলেন[১৫]। বাহিনী মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ মণ্ডলের চক্ররক্ষক ও হস্তিগণের পাদ রক্ষক হইল[১৬]। নখর ও প্রাস অস্ত্র যোধী অনেক শত সহস্র পদাতি, অসি, চর্ম্ম ও ধনু হস্তে লইয়া অগ্রভাগে গমন করিল[১৭]। মহারাজ! আপনার পুত্রের একাদশ অ-

ক্ষৌহিণী সেনা গঙ্গার অন্তরে যমুনার সংগতি হইলে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৮]।

সৈন্য বর্ণনে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ব্যূহিত অবলোকন করিয়া স্বকীয় অল্প সৈন্য দ্বারা কি প্রকারে প্রতি পক্ষে ব্যূহ রচনা করিলেন[১]? যিনি মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহ জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে পাণ্ডু-পুত্র কি প্রকারে প্রতি ব্যূহ করিলেন[২]?

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য ব্যূহ রচনা নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন[৩], অর্জ্জুন! মহর্ষি বৃহস্পতির বচন হেতু অনেকেই বিদিত আছেন, যে, শত্রু সৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে তাহাদিগকে ইছানুসারে বিস্তারিত ও অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করাইবে[৪]; অতএব বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধে সূচীমুখ সৈন্যব্যূহ রচনা করাই বিধেয়। পর পক্ষ অপেক্ষা আমাদিগের সৈন্য অল্প, অতএব তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচনানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন[৫-৬], হে রাজসত্তম! বজ্রপাণি ইন্দ্র যে বজ্রাখ্য নামে অচল ব্যূহের বিধান করেন, আমি আপনার নিমিত্তে সেই দুর্জ্জয় বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করি[৭]। যিনি সমরে সমীরণের ন্যায় শত্রুগণের দুঃসহ এবং প্রহারকের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদিগের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিবেন[৮]। যুদ্ধোপায়-বিচক্ষণ সেই পুরুষ-সত্তম সেনাপতি হইয়া রিপু সৈন্যের তেজ মর্দ্দন করত আমাদিগের অগ্রে গমন করিবেন[৯]।

যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণ সিংহ সন্দর্শনে সংত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, সেই প্রকার দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমুদায় পার্থিবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে[১০]। যে রূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই রূপ আমরা সকলে অকুতোভয়ে সেই প্রহারক প্রধান ভীমকে প্রাকার স্বরূপ করিয়া আশ্রয় করিব[১১]। এই ভূমণ্ডলে এতাদৃশ পুরুষ কেহ বিদ্যমান নাই যে, ভীম কর্ম্মা পুরুষ প্রবর বৃকোদরকে ক্রুদ্ধ দেখিতে সমর্থ হয়[১২]।

মহাবাহু ধনঞ্জয় ফাল্গুন ইহা কহিয়া সেই রূপ করিলেন, সমস্ত সৈন্যকে লইয়া আশু ব্যূহ রচনা করিয়া প্রয়ান করিলেন[১৩]। কৌরবগণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া পাণ্ডবগণের মহতী সেনা, পরিপূর্ণা সংস্তব্ধা ও মন্দগতি ক্রমে চলিতা গঙ্গার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৪]। ভীমসেন, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, রাজা ধৃষ্টকেতু ও বিরাট সেই সকল সেনার অগ্রনেতা হইলেন[১৫]। পরন্তু বিরাট নৃপতি এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন[১৬]। মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বেগশীল সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন[১৭]। পাঞ্চাল রাজ-নন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, সৈন্যগণের মধ্যে শূর রথি-প্রধান প্রভদ্রকগণের সহিত, তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন[১৮]। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী ভীষ্ম বিনাশের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন[১৯]। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল্য যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কৈকেয় গণ, ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ঐ সময়ে বীভৎসু, রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাবল ভীমসেন-

কে অবলোকন করাইয়া কহিলেন, হে জনাধিপ! এই ভীমসেন বজ্র-সার ময় দৃঢ় গদা ধারণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শোষণ করিতে পারেন, এবং সেই এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকলও অমাত্য-গণের সহিত, উঁহাকে অবলোকন করত অবস্থান করিতেছে। হে ভারত! রণক্ষেত্রে পার্থ ঐ রূপ কহিলে পর পাণ্ডব সৈন্য সকল তদনুকূল বাক্য দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন।

পরন্তু কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির চলিত অচল সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ মত্ত কুঞ্জরগণে পরিবারিত হইয়া অনীকের মধ্য ভাগে অবস্থান করিলেন। মহা মনস্বী পরাক্রমশালী পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবারিত হইয়া বিরাটের পশ্চাৎ অনুগামী হইলেন[২০-২৫]। এই সকল রাজাদিগের রথে সূর্য্য ও চন্দ্র তুল্য আভা বিশিষ্ট উত্তম কনক ভূষণে বিভূষিত নানাবিধ চিহ্নযুক্ত মহাধ্বজ সকল শোভা পাইতেছিল[২৬]। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সকল রাজাদিগের পশ্চাৎ ভাগ উৎসারিত করিয়া সভ্রাতা সপুত্র যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন[২৭]। অর্জ্জুনের রথধ্বজে এক মাত্র মহাকপি আপনারদিগের ও বিপক্ষদিগের বিপুল ধ্বজ সকলকে অভিভব করিয়া অবস্থান করিলেন[২৮]। অনেক শত সহস্র পদাতি ভীমসেনের রক্ষার্থে অসি, শক্তি ও ঋষ্টি ধারী হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল[২৯]। শৌর্য্য-সম্পন্ন, গলিত-মদ, হেম-ময় জালে দীপ্যমান, পদ্মগন্ধী, বর্ষণকারী মেঘ সমান, বর্ষ পর্ব্বত সদৃশ, মহার্হ নিষ্কম্প দশ সহস্র মাতঙ্গ রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইল[৩০-৩১]। মহানুভাব দুরাধর্ষ ভীমসেন পরিঘ তুল্য ভীষণ গদা গ্রহণ করত মহাসৈন্যদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩২]। সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগের, অর্কতুল্য ও তপন্ত পাবক সদৃশ দুষ্প্রেক্ষণীয় সেই ভীমসেনকে সমীপে প্রতিবীক্ষণ করিতে সাধ্য হইল না[৩৩]। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সর্ব্বতোমুখ, অরিভয় রহিত, শরাসন রূপ বিদ্যুৎ

ধ্বজ বিশিষ্ট বজ্র নামে এই ঘোর ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন[৩৪]। পাণ্ডবেরা আপনার বাহিনী ব্যূহের প্রতিপক্ষে এই বজ্র ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিতি করিলে; পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অতি রক্ষিত ঐ ব্যূহ মর্ত্ত্য লোকে অজেয় হইল[৩৫]।

মহারাজ! প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনা ক্রমে অবস্থিত হইলে, বিনা মেঘে গর্জ্জনশীল সমীরণ জল বিন্দু সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল[৩৬]। প্রবল বায়ু নীচ স্থল হইতে কঙ্করাকর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে বহন করিতে থাকিল। এবং ঘোর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছাদিত করত ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত করিল[৩৭]। হে ভরতবর! মহতী উল্কা পূর্ব্বা-ভি মুখে পতিত হইয়া, সূর্য্যের প্রতি আস্ফালন করিয়া মহা শব্দ করত বিদীর্ণ হইতে লাগিল[৩৮]। মহারাজ! সৈন্য সকল সজ্জীয়মান হইলে তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া উদিত হইলেন। পৃথিবী স শব্দে কম্প-মানা[৩৯] এবং নিনাদ সহকারে বিশীর্ণা হইতে লাগিল। মহারাজ! তখন সকল দিকেই বহু সংখ্য নির্ঘাত শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল[৪০]। এমন রজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিঙ্কিণী জাল মণ্ডিত, কাঞ্চন মাল্যাম্বর শোভিত, আদিত্য সম দীপ্য-মান, সপতাক, মহৎ ধ্বজ সকল সহসা সমীরণ কর্ত্তৃক কম্পমান হওয়াতে, তাল বনের ন্যায় সর্ব্বত্র ঝণঝণীভূত ধ্বনি হইয়া উঠিল।

হে ভরত প্রধান! পুরুষ ব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের সৈন্য ব্যূহের বিপক্ষে সৈন্য ব্যূহ রচনা করিয়া এবং গদাপাণি ভীম-সেনকে অগ্রে অবস্থিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধোৎসাহী হইয়া যেন আমাদিগের যোধগণের মজ্জা গ্রাস করত অবস্থান করিতে লা-গিলেন[৪১.৪৫]।

পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহ রচনা কথনে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

দ্বিংশতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে, ভীষ্মনেতব্য অস্মৎ পক্ষ ও ভীম-নেতব্য পাণ্ডব পক্ষ এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া সমীপে যুদ্ধার্থী হইল[১]? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন? কাহাদিগের সেনাগণের প্রতি শ্বাপদ গণ গর্জ্জন করিয়াছিল এবং কোন্ যুবাদিগেরই বা মুখবর্ণ প্রসন্ন ছিল, এই সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর[২]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! উভয় সৈন্যই তুল্য ভাবে উপক্রান্ত, উভয় পক্ষই ব্যূহিত হইয়া হৃষ্টরূপ, উভয় সৈন্য দলই বনরাজির শোভা ধারণ করিয়া অদ্ভুত রূপ, উভয়েই তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গে পরিপূর্ণ[৩], উভয় পক্ষ সৈন্যই বৃহৎ ও ভীষণাকৃতি, উভয়েই পরস্পরের দুঃসহ, উভয় ব্যূহই স্বর্গ জয়ের নিমিত্ত নির্ম্মিত, এবং উভয়ই সৎপুরুষ কর্ত্তৃক সমবেত হইয়াছিল[৪]। ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় কুরু সৈন্য পূর্ব্ব দিকে অবস্থিতি করিয়া পশ্চিমাভিমুখ এবং পাণ্ডব সৈন্য পশ্চিম দিকে অবস্থিতি করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইল। কৌরব সেনা অসুর সেনার ন্যায় এবং পাণ্ডব সেনা দেবেন্দ্র সেনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল[৫]। সমীরণ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাত হইতে লাগিল। শ্বাপদগণ কুরু সৈন্যের প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের গজেন্দ্রগণের তীব্র মদ গন্ধ আপনার পুত্রের নাগগণের অসহ্য হইয়া উঠিল[৬]।

দুর্য্যোধন পদ্মবর্ণ, জালযুক্ত, সুবর্ণ কক্ষা-বিভূষিত, মদস্রাবী মাতঙ্গে অবস্থিত হইয়া কুরু সৈন্যের মধ্য ভাগে অবস্থান করিলেন। মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল[৭]। তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণ মালা বিভূষিত চন্দ্রপ্রভ শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গান্ধার রাজ শকুনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রদেশীয় গান্ধার দেশজ

সৈন্যগণের সহিত অনুগামী হইলেন[৮]। শ্বেত ধনুক, শ্বেত খড়্গ ও শ্বেত উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ ভীষ্ম শ্বেত অশ্ব, শ্বেত ধ্বজ ও মস্তকোপরি ধৃত শ্বেত ছত্র দ্বারা শ্বেত শৈলের ন্যায় শোভমান হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত হইলেন[৯]। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকল, বাহ্লীক প্রদেশের এক দেশাধিপতি শল, সিন্ধু দেশীয় যে সকল অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় গণ, সৌবীর এবং পঞ্চনদ দেশীয় শূরগণ ইহারা সকলে তাঁহার সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিলেন[১০]। রক্তবর্ণ তুরঙ্গ সংযুক্ত সুবর্ণময় রথে অবস্থিত অদীনসত্ত্ব মহাত্মা গুরু দ্রোণ শরাসন-হস্তে প্রায় সমস্ত রাজার পশ্চাৎ ভাগে অচলের ন্যায় অবস্থান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন[১১]। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবাঃ, পুরুমিত্র, জয়, শাল্ব ও মৎস্য দেশীয় এবং কেকয় রাজ সমস্ত ভ্রাতা ইহারা সমুদায় সৈন্য মধ্যে গজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্যত রহিলেন[১২]। যাঁহার যানের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাত্মা গোতম-বংশীয় শরদ্বৎ-পুত্র বিচিত্র-যোধী মহাধনুর্দ্ধর কৃপ শক, কিরাত, যবন ও পহ্লবদিগের সহিত, সৈন্যের উত্তর ভাগে অভিগমন করিলেন[১৩]। বিখ্যাত মহারথী আয়ুধধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্র দেশীয় যোধগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল, যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতী সেনা আপনার সৈন্যের দক্ষিণ ভাগে গমন করিল[১৪]। হে রাজন্! অযুত-সংখ্য রথী যে সংশপ্তকগণ, তাহারা, অর্জ্জুনের মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক, যেন সেই নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছে; সেই হেতু তাহারা যে-স্থানে অর্জ্জুন অবস্থান করিতে ছিলেন, কৃতাস্ত্র হইয়া সেই স্থানেই গমন করিল এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন শস্ত্রধারী ত্রিগর্ত্তেরাও তথায় প্রযাত হইল[১৫]।

হে ভারত! আপনার সৈন্য মধ্যে এক লক্ষ প্রধান গজারোহী যোদ্ধা আছে। প্রত্যেক হস্ত্যারোহীর নিকট এক এক শত রথী,

প্রত্যেক রথীর নিকট এক এক শত অশ্বারোহী, প্রত্যেক অশ্বারোহীর নিকট দশ দশ ধনুর্দ্ধর, এবং এক এক ধনুর্দ্ধরের নিকট দশ দশ চর্ম্মী অবস্থিত হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি হইয়া এই রূপে আপনার সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন। তিনি কোন দিবসে মানুষ ব্যূহ, কোন দিবসে দৈব ব্যূহ, কোন দিনে গন্ধর্ব্ব ব্যূহ ও কোন দিনে বা আসুর ব্যূহ রচনা করেন[১৬-১৮]। মহারথ সমূহে বিপুলীভূত, সমুদ্রের ন্যায় শব্দযুক্ত কুরু সৈন্য ব্যূহ যুদ্ধে পশ্চিমমুখ হইয়া অবস্থিত রহিল[১৯]। হে নরেন্দ্র! আপনার সৈন্য অসীম-সংখ্য হইয়া ভীষণ রূপ হইল। যদিও পাণ্ডবদিগের সে রূপ নহে; তথাপি তাঁহাদিগের সেনাকে বৃহতী ও দুর্দ্ধর্ষণীয় বোধ হইতে লাগিল; কেননা কেশব ও অর্জ্জুন যাঁহারে নেতা হইয়াছিলেন[২০]।

সৈন্য বর্ণনে বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশতিতমঅধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সেনাকে বৃহতী ও উদ্যতা অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন[১]। তিনি ভীষ্ম রচিত ব্যূহ অভেদ্য নিরীক্ষণ করিয়া যেন প্রকৃতই তাহা অভেদ্য বিবেচনা করত বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন[২], হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! যাহাদিগের যোদ্ধা পিতামহ হইয়াছেন, এতাদৃশ ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের সহিত সমরে আমরা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব[৩]? ভূরিতেজাঃ অমিত্রকর্ষণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক শাস্ত্র দৃষ্ট বিধি দ্বারা অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ কৃত হইয়াছে[৪]। হে শত্রুকর্ষণ! ইহাতে আমরা সৈন্যগণ সহ সংশয় প্রাপ্ত হইতেছি, ইএ ব্যূহ হইতে আমাদিগের কি প্রকারে জয় হইবে[৫]?

হে রাজন্! অমিত্রহা অর্জ্জুন আপনার অনীকিনী অবলোকনে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন[৬], হে নরেন্দ্র! অল্পতর শূর সকল বুদ্ধি

দ্বারা যে প্রকারে গুণযুক্ত বহু সংখ্য সমধিক শূরদিগকে জয় করে, তাহা শ্রবণ করুন[৭], আপনি অসূয়া-রহিত, আপনাকে ইহার কারণ বলিতেছি অবধান করুন। নারদ ঋষি ইহা জানেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণও ইহা জানেন[৮]। পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা এই তাৎপর্য্যই অবলম্বন করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন[৯]," জয়েষি ব্যক্তিরা সত্য, আনৃশংস্য, ধর্ম্ম ও উদ্যম দ্বারা যেরূপ জয়লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্য দ্বারা তাদৃশ হয় না[১০]। অতএব তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভ অবগত, উদ্যমের আশ্রিত ও নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, যেহেতু যেস্থানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয়[১১]।" হে রাজন্! আপনিও এইরূপ জানুন, সমরে আমাদিগেরই জয় হইবে। নারদ কহিয়াছেন যে, যেস্থানে কৃষ্ণ, সেস্থানেই জয়[১২]। জয় কৃষ্ণেতে দাসভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং তাহা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। তাঁহার যেরূপ এক গুণ বিজয়, সেই রূপ অপর এক গুণ নম্রতাও বিদ্যমান আছে[১৩]। যে গোবিন্দ অনন্ততেজস্বী, সনাতনতম পুরুষ, শত্রু সমূহেও অব্যথিত চিত্ত; সেই কৃষ্ণ যে পক্ষে, সই পক্ষেরই জয়[১৩]। "এই অপ্রতি-হত-শস্ত্র বৈকুণ্ঠ হরি পূর্ব্ব কালে আবির্ভূত হইয়া দেবাসুরদিগের প্রতি অতি গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, 'কাহারা জয়ী হইবে[১৫]? অনন্তর যাঁহারা তখন এইরূপ কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমরা কি রূপে জয়ী হইতে পারি?' তাঁহারাই জয়ী হইলেন। সেই কৃষ্ণের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ রূপ কহিয়া জয় লাভ করত ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইলেন[১৬]। অতএব হে ভারত! বিশ্বভুক্ ত্রিদিবেশ্বর সেই হরি যখন আপনার জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন এই জয় বিষয়ে আপনার কোন কষ্ট দেখিতেছি না[১৭]।

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন কথোপকথনে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনান্তে স্বকীয় সেনার প্রতি আদেশ করিলেন[১], " হে বিশুদ্ধাশয়গণ! পাণ্ডবেরা বিপক্ষের প্রতিপক্ষে যথোদ্দিষ্ট অনীক ব্যূহ রচনা করিলেন, তোমরা পরম স্বর্গের অভিলাষী হইয়া সুযুদ্ধ কর[২]।" সব্যসাচী, সসৈন্য শিখণ্ডীকে মধ্য ভাগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রভাগে ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিলেন[৩]। সাত্বত বংশের প্রধান ধনুষ্মান্ শ্রীমান্ যুযুধান ইন্দ্রের ন্যায় দক্ষিণ দিক্‌স্থ অনীকগণের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন[৪]। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিগণের মধ্যে ইন্দ্ররথ-সদৃশ যুদ্ধোপকরণ সম্পন্ন স্বর্ণরত্ন-বিচিত্রিত কাঞ্চনময়-হয়ভূষণে-ভূষিত যোক্ত্র-সংযুক্ত রথে অবস্থিত হইলেন[৫]। তাঁহার গজদন্ত শলাক যুক্ত সুপাণ্ডুর বর্ণ সমুচ্ছ্রিত ছত্র অতীব প্রতিভাত হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত স্তুতি বচনে উপচর্য্যা করিতে লাগিলেন[৬]। তাঁহার চতুর্দ্দিগে পুরোহিত ও শ্রুতবন্ত ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধ গণ জপ্য মন্ত্র ও ওষধী দ্বারা এবং স্বস্ত্যয়ন বাক্য কথন দ্বারা শত্রুবধ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরূত্তম মহাত্মা যুধিষ্ঠির বস্ত্র, গো, ফল, পুষ্প ও নিষ্ক সমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন[৮]। অর্জ্জুনের শ্বেততুরঙ্গসং-যোজিত সুচক্র-যুক্ত শত কিঙ্কিণী-শোভিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাম্বূনদ সুবর্ণে বিচিত্রিত সহস্র সূর্য্যপ্রভ রথখানি অর্চ্চিমালী অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল[৯]। পৃথিবীতে যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর নাই ভবিষ্যতেও আর কদাচিৎ হইবেক না, এবং যাঁহার রথ ধ্বজে কপি, বর বিরাজমান, এতাদৃশ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ করে গ্রহণ-পূর্ব্বক কেশবাধিষ্ঠিত সেই রথে অবস্থিত হইলেন[১০]। মহাভুজ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও কেবল ভুজ যুগল দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও নাগ দলকে যুদ্ধে ভস্মবৎ চূর্ণ করিতে পারেন, সেই অর্জ্জুন আপনার পুত্রের সেনা ঘর্ষণ করিবেন বলিয়া যেন অতীব রৌদ্ররূপ ধারণ করিলেন[১১]। যিনি ক্রীডায মৃগরাজের ন্যায়, বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে বারণ রাজের ন্যায়; সেই দুর্জ্জয় ভীমসেন নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে বীর রথীগণের রক্ষক হইলেন। ভবৎ পক্ষীয় যোধগণ তাঁহারে সেনা-

গ্রগত দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া পঙ্কমগ্ন কুঞ্জর গণের ন্যায় প্রকৃষ্ট রূপে ব্যথিত হইতে লাগিলেন[১২-১৩]। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন কৃষ্ট অনীক মধ্যে অবস্থিত দুরাসদ রাজপুত্র গুড়াকেশ ধনঞ্জয়কে কহিলেন হে পুরুষ প্রবীর! যিনি ত্রিশত বাজিমেধ আহরণ করিয়াছিলেন, সেই কুরুবংশকেতু এই ভীষ্ম রোষাবেশে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগনকে আকৃষ্ট করিতেছেন[১৫]। যে প্রকার মেঘমালা রশ্মিবান্ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় ঐ সমস্ত সৈন্য ঐ মহানুভাব ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি ঐ সকল সেনা বিনাশ করিয়া ঐ ভরতবরের সহিত যুদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর[১৬]।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতি তম অধ্যায প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, কৃষ্ণ যুদ্ধোদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের হিত নিমিত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন[১], হে মহাবাহো! তুমি শত্রু পরাজয় নিমিত্ত শুচি ও সংগ্রামভিমুখ হইয়া দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন কর[২]।

সঞ্জয় কহিলেন, ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে এইরূপ কহিলে, পার্থ রথ হইতে রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন[৩], হে আর্য্যে! হে কালি! হে কাপালি! হে কপিলে! তোমাকে নমস্কার[৪]। হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! তোমাকে নমস্কার[৫]। হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে! হে জয়ে! হে শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণি! হে ঘণ্টা খেটক ধারিণি! হে গোপেন্দ্র কন্যে! হে জ্যেষ্ঠে! হে নন্দগোপ-কুলোদ্ভবে[৭]। হে সতত মহিষরুধির প্রিয়ে! হে কুশিক কুলোদ্ভবে! হে পীতবাসিনি! হে অট্টহাসিনি! হে উমে! হে শাকম্ভরি! হে মহেশ্বররূপে! হে বাসুদেবরূপে! হে পীতনেত্রে! হে বিবিধরূপযুক্তনেত্রে! হে কৈটভনাশিনি! হে সুধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার[৯]। তুমি বেদ শ্রবণজনিত মহাপুণ্য স্বরূপ, ব্রহ্মণ্য স্বরূপ এবং হুতাশন স্বরূপ, জম্বুদ্বীপ ও দেবালয়ে তোমার নিত্য সন্নিহিত স্থান[১০]। তুমি বিদ্যা সমুদায়ের

মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেহীদিগের মহানিদ্রা হে স্কন্দমাতঃ ! হে ভগবতি ! হে দুর্গে ! হে দুর্গম-পথ-বাসিনি[১১]। তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্ত রূপে উক্ত হইতেছ[১২]। হে মহাদেবি ! আমি বিশুদ্ধ চিত্তে তোমাকে স্তব করিতেছি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমার নিত্য জয় হউক[১৩]। কান্তারে, ভয় স্থলে, দুর্গে, ভক্তদিগের আলয়ে এবং পাতালে তুমি নিত্য বাস করিয়া থাক, এবং যুদ্ধে দানব-দিগকে পরাজিত কর[১৪]। তুমি তন্দ্রা, নিদ্রা, মায়া, লজ্জা, শ্রী, সন্ধ্যা, চন্দ্র সূর্য্য প্রভাযুক্তা হোরাত্র রূপা, সাবিত্রী, জননী[১৫], তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি, চন্দ্র-সূর্য্য-বর্দ্ধিনী এবং ভূতিশালীদিগের ভূতি হইতেছ এবং সিদ্ধ চারণ গণের তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানগম্যা হইয়া থাক[১৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর মানব-বৎসলা দুর্গা অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোবিন্দের অগ্রে অবস্থিতা হইয়া কহিলেন[১৭], হে পাণ্ডব ! তুমি অল্প কাল মধ্যেই অরাতিগণকে পরাজিত করিবে। হে দুর্দ্ধর্ষ ! তুমি নর ; নারায়ণ তোমার সহায়[১৮]; তুমি সমরে শত্রুদিগের অজেয়, তোমাকে বজ্রধারী ইন্দ্রও স্বয়ং জয় করিতে সমর্থ নহেন।

বরদাত্রী দেবী অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন[১৯]। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বর লাভ করিয়া মনে মনে আত্ম বিজয় বিবেচনা করিলেন, অনন্তর পরম সম্মত রথে আরোহণ করিলেন[২০]। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে অবস্থিত হইয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। যে মানব প্রত্যূষে উত্থিত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন[২১], তাঁহার কখন যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ হইতে ভয় থাকে না, রিপু থাকে না এবং দংষ্ট্রী ও সর্প প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জীব-তাহাদিগ হইতে ও রাজ কুল হইতে ভয় থাকে না। তিনি অবশ্যই বিবাদে জয় লাভ করেন, বন্ধন হইতে মুক্ত হন[২২-২৩], দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হন, সংগ্রামে নিত্য বিজয় লাভ করেন, তাঁহার চৌর্য্য ভয় থাকে না, অচলা লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্রয় করেন[২৪] এবং তিনি আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

হে ভারত! আমি ধীমান্ ব্যাসের প্রসাদে এই সকল দর্শন করিয়াছি[২৫]। কিন্তু তোমার দুরাত্মা পুত্র গণ ক্রোধবশানুগ ও কাল পাশে গুম্ফিত হইয়া এই নর নারায়ণ ঋষিকে মোহ প্রযুক্ত জানিতে পারিতেছে না এবং এই বাক্য যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও জানিতেছে না। দ্বৈপায়ন, নারদ, কণ্ব, রাম, নভ, ইহাঁরা আপনার পুত্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার পুত্র গ্রাহ্য করিলেন না[২৬.২৭]। যেস্থানে ধর্ম্ম, দ্যুতি ও কান্তি, যেস্থানে লজ্জা, শ্রী ও মতি, এবং যেস্থানে ধর্ম্ম, সেইস্থানেই কৃষ্ণ ; এবং যেস্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়[২৮]।

দুর্গাস্তোত্র কথনে ত্রয়োবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্বিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই সমরে কোন্ পক্ষের যোধগণ অগ্রে প্রহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা উৎসাহিত চিত্ত, কাহারাই বা দীন চিত্ত হইয়াছিল[১]? সেই হৃৎকম্প সমরে অস্মৎ পক্ষীয় অথবা পাণ্ডব পক্ষীয়, কোন্ পক্ষীয় যোধ গণ অগ্রে প্রহার করিয়াছিল? কোন্ পক্ষের সেনা সকলের গন্ধ ও মাল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? এবং কোন্ পক্ষের অভিগর্জ্জনকারী যোদ্ধা গণ কর্ত্তৃক অনুকূল বাক্য ব্যক্ত হইয়াছিল? এ সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত কর[২-৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুলেন্দ্র! সেই সংগ্রামে তখন উভয় পক্ষ সেনারই যোদ্ধা গণ হর্ষান্বিত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেরই মাল্য ও সুগন্ধের সমান প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল[৪]। মহারাজ! সমুন্নত বদ্ধবর্ম্মা ব্যূহিত সমস্ত সৈন্যের পরস্পর সংসর্গে সুমহান্ বিমর্দ্দ সংঘটিত হইল[৫]। শঙ্খ ভেরী বিমিশ্রিত বাদিত্র শব্দ ও রণদক্ষ শূরগণের গর্জ্জন ধ্বনি তুমুল হইয়া উঠিল[৬]। মহারাজ! পরস্পর বীক্ষণ কারী হৃষ্টচিত্ত ও নিনাদকারী উভয় পক্ষীয় সৈন্য, যোধগণ ও কুঞ্জর ব্যূহের মহান্ ব্যতিকর হইল[৭]।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কথোপকথনে চতুর্বিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

উপনিষৎ প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অস্মৎ পক্ষীয় যোধ গণ ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া কি করিয়াছিল[১]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডব সৈন্যকে ব্যূহিত অবলোকন করিয়া আচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন[২], হে আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছেন[৩]। ঐ পক্ষের শূর সকল মহাধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন সদৃশ—যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ[৪], ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য[৫], বিক্রম শালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ[৬] পুরস্তু হে দ্বিজোত্তম! আমারদিগের পক্ষে যে সকল প্রধান যোদ্ধা তাহা শ্রবণ করুন, যাহারা মদীয় সৈন্যের নায়ক হইয়াছেন, আপনারে অবগত করিবার নিমিত্তে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করি[৭]। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমর বিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ও জয়দ্রথ[৮]। এবং অন্যান্য নানা বিধ অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন যুদ্ধ বিশারদ বীরপুরুষ গণ আমার নিমিত্তে জীবনাশা পরিত্যাগী হইয়া যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন[৯]। আমাদিগের এই সৈন্য বহু-শত্রু ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতেও অসমর্থ এবং ঐ পাণ্ডব দিগের অল্প সৈন্যও ভীম রক্ষিত হওয়াতে সমর্থ বোধ হইতেছে[১০], অতএব আপনারা সকলেই রণ ভূমির পূর্ব্বাপরাদি যথা যোগ্য স্ব স্ব দিগ্ বিভাগ স্থলে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন[১১]।

প্রতাপবান্ কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন করত সিংহনাদ সহকারে উচ্চৈঃ শব্দে শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[১২]।

অনন্তর রণ স্থলের সর্ব্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ সকল বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল[১৩]। পরে শ্বেতাশ্ব-যোজিত মহান্ রথে অবস্থিত মাধব ও অর্জ্জুন উভয়েই দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[১৪]। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিলেন। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনি করিলেন[১৫]। কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাদিত করিলেন[১৬]। হে ধরণীপতে! মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ মহারথ শিখণ্ডী, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয় গণ ও মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[১৭-১৮]। সেই তুমুল শঙ্খ ধ্বনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ভবৎপক্ষীয় গণের হৃদয় বিদারণ করিল[১৯]। হে মহীপাল! তদনন্তর অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগাভিমুখ হইলে তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় যোদ্ধাগ-ণকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত অবলোকন করিয়া শরাসন উদ্যত করত হৃষীকেশকে এই কথা কহিলেন, হে অচ্যুত! যাহারা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি যাহাতে নিরীক্ষণ করিতে পারি, তুমি এরূপ করিয়া উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্য স্থলে রথ স্থাপন কর। এই সমর সমুদ্যমে আমারে কাহার দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কাহারা সমরে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া এস্থানে সমাগত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধোদ্যতদিগকে আমি নিরীক্ষণ করিব[২০-২৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ ধনঞ্জয়, হৃষীকেশ কৃষ্ণকে এই রূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে রথবর স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! এই সকল সমবেত কুরু পক্ষীয়দিগকে অবলোকন কর[২৪-২৫]।

পার্থ সেই স্থানে দেখিলেন যে, পিতৃব্য গণ, পিতামহ গণ, আচার্য্য গণ, মাতুল গণ, ভ্রাতৃ গণ, পুত্র গণ, পৌত্র গণ, শ্বশুর গণ, সুহৃদ্ গণ ও সখা গণ, সকলেই উভয় সেনার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কুন্তী-পুত্র অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম কৃপাপরায়ণ ও বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সকল যুদ্ধার্থী স্বজন গণকে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া আমার গাত্র অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্প, লোমহর্ষ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত, ত্বক্ উত্তপ্ত এবং মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে; আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না[২৬-৩০]। আমি অনিষ্ট সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিতেছি। আমি সমরে স্বজন গণকে সংহার করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি না[৩১]। আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষা করি না এবং আমার রাজ্য বা সুখেরও প্রার্থনা নাই। হে গোবিন্দ! আমাদিগের রাজ্য বা ভোগ অথবা জীবনে প্রয়োজন কি[৩২]? যাঁহাদিগের নিমিত্তে আমাদিগের রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলষিত, এই তাঁহারাই ধন প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন[৩৩]। আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও অন্যান্য স্ব সম্পর্কীয় সকলেই এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন[৩৪]। হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাদিগকে হনন করিলেও ইহাঁদিগকে এই পৃথিবী নিমিত্তে কি ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তে হনন করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না[৩৫]। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে নিহত করিয়া আমাদিগের কি প্রীতি হইবে? ইহারা আততায়ী—অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্র হস্তে হননোদ্যত, ভূম্যপহারী ও দারাপহারী হইলেও ইহাদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে[৩৬]; অতএব হে মাধব! সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করা আমাদিগের উচিত নহে। আমরা স্বজন গণকে বিনাশ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইতে

পারিব[৩৭]? যদিও ইহারা রাজ্য লোভে অবিবেক-চিত্ত হইয়া মিত্র-দ্রোহ জন্য পাতক ও কুলক্ষয় জনিত দোষ দর্শন করিতেছে না[৩৮], কিন্তু আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ দর্শন করিয়া কি নিমিত্ত সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে চিবেচনা না করিব[৩৯]? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়[৪০], এবং অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে কুলস্ত্রী সকল দূষিত হয়। হে কৃষ্ণ! স্ত্রী দোষান্বিতা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে[৪১], সেই সঙ্করদোষ সেই কুল ঘাতীদিগের কুলের নরক নিমিত্তেই হয়, এবং বংশ লোপ হওয়াতে তাহাদিগের পিতৃলোকও পিণ্ডোদক ক্রিয়া-বর্জ্জিত হইয়া নরকে পতিত হয়[৪২]। কুলক্ষয়কারী দিগের ঐ বর্ণশঙ্কর দোষে পরম্পরাগত জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়[৪৩]। জনার্দ্দন! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, যে মনুষ্য দিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদিগের নরকে নিয়ত বাস হইয়া থাকে[৪৪]। হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যব সায়ারূঢ় হইয়াছি। রাজ্য সুখ লাভের নিমিত্ত স্বজনগণকে হনন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি[৪৫]। অতএব যদি আমি শাস্ত্র হীন ও প্রতীকার চেষ্টা রহিত হই, আর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা শস্ত্র হস্ত হইয়া রণস্থলে আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয়[৪৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া রণক্ষেত্রে শর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোক সন্তপ্তচিত্তে রথক্রোড়ে উপবেশন করিলেন[৪৭]।

অর্জ্জুন বিষাদ প্রকরণ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

পর্ব্বণিতু পঞ্চবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায় ও ষড়্‌বিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মধুসূদন তথাবিধ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুলিত-লোচন বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন[১], অর্জ্জুন! এই যুদ্ধ সঙ্কট সময়ে কি নিমিত্ত তোমার আর্য্যগণের অসেবিত, অস্বর্গ-সাধন ও অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল[২]? হে পরন্তপ কৌন্তেয়! তুমি ক্লীবতা অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। অতিতুচ্ছ হৃদয় দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিয়া উত্থান কর[৩]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সমরে অস্ত্র দ্বারা কি রূপে প্রতিযুদ্ধ করিব[৪]? মহানুভাব গুরুদিগকে হনন না করিয়া ইহ লোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়; যেহেতু এই গুরু লোকদিগকে হনন করিলে ইহ লোকেই রুধির-লিপ্ত অর্থ কাম উপভোগ করিতে হইবে[৫]। যদি আমরা বিপক্ষদিগকে জয় করি, কিম্বা বিপক্ষেরা আমাদিগকে জয় করে, এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলেই সম্মুখে উপস্থিত[৬]। কাতরতা ও অবশ্য ভাবী কুলক্ষয় জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মান্ধ হইয়াছে; এই নিমিত্ত তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি; যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় তাহা তুমি নিশ্চিতরূপে আদেশ কর, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমারে উপদেশ প্রদান কর[৭]। আমার পৃথিবী মধ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং সুর লোকের আধিপত্য লাভ হইলেও এমত কর্ম্ম আমি দেখিতেছি না যে তাহা আমার ইন্দ্রিয়শোষক শোকের অপনোদন করিতে পারে[৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবি-

ন্দকে 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন[৯]। হে ভারত! তদনন্তর হৃষীকেশ সহাস্য বদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ-ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে কহিলেন[১০], তুমি, অশোচ্য বন্ধুগণের নিমিত্তে শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের বাক্য সকলও কহিতেছ; কিন্তু পণ্ডিতগণ কি মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না[১১]। যেহেতু আমি যে কখনই ছিলাম না এমন নহে, এই সকল রাজারাও যে কখন ছিলেন না তাহাও নহে, এবং ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না এমনও নহে[১২]। দেহাভিমানী জীবের যে প্রকার এই স্থূল শরীরে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হইয়া থাকে এবং কৌমারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার বিনাশে পর পর অবস্থা হইলেও তাহার স্বত কোন অবস্থান্তর হয় না, সে সমভাবেই থাকে, সেই প্রকার এই দেহ বিনাশ হইলে লিঙ্গ দেহের অবলম্বনে তাহা দেহান্তর প্রাপ্তি হয় কিন্তু স্বত কোন অবস্থান্তর বা হানি হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহের উৎপত্তি বা বিনাশে বিমুগ্ধ হন না[১৩]। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সংযোগ তাহাই কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন সুখ ও কখন দুঃখ প্রদান করে। ঐ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ কখন উৎপন্ন, কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহা অনিত্য; অতএব তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ না করাই তোমার উচিত হয়; তাহা হইলে বন্ধুবিয়োগ জনিত দুঃখ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না[১৪]। হে পুরুষবর! উক্ত শীতোষ্ণাদি, যে সুখ-দুঃখ-সমজ্ঞানী ধীর পুরুষকে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই পুরুষ মোক্ষ সাধনে সমর্থ হয়[১৫]। এবং অনাত্ম স্বভাব প্রযুক্ত অবিদ্যমান পদার্থ যে শীতোষ্ণাদি তাহা আত্মাতে বিদ্যমান থাকে না; সেইরূপ সৎস্বভাব যে আত্মা, তাহারও অভাব কখন সম্ভবে না। বস্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা সৎ ও অসৎ এই উভয় পদার্থের এইরূপ নির্ণয় জ্ঞাতা হইয়াছেন। অতএব

দুঃসহ সীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিলে কদাচিৎ তোমার বিনাশ সম্ভাবনা নাই[১৬]। যিনি, উৎপত্তি বিনাশ শালী এই সমস্ত দেহাদিতে সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী জানিবে; যেহেতু তাঁহার অবয়ব না থাকায় দেহাদির ন্যায় ক্ষয় হয় না, অতএব কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না[১৭]। হে ভারত! এই নশ্বর দেহ, সর্ব্বদা এক-রূপ অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন দেহ-স্থিত আত্মারই, ইহা বিবেকী ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, অতএব তুমি মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না[১৮]। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হনন-কর্ত্তা জানে, এবং যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই তাঁহাকে জানে না, কেননা তিনি হনন করেন না এবং হতও হয়েন না[১৯]। তিনি কখন জন্ম গ্রহণ করেন না, মৃত্যুরও বশতাপন্ন হন না এবং অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যমানও থাকেন না, যেহেতু তিনি স্বভাবতই জন্মরহিত হইয়া চির কাল বর্ত্তমান আছেন। এবং তিনি নিত্য—সর্ব্বদা এক রূপ; তিনি শাশ্বত—ক্ষয়-বিহীন; তিনি পুরাণ—পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, তিনি পরিণাম দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না; এবং তিনি শরীর হন্য মান হইলেও হত হন না[২০]। হে পার্থ! যে পুরুষ সেই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কাহাকে হনন করিবেন, কি প্রকারেই বা হনন করিবেন, এবং কোন্ ব্যক্তি দ্বারাই বা হনন করাইবেন[২১]? যে প্রকার মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার জীব জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহান্তর প্রাপ্ত হয়[২২]। সেই আত্মাকে শস্ত্র সকল ছেদন করিতে, অগ্নি দগ্ধ করিতে, জল দ্রবীভূত করিতে এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না[২৩], যেহেতু তিনি অবয়ব রহিত; সুতরাং অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য।

সেই আত্মা অবিনাশী, সর্ব্বগত, রূপান্তর অপ্রাপ্ত, পূর্ব্ব রূপের অপরিত্যাগী, অনাদি, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, মন ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, অতএব আত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না[২৪-২৫]।

হে মহাবাহো! যদ্যপি সেই আত্মাকে সর্ব্বদা দেহ জন্মিলে জাত ও দেহবিনষ্ট হইলে মৃত বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার এই রূপ শোক করা উচিত নহে[২৬]; কেননা জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্য ম্ভাবী ও অপরি হার্য্য; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নয়। ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অদর্শন এবং নিধনের পরেও অদর্শন হয়, কেবল মধ্যে—জন্ম মরণের অন্তরাল সময়ে প্রকাশিত হয়, অতএব এতাদৃশ ভূত সকলের নিমিত্তে আর শোক বিলাপ কি[২৮]? শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় কীর্ত্তন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করেন; কেহ বা দর্শন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জানিতে পারেন না; সুতরাং বিদ্বান্ হইয়াও আত্মজ্ঞানের অভাবে অনেকে শোক করিয়া থাকেন[২৯]। হে ভারত! সকলের দেহে এই আত্মা সর্ব্বদা অবধ্য রূপে অবস্থান করেন; অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্তে তোমার শোক করা উচিত হয় না[৩০]। এবং স্বকীয় ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া সমুচিত হয় না; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ হইতে আর অন্য কোন শ্রেয়স্কর কর্ম্ম নাই[৩১]। হে পার্থ! বিনা প্রার্থনায় উদ্ঘাটিত স্বর্গ দ্বার উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্ষত্রিয়দিগের ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ হয়, তাহারা সুখী হইয়া থাকে[৩২]। প্রত্যুত, যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বিহীন হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইবে[৩৩]। এবং

লোকে তোমার বহু কালাবধি অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে ; ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শৌর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি দিগের অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষাও অধিক[৩৪]। যেসকল মহারথ তোমারে বহু মান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না ; তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় প্রযুক্ত সমরে পরাঙ্মুখ হইয়াছ[৩৫]। অপর, তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করত অনেক অবক্তব্য বাক্যও বলিবে, তাহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে[৩৬]? হে কৌন্তেয় ! যদি তুমি যুদ্ধে হত হও, তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিবে, যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও[৩৭]। সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলে তোমাকে পাপ, স্পর্শ করিতে পারিবে না[৩৮]।

হে পার্থ ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে রূপ বুদ্ধি কর্ত্তব্য, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহাতেও যদি তোমার তাহা প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ নিমিত্ত কর্ম্ম যোগ বিষয়ক এই বুদ্ধি শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্ম যোগ দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে লব্ধ—প্রত্যক্ষীভূত আত্মতত্ত্ব দ্বারা কর্ম্ম বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে[৩৯]। এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ঈশ্বরোদ্দেশ নিবন্ধন বিঘ্ন বৈগুণ্যের অসম্ভব হেতু উহাতে কোন প্রত্যবায়ও জন্মে না এবং ঈশ্বরারাধনার্থ এই ধর্ম্ম স্বল্প কৃত হইলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে[৪০]। কুরুনন্দন ! ঈশ্বরারাধন রূপ কর্ম্ম-যোগে নিশ্চয়াত্মক সেই বুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতুই একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখ স্বার্থ-কাম ব্যক্তি দিগের বুদ্ধি, অসংখ্য কামনা হেতু অনন্ত ও বিবিধ ফলের প্রকার ভেদে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে[৪১]। হে পার্থ ! যাহারা অবিবেকী—কামনায় আকুলিত চিত্ত

হয়েন, সুতরাং স্বর্গকেই পুরুষার্থ বোধ করেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অক্ষয় ফল ও সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ইত্যাদি প্রকার বেদের ফলশ্রুতি বাক্যেতে প্রীত ও ইহা হইতে আর অন্য প্রাপ্য পদার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এই রূপ কথনশীল হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের বোধক, জন্ম কর্ম্ম রূপ ফলপ্রদ, পুষ্পিত বিষলতা সদৃস আপাতত রমণীয়, বেদের অর্থবাদ রূপ স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বাক্যকেই পরমার্থ সাধন বলিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের চিত্ত আপাতত রমণীয় উক্ত বেদ বচন দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে; এতাদৃশ ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তি দিগের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতি অভিমুখ হয় না[৪২-৪৩]। হে অর্জ্জুন! বেদের বহুল অংশ সকাম ব্যক্তি দিগের কর্ম্ম ফল প্রতিপাদক, কিন্তু তুমি নিষ্কাম হও, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণের আশ্রিত হও, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করিতে নিবৃত্ত ও প্রমাদ রহিত হও[৪৫]। যে প্রকার বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে ভ্রমণ করিয়া বিভাগক্রমে স্নান পানাদি যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা এক মাত্র মহাহ্রদেই হইয়া থাকে, সেই প্রকার সমস্ত বেদেতে তত্তৎ বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম ফল রূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, তৎ সমস্তই নিশ্চয়াত্মক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে[৪৬]। তুমি তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী, অতএব তোমার কর্ম্মেতে কামনা হউক, কিন্তু সংসার বন্ধের হেতু যে কর্ম্ম ফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে; অর্থাৎ ফলের নিমিত্তে যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয় এবং কর্ম্মণা করিতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়[৪৭]। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েই তুল্যজ্ঞানকরত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান কর; পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্য জ্ঞানই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৮]। ধনঞ্জয়!

সমভাবাপন্ন বুদ্ধি দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব তুমি বুদ্ধিতে পরিত্রাতা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর; কেননা ফল-কাম ব্যক্তিরা দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে[৪৯]। সমভাবাপন্ন বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তি স্বর্গাদি সাধন সুকৃত ও নরকাদি সাধন দুষ্কৃত এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি যোগে নিযুক্ত হও। ঈশ্বরে চিত্তার্পণ নিবন্ধন কর্ম্মেতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি রূপ যে কৌশল, তাহাই যোগ শব্দে কথিত হয়[৫০]। সমত্ববুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিরা—ঈশ্বরারাধন মাত্র নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা ইষ্টানিষ্ট দেহ প্রাপ্তি রূপ কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানযুক্ত ও জন্ম বন্ধবিমুক্ত নিরুপদ্রব মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন[৫১]। এই রূপে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলে যখন তাঁহার প্রসাদে তোমার বুদ্ধি মোহময় দুর্গ গহন হইতে বিশেষ রূপে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য বা শ্রুত অর্থের প্রতি বৈরাগ্য লাভ করিবে[৫২]। তোমার নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট ও স্থির হইয়া পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখন তুমি যোগ ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে[৫৩]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তিনি কি প্রকার কথন, উপবেশন বা গমন করেন[৫৪]?

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! যখন সাধক মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করেন, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই আত্মা-দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়[৫৫]। দুঃখ উপস্থিত হইলে যাহার মন উদ্বিগ্ন না হয়, সুখেতে স্পৃহা না থাকে, এবং রাগ, ভয় ক্রোধ যাহার নিকট হইতে বিদূরিত হয়, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলাযায়[৫৬]। যিনি পুত্র মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি স্নেহ শূন্য হন, শুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত না হন এবং অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বেষী না হন,

অর্থাৎ এসমস্ত বিষয়ে ঔদাস্য ভাব করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলাযায়[৫৭]। কূর্ম্ম যেমন কর চরণাদি অঙ্গ সমস্ত সর্ব্ব প্রকারে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে তাহাদিগের বিশয় শব্দাদি হইতে প্রত্যাহরণ-পূর্ব্বক সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়[৫৮]। জড়, আতুর বা উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তির সামর্থ্য না থাকায় তাহারা বিষয় গ্রহণ করে না, সুতরাং তাহাদিগেরও নিকট হইতে বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলাযায় না, যেহেতু তাহাদিগের বিষয়ে বাসনা নিবৃত্ত হয় না; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে[৫৯]। কুন্তীপুত্র! বিবেকী পুরুষ, সযত্ন হইলেও তাঁহার চিত্তকে প্রমথনকারী ইন্দ্রিয় গণ বল-পূর্ব্বক হরণ করে[৬০], এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া পরমেশ্বর-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া উপবিষ্ট হইবেন; কেন না ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশে থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়[৬১]। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি জন্মিলে অভিলাষ হয়; সেই অভিলাস কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আক্রমণ করে[৬২]; ক্রোধ হইতে মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেকে সামর্থ্য শূন্য হয়; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে; স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি বিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়[৬৩]। যিনি আত্মারে বশীভূত করিয়াছেন; তিনি রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত আত্ম বশীভূত ইন্দ্রিয় গণ দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি—চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন[৬৪]। শান্তি লাভ হইলে ঐ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখ নাশ এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে[৬৫]। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি আত্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না; সুতরাং তাহার আত্ম বিষয়ক চিন্তার সম্ভাবনা থাকে না; আত্ম চিন্তা

না হইলে তাহার শান্তিরও উদয় হয় না; শান্তি শূন্য ব্যক্তির কি হেতু সুখ হইবে[৬৬]? মন যদি বিষয়ে-বিচরণকারী ইন্দ্রিয় গণের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যে প্রকার প্রমাদবান্ কর্ণধারের নৌকাকে জলে ভ্রমণ করায়, সেই প্রকার ঐ যোগী ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে[৬৭]। অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় গণ তত্তৎ বিষয় শব্দাদি হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হয়, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে[৬৮]। সাধারণ প্রাণী সকলের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা-নিশাতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী যোগী ব্যক্তি জাগরণ করেন। অপর সাধারণ প্রাণী, যে বিষয় নিষ্ঠাতে জাগরণ করেন, তাহা আত্মদর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ হইয়া থাকে তাহাতে তিনি জাগরিত থাকেন না[৬৯]। জলরাশি-পূর্ণ অচলভাবে অবস্থিত অর্ণবে যেমন অন্তঃ প্রবেশ করিয়া লীন হয়, সেইরূপ যে যোগী পুরুষে কামনা সকল প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; অপর—বিষয়কাম ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না[৭০]। যে পুরুষ কামনা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতা শূন্য হইয়া কর্ম্ম বশত ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন[৭১]। হে পার্থ! ব্রহ্মনিষ্ঠা এই প্রকার হয়। পুরুষ ইহা লাভ করিলে মোহ প্রাপ্ত হন না। যদি মৃত্যু সময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠায অবস্থান করেন; তাহা হইলেও ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হন; তবে যাবজ্জীবন ইহাতে স্থিতি করিলে তাহার আর বক্তব্য কি[৭২]।

সাংখ্যযোগ নাম দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২.॥

পর্ব্বণিতু বড়্‌বিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

উপনিষৎ তৃতীয় অধ্যায় ও সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যদি জ্ঞানই কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তেমার অভিপ্রেত, তবে হে কেশব! জ্ঞাতিবধরূপ হিংসাত্মক

কর্ম্মে আমাকে কি হেতু নিয়োগ করিতেছ?[১] কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া মিশ্রিত বাক্য-দ্বারা যেন আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছ, তাহা না করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বল, যে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি[২]।

ভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ! জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধ্যানাদি-দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা আর জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্মযোগাধিকারি ব্যক্তিদিগের জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায় ভূত চিত্তশুদ্ধি সাধন কর্ম্মযোগ-দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি বলিয়াছি। আমি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুই বিষয়কে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে পৃথক্ রূপে মোক্ষ সাধন বলি নাই যে ঐ উভয় বিষয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্তে আমাকে তোমার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে[৩]। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান উপভোগ করিতে পারে না এবং বিনা কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধিতে কেবল সংন্যাস মাত্রদ্বারা মোক্ষ লাভে অধিকারী হয় না[৪]। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কেহই কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না, যেহেতু সকলেই স্বভাবজাত রাগ দ্বেষাদি গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অতএব এস্থলে কর্ম্মেতে যে আসক্তি না থাকা, তাহাকেই সংন্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে[৫]। যে ব্যক্তি বাক্য পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করত অবস্থিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্তব্যক্তিকে কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়[৬]। পরন্তু যে ব্যক্তি মন দ্বারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া ফলাভিলাষ রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মরূপ উপায় অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ[৭]। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি

নিয়মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ; কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহই হইবে না[৮]। কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থক ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধন কারণ হয়, অতএব তুমি ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মাচরণ কর[৯]। পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকার সহকারে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক প্রজা স্বষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা এই যজ্ঞ কার্য্যদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হইবেক[১০]। তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তর্পিত করিবে, এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে তর্পিত করিবেন। এই রূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর পরিতৃপ্তি হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিতে থাকিবে[১১]। দেবগণ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি আদি-দ্বারা তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগদ্রব্য প্রদান করিবেন, অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করিবে, তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে[১২]। যাহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, সেই সাধুরা পঞ্চসূনা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা কেবল আপনার নিমিত্তে অন্ন পাক করে, সেই পাপাত্মারা কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে[১৩]।" প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্নপর্জন্য হইতে পর্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ যাগহোমাদি রূপ কর্ম্ম হইতে[১৪], কর্ম্ম বেদ হইতে এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন জানিবে। অতএব যখন কর্ম্মই জগৎ রক্ষার মূল, তখন জগৎকর্ত্তার বাক্য রূপ বেদ সর্ব্বার্থ গত হইলেও তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত বোধ করিতে হইবে[১৫]। ঈশ্বর-বাক্য-বেদ হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে তদ্দারা পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য দ্বারা অন্ন, অন্ন দ্বারা ভূত সকল পালিত হইয়া থাকে; এই রূপে প্রবর্ত্তিত যে জগৎচক্র, তা-

হার প্রতি ইহ লোকে যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার আয়ু পাপ স্বরূপ হয়। হে পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম করিয়া থাকে, সুতরাং সে বৃথা জীবন ধারণ করে[১৬]। কিন্তু যে মনুষ্য আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত, আত্মানন্দ উপ-ভোগেই চরিতার্থ, সুতরাং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই[১৭]; যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম করা জন্য পুণ্য বা না করা জন্য প্রত্য-বায় জন্মে না, এবং মোক্ষ নিমিত্তে ধর্ম্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভূ-তের মধ্যে কাহাকেও আশ্রয় করিতে হয় না[১৮]। যখন এতাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অপরের পক্ষে অপেক্ষা করে, তখন তুমি সতত ফলাসক্তি রহিত হইয়া অবশ্য-বিধেয় কর্ম্মের আচরণ কর, কেননা পুরুষ ফলাসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে তজ্জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে[১৯]। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। যদ্যপি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোক রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ "আমি কর্ম্ম করিলে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে," এরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত[২০]। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠ জন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা কর্ম্ম নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া চলেন, লোকে তাহারই অ-নুবর্ত্তী হয়[২১]। হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন কর্ম্মই করি-বার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি[২২]। হে পার্থ! যদি আমি নিরলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রকারে আমারই পথে অনুবর্ত্তী হইতে পারে[২৩]। যদি আমি

কর্ম্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্ম লোপ দ্বারা উৎসন্ন হইতে পারে, এবং আমা হইতে বর্ণসঙ্করও উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রজা সকলকে মলিনভাবাপন্ন করা হয়[২৪]। অতএব হে ভারত! অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও লোক রক্ষা চিকীর্ষু হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন[২৫]। কর্ম্মেতে আসক্ত অজ্ঞদি-গের প্রতি আত্মোপদেশ করিয়া কর্ম্ম বিষয়ক বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইয়া দেওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত নয়। প্রত্যুত, অবহিত হইয়া স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করত তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই উচিত[২৬]। ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মজ্ঞান নিবন্ধন যাহার বুদ্ধি বিমূঢ় হয়, সেই ব্যক্তি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির কার্য্য-ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারে ক্রিয়মাণ যে কর্ম্ম সকল, তাহা আমি করিতেছি বলিয়া মনে করে[২৭]। হে মহাবাহো! ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আমি প্রবৃত্ত হই না, এই রূপ বিবেচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না[২৮]। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণে সম্যক্ মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অল্পজ্ঞ মন্দমতি দিগের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না[২৯]। অতএব যখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইতেছে এবং তুমিও অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ হও নাই, তখন তুমি অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করি' এই রূপ বুদ্ধি দ্বারা আমার প্রতি সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর[৩০]। যে মানবেরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসূয়া শূন্য ও শ্রদ্ধাবন্ত হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হন[৩১]। আর যাহারা আমার এই মতকে নিন্দা করত ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই সকল

বিবেক শূন্য ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়[৩২]। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বকীয় প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য প্রকৃতির—স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন, যেহেতু প্রাণী মাত্রই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়, এমত স্থলে আমার বা অন্যের নিষেধ তাহাদিগের কি করিবে[৩৩]? প্রত্যুত, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু উহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিরোধী হয়[৩৪]। সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়, কেননা স্বধর্ম্মে নিধনও স্বর্গ সাধন হয়, এবং পরধর্ম্ম নিষিদ্ধ, এজন্য নরক জনক হয়[৩৫]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃষ্ণি-নন্দন! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বল-পূর্ব্বক পাপ কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করে, অতএব পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে[৩৬]?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি পুরুষের পাপাচরণে যে হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, উহা কাম; উহা কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। ঐ কামকে মোক্ষ পথের বৈরী জানিবে; উহাকে দান দ্বারা পরিতৃপ্ত বা সাম দ্বারা ক্ষান্ত করা যায় না। উহা অতিশয় উগ্র ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা রজোগুণকে ক্ষয়িত করিতে পারিলে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না[৩৭]। যেপ্রকার, ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা আদর্শ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, সেই প্রকার কাম দ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে[৩৮]। হে কুন্তীনন্দন! দুষ্পূরণীয়, অনল তুল্য সন্তাপপ্রদ এবং জ্ঞানীগণের নিত্য বৈরী স্বরূপ যে কাম, তাহা বিবেক জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে[৩৯]। বিষয় দর্শনাদি, সংকল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই হেতু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও

বুদ্ধিকে ঐ কামের অধিষ্ঠান-ভুত বলা যায়। ঐ কাম দর্শনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে[৪০]। অতএব হে ভরতকুলেন্দ্র! তোমাকে বিমোহিত করণের পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর[৪১]। ইন্দ্রিয় সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় সকল সুক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক হয়, এজন্য ইন্দ্রিয় সকলকে দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, এ নিমিত্তে মন ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মকত্ব শক্তি আছে, এই হেতু সংকল্পাত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। এবং সেই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই আত্মা শব্দে বাচ্য[৪২]। হে মহাবাহো! এই রূপে সেই আত্মাকে বুদ্ধির অতীত অবগত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া দুরাসদ কাম রূপ শত্রুকে বিনাশ কর[৪৩]।

কর্ম্মযোগ নাম তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

পর্ব্বণিতু॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতি তম অধ্যায় ও উপনিষদ্ চতুর্থ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন! অব্যয় ফল সাধন এই যোগ আমি পূর্ব্বে আদিত্য বিবস্বান্‌কে কহিয়াছিলাম, বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র মনুকে বলেন, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে কহেন[১]; এই রূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষি গণ অবগত হইয়াছিলেন; দীর্ঘ কাল বশত এক্ষণে ঐ যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে[২]। তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই

যোগও উৎকৃষ্ট; এই হেতু অদ্য তোমাকে এই পুরাতন যোগ কহি-লাম[৩]।

অর্জ্জুন কহিলেন, আদিত্যের জন্ম পূর্ব্বে এবং তোমার জন্ম পরে হয়, অতএব তুমি যে পূর্ব্বে আদিত্যকে এই যোগ কহিয়াছিলে, ইহা কি প্রকারে আমি বোধ করিতে পারি[৪]?

ভগবান্ কহিলেন, হে শক্রতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার জ্ঞান শক্তি বিলোপ না হওয়ায় সেই সমস্ত জানিতেছি; তুমি অজ্ঞানাবৃত, এজন্য জানিতে পারিতেছ না[৫]। আমি জন্ম রহিত, অনশ্বর স্বভাব এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আত্মমাযায জন্ম পরি-গ্রহ করিয়া থাকি[৬]। হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি ও অধ-র্ম্মের আধিক্য হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মারে সৃষ্টি করিয়া থাকি[৭]। আমি সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই[৮]। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পা-রেন, তাঁহাকে দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না প্রত্যুত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন[৯]। অনেকে বিষয়ানুরাগ ভয় ও ক্রোধ বিহীন, আমার প্রতি একনিষ্ঠ এবং আমারই আশ্রিত হইয়া আত্মজ্ঞান ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান মলা হইতে পবিত্র হইয়া মদীয় ভাব লাভ করিয়াছে[১০]। হে পার্থ! যাঁহারা যে রূপে আমাকে ভজনা করে; আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকি, যেহেতু তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, আমারই বর্ত্মে অনু-বর্ত্তী হইয়া থাকে[১১]। এই মর্ত্ত্য লোকে প্রায় মনুষ্যেরা কর্ম্ম ফল আ-কাঙ্ক্ষা করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতা দিগকে যজন করে, সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না, কেননা কর্ম্মজ ফল শীঘ্রই ফলিত হইয়া থাকে,

এবং দুর্লভ জ্ঞান ফল কৈবল্য শীঘ্র লাভ হয় না[১২]। ব্রাহ্মণদিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহাদিগের কর্ম্ম শম দমাদি; ক্ষত্রিয় দিগের সত্ত্ব ও রজগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি; বৈশ্যদিগের রজ ও তম:গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্যাদি এবং শূদ্রদিগের তম গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম ত্রিবর্ণ শুশ্রূষাদি; আমিই এই রূপে গুণ কর্ম্মের বিভাগানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তুমি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, যেহেতু এই কর্ম্মে আমার আসক্তি রাহিত্য নিবন্ধন শ্রমের প্রসক্তি নাই[১৩]। বিশ্বসৃষ্টি আদি কর্ম্ম সকল আমাতে লিপ্ত হইতে পারে না, যেহেতু কর্ম্ম ফলে আমার স্পৃহা নাই; যে ব্যক্তি আমাকে এই রূপ অবগত হইতে পারে, সে কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না[১৪]। পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমারে এই প্রকার অবগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন; অতএব তুমি প্রথমে পূর্ব্বতনদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর[১৫]।

কীদৃশ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কীদৃশ কর্ম্মই বা অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হইয়া থাকেন, অতএব যে রূপ কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর[১৬]। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সংন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই মর্ম্ম অবগত হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের গতি অতি দুজ্ঞের্য়[১৭]। কর্ম্মবিদ্যমান থাকিতেও আপনারে কর্ম্ম শূন্য এবং কর্ম্মত্যাগ হইলেও কর্ম্ম যুক্ত বলিয়া বোধ করেন; তিনিই মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যোগী ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা[১৮]। যাহার কর্ম্ম সকল ফল কামনা রহিত হয়, তাঁহার সেই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে, তখন কর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকায় কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ অকর্ম্ম

ভাব প্রাপ্ত হয়; এমত ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়াছেন[১৯]। যিনি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নিজানন্দে পরিতৃপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের চেষ্টা ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা করণে আশ্রয়ণীয় রহিত হন, তিনি শাস্ত্র বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্ব-তোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম সকল অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়[২০]। যাঁহার কামনা নাই, চিত্ত ও দেহ বশীভূত এবং বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ হইয়াছে, কেবল শরীর মাত্র নির্ব্বাহ যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি বিহিত কর্ম্ম না করা জন্য দোষে দোষী হন না[২১]। যিনি অপ্রার্থিত লাভে সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, শত্রুতা ভাব রহিত এবং অপ্রার্থিত লাভের সিদ্ধি হউক বা অসিদ্ধিই হউক, তাহাতে হর্ষ বিষাদ রহিত, তিনি বিহিত বা স্বা-ভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না[২২]। যিনি রাগ দ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত, যাঁহার কামনা নাই এবং জ্ঞান রূপ পরমেশ্বরে চিত্ত অবস্থান করে, এমত ব্যক্তি পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ করিলে, তাঁহার সকাম কর্ম্মও বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়[২৩]। জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ও তদঙ্গেতে ব্রহ্মকেই অনুস্যূত দেখেন;— যদ্দ্বারা ঘৃতাদি অগ্নিতে অর্পণ করা যায়, সেই শ্রুবাদি পাত্র ব্রহ্ম; ঘৃতাদি যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম; যে অগ্নিতে হবন করা যায়, সেই অগ্নিও ব্রহ্ম; তাহাতে যিনি হোম করেন, সেই কর্ত্তাও ব্রহ্ম; ব্রহ্মই হবন করিয়া থাকেন; অতএব এতাদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে-তে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা, তাঁহার প্রাপ্য ফল ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে[২৪]। কর্ম্ম-যোগীরা, যাহাতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার যজন করিতে হয়, এতাদৃশ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া থাকেন। জ্ঞান যোগীরা কর্ম্মে ব্রহ্ম অনুস্যূত বোধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মা-ত্মক ব্রহ্ম-যজ্ঞ রূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্ম রূপ অগ্নিতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ ক-

রেন[২৫]। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা শব্দাদি বিষয় সকলকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হোম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন[২৬]। ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা, শ্রোত্রত্বক্-প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে শ্রবণ স্পর্শনাদি, বাক্পাণি-প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে বচন গ্রহণাদি ও প্রাণ অপান-প্রভৃতি বায়ু সকলের কর্ম্ম যে শ্বাস প্রশ্বাসাদি, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রজ্বলিত যে আত্ম সংযম—আত্মাতে ধ্যানের একাগ্রতা—যোগরূপ অগ্নি, তাহাতে হবন করেন, অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মকে সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাতে মনঃসংযম করিয়া সমস্ত কর্ম্ম উপরত করিয়া থাকেন[২৭]। কোন কোন প্রযত্নশীল তীব্রব্রতধারী মনুষ্যেরা দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; কোন কোন যত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মনুষ্যেরা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যত্নবান্ তীব্রব্রত মনুষ্যেরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা সমাধিরূপ যজ্ঞ করেন; কোন কোন প্রযত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মানবেরা বেদাধ্যয়ন রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং কোন কোন প্রযত্নশীল কঠোরব্রত মনুষ্যেরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন[২৮]। কেহ কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হবন করিয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করেন, অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হবন করিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করেন এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করিয়া কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন[২৯]। কেহ কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ-প্রভৃতি বায়ু বিশেষেতে প্রাণ-প্রভৃতি বায়ু বিশেষকেই হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রাণ অপান আদির মধ্যে যে বায়ুকে নিরুদ্ধ করেন, অন্য বায়ু তাহাতে লীনপ্রায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই যজ্ঞবেত্তা, তাঁহাদিগের উক্তপ্রকার সমস্ত যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে[৩০], তাঁহারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া যজ্ঞ শেষে অমৃতরূপ

অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এতাদৃশ জ্ঞানীরা জ্ঞান-দ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যিনি এই সমস্ত যজ্ঞের কোন এক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার পক্ষে এই অল্প সুখবিশিষ্ট মনুষ্য লোকই থাকে না, অন্য বহুসুখজনক স্বর্গ লোকের বিষয় কি[৩১]? এইরূপ বহু প্রকার যজ্ঞ বেদ দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বাচিক, মানসিক ও কায়িক কর্ম্ম জনিত বলিয়াই জানিবে, আত্মার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই; এই রূপ অবগত হইলে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে[৩২]। হে পরন্তপ পার্থ! ফলের সহিত সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে; অতএব দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ[৩৩]। তুমি, সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানী আচার্য্যদিগের সমীপে গমন-পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাদিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন[৩৪]। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে; অনন্তর, পরমাত্মা স্বরূপ যে আমি, আমাতে আপনাকে অভেদ রূপে দেখিতে পাইবে[৩৫]। তুমি যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞান রূপ ভেলা দ্বারাই সেই পাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে[৩৬]। অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার আত্ম জ্ঞান রূপ অগ্নি, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে[৩৭]। ইহ সংসারে আত্মজ্ঞান সদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মজ্ঞান কর্ম্ম যোগ ও সমাধি যোগে সংসিদ্ধ পুরুষ কাল ক্রমে অনায়াসে আপনাতেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে[৩৮]। সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ তদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অচির কালে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন[৩৯]। অনাত্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও

সংশয়াত্মা, ইহারা সকলেই বিনষ্ট হয়, বিশেষত সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহ লোক, না পর লোক, না সুখ, কিছুই থাকে না[৪০]। হে ধনঞ্জয়! যিনি ঈশ্বরের আরাধন রূপ যোগ দ্বারা কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও আত্ম জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন; কর্ম্ম সকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিরে বদ্ধ করিতে পারে না[৪১]। অতএব হে ভারত! তুমি আপনার অজ্ঞান-সম্ভূত হৃদয়স্থ শোকাদি জনক এই সংশয়কে দেহাত্ম বিবেক জ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্ম যোগ আশ্রয় কর, এবং যুদ্ধ নিমিত্ত উত্থিত হও[৪২]।

যজ্ঞ বিভাগ যোগনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পর্ব্বণিতু ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশত্তম অধ্যায় ও উপনিবদ্ পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতেও কহিতেছ, আবার অনুষ্ঠান করিতেও কহিতেছ, পরন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটি যাহা শ্রেয় হয়, তাহাই নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল[১]।

ভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মের পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষ সাধন, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মের পরিত্যাগ অপেক্ষা অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ[২]। হে মহাবাহো! যিনি দুঃখ, সুখ ও তৎসাধন দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনি পরমেশ্বর-প্রীতি নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলেও তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যেহেতু সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্ম জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন[৩]। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়ের পৃথক্ ফল বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না,

যেহেতু ঐ উভয়ের মধ্যে একের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও উভয়ের যে একই মোক্ষ ফল, তাহাই লাভ হইয়া থাকে[৪]। জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে সাক্ষাৎ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন, স্বার্থফলা-ভিসন্ধি রহিত হইয়া যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও জ্ঞান দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়কে এক ফল জনক বলিয়া যিনি একই অবলোকন করেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী হন[৫]। হে মহাবাহো! কর্ম্ম যোগ ব্যতিরেকে যে সন্ন্যাস, তাহা দুঃখ প্রাপ্তির কারণ হয়, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম জনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু কর্ম্ম-যোগ-যুক্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া অচির কালেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন[৬]। যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিত্ত হন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ, তিনি লোক যাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না[৭]। ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, কথন, মল মূত্রাদি পরিত্যাগ, কোন বস্তুর গ্রহণ, উন্মীলন, এই সকল কর্ম্ম করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার বোধে এই রূপ নিশ্চয় করেন[৮-৯]। যিনি তত্ত্বজ্ঞ না হন, এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, এমত ব্যক্তি যদি ফলাসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর কর্ম্ম করণের ন্যায়, কর্ম্ম ফল পরমেশ্বরেতে সমর্পণ করত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না[১০]। কর্ম্ম-যোগীর চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর দ্বারা স্নানাদি, মন দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি এবং কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন[১১]। পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হয়, আর পরমেশ্বর-বহির্ম্মুখ হইয়া কামনা দ্বারা

প্রবৃত্তি হেতু কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সুতরাং সংসার বন্ধে বদ্ধ হইতে হয়[১২]। জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ পুরে সুখে অবস্থান করেন; তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না ও অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না[১৩]। প্রভু ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, জীবের অবিদ্যা প্রকৃতিই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে[১৪]। ঈশ্বর কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান' এইরূপ অজ্ঞানে আবৃত হয়, তদ্দ্বারা জীব সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে[১৫]। যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়[১৬]। যাঁহা দিগের ঈশ্বর বিষয়েই বুদ্ধি, প্রযত্ন ও নিষ্ঠ, এবং তাঁহাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান, তাঁহাদিগের তৎপ্রসাদে লব্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসার-কারণ দোষ সকল নির্ধূত হইয়া যায়, তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন[১৭]। সেই জ্ঞানীরা বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে আর চাণ্ডালে এবং গো, হস্তী ও কুক্কুরে সমদর্শী হইয়া থাকেন[১৮]। এইরূপ যাহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত হয়, তাঁহারা জীবনা বস্থাতেই সংসারকে পরাজিত করেন; যেহেতু ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন নির্দ্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী জ্ঞানীরা ব্রহ্ম ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন[১৯]। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মেতেই অবস্থিত হন, তিনি কোন প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা কোন্ অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না, যেহেতু তাঁহার মোহ নিবৃত্ত হওয়াতে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে[২০]; কারণ, তিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণে যে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ, তাহাই লাভ করেন; সমাধি দ্বারা তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকেন[২১]। হে কুন্তীসুত! বিষয় ভোগজনিত যে সকল সুখ, তাহা দুঃখেরই কারণ হয় এবং

তাহার আদি ও অন্ত আছে, এজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি সে সকল সুখে রত হন না[২২]। যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী ও তিনিই সুখী[২৩]। অন্তরেই যাঁহার সুখ, অন্তরেই যাঁহার ক্রীড়া, এবং অন্তরেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হন[২৪]। যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত, সংশয় ছিন্ন এবং পাপাদি দোষ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সর্ব্বভূত হিতকারী সম্যগ্ দর্শী পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন[২৫]। কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত সন্ন্যাস-বিশিষ্ট সংযত-চিত্ত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিত ও মরণোত্তর উভয় কালেই মোক্ষ বর্ত্তমান[২৬]। যিনি সন্ন্যাস-বিশিষ্ট ও মোক্ষ-পরায়ণ হইয়া ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযমন-পূর্ব্বক রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় সকলকে বহিঃস্থ করিয়া অর্থাৎ তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য তদ্বিষয়ক চিন্তা পরত্যাগ করিয়া, চক্ষুকে ভ্রূ মধ্যস্থ অর্থাৎ অৰ্দ্ধ নিমীলন দ্বারা ভ্রূ মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে, যে প্রকারে ঐ বায়ু দ্বয় নাসিকার অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, অর্থাৎ মন্দ মন্দ উচ্ছ্বাস নিশ্বাস দ্বারা সমভাবাপন্ন হয়, এরূপ করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন[২৭-২৮]। যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব ভূতের নিরপেক্ষ উপকারী যে আমি, আমাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়।

যোগ শাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাস যোগ নামে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

পর্ব্বণিতু ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ও উপনিষদ্ ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, পাণ্ডব! যিনি কর্ম্ম ফলে নিরপেক্ষ হইয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, অথচ তাঁহাকে অগ্নি সাধ্য ইষ্ট কর্ম্মের ও অনগ্নি সাধ্য আরামাদি ক্রিয়ার পরিত্যাগী বলা যায় না। শ্রুতি স্মৃতি বিদ্ ব্যক্তিরা কর্ম্ম ফল ত্যাগ রূপ যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসকেই কর্ম্মানুষ্ঠান রূপ যোগ বলিয়া জানিবে, যেহেতু কর্ম্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞান নিষ্ঠই হউন, যিনি ফল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, এমত কোন ব্যক্তি যোগী হইতে পারেন না[১-২]। জ্ঞান যোগে আরোহণ করণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই তদারোহণে কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্যক্তি জ্ঞান যোগে আরূঢ় হইলে সেই জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকে কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে[৩]। যখন পুরুষ আসক্তির মূলীভূত সমুদায় বিষয় ভোগ ও কর্ম্ম বিষয়ক সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় ও তৎ সাধন কর্ম্মে আসক্তি না করেন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়[৪]। আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, তাহারে অবসন্ন করিবে না; কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু[৫]। যে আত্মা কর্ত্তৃক আত্মা বশীকৃত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বশতাপন্ন হইয়াছে, তথাবিধ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মার ইন্দ্রিয় সকল বশতাপন্ন হয় নাই, সে আত্মার আত্মাই শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়[৬]। যিনি আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বশতাপন্ন করিয়াছেন, সেই প্রশান্তচিত্ত রাগাদি রহিত ব্যক্তির হৃদয়ে সীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান সত্ত্বেও পরমাত্মা অবস্থিত হয়েন[৭]। শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান ও শাস্ত্রত জ্ঞাত পদার্থের স্ববুদ্ধি দ্বারা অনুভব এই উভয় রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার ও জিতে-

ন্দ্রিয় হয়েন এবং তাঁহার লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান হইয়া থাকে; ঈদৃশ যোগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়[৮]। সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচার ও দুরাচার, এই সকল ব্যক্তিতে যাহার সম বুদ্ধি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন[৯]। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর একান্তে স্থিত, সঙ্গ শূন্য, সংযত চিত্ত, সংযত দেহ, নিরাকাংক্ষ ও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া চিত্তকে সমাধান করিবেন[১০]। পবিত্র স্থানে অতি উচ্ছ্রিত ও অতি নিম্ন না হয় এরূপ করিয়া কুশোপরি অজিন ও তদুপরি বস্ত্র আস্তরণ-পূর্ব্বক অচঞ্চল আসন স্থাপন করিয়া[১১] সেই আসনে উপবেশন করত মনের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করণ পূর্ব্বক মনের বিশুদ্ধি নিমিত্তে যোগানুষ্ঠান করিবেক[১২]। দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাকে অবক্র ও অচল ভাবে ধারণ করত ইতস্তত দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে[১৩]। যোগী ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত, সংযত চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবেন[১৪]। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত প্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধন ভূত, মৎ স্বরূপে অবস্থিতি স্বরূপে অবস্থিতি স্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন[১৫]। অর্জ্জুন! যিনি অধিক ভোজন করেন, কিম্বা যিনি কিছু মাত্র ভোজন না করেন এবং যিনি অতিশয় নিদ্রাশীল, কিম্বা যিনি অতিশয় জাগরণশীল হন, ইহাদিগের মধ্যে কাহারো যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না[১৬]। যিনি আহার, বিহার, কার্য্য-চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত রূপে করেন, তাঁহার সংসার-ক্ষয়কর যোগ সিদ্ধ হয়[১৭]। যখন সাধকের চিত্ত বাহ্য চিন্তা হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন সেই সর্ব্ব কাম নিস্পৃহ সাধক, যোগী বলিয়া কথিত হন[১৮]। চিত্ত প্রচারদর্শী

যোগজ্ঞ ব্যক্তিরা যোগী ব্যক্তির চিত্তের দৃষ্টান্ত এই রূপ কহিয়াছেন যে, যে প্রকার বায়ু শূন্য স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে, সেই প্রকার আত্ম বিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত অকম্পিত হইয়া থাকে[১৯]। যে অবস্থায় জ্ঞানীর চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা কোন বিষয়ে প্রচারিত না হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় জ্ঞানীব্যক্তি সমাধি-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বতো-জ্যোতিঃ স্বরূপ পর চৈতন্য আত্মাকে উপলব্ধি করত স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন[২০], যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত কেবল আত্মাকার বুদ্ধিরই গ্রাহ্য যে নিত্য সুখ, তাহা অনুভব করেন, তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্ম স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না[২১] যেহেতু তিনি সেই নিরতিশয় সুখ আত্ম স্বরূপ লাভ করিয়া তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইলে শীতোষ্ণাদি মহৎ দুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না[২২], বৈষয়িক সুখ দুঃখের সংস্পর্শ দ্বারা যে অবস্থার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থা-বিশেষের নামই যোগ; তাহাই বিশেষ রূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ও নির্ব্বেদ শূন্য চিত্তে অভ্যাস করিবে[২৩] সঙ্কল্প জনিত কামনা ও সমুদায় কাম্যবস্তু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিষয় দোষ দর্শী মন দ্বারা সংযত করত এবং যদিই শীঘ্রই সিদ্ধ না হয়, তথাপি ক্লেশ কর বলিয়া প্রযত্ন শৈথিল্য না করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা উক্ত যোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ধারণাবতী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত করিয়া শনৈঃশনৈ অভ্যাস ক্রমে উপরত হইবে, কিছু মাত্র চিন্তা করিবে না অর্থাৎ আপনিই প্রকাশমান পরমানন্দ-নির্বৃত হইয়া আত্মধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইবে না[২৪-২৫]। মনকে ধারণা করিলেও মন স্বাভাবিক চাঞ্চল্য বশত অস্থির হইয়া যে যে বিষয়ে বিচরণ করে; সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ

করিয়া আত্মাতেই স্থিরীভূত করিবেক[২৬]। এই রূপ করিলে তাঁহার রজ গুণ ক্ষয়, মন শান্ত ও পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ যোগীর নিকট নিরতিশয় সুখ স্বয়ংই আসিয়া উপনীত হয়[২৭]। এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিলে সেই বীত-পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন[২৮]। সেই যোগ-সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মাতেই অবলোকন করেন[২৯]। সমুদায়ের আত্মা স্বরূপ যে আমি, আমাকে যিনি সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং সমুদায় বস্তুকে আমাতেই অবলোকন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না[৩০]। যে একত্বাবলম্বী যোগী আমাকে সর্ব্বভূত স্থিত বলিয়া ভজনা করেন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন[৩১]। অর্জ্জুন! যিনি সুখ দুঃখকে সর্ব্ব প্রাণীতে আত্ম তুল্য সমান দর্শন করেন, সেই ব্যক্তিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী[৩২]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা কহিলে, মনের চাঞ্চল্য হেতু সেই যোগের দীর্ঘ কাল স্থিতির সম্ভাবনা আমি বোধ করিতে পারিতেছি না[৩৩]। কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, বিচার দ্বারা অজেয় এবং বিষয় বাসনানুবন্ধ হেতু দুর্ভেদ্য; অতএব যে প্রকার বায়ুকে কুম্ভাদিতে নিরোধ করা অতি দুষ্কর, সেই প্রকার মনকে নিগ্রহ করা অতি দুষ্কর বোধ করিতেছি[৩৪]।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি যে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিতেছ, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়[৩৫]। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সংযত হয় নাই, তিনি এই যোগ আয়ত্ত

করিতে পারেন না, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত হইয়াছে, সেই প্রযত্নপর পুরুষ উক্ত প্রকার উপায়ে এই যোগলাভ করিতে পারেন[৩৬]।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যিনি প্রথমত শ্রদ্ধা বশত যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাস শৈথিল্য হেতু চিত্ত বিচলিত হওয়াতে যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন, তাঁহার কি রূপ গতি প্রাপ্তি হয়[৩৭]? হে মহাবাহো! ঈশ্বরের প্রতি কর্ম্ম ফল অর্পণ কিংবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত না হন এবং যোগ সিদ্ধি না হওয়াতেও ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় পথে বিমূঢ় হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে না পারেন, এতাদৃশ উভয় ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন কি না[৩৮]? হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় অশেষ রূপে অপনয়ন করিতে তুমিই যোগ্য; তোমা ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয়ের অপনয়কারী নাই[৩৯]।

ভগবান্ কহিলেন, হে তাত পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহ নীচযোনি বা পর লোকে নরক প্রাপ্তি হয় না; যেহেতু কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না[৪০]। সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম কারী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গ লোকে গমন-পূর্ব্বক তথায় বহু সংবৎসর বাস করিয়া পরে সদাচার ধনীদিগের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন[৪১]। যদি চিরাভ্যস্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন; এতাদৃশ কুলে জন্ম গ্রহণ, লোকমধ্যে দুর্লভতর[৪২]। হে কুরুনন্দন! সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, সদাচার ধনীর গৃহে বা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেহ জনিত ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, পরে মোক্ষ লাভে অধিকরূপে প্রযত্নবান্ হন[৪৩]। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্ন বশত ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্ব দেহ কৃত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে

পরাবৃত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে[৪৪]। যিনি যোগে প্রবৃত্ত মাত্র হইয়াও যদি পাপ বশত যোগভ্রষ্ট হন, তথাপি তিনি ক্রমে মুক্ত হন; অতএব যে যোগী উত্তরোত্তর অধিক রূপে যত্নবান্ হইয়া অনুষ্ঠিত যোগ দ্বারা বিধূত পাপ হন, তিনি যে জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত যোগ দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি[৫]? হে অর্জ্জুন! আমার মতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, শাস্ত্র-জ্ঞানী ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী ব্যক্তি হইতেও যোগী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও[৪৬]। যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তিনি সমুদায় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ[৪৭]।

কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে অধ্যাত্ম যোগ নামে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

পর্ব্বণিতু। ৩০।

উপনিষদ্ সপ্তম অধ্যায় ও একত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি আসক্ত-চিত্ত ও আমারই আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস পূর্ব্বক যে প্রকারে আমারে সম্পূর্ণ রূপে নিঃসংশয়ে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[১]। আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও স্বকীয় অনুভব অশেষরূপে বলিতেছি, ইহ সংসারে যাহা বিদিত হইলে অন্য আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না[২]। সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্তে যত্ন করেন, সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং সহস্র আত্মজ্ঞানী সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ, পরমাত্মা যে আমি, আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন[৩]। আমার

প্রকৃতি—মায়া—জড়রূপ শক্তি, ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছে[৪]। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট, যেহেতু ইহা সংসার বন্ধন স্বরূপ। হে মহাবাহো! ইহা ব্যতীত জীব স্বরূপ আমার অপর প্রকৃতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে, সেই চেতন রূপ প্রকৃতি কর্ত্তৃকই স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ সংসার চলিতেছে। এই দুই প্রকৃতিকে স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের কারণ বোধ কর। জড় প্রকৃতি, দেহ রূপে পরিণত হয় এবং চেতন প্রকৃতি, মদীয় অংশে সম্ভূত ও ভোক্তা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে ধারণ করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! এই দুইটি প্রকৃতি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমস্ত জগতের পরম কারণ ও সংহারক; সুতরাং আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি সংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর অন্য কিছুই নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে[৫-৭]। হে কুন্তীপুত্র! আমি জল মধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা আমি সর্ব্ব বেদ মধ্যে প্রণব, আমি আকাশ মধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ[৮], আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্ব্ব ভূতের জীবন এবং আমি তপস্বীর তপস্যা[৯]; হে পার্থ! তুমি আমাকে সমুদায় ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বোধ কর। হে ভরতকুল পাবন! আমি বুদ্ধিমান্ দিগের বুদ্ধি, আমি তেজস্বী সকলের তেজ[১০], আমি বলবান্ দিগের কাম রাগ বর্জ্জিত বল অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য, এবং প্রাণী দিগের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাও আমি[১১]। যে সকল শম দমাদি সাত্ত্বিক, হর্ষ দর্পাদি রাজসিক ও শোক মোহাদি তামসিক ভাব প্রাণীদিগের স্বকর্ম্ম বশত হইয়া থাকে, সে সমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে; অর্থাৎ সে সকল আমারই প্রকৃতির কার্য্য। পরন্তু জী-

বের ন্যায় আমি তাহাদিগের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে[১২]। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব কর্ত্তৃক এই সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত হইয়া থাকে, এই হেতু আমাকে বিদিত হইতে পারে না। যেহেতু আমি ঐ ত্রিবিধ গুণের অস্পৃষ্ট ও উহাদিগের নিয়ন্তা, সুতরাং আমার কোন বিকার সম্ভাবনাই নাই[১৩]। আমার ঐ অলৌকিকী গুণময়ী মায়া রূপ শক্তি দুস্তরণীয়া; পরন্তু যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা ঐ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে[১৪]। যে নরাধমেরা বিবেক শূন্য ও পাপশীল, যাহাদিগের শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান জন্মিলেও মায়া দ্বারা তাহা নিরস্ত হইয়া যায়, সুতরাং দম্ভ দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতাদি আসুরিক ভাবের আশ্রিত হয়, তাহারা আমাকে ভজনা করে না[১৫]। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্ম জ্ঞানেচ্ছু, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধন অর্থের অভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি যদি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হন, তবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন[১৬]। উক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ও মদেকভক্ত হইয়া থাকেন, এবং আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন, অতএব তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ[১৭]। ঐ চতুর্বিধ ব্যক্তি মহৎ, কিন্তু তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আত্মার স্বরূপ, যেহেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, যাহার পর নাই উত্তম গতি যে আমি, আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন[১৮]। অনেক জন্মের পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া, সমস্ত চরাচর জগৎই এক মাত্র বাসুদেব, এই রূপ সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, এতাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ[১৯]। যাহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রু জয়াদি কামনা দ্বারা হতবিবেক ও স্বকীয় প্রকৃতির বশম্বদ হইয়া আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে সেই সেই দেব-

তার আরাধনা-প্রকরণোক্ত উপবাসাদি নিয়ম স্বীকার করিয়া ভজনা করেন[২০], তাঁহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত, শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমিই তাঁহাদিগকে সেই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি[২১]। তিনি সেই দৃঢ় শ্রদ্ধা বশত সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সেই আরাধিত দেব মূর্ত্তি হইতে মদ্বিহিত কাম্য বিষয় সকল লাভ করেন[২২]। সেই অল্প বুদ্ধি—পরিচ্ছিন্নদর্শী দিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিলেও তাহা ক্ষয় হইয়া থাকে, দেব যাজকেরা দেব লোক প্রাপ্ত হন এবং মদ্ভক্তেরা, অনাদ্যনন্ত পরমানন্দ যে আমি, আমাকে লাভ করেন[২]। আমি অব্যক্ত; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমারে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদি ভাবাপন্ন মনে করে[২৪]। আমি লোক সকলের নিকট প্রকাশ হই না, যেহেতু আমি যোগ মায়া দ্বারা অর্থাৎ গুণ ত্রয়ের যোগ স্বরূপ মায়া দ্বারা সংছন্ন; অতএব এই সমস্ত লোক মদীয় স্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া, অজ ও অব্যয় রূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারে না[২৫]। হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর জঙ্গম সমুদায় আমি জানি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না[২৬]। হে পরন্তপ ভারত! দেহ উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বন্দ্ব মোহ অর্থাৎ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জনিত মোহ—বিবেক ভ্রংশ, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী এই রূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাকে ভজনা করে না[২৭]। যে সকল পুণ্যকর্ম্মী জনের প্রতিবন্ধক পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সেই দ্বন্দ্ব মোহ-বিমুক্ত ব্যক্তিরাই দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন[২৮]। যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্তি নিমিত্তে আমাতে সমাহিত চিত্ত হইয়া যত্ন পরায়ণ হন, তাঁ-

হারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্ম ও নিখিল কর্ম্মও জ্ঞাত হইয়া থাকেন[২৯]। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানিতে পারেন, মৎ প্রতি আসক্ত-চিত্ত সেই মহাত্মারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ তৎকালেও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না[৩০]।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞান যোগ নামে সপ্তমো অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩১ ॥

উপনিষদ্ অষ্টম অধ্যায় দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় ও প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব যাহা তুমি কহিলে, সে সকল কি প্রকার[১] এবং অধিযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মের প্রযোজক ও ফল দাতাই বা কে? কি প্রকারেই বা তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন? হে মধুসূদন! সংয়ত-চিত্ত পুরুষেরাই বা অন্তকালে কি প্রকারে তোমাকে জ্ঞানগোচর করেন[২]?

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম। সেই পর ব্রহ্মের যে জীব ভাব, যাহা দেহকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। জরায়ুজাদি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে দেবোদ্দেশ্যক দ্রব্য ত্যাগ রূপ যজ্ঞাদি, তাহার নাম কর্ম্ম[৩]। হে দেহধারি শ্রেষ্ঠ! নশ্বর যে দেহাদি পদার্থ যাহা প্রাণী মাত্রকে অধিকার করিয়া হয়, তাহাকে অধিভূত বলা যায়। যিনি সর্ব্ব প্রাণীর ইন্দ্রিয়জাতের প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব দেবতার অধিপতি, হিরণ্যগর্ভ নামে পুরুষ অর্থাৎ দেহ স্বরূপ পুরেশয়নকারী, তিনি অধি দৈবত শব্দের বাচ্য। আর এই দেহে

আমি যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাহার ফল দাতা রূপে বর্ত্তমান থাকি, এই হেতু আমাকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া জানিবে[৪]। এই রূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর যে আমি, আমাকে যিনি অন্তকালে স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন, তিনি মদীয় স্বরূপ লাভ করেন, তাহাতে সংশয় নাই[৫]। হে কুন্তীনন্দন! যিনি অন্তকালে দেবতান্তর বা অপর যে যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে ভাবিত হওয়াতে সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন[৬]। যেহেতু পূর্ব্ব বাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় এবং কালে বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না, সেই হেতু তুমি আমাকে সর্ব্বদা অনুচিন্তন কর; কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি ব্যতিরেকে সর্ব্বদা স্মরণ সঙ্ঘটন হয় না, এজন্য চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদিরও অনুষ্ঠান কর; এই রূপে আমার প্রতি চিত্ত ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই[৭]। হে পার্থ! যিনি অভ্যাস রূপ উপায়যুক্ত ও বিষয়ান্তরে অগমনশীল চিত্ত দ্বারা সেই দ্যোতমান পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অনুচিন্তন করেন, তিনি তাঁহাকেই লাভ করেন[৮]। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, জগতের নিয়ন্তা, আকাশ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বরূপ প্রকাশক এবং অজ্ঞান রূপ মোহান্ধকারের অতীত; এবম্ভুত পরমেশ্বরকে যিনি অন্তকালে অভিযুক্ত ও প্রমাদশূন্য হইয়া যোগ বলে অর্থাৎ সমাধি জনিত সংস্কার সমুৎপন্ন চিত্ত স্থৈর্য্য বলে ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ু সংস্থাপন করত বিক্ষেপ রহিত মন দ্বারা অনুস্মরণ করেন, তিনি দ্যোতনাত্মক সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন[৯-১০]। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাতে অভিনিবেশ করেন এবং অনেকে যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরু কুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তৎ প্রাপ্তির উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি[১১]। চক্ষু-

রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত, হৃদয়েতে মনকে নিরুদ্ধ ও আপনার প্রাণ বায়ুকে ভ্রূ মধ্যে স্থাপিত করিয়া যোগ ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান স্বরূপ এই এক টি অক্ষর উচ্চারণ এবং তাহার বাচ্য যে আমি, আমাকে অনুস্মরণ করত যিনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন[১২-১৩]। হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত—যোগী ব্যক্তির সুলভ হই[১৪]। সেই মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখালয় অনিত্য জন্ম আর প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা মোক্ষ রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন[১৫]। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম লোক বাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকেরই বিনাশ আছে, সকলকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না[১৬]।

মনুষ্য লোক দিগের এক বৎসরে দেব লোক দিগের এক অহোরাত্র হয়; তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনা ক্রমে যে এক বৎসর হয়; তাদৃশ দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়, তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ রূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এই রূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ মাসাদি গণনা ক্রমে যে বৎসর হয়, তাদৃশ এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। প্রসিদ্ধ অহোরাত্র-বিৎ ব্যক্তিরা তথাবিধ সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক দিন ও ঐ রূপ সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক রাত্রি বলিয়া জানেন; তাদৃশ দিনের আগমনে চরাচর ভূত সকল কারণাত্মক অব্যক্ত হইতে প্রাদুর্ভূত এবং তাদৃশ রাত্রির আগমনে চরাচর ভূত সকল সেই কারণাত্মক অব্যক্তেতেই লীন হইয়া থাকে[১৭-১৮]। হে পার্থ! চরাচর ভূত সমুহ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাদিবসের আগমে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম রাত্রির আগমে কারণ রূপ অব্যক্তেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তা-

হারাই পুনর্ব্বার উক্ত দিবসের আগমে প্রাক্তন কর্ম্মের বশম্বদ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে[১৯]। সমস্ত চরাচরের কারণ-ভূত যে অব্যক্ত, সেই অব্যক্তের কারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর অনাদি ভাব, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না[২০]। সেই অব্যক্তই অক্ষর অর্থাৎ উৎপত্তি নাশ শূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম গম্য স্থান পুরুষার্থ কহিয়াছেন, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধামই আমার স্বরূপ[২১]। হে পার্থ! যাহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে এবং যিনি এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি[২২]।

হে ভরতকুলবর! উপাসকেরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে গমন করিয়া সংসারে আবৃত্ত না হন এবং কর্ম্মীরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া সংসারে আবৃত্ত হন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর[২৩]। যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ষণ্মাস উত্তরায়ণ, ব্রহ্ম বেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[২৪]। আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণ বর্ণ এবং ষণ্মাস দক্ষিণায়ণ; কর্ম্ম যোগীরা তথায় চন্দ্র প্রভাশালী স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করণান্তে পুনরায় সংসারে আবৃত্ত হন[২৪-২৫]। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী শাশ্বত গতি আছে; এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে শুক্লা গতি দ্বারা সংসারে অনাবৃত্তি আর কৃষ্ণা গতি দ্বারা পুনরায় সংসারে আবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে[২৬]। হে পার্থ! এই উভয় বিধ পথ জানিতে পারিয়া কোন যোগীই বিমোহিত হন না, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল কামনা না করিয়া পরমেশ্বর নিষ্ঠ হন; অতএব তুমি সকলকালে যোগ যুক্ত

হও[২৭]। অর্জ্জুন! এই অধ্যায়োক্ত প্রশ্ননির্ণয়ার্থ জ্ঞাত হইলে, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরীর শোষণাদি তপস্যা ও দানে যে পুণ্য ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎ সমুদায় ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে অখিল-মূলীভূত বিষ্ণুপদ, তাহা লাভ হয়[২৮]।

ব্রহ্মবিদ্যা যোগ শাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ব্রহ্ম যোগ নামে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩২ ॥

উপনিষদ্ নবম অধ্যায় ও ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পুনঃপুন স্বীয় মাহাত্ম্য উপদেশ করিতেছি, কিন্তু আমি পরম কারুণিক বলিয়া সেজন্য আমার প্রতি তোমার দোষ দৃষ্টি নাই এই হেতু পুনর্ব্বার তোমাকে উপাসনা সহিত এই গুহ্যতম ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলিব, যাহা অবগত হইয়া তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে[১]। উক্ত জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অত্যন্ত পবিত্র, জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ গম্য, ধর্ম্মানুগত, গোপনীয় যত বিদ্যা আছে তদপেক্ষা অতি রহস্য, সুখ সাধ্য এবং অক্ষয় ফলজনক[২]। হে শত্রুতাপন! যে পুরুষেরা এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা আমাকে অপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু ব্যাপ্ত সংসার পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে[৩]। অতীন্দ্রিয়-মূর্ত্তি আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি, সমস্ত জগৎও আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আকাশের ন্যায় আমি এই সকল জগতে লিপ্ত নহি[৪]। আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না; গগণে গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় আমার আশ্চর্য্য অসাধারণ ঐশিক শক্তি অবলোকন কর, এই সকল চরাচর আমাতে স্থিতি করে অথচ আমি নির্লিপ্ত থাকায় ইহারা আমাতে বিদ্যমান থাকে না।

আরও আশ্চর্য্য দেখ, আমি এই সকল চরাচর ধারণ ও পালন করিয়া থাকি, অথচ আমার স্বরূপ এই সকলেতে থাকে না অর্থাৎ যে প্রকার জীব, দেহকে ধারণ ও পালন করত অহঙ্কার বশত তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ আমি ভূত সকলকে ধারণ ও পালন করিতে থাকিয়াও ঐ ভূত সকলেতে সংশ্লিষ্ট থাকি না, কেননা আমি নিরহঙ্কার। যে প্রকার মহান্ ও সর্ব্বগামী সমীরণ সর্ব্বদা আকাশস্থ হইয়াও আকাশে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই প্রকার সমস্ত চরাচর আমাতে অবস্থিত অথচ আমাতে অসংশ্লিষ্ট জানিবে[৫.৬]। কুন্তীপুত্র! সমস্ত চরাচর কল্পক্ষয়ে প্রলয় কালে মদীয় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক মায়াতে লীন হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কল্পের আদিতে সৃষ্টিকালে সেই সমুদায় চরাচর আমি বিশেষ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি[৭]। আমি স্বীয়মায়া অবলম্বন করিয়া এই সকল রাগদ্বেষাদি বশীভূত গ্রামকে তাহাদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম বশত পুনঃপুন বিশেষ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি[৮]। ধনঞ্জয়! সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম সকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না, যেহেতু আমি সেই সকল কর্ম্মেতে আসক্তি রহিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকি[৯]। অধিকার ভাবাপন্ন জ্ঞান স্বরূপ যে আমি, আমার অধিষ্ঠান দ্বারা আমার ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা রূপ প্রকৃতি সচরাচর জগৎ উৎপন্ন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান মাত্র হেতুতেই সমস্ত জগৎ পুনঃপুন উৎপন্ন হইয়া থাকে[১০]। যাহারা আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর রূপ পরম তত্ত্ব জানে না, সেই মূঢ় জনেরা আমার শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ হইলেও ভক্তদিগের ইচ্ছাধীন মানবদেহ ধারী যে আমি, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে[১১]। তাহারা আমাব্যতীত দেবতান্তর শীঘ্র ফল প্রদ বলিয়া আশা করে, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্ম সকল ফল জনক হয় না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া

থাকে, কেননা তাহারা হিংসাদি প্রচুরা তামসী, কাম দর্পাদি বহুলা রাজসী ও বুদ্ধি ভ্রংশ করী প্রকৃতির আশ্রিত্ত হইয়া পড়ে সুতরাং আমাকে অবজ্ঞা করে[১১]।

হে পার্থ! যাঁহাদিগের চিত্ত কামাদিতে অভিভূত না হয়, তাঁহারা শম দম দয়া শ্রদ্ধাদি-লক্ষণা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ও অনন্যমনা হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য জানিয়া ভজনা করেন[১৩]। তাঁহারা সর্ব্বদা দৃঢ় নিয়ম, অবহিত ও যত্নবন্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন ও প্রণাম করত উপাসনা করেন[১৪]। অনেকে আমাকে, সকলই সেই এক মাত্র বিষ্ণু, এই রূপ সর্ব্বাত্ম দর্শনজ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা পূজা করত উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ, আমি দাস, এই রূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ বা, বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক যে আমি, আমাকে ব্রহ্মা রুদ্র ইত্যাদি বহুধা ভাবনা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন[১৫]। আমি শ্রুতি-বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতি বিহিত পঞ্চ যজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোক নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ আমি যজমান পুরোধার বাক্যাদি, আমি হোমাদি সাধন আজ্য, আমি আহবনীয় অগ্নি, আমি হোমস্বরূপ[১৬], আমি এই জগতের পিতা, মাতাও পিতামহ, আমি কর্ম্ম ফলের বিধাতা, আমি জ্ঞেয়, পাবন ও ওঙ্কার, আমি ঋক, সাম ও যজুর্ব্বেদ[১৭], আমি প্রাণীগণের গতি, পোষণ কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকারী, উৎপত্তিস্থান, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও কারণ এবং অবিনাশী[১৮]। আমি আদিত্যরূপে নিদাঘ কালে জগতে তাপ প্রদান করি, প্রাবৃট্ সময়ে বর্ষণ করি, এবং কদাচিৎ বর্ষণ আকর্ষণও করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! আমি অমর গণের অমৃত, আমি মর্ত্ত্য গণের মৃত্যু, আমি সাধু এবং অসাধু এই রূপে বহুধা ভাবনা দ্বারা আমাকে অনেকে উপাসনা ক-

রিয়া থাকে[১]। বেদত্রয় বিহিত কর্ম্ম পরায়ণ যে সকল ব্যক্তিরা, আমারই রূপ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহা না জানিয়াও বাস্তবিক ইন্দ্রাদি দেবতা রূপে আমাকে বেদ বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া যজ্ঞ শেষ সোম পান করত তদ্দ্বারা বিধূত পাপ হইয়া স্বর্গতি প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্য ফল সুরেন্দ্রলোক স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তথায় দেব ভোগ্য উত্তম ভোগ উপভোগ করিতে থাকে[২০]। তাহারা প্রার্থিত বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া তাহাদিগের কৃত পুণ্য কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলে মর্ত্য লোকে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার তথায় ভোগ কাম ও বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যাতায়াত লাভ করিতে থাকে[২১]। আর যাহারা অনন্য কাম হইয়া আমাকে চিন্তা করত উপাসনা করে, সেই সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ দিগের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা আমিই নির্ব্বাহ করিয়া দিই[২২]। হে কুন্তীনন্দন! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা আমাব্যতীত অন্য ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভক্তি পূর্ব্বক যজন করে, তাহাদিগেরও আমারই উপাসনা করা হয়, কিন্তু তাহারা মোক্ষ প্রাপক বিধি অনুসারে উপাসনা করে না[২৩]; আমি যে, সমস্ত যজ্ঞের তত্তৎ দেবতা রূপে ভোক্তা এবং সমুদায় যজ্ঞের ফল দাতা, এরূপে আমাকে যথার্থ রূপে তাহারা জানে না, এই নিমিত্তেই সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে[২৪]। দেব পূজকেরা দেবলোক, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিরা পিতৃলোক, ভূত যাজকেরা ভূত লোক এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৫]। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল মাত্র আমাকে প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তি করণক সমর্পিত সেই পত্র পুষ্পাদি আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি[২৬]। হে কুন্তীপুত্র! তুমি ভোজন, হবন, দান বা তপস্যা যে কিছু কর এবং শাস্ত্রত বা স্বভাবত যে কোন কর্ম্ম কর, তৎ সমস্তই যাহাতে আমাতে

সমর্পিত হয়, এরূপ কর[২৭]। এরূপ করিলে তুমি কর্ম্ম নিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে; তাহা হইলে আমার প্রতি কর্ম্ম সমর্পণ রূপ সন্ন্যাস-যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে[২৮]। সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমভাব, এই হেতু আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তবে যে, যাহারা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকি, ইহা কেবল মদ্বিষয়ক ভক্তিরই মাহাত্ম্য[২৯]। অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি অনন্য মনে আমার উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সাধু বলিয়া মন্তব্য, কেন না তাহার অধ্যবসায় উত্তম[৩০]। সুদুরাচার হইলেও আমাকে ভজনা করাতে সে অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিরন্তর শান্তি-লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না, অপিচ কৃতার্থ হয়, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার[৩১]। হে পার্থ! যাহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা কেবল কৃষি বাণিজ্যা-দিতেই নিরত, এবং যাহারা অধ্যয়নাদি রহিত স্ত্রী শূদ্রাদি, তাহারাও যখন আমারে আশ্রয় করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারে[৩২], তখন ভক্তি পরায়ণ পুণ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণেরা যে পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই সুখ রহিত অনিত্য মর্ত্ত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর[৩৩], আমার প্রতি এক চিত্ত হও, আমার উপাসক হও, আমার পূজা কর, এবং আমা-কে নমস্কার কর; এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মনঃ সমর্পণ করিলে, পরমানন্দ রূপ যে আমি, আমাকে প্রাপ্ত হইবে[৩৪]।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজ গুহ্য যোগ নামে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩৩ ॥

উপনিষদ্ দশম অধ্যায় ও চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীতি লাভ করিতেছ, তোমার হিতাভিলাষে আমি পুনর্ব্বার পরমাত্ম-নিষ্ঠ বাক্য সমস্ত যাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর[১]। দেব গণ ও মহর্ষি-গণও আমার প্রভব অবগত নহেন, যেহেতু আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তি ও বুদ্ধ্যাদি প্রবৃত্তির কারণ; সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে পারে না[২]। যিনি আমাকে জন্ম বিহীন, অনাদি ও লোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে মোহ রহিত হইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হন[৩]। বুদ্ধি—সারাসার বিবেক নৈপুণ্য, জ্ঞান—আত্ম জ্ঞান, অসংমোহ—অব্যাকুলতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য—যথার্থ ভাষণ, দম—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, শম—অন্তঃকরণ সংযম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, অনুদ্ভব, ভয় অভয়[৪], অহিংসা—পর পীড়া-নিবৃত্তি, সমতা—রাগ দ্বেষাদি রাহিত্য, তুষ্টি—দৈবাধীন লাভে সন্তোষ, তপস্যা—ইন্দ্রিয় সংযম-পূর্ব্বক শরীর-পীড়ন, দান—ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদির পাত্রে অর্পণ, যশ—সৎকীর্ত্তি, অযশ—দুষ্কীর্ত্তি, এই সকল নানা বিধ ভাব প্রাণীগণের আমা হইতেই হয়[৫]। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, তাঁহাদিগের ও পূর্ব্বতন সনক প্রভৃতি মহর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনু গণ আমারই প্রভাব ও সংকল্প মাত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি সন্তান ও শিষ্য প্রশিষ্যাদি রূপে এই সকল প্রজা, লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে[৬]। যে ব্যক্তি আমার ভৃগু প্রভৃতি এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য যাথার্থ ভাবে জানেন, তিনি নিসংশয়-সম্যক্ দর্শী হন, ইহাতে সন্দেহ নাই[৭]। আমিই সমস্ত জগদুৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই বুদ্ধি, জ্ঞান ও অসংমোহ ইত্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই রূপ অবগত হইয়া বিবেকী ব্যক্তিরা আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন[৮]। তাঁহারা মদ্গত চিত্ত ও

মদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পর ন্যায়োপেত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিয়া ও অন্যকে বোধগম্য করাইয়া মদীয় তত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করত সন্তুষ্ট থাকেন ও নির্ব্বৃতি লাভ করেন[৯]। এই রূপ মদ্গতচিত্ত ও প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগকে আমি, যে উপায় তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, এমন বুদ্ধি যোগ প্রদান করি[১০]। অনন্তর তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ হেতুই আমি তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া ভাস্বর জ্ঞান দীপ দ্বারা অজ্ঞান-জনিত তম রূপ সংসার বিনাশ করিয়া থাকি[১১]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমিই পরম পবিত্র পরমাশ্রয় পরম ব্রহ্ম, যেহেতু ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত ঋষি গণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস, ইহারা তোমাকে নিত্য পুরুষ, দ্যোতনাত্মক, আদি দেব, জন্ম রহিত ও ব্যাপক বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ[১২-১৩]। হে ভগবন্! যাহা আমাকে বলিতেছ, এ সমস্তই আমি সত্য জ্ঞান করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তোমার আবির্ভাব যে দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থে এবং দানবগণের নিগ্রহার্থে, তাহা না দেবগণই জানেন, না দানবেরাই জানে[১৪]। হে ভূতভাবন! হে ভূতনিয়ন্তা! হে দেবদেব! হে বিশ্ব পালক! তুমি আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারাই বিদিত হইতেছ[১৫], অতএব তোমার যে অদ্ভুত আত্মবিভূতি সকল, যদ্দ্বারা, এই সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া তুমি অবস্থান কর, তাহা অশেষ রূপে বলিতে তুমিই যোগ্য[১৬]। হে যোগিন্! আমি সর্ব্বদা কিপ্রকারে পরিচিন্তা করিয়া তোমাকে অবগত হইতে পারিব, কোন্ কোন্ পদার্থেতে তোমাকে চিন্তা করিব? হে ভগবন্! হে জনার্দ্দন—দেবারি-পীড়ন! তোমার স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তিত্বাদি রূপ যোগ ও বিভূতি পুনর্ব্বার বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর,

যেহেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না[১৭-১৮]।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুকুল প্রবর! আমার দিব্য বিভূতি বিস্তর, তাহার অন্ত নাই, তন্মধ্যে প্রাধান্য ক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করি[১৯]। হে গুড়াকেশ—জিতনিদ্র! আমি সর্ব্ব ভূতের অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ দ্বারা নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত পরমাত্মা। আমি সর্ব্ব ভূতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের হেতু[২০]। আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য; আমি জ্যোতিষ্মান্ দিগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মি যুক্ত সূর্য্য; আমি সপ্ত মরুৎগণের মধ্যে মরীচি নামে মরুৎ; আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী[২১]; আমি সমস্ত বেদের মধ্যে সাম বেদ; আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; আমি একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন; আমি ভূতগণের চেতনা[২২]; আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর; আমি যক্ষ রাক্ষস দিগের মধ্যে কুবের; আমি অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতের মধ্যে মেরু গিরি[২৩]। হে পার্থ! তুমি আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি জানিবে। আমি সেনাপতি গণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; আমি জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর[২৪]; আমি মহর্ষি গণের মধ্যে ভৃগু; আমি বাক্য সকলের মধ্যে প্রণব; আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপ যজ্ঞ; আমি স্থাবর গণের মধ্যে হিমালয়[২৫]; আমি বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ; আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি[২৬]। হে পার্থ! অমৃত নিমিত্তক ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ও ঐরাবত নামে হস্তী, তাহাও আমারই বিভূতি এবং আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি জানিবে[২৭]। আমি আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র; আমি ধেনু সকলের মধ্যে কাম ধেনু; আমি প্রজা উৎপত্তির কারণ কন্দর্প; আমি বিষ বিশিষ্ট ভুজঙ্গগণের মধ্যে বাসুকি[২৮];

আমি নির্ব্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত; আমি জলচরগণের মধ্যে বরুণ; আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা; আমি নিয়মকারী সকলের মধ্যে যম[২৯]; আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; আমি গণনাকারীগণের মধ্যে কাল; আমি মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়[৩০]; আমি বেগবানের মধ্যে পবন; আমি শস্ত্রধারী সকলের মধ্যে দাশরথি রাম; আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী[৩১]। হে অর্জ্জুন! আমি সৃষ্ট পদার্থ সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা; আমি বাদিগণের তত্ত্ব নিরূপণার্থ কথন রূপ বাদ[৩২], আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অ-কার; আমি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস; আমি অক্ষয় কাল; আমি কর্ম্ম ফল বিধাতার মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা[৩৩]; আমি সংহারক সকলের মধ্যে সর্ব্বহর মৃত্যু; আমি অভ্যুদয লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয। আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা[৩৪]। আমি সাম বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম—মোক্ষ-প্রতিপাদক সামবেদ বিশেষ; আমি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ; আমি ঋতুর, মধ্যে বসন্ত[৩৫]; আমি ছলকারীদিগের দ্যূত; আমি তেজস্বীদিগের তেজ; আমি জয়শীল দিগের জয়; আমি উদ্যমশালীদিগের উদ্যম; আমি সাত্ত্বিক দিগের সত্ত্ব[৩৬]; আমি বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব; আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমিও আমার বিভূতি; আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব; আমি কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য[৩৭]; আমি দমনকর্ত্তাদিগের দণ্ড অর্থাৎ যদ্দ্বারা অসংযত ব্যক্তিরা সংযত হয়, সেই দণ্ডও আমার বিভূতি; আমি জয়াভিলাষী দিগের সামাদি উপায় রূপ নীতি; আমি গোপনীয় বিষয়ের গোপনের হেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান[৩৮]। হে অর্জ্জুন! সমুদায়ভূতের যে বীজ, তাহাও আমি। আমা

ব্যতীত যে, কোন চরাচর বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এমত বস্তুই নাই[৩৯]। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সুতরাং তৎ-সমুদায় বলিতে শক্য হয় না; অতএব আমি সংক্ষেপে এই বিভূতি বি-স্তার কীর্ত্তন করিলাম[৪০]। ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব বল সম্পন্ন, তৎ সমস্তই মদীয় তেজের অংশ-সম্ভূত জানিবে[৪১]। হে অর্জ্জুন! আ-মার এই সকল বিভূতি তোমার পৃথক্ পৃথক্ জানিবার প্রয়োজনই বা কি? যেহেতু এই সমুদায় জগতেই আমি স্বকীয় একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমা ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই[৪২]।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতি যোগ নামে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

পর্ব্বাণি ॥ ৩৪ ॥

উপনিষদ্ একাদশ অধ্যায় ও পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পদ্মপলাশ-লোচন! তুমি আমার প্রতি অনু-গ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা 'আমি হন্তা ও আমা কর্তৃক ইহারা হত হইতেছেন,' ইত্যাদি রূপ ভ্রমজ্ঞান আমার বিনষ্ট হইল[১]। তোমা হইতেই যে ভূত-গণের উৎপত্তি প্রলয় হয়, তাহা এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিলাম[২]। হে পরমেশ্বর! তুমি যে রূপ কহিলে, তাহা যথার্থই বটে, তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই, তথাপি হে পুরু-ষোত্তম! আমি তোমার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বীর্য্যাদি সম্পন্ন রূপ প্র-ত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি[৩]; হে প্রভো! হে যোগিগণের ঈশ্বর! তুমি যদি এমন বোধ কর যে, আমি ত্বদীয় রূপ দর্শন করিতে

সমর্থ হইব, তাহা হইলে তোমার অব্যয় পরমাত্ম রূপ আমাকে দর্শন করাও[৪]।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমার শুক্ল কৃষ্ণাদি নানা বর্ণাকৃতি ও নানা প্রকার আকার বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর[৫]। হে ভারত! আমার দেহ মধ্যে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয় ও মরুৎগণকে দর্শন কর; বহুবিধ অদ্ভুত রূপ, যাহা তুমি বা অন্য কেহ কখন পূর্ব্বে দর্শন করে নাই, তাহা নিরীক্ষণ কর[৬]। হে গুড়াকেশ! অদ্য আমার এই শরীরের নখাগ্রভাগে স্থিত সচরাচর সমুদায় জগৎ ও তদ্ব্যতিরিক্ত অতীত অনাগত প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু দর্শন করিতে অভিলাষ কর, তাহাও দর্শন কর[৭]। পরন্তু তুমি এই চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা আমাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমাকে অলৌকিক জ্ঞান চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আ-মার অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য রূপ ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর[৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এই রূপ কহিয়া তৎ পরে অনেক মুখ বিশিষ্ট, অনেক নয়ন যুক্ত, অনেক প্রকার অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্যাভরণ সমন্বিত, উদ্যত অনেক দিব্যায়ুধ ধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্য গন্ধানুলেপন চর্চ্চিত, সর্ব্ব প্রকার আশ্চর্য্য ময়, সর্ব্বতোমুখ—সর্ব্বভূতাত্মা, অপরি-চ্ছিন্ন, দ্যোতনাত্মক, পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করাইলেন[৯-১১]। যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্যের প্রভা উত্থিত হয়, সেই প্রভা সেই বিশ্ব রূপ মহাত্মার রূপের কথঞ্চিৎ সদৃশী হইতে পারে[১২]। পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন তখন সেই দেবদেবের শরীরে বহু প্রকারে বিভক্ত, এক স্থান স্থিত কৃৎস্ন জগৎ দর্শন করিলেন[১৩]।

অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াপন্ন, লোমাঞ্চিত কলেবর ও নত মস্তক হইয়া সেই দেবকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন[১৪], হে

দেব! তোমার দেহে আদিত্যাদি দেবতা, জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণ, দিব্য ঋষিগণ, দিব্য উরগগণ ও তাহাদিগের নিয়ন্তা পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মাকে অবলোকন করিতেছি[১৫]। হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! আমি তোমাকে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্র বিশিষ্ট দর্শন করিতেছি, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দর্শন করিতেছি না, সর্ব্বত্র অনন্ত রূপ অবলোকন করিতেছি[১৬]; তোমাকে কিরীটী, গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্, তেজোরাশি, প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্য সদৃশ দ্যুতিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য, অনিশ্চেয়রূপ চতুর্দ্দিকে দর্শন করিতেছি[১৭]; তোমাকে অক্ষর পরব্রহ্ম, মুমুক্ষুদিগের জ্ঞাতব্য, এই জগতের পরম নিধান, নিত্য, নিত্য ধর্ম্মের পালক ও সনাতন পুরুষ মনে করিতেছি[১৮] এবং তোমাকে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় রহিত, অনন্ত প্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্য রূপ নেত্র দ্বয়ে সমন্বিত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ মুখ বিশিষ্ট ও স্বকীয় তেজো দ্বারা এই জগতে সন্তাপকারী দেখিতেছি[১৯]। তুমি একাকী দ্যুলোক ও মর্ত্যলোকের অন্তর্বর্ত্তী অন্তরীক্ষ ও সর্ব্ব দিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছ। হে মহাত্মন! তোমার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ অবলোকন করিয়া ত্রিভুবন ভীত হইয়াছে[২০]। এই সমস্ত দেবগণ, যাঁহারা ভূভার অবতরণের নিমিত্তে ভূমণ্ডলে মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধা রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তোমাতে প্রবেশ করিতে দর্শন করিতেছি। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ, জগতের স্বস্তি হউক, এই রূপ বলিয়া সম্পূর্ণ স্তুতি বাক্য দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন[২১]। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ বিশ্ব দেবগণ অশ্বিনী-কুমার দ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, বিরোচনাদি অসুরগণ ও সিদ্ধগণ, ইঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন[২২]। হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উদর, উরু ও পদ বিশিষ্ট এবং বহু

দংষ্ট্রা দ্বারা বিকৃত মহৎ রূপ দর্শন করিয়া লোক সকলে যেমন অতি-ভীত হইয়াছে, আমিও সেই রূপ অতি ভীত হইয়াছি[২৩]। হে বিষ্ণো! তোমাকে গগণমণ্ডল-ব্যাপী, তেজঃপুঞ্জ, নানা-বর্ণ, বিবৃতানন ও প্রদীপ্ত-বিশাল-নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতি ভীত হইয়াছে, আমি ধৈর্য্য ও উপশম লাভ করিতে পারিতেছি না[২৪]। হে দেবেশ্বর! তোমার প্রলয়াগ্নি-সদৃশ দংষ্ট্রা-করাল বহু মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, আমি সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না; হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও[২৫]। দেখিতেছি, জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণের সহিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ত্বরমাণ হইয়া, তোমার অনেক দংষ্ট্রা দ্বারা যে বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখ সকল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিত-মস্তক হইয়া তোমার দন্ত-সন্ধি-স্থল মধ্যে বিলগ্ন হইতেছেন[২৬-২৭]। যে প্রকার নদী সকলের বহুল জল বেগ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, সেই রূপ এই নরবীর লোক সকল তোমার সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্যমান মুখ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন[২৮]। পতঙ্গগণ যে রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক সমৃদ্ধবেগ হইয়া মরণের নিমিত্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, ইহাঁরাও সেই রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক কৃতোৎসাহ হইয়া মৃত্যু নিমিত্তেই তোমার মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন[২৯]। হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্বলিত বদন সকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে সমগ্র লোককে গ্রাস করত অতিশয় রূপে ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি, বিস্ফুরণ দ্বারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত ও তীব্র হইয়া সন্তাপ প্রদান করিতেছে[৩০], অতএব উগ্ররূপ তুমি কে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। হে দেববর! তোমাকে আমার নমস্কার; তুমি আমার নিকট প্রসন্ন হও। কি নিমিত্তই বা তোমার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহা আমি

অবগত হইতে পারিতেছি না; তুমি আদি পুরুষ হইবে, আমি তোমা-রে বিশেষ রূপে বিদিত হইতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি[৩১]।

ভগবান্ কহিলেন, আমি লোক ক্ষয়কর প্রবৃদ্ধ কাল, লোক সংহার নিমিত্তে অধুনা প্রবৃত্ত হইয়াছি; ভীষ্ম প্রভৃতি যে সকল শূরগণ শত্রু-সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তোমা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের কেহ জীবিত থাকিবেন না[৩২]। অতএব হে সব্যসাচী! তুমি যুদ্ধ নিমিত্ত যশ লাভ কর; শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই এই সকল লোককে নিহত করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তুমি নিমিত্ত মাত্র হও[৩৩]। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রভৃতি বীর যোদ্ধাগণ যখন আমা কর্ত্তৃক নিহতপ্রায় হইয়াছেন, তখন তুমি ইহাদিগকে হনন করিতে সন্তাপিত হইও না, হনন কর; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শত্রু জয়ী হইবে[৩৪]।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটী কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্প-মান, সাতিশয় ভীত, অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন[৩৫], হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, রাক্ষস সকল যে ভীত হইয়া দিগ্ দিগন্তর পলায়ন করে এবং যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি সিদ্ধ ব্যক্তি সকল যে প্রণত হন, তাহা উপযুক্তই বটে[৩৬]। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! পূ-র্ব্বোক্ত সিদ্ধগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন, যেহেতু তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহা হইতেও গুরুতর। তুমি, সৎ—ব্যক্ত, তুমি অসৎ—অব্যক্ত এবং এ উভয়ের মূল কারণ যে ব্রহ্ম, তা-হাও তুমি[৩৭]। হে অনন্ত রূপ! তুমি আদি দেব, পুরুষ—দেহশায়ী ও চিরন্তন; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, বিশ্ব জ্ঞাতা এবং যে কোন বেদ্য বস্তু, তৎ সমুদায়ও তুমি; পরম ধাম যে বিষ্ণুপদ, তাহাও তুমি

এবং তোমা কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৩৮]। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ও পিতামহ প্রজাপতি, এ সকলই তুমি; তুমি পিতামহ ব্রহ্মা এবং তাঁহারও জনক, অতএব তুমি প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্র নমস্কার, তোমাকে পুনঃ পুন সহস্র নমস্কার[৩৯]। হে সর্ব্বাত্মন্! আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সর্ব্ব দি-কেই নমস্কার করি। তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরিমিত পরাক্রম; তুমি জগতের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, অতএব তুমি সমুদায় পদার্থ স্বরূপ[৪০]। হে অচ্যুত! আমি তোমার এই মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয় হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া তিরস্কার করত "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!" এই রূপ বাক্য যে কহিয়াছি, এবং তুমি অচিন্ত্য-প্রভাব, তোমাকে সখাগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন বা ভোজনে পরিহাস নিমিত্ত যে তিরস্কার করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি[৪১.৪২]। হে অনুপম প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপে-ক্ষাও গুরুতর, অতএব ত্রিলোক মধ্যে তোমা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাব সম্পন্ন আর কেহই নাই[৪৩], তুমি জগতের নিয়ন্তা ও স্তব-নীয়, অতএব হে দেব! আমি শরীরকে দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, যে প্রকার পুত্রের অপরাধ পিতা, সখার অপরাধ সখা এবং প্রিয় জনের অপরাধ প্রিয় ব্যক্তি ক্ষমা করে, সেই রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও[৪৪]। হে দেবেশ! হে জগতের নিবাস ভূমি! তোমার এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ভয়েতেও আমার মন বিচলিত হইয়াছে, অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্ব রূপ আমাকে দর্শন করাও[৪৫]। আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীট-যুক্ত গদা ও চক্র ধারী দর্শন করিতে আভি-

লাষ করিতেছি; হে সহস্র বাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তি! তুমি এই বিশ্ব রূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হও[৪৬]।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্য সামর্থ্য হেতু এই আদিভূত বিশ্বাত্মক অনন্ত তেজোময় পরম রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম, যাহা তোমা ব্যতীত অপর কেহ কখন দর্শন করে নাই[৪৭]। হে কুরু-প্রবীর! বেদ ও যজ্ঞ বিদ্যার অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও চান্দ্রয়ণাদি উগ্র তপস্যা দ্বারাও মর্ত্ত্য লোক মধ্যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও আমার এই রূপ দর্শন করিতে সামর্থ্য হয় না[৪৮]। তুমি আমার ঈদৃশ ঘোর রূপ অবলোকন করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না; এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্ব্বরূপ দর্শন কর[৪৯]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব, অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া ঐ রূপ বলিয়া প্রসন্ন মুর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক যে রূপে পূর্ব্বে ছিলেন, সেই স্বকীয় রূপ পুনর্ব্বার দেখাইলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিলেন[৫০]। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এই ক্ষণে আমি তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দর্শন করিয়া স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল[৫১]।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার সেই বিশ্বরূপ যাহা তুমি অবলোকন করিয়াছ, তাহা নিতান্তই দৃষ্টি করিতে অশক্য, দেবতারাও সর্ব্বদা সেই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী[৫২]। হে পরন্তপ! তুমি যেরূপ আমাকে দর্শন করিয়াছ, এবম্বিধ রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ করিয়াও কেহ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না[৫৩]। কিন্তু মদেক-নিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা আমার সেই বিশ্বরূপ পরমার্থত জ্ঞাত হইতে, শাস্ত্রত প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাদাত্ম্য ভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতে শক্য হয়[৫৪]। হে পাণ্ডব! যিনি আমারি নিমিত্তেই কর্ম্ম করেন ও আমারই আশ্রিত

এবং যাঁহার আমাতেই পুরুষার্থ জ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তি রাহিত্য ও সর্ব্ব ভুতে নির্বৈর ভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন[৫৫]।

বিশ্বরূপ দর্শন নামে একাদশ অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১১ ।

পর্ব্বণি ॥ ৩৫

উপনিষদ্ দ্বাদশ অধ্যায় ও ষট্ ত্রিংশত্তম

অধ্যায় প্রারম্ভ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, এই রূপে তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণাদি দ্বারা ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া যে ভক্তেরা, বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যে তুমি, তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয় বিধ লোকের মধ্যে কাহারা অতি শ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞ[১]?

ভগবান্ কহিলেন, যাহারা বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান্ যে আমি, আমাতে মনঃ সমাবেশ করিয়া আমার নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা মন্নিষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, তাহাদিগকেই আমার মতে প্রধান যোগী জানিবে[২]। আর যাহারা সর্ব্ব প্রাণি হিতে রত ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযম পূর্ব্বক ধ্রুব স্পন্দন-রহিত মায়া-প্রপঞ্চে অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বত্রব্যাপী অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরকে ধ্যান করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়[৩-৪]। কিন্তু বিশেষ এই যে সেই অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী দিগের অব্যক্তে নিষ্ঠা অতি কষ্টে সংঘটিত হয়[৫]। আর যাহারা মৎপরায়ণ

হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনন্য যোগ অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান উপাসনা করে[৬], হে পার্থ! সেই আমার প্রতি আবেশিত-চিত্ত ব্যক্তি দিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর হইতে আমি অচির কালেই উদ্ধার করিয়া থাকি[৭], অতএব তুমি আমাতে মনঃ স্থির কর ও আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে তুমি এই দেহান্তে আমাতে নিবাস করিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই[৮]।

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে আমার অনুস্মরণ রূপ অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে অভিলাষ কর[৯]। যদি অভ্যাসেও সমর্থ হও, তবে আমার প্রীতি নিমিত্তে যে সকল কর্ম্ম, তদনুষ্ঠান-পরায়ণ হও; ঐ রূপ কর্ম্ম সকল আমার নিমিত্তে করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে[১০]। যদি তাহাতেও অশক্ত হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও যত-চিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকলের ফল ত্যাগ কর[১১]। সম্যক্ জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান পূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা অপেক্ষাও যথোক্ত রীতি পূর্ব্বক কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হয়; এই রূপ কর্ম্ম ফলে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে পর সংসার শান্তি হয়[১২]। উত্তম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ-শূন্য, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, এমন কি সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল[১৩], লাভ কি অলাভে সুপ্রসন্নচিত্ত, প্রমাদ-শূন্য, সংযত স্বভাব এবং মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এই রূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়[১৪]। যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন না হয়, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন এবং যিনি স্বকীয় ইষ্ট লাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্ট লাভে অসহিষ্ণুতা, ত্রাস ও

ভয়াদি নিমিত্তক চিত্ত ক্ষোভ, এ সকল হইতে বিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়[15]। যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্তর্বাহে শৌচ-সম্পন্ন, নিরলস, পক্ষপাত রহিত, আধি শূন্য এবং সকাম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগী, এই রূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়[16]। প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট না হন, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে দ্বেষ, ইষ্ট বিষয় বিনাশে শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন, পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই রূপ মদ্ভক্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয়[17]। এবং শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, কিছুতেই আসক্ত না হন[18], স্তুতি নিন্দায় তুল্য-ভাব, সংযত বাক্, যে কোন রূপে যথা লাভে সন্তুষ্ট, নিয়ত এক স্থানে বাস করেন না ও ব্যবস্থিত চিত্ত, এই রূপ ভক্তিমান্ যে মনুষ্য, সেই আমার প্রিয়[19]। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া এই যথোক্ত ধর্ম্ম রূপ অমৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তেরা আমার অতীব প্রিয় হন[20]।

ভক্তি যোগ নামে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩৬ ॥

উপনিষদ্ ত্রয়োদশ অধ্যায় ও সপ্ত ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই কএকটি বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি[1]। ভগবান্ কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা এই শরীর সংসারের প্ররোহ ভূমি স্ব-

রূপ। এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই রূপ যাহার জ্ঞান হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিরা তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন[১]। হে ভারত! আমাকেই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক যে জ্ঞান, আমার মতে সেই জ্ঞানই জ্ঞান; কেননা তাহাই মোক্ষের হেতু[২]। সেই ক্ষেত্র যেরূপ জড় চৈতন্যাদি-স্বভাবক, যেরূপ ইচ্ছাদি বিশিষ্ট, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত, যেরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাধীন উৎপন্ন এবং যেরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি প্রভেদে বিভিন্ন; আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যেরূপ ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগ দ্বারা যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, তাহা তুমি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর[৩]। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঋক্ প্রভৃতি বেদে বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র ও সংশয় রহিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক পদ দ্বারা বিবিক্ত রূপে বহুধা নিরূপিত হইয়াছে[৪]। ভূমি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, তৎ কারণভূত অহঙ্কার, জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্র[৫] এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি, মনোবৃত্তি চেতনা ও ধৈর্য্য, এই কএক টি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম[৬]। স্বগুণ-শ্লাঘা রাহিত্য, দম্ভ শূন্যতা, পরপীড়া বর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অকুটিলত্ব, সদ্গুরু-সেবন, বাহিরে মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন ও অন্তরে রাগাদি মল-ত্যাগ রূপ শৌচ, সৎপথ প্রবৃত্তিতে বিষয় ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জন্য দুঃখ রূপ দোষ দর্শন[৮], পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ, অনভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ উহাদিগের সুখে সুখানুভব ও দুঃখে দুঃখানুভব ইত্যাদি রূপ অধ্যাস রাহিত্য, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাব[৯], আমাতে সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি, চিত্ত-প্রসাদকর স্থানে অবস্থিতি, প্রাকৃত জন সমাজে বিরাগ[১০], অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য নিষ্ঠা

এবং তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্তক মোক্ষের আলোচন, এ সকল জ্ঞানসাধন এবং ইহার বিপরীত স্বগুণ-শ্লাঘা ও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সকল, অজ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছে[১১]।

উক্ত জ্ঞানসাধন সকল দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার আদি নাই, সেই ব্রহ্ম আমার নির্ব্বিশেষ রূপ। তাঁহাকে প্রমাণের বিষয় যে সৎবস্তু, এবং নিষেধের বিষয় যে অসৎ বস্তু এ উভয় হইতে অতিরিক্ত বলা যায়[১২]। তাঁহার হস্ত সর্ব্বত্র, তাঁহার চরণ সর্ব্বত্র, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি লোকে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণি-বৃত্তি হস্ত পদাদি উপাধি দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ রূপে অবস্থিত আছেন[১৩]। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয় সকলের প্রকাশক এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সত্ত্বাদি গুণ রহিত ও তাহাদিগের উপলব্ধা[১৪]; তিনি স্বকার্য্য চরাচর সকলের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি স্থাবর ও জঙ্গম, যেহেতু তিনি সুবর্ণের ন্যায় স্থাবর ও জঙ্গমের উপাদান কারণ। তাঁহার রূপাদি না থাকাতে সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিদ্বানের দূরস্থ ও বিদ্বানের নিত্য সন্নিহিত[১৫]। তিনি স্থাবর জঙ্গমে কারণ রূপে অভিন্ন থাকিয়াও কার্য্য ভেদে বিভিন্ন রূপে স্থিতি করেন। তাঁহাকে ভূত গণের স্থিতি কালে পোষণকারী, প্রলয় কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টি কালে নানা কার্য্য ভেদে উৎপত্তিশীল জানিবে[১৬]। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থের জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। তিনি অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত। তিনি রূপ রসাদি বিষয়াকারে জ্ঞেয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বগুণ-শ্লাঘা-রাহিত্যাদি জ্ঞান-সাধন গুণসকল দ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনিই প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যুত ও নি-

য়ন্তা রূপে অধিষ্ঠিত হয়েন[১৭]। এই তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম। পূর্ব্বোক্ত মদ্ভক্ত ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন[১৮]।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনাদি জানিবে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি ও সুখ দুঃখ মোহাদিকে প্রকৃতি-সম্ভূত জানিবে[১৯]। কপিলাদি মুনিরা প্রকৃতিকে শরীর ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখ দুঃখ ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[২০]। পুরুষ প্রকৃতি-কার্য্য দেহে তাদাত্ম্য ভাবে থাকেন, এই হেতু তিনি প্রকৃতি জনিত সুখ দুঃখাদি উপভোগ করেন। সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়ের সংসর্গই দেব তির্য্যক্ প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের প্রতি কারণ[২১]। তিনি প্রকৃতি কার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ থাকেন, যে হেতু শ্রুতিতে তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন[২২]। যিনি এই রূপে পুরুষকে ও সুখ দুঃখাদি রূপ পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না[২৩]। কেহ কেহ মনে আত্মাকার প্রত্যয় দ্বারা দেহ মধ্যেই সেই আত্মাকে সন্দর্শন করেন; তাঁহারা উত্তম অধিকারী। কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচন রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে সন্দর্শন করেন; তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। কেহ কেহ ঈশ্বরার্পণ নিমিত্তক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে সন্দর্শন করেন, তাঁহারা অধম অধিকারী[২৪]। অপর কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত সাধন না জানিয়া অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চিন্তন করে, তাহারা অত্যধম অধিকারী। তাহারাও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়[২৫]। হে ভরতেন্দ্র! স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগাধীন অবিবেক কৃত আত্মাধ্যাসে হইয়া থাকে জানিবে[২৬], কিন্তু যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে পরমেশ্বরকে সমান ভাবে অবস্থিত ও সেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে তাঁহাকে অবিনষ্ট অবলোকন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী[২৭]। তিনি পরমেশ্বরকে অপ্রচ্যুত রূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া আত্মা দ্বারা সচ্চিদানন্দ রূপ আত্মাকে তিরস্কার করিয়া বিনাশ করেন না, সেই হেতুই মোক্ষ প্রাপ্ত হন[২৮]। যিনি, দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকারে করেন, এবং আত্মার দেহাভিমান দ্বারাই কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু স্বরূপত অকর্ত্তৃত্ব অবলোকন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী[২৯]। যখন স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের পৃথক্ ভাব এক আত্মাতেই প্রলয় কালে অবস্থিত এবং সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি সন্দর্শন করেন, তখনই তিনিই ব্রহ্ম স্বরূপ হন[৩০]। হে কুন্তীনন্দন! যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার আদি আছে; যাহার গুণ আছে, সেই গুণের বিনাশ হইলে তাহারও ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, একারণ ইনি অনাদি; এবং ইহার কোন গুণও নাই যে তাহার কখন বিনাশ হইবেক, অতএব ইনি অব্যয় অর্থাৎ অবিকারী; সুতরাং ইনি শরীরে স্থিত হইয়াও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না ও কোন কর্ম্ম ফলে লিপ্তও হন না[৩১]। যে প্রকার আকাশ সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত প্রস্তর ও পঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম, সর্ব্ব প্রকার দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না[৩২]। হে ভারত! যে রূপ এক রবি এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেই রূপ ক্ষেত্রী এক পরমাত্মা সমুদায় জগৎকে প্রকাশ করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না[৩৩]। যাঁহারা বিবেক জ্ঞান চক্ষু দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং যাহা ভূত-প্রকৃতি পূর্ব্বে ক-

স্থিত হইল, তাহা হইতে মোক্ষোপায় ধ্যানাদি জানেন তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব ব্রহ্ম লাভ করেন[৩৪]।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগোনাম ত্রয়োদশো অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! পুনর্ব্বার তোমাকে তপঃ কর্ম্মাদি জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ সকলের মধ্যে উত্তম উপদেশ বলিতেছি, যাহা অবগত হইয়া মহর্ষিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১]। এই উপদেশ আশ্রয় করিলে লোকে মৎ স্বরূপ লাভ করত সৃষ্টি কালেও জন্ম গ্রহণ করে না এবং প্রলয় কালেও দুঃখানুভব করে না অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না[২]। হে ভারত! দেশ ও কালে অপরিচ্ছিন্ন, স্বকার্য্য বৃদ্ধির হেতু ও গর্ব্ভাধান স্থান যে আমার প্রকৃতি, তাহাতে পরমেশ্বর রূপ আমি জগৎ বিস্তারের হেতু চিদাভাস নিহিত করিয়া থাকি অর্থাৎ প্রলয় কালে আমাতে লীন যে সকল অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মানুশায়ী ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহাদিগকে সৃষ্টি কালে ভোগোপযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করি; এই রূপ গর্ব্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে[৩]। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তির সেই প্রকৃতিই গর্ব্ভাধান স্থান, আমিই তাহাতে সেই সকল মূর্ত্তির পিতা রূপে বীজ প্রদান করিয়া থাকি[৪]। হে মহাবাহো! প্রকৃতি জন্য দেহে আসক্ত যে চিদংশ জীব, তিনি স্বরূপত অবিকারী হইলেও প্রকৃতি জনিত সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ, তাঁহাকে সুখ দুঃখ মোহাদিতে সংযুক্ত করে[৫]। হে নিষ্পাপ! উক্ত গুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্ম্ম-

লত্বটি প্রযুক্ত স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক ও শান্ত ভাবাপন্ন, এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ তাহার স্ব কার্য্য সুখ সঙ্গ ও জ্ঞান সঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ হইতে দেহাভিমানী জীব, 'আমি সুখী, আমি জ্ঞানী,' এই রূপ মনোধর্ম্মে সংযুক্ত হয়[৬]। হে কুন্তীনন্দন! রজো গুণকে অনুরাগ রূপ জানিবে; উহা হইতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহা দেহী জীবকে স্বর্গাদি ফল জনক কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে[৭]। হে ভারত! তম গুণকে আবরণ শক্তি বিশিষ্ট প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে; সুতরাং উহা জীব মাত্রেরই ভ্রান্তি জনক হইয়া থাকে; অতএব উহা অনবধান, আলস্য ও নিদ্রাতে জীবকে আবদ্ধ করে[৮]। হে ভারত! পুরুষকে সত্ত্বগুণ সুখে অভিমুখ, রজোগুণ কর্ম্মে অভিমুখ এবং তম গুণ সদুপদেশ জন্য জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া আলস্যাদিতে সংযুক্ত করে[৯]। হে ভরত-নন্দন! সত্ত্ব গুণ অদৃষ্ট বশত রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-সুখাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে; রজ গুণ অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-তৃষ্ণা-সঙ্গাদিতে পুরুষকে সংযুক্ত করে, এবং তম গুণও অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-প্রমাদ আলস্যাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে[১০]। যখন এই ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে শব্দাদি প্রকাশ রূপ জ্ঞান হয়, তখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি জানিবে, এবং সুখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্ব গুণকে বর্দ্ধিত বোধ করিবে[১১]। হে ভরত-কুল-পাবন! রজ গুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের উদ্যম, অনুপশম অর্থাৎ ইহা করিয়া উহা করিব ইত্যাদি সংকল্প বিকল্পের অনুপরম ও স্পৃহা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়[১২]। হে কুরু-নন্দন! তম গুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে বিবেক

ভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুসন্ধানাভাব ও মিথ্যাভিনিবেশ এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৩]। যদি সত্ত্ব গুণ বর্দ্ধিত হইলে জীব কলেবর পরিত্যাগ করে, তবে হিরণ্যগর্ব্বাদির উপাসক দিগের ভোগ্য যে প্রকাশময় লোক, তাহা প্রাপ্ত হয়[১৪]। বর্দ্ধিত রজ গুণে জীব মৃত হইলে, কর্ম্মাসক্ত মর্ত্ত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বর্দ্ধিত তম গুণে জীব মৃত হইলে, পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে[১৫]। কপিলাদি ঋষিগণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান কহিয়াছেন[১৬]। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল নির্ম্মল সুখ; রজ হইতে লোভ জন্মে, এই হেতু তাহার ফল কর্ম্ম জন্য দুঃখ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল অজ্ঞানের কার্য্য হইয়া থাকে[১৭]। সত্ত্বগুণশীল পুরুষেরা সত্ত্বোৎকর্ষ তারতম্যানুসারে মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি লোক অবধি উত্তরোত্তর সত্য লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। রজ গুণাবলম্বী পুরুষেরা তৃষ্ণাদিতে সমাকুল হইয়া মনুষ্য লোকে গমন করে এবং জঘন্য তম গুণাশ্রিত প্রমাদ-মোহাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তমো-বৃত্তির তারতম্যানুসারে তামিস্রাদি নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৮]। যখন যিনি বিবেক পূর্ব্বক বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া অবলোকন না করেন, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তৎ সাক্ষী রূপ আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন[১৯]। দেহাদি রূপে পরিণত উক্ত গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিলে, সেই গুণ ত্রয় জনিত জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন[২০]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! মনুষ্য কি রূপ চিহ্ন সকল দ্বারা এবং কি আচার ও কি উপায়েই বা এই গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন[২১]।

ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! যিনি সত্ত্ব গুণের কার্য্য-প্রকাশ রূপ জ্ঞান, রজ গুণের কার্য্য-প্রবৃত্তি, তম গুণের কার্য্য মোহ ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহাতে দুঃখ জ্ঞান করিয়া দ্বেষ না করেন; ঐ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য নিবৃত্ত হইলে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না করেন[২২]; উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত না হন; 'গুণ সকলই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই' এই রূপ বিবেক জ্ঞান পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, কিছুতেই কম্পিত হন না; স্বরূপে অবস্থান করেন[২৩]; সুতরাং যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমভাব; লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান; প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্য বোধ; আপনার স্তুতি ও নিন্দায় তুল্য দৃষ্টি[২৪]; মান ও অপমানে সম-চিত্ততা; মিত্র-পক্ষ ও শত্রু-পক্ষে অভিন্ন ভাব এবং যিনি সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল জনক কর্ম্ম বিষয়ক উদ্যম পরিত্যাগী; এতাদৃশ আচার-সম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অতীত বলা যায়[২৫]। যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তি যোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি ঐ সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব মোক্ষের যোগ্য হন[২৬]; যে-হেতু আমি অবিনাশী, অবিকারী, নিত্য, জ্ঞান-যোগ-প্রাপ্য ও আনন্দ-স্বরূপ অব্যভিচারী ব্রহ্মের স্থান[২৭]।

গুণ-ত্রয়ের বিভাগ যোগ নামে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩৮ ॥

উপনিষদ্ পঞ্চদশ অধ্যায় ও ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, শ্বঃ এই শব্দের অর্থ প্রভাত কাল, এই শ্বঃ শব্দের সহিত স্থিতি অর্থ বোধক স্থা ধাতুর যোগে 'শ্বত্থ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া, প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবেক, এই অর্থ বুঝায়, অতএব যাহার প্রভাত পর্য্যন্তও থাকিবার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বত্থ বলা যায়; সংসারকে প্রভাত পর্য্যন্তও স্থায়ী বলা যায় না, এই নিমিত্তে বেদে ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলেন। ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা; ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি জীব; ইহার পত্র সকল জীবের আশ্রয়-ছায়া রূপ কর্ম্ম-ফল-প্রতিপাদক বেদ অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইহা সেবনীয়; ইহা প্রবাহ রূপে চির কাল চলিয়া আসিতেছে, এই হেতু ইহাকে অব্যয়ও বলা যায়; যিনি সংসারকে এই রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া অবগত আছেন, তিনি বেদার্থ অবগত আছেন[১]। পুণ্যবান্ জীব সকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত হন, তাঁহারা এই সংসার বৃক্ষের ঊর্দ্ধগত সাখা এবং দুষ্কৃতবান্ জীব সকল পশ্বাদি যোনিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে, তাহারা অধঃস্থ শাখা। ঐ শাখা সকল জলসেচন রূপ সত্ত্বাদি গুণবৃত্তি দ্বারা বর্দ্ধিত ও শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি সংযুক্ত রূপ রসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল, ভোগ বাসনা সকল ইহার অন্তরাল মূল রূপে অনুপ্রবিষ্ট। ঐ অন্তরাল মূল সকল হইতেই মর্ত্ত্য লোকে জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে[২]। এই সংসার-স্থিত প্রাণীরা সংসার বৃক্ষের উক্ত প্রকার ঊর্দ্ধমূল উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহার অন্ত বা আদিও বোধগম্য করিতে পারে না এবং ইহা কি প্রকারে স্থিতি করে, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই সংসার বৃক্ষের অবচ্ছেদ নাই এবং ইহা অনর্থকর, এই হেতু এই বদ্ধমূল বৃক্ষকে অসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মমতা ত্যাগ ও সম্যক্ বিচার রূপ দৃঢ় সস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া

"যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদ্য পুরুষের শরণাপন্ন হই" এই প্রকারে এই সংসার বৃক্ষের মূলীভূত সেই বিষ্ণুপদকে অন্বেষণ করিবে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না[৩-৪]। মনুষ্যেরা অহঙ্কার ও মোহ বিহীন, পুত্রাদি সঙ্গদোষ বিজয়ী, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ, নিবৃত্ত কাম ও সুখ দুঃখ জনক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিমুক্ত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন[৫]। যে পদে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধাম অব্যয় পদ, আমি যে বিষ্ণু, আমার পদ; সে ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না[৬]।

আমারই অংশ অবিদ্যা বসত সর্ব্বদা সংসারী ও জীব রূপে প্রসিদ্ধ; সেই জীবের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি, সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে, সেই জীব পুনর্ব্বার জীব লোকে সংসার উপভোগ নিমিত্তে উহাদিগকে আকর্ষণ করেন[৭]। যখন কর্ম্ম বশত শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাদি-স্বামী জীব সেই শরীর হইতে বায়ুর কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণের ন্যায়, উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া শরীরান্তরে গমন করেন[৮]। তিনি অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি বাহেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করেন[৯]। বিমূঢ় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী বা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয় ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু ব্যক্তিরাই দেখিতে পান[১০]। ধ্যানাদি দ্বারা যত্নবন্ত কোন কোন যোগীরা সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিত অবলোকন করেন; পরন্তু অশুদ্ধচিত্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা যত্নবন্ত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না[১১]। যে আদিত্যগত তেজ, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করি-

তেছে, এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে[১২]; আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বল দ্বারা চরাচর ভূত সকল ধারণ করি; আমি রসময় সোম হইয়া ব্রীহি যবাদি ওষধি সকল পোষণ করি[১৩]; আমি প্রাণীদিগের দেহ মধ্যে জঠরাগ্নি রূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি[১৪]; আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে প্রবিষ্ট থাকি, এই হেতু আমা হইতেই তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দ্রিয়-সংযোগ জন্য জ্ঞান ও উহাদিগের অপায়ও হইয়া থাকে, এবং আমিই সমস্ত বেদ দ্বারা বেদ্য, বেদান্ত কর্ত্তৃ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও বেদার্থ বেত্তা[১৫]।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত তাবৎ শরীরকে ক্ষর ও দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি অবস্থান করেন, বিনষ্ট হন না; তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়াছেন[১৬]। ঐ ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; যিনি নির্ব্বিকার ও নিয়ন্তা রূপে ত্রিলোকে আবিষ্ট হইয়া সমুদায় পালন করিতেছেন[১৭]। যেহেতু আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, সেই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছি[১৮]। হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহ শূন্য হইয়া আমারে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ব বেত্তা সর্ব্ব প্রকারে আমার আরাধনা করে[১৯]। হে ব্যসন-শূন্য ভরত-নন্দন! আমি এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম; ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়[২০]।

পুরুষোত্তম যোগ নামে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ও উপনিষদ্ ষোড়শ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! অভয়, চিত্ত প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি, শরীর সংযমাদি, অকুটিলতা[১], অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, চিত্তোপরতি, পরোক্ষে পরদোষের অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অকার্য্য প্রবৃত্তিতে লোক লজ্জা, ব্যর্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান[২], প্রাগল্‌ভ্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচিতা, অবিদ্রোহ ও অভ্যন্তরে শুচিতা, অবিদ্রোহ ও আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া অভিমান না করা, এ সকল, দৈবী—সাত্ত্বিকী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে[৩]; এবং দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প—ধন বিদ্যাদি নিমিত্তক চিত্তৌৎসুক্য, অভিমান—আপনাকে পূজ্য বলিয়া বোধ করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক, এ সকল, আসুরী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে[৪]। হে পার্থ! দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের নিমিত্ত এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ্-অভিমুখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি শোক করিও না[৫]।

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈব বিষয় বিস্তার ক্রমে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় শ্রবণ কর[৬]। আসুর স্বভাবে লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয়। তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্যও নাই[৭]। তাহারা কহে, জগতের বেদ পুরাণাদি প্রমাণ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রতিষ্ঠা নাই ও ঈশ্বর—নিয়ন্তা নাই; এই জগৎ স্ত্রীপুরুষ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির অন্য কারণ আর কি আছে? স্ত্রীপুরুষের অভিলাষ বিশেষই ইহার প্রবাহ রূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে[৮]; তাহারা এই রূপ নাস্তিক মত অবলম্বন

করিয়া মলিন চিত্ত, দৃষ্ট পদার্থ মাত্র দর্শী, জগতের বৈরী ও হিংস্র-কর্ম্মশীল হইয়া জগতের ক্ষয় নিমিত্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে[৯]। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দাম্ভিক, মানী, মদান্বিত ও অশুচি মদ্য মাংসাদিতে ব্রতী হইয়া মোহ প্রযুক্ত 'আমি এই মন্ত্র দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর ধন সাধন করিব' ইত্যাদি রূপ দুরাগ্রহ স্বীকার করত ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়[১০]। তাহারা আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কামোপ ভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে[১১]; শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাম ভোগার্থ অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে[১২]। অদ্য এই ধন আমার লব্ধ হইল, অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই ধন আমার আছে, পরে আমার এত ধন হইবে[১৩], এই শত্রুকে আমি নিহত করিলাম, অপর শত্রুদিগকে পরে বিনাশ করিব আমি প্রভু, আমি সর্ব্ব প্রকারে ভোগবান্, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী[১৪], আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে! আমি যাগাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য সকলকে পরাভব করিব আমি স্তাবক দিগকে দান করিব ও হর্ষ লাভ করিব, ইত্যাদি প্রকারে অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া[১৫] অনেক বিধ মনোরথ বিষয়ে চিত্ত বিক্ষেপ দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত ও কাম ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া অতিকুৎসিত নরকে পতিত হয়[১৬]। তাহারা আপনার দ্বারা আপনি পূজিত, অনম্র, ধন দ্বারা মান মদে সমন্বিত, অহঙ্কার বল দর্প কাম ও ক্রোধের আশ্রিত ও সৎপথবর্ত্তীদিগের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব ও অপরাপর দেহে অবস্থিত যে আমি, আমাকে দ্বেষ করত দম্ভ-পূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধি-পূর্ব্বক যজন করে[১৭,১৮]। আমি সেই সমস্ত দ্বেষ পরবশ ক্রূর স্বভাব অশুভকারী নরাধমদিগকে

নিরন্তর সংসারে আসুর যোনি মধ্যে নিক্ষেপ করি[১৯]। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়েরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মেই আমাকে পাওয়া দূরে থাকুক, পাইবার উপায়ও না পাইয়া সেই সেই অধম জন্ম হইতেও অতি অধম কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়[২০]। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি আত্মনাশক নরক দ্বার, এই হেতু এ তিনকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য[২১]। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য, নরকের দ্বারভূত ঐ কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে আপনার শ্রেয় সাধন তপোযোগাদি আচরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু তাহার মোক্ষ লাভ হয়[২২]। যে, বেদ বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টাচারবর্ত্তী হয় সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, উপশম লাভ করিতে পারে না, মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয় না[২৩]। কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ, অতএব তুমি শাস্ত্র বিধি, বিহিত কর্ম্ম অবগত হইয়া তদাচরণে যোগ্য হও[২৪]।

দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ নামে ষোড়শো অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ও উপনিষদ্ সপ্তদশ অধ্যায় প্রারম্ভ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যাহারা কেবল আচার পরম্পরা প্রমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী কি রাজসী কিম্বা তামসী[১]?

ভগবান্ কহিলেন, হে ভরতকুল-ভূষণ! শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত

দেহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে; আর লোকাচার মাত্র হেতু প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা পূর্ব্ব জন্মকৃত সংস্কার নিবন্ধন সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর[২]। কি বিবেকী কি অবিবেকী, সকল লোকেরই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে শ্রদ্ধা জন্মে। এই সংসারী পুরুষ সকল, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা কর্তৃক বিকৃতি-ভাবা-পন্ন হয়। যে পুরুষ পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশী শ্রদ্ধা যুক্ত থাকে, সে সেই রূপ শ্রদ্ধাতে সমন্বিত হয়[৩]। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের যজন করে; রাজসী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ রজঃ-প্রকৃতি যক্ষ রাক্ষসগণের আরাধনা করে; তামসী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ ভূত প্রেত গণের উপাসনা করে[৪], এবং যে অবিবেকীরা বিষযাভিলাষ ও বল সমন্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পৃথিব্যাদি ভূতগণকে আকর্ষণ করত অর্থাৎ শরীর কৃশ করত, দেহ মধ্যে অবস্থিত যে আমি, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে কর্ষণ করত অশাস্ত্র-বিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যার আচরণ করে, তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুরাশয় জানিবে[৫-৬]।

হে অর্জ্জুন! লোকের ত্রিবিধ আহার প্রিয়, এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও ত্রিবিধ হয়; তাহার প্রভেদ শ্রবণ কর[৭]। যাহা আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসন্নতা ও অভিরুচি, এ সকলের বৃদ্ধি-কর, রস-সংযুক্ত, স্নেহ-যুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘ কাল স্থায়ী ও দৃষ্টি মাত্রেই হৃদয় প্রিয় হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিক দিগের প্রিয়[৮]। যাহা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ—মরী-চাদি, অতি রূক্ষ ও অতি বিদাহী সর্ষপাদি, এতাদৃশ আহার দুঃখ, শোক ও রোগ-প্রদ হয়, ইহা রাজস দিগের প্রিয়[৯]। যাহা প্রস্তুত হইবার পরে প্রহর কাল গত হইয়াছে, অর্থাৎ শীতল, যাহার সার নিষ্পীড়িত হয়; দুর্গন্ধ, দিনান্তরে পক্ব অর্থাৎ পর্য্যুষিত

অন্যভুক্তা যশিষ্ট ও অপবিত্র, এতাদৃশ আহার তামস দিগের প্রিয়[১০]।

ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য-জ্ঞানে মনের একাগ্রতা পূর্ব্বক বিধি সমাদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক[১১]। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান করিয়া দম্ভের নিমিত্তে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবে[১২]। যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ব্রাহ্মণাদি নিমিত্তে অন্ন নিষ্পাদিত না হয়, এবং যাহা মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-রহিত ও শ্রদ্ধা-শূন্য, সেই যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন[১৩]।

দেব, দ্বিজ, গুরু—মাতাপিতা আচার্য্যাদি ও তত্ত্বজ্ঞ দিগের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এ সকল শারীরিক তপস্যা[১৪]। পরিণামে সুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভয়-জনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস, এ সকল বাচনিক তপস্যা[১৫], এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য, পরের হিতাভিলাষ, বাক্য সংযম, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার ও ব্যবহারে ছলরাহিত্য, এ সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে[১৬]। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ তপস্যা যদি মনুষ্যেরা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিকী তপস্যা বলা যায়[১৭]। লোকে সাধু বা তাপস বলিবে, দর্শন করিলেই অভ্যুত্থান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্ঘ প্রদান করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে, এই নিমিত্তে দম্ভ পূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে[১৮]। এবং অবিবেক জন্য কষ্ট সাধ্য ব্যাপার দ্বারা আত্ম পীড়াকর বা অন্যের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাদৃশ তপস্যা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে[১৯]।

দান কর্ত্তব্য এই রূপ বোধে যাঁহা হইতে উপকার পাইবার সম্ভা-

বনা নাই, এবং যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র হন, এমত পাত্রে দেশ বিশেষে অর্থাৎ কুরু ক্ষেত্রাদি স্থানে বা কাল বিশেষে অর্থাৎ সংক্রান্ত্যাদি কালে যাহা দানকরা হয়, সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে[২০]। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি শুভ ফল উদ্দেশে ক্লেশ পূর্ব্বক যে দান অনুষ্ঠিত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে[২১]। এবং অশুচি স্থানে বা অশুচি কালে বা মূর্খ তস্করাদিকে এবং অসৎকার বা অবজ্ঞা পূর্ব্বক যাহা দানকরা হয়, সেই দানকে পণ্ডিতের তামস দান কহিয়াছেন[২২]।

ব্রহ্মবেত্তারা বেদান্তে ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে[২৩], এই হেতু সর্ব্ব কালে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদী দিগের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই সকল শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে[২৪]। মোক্ষাভিলাষীরা 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন[২৫]। হে পার্থ! অস্তিত্ব ভাবে ও সাধু ভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হয়; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে[২৬]; যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা, তাহাও 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয়, এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে[২৭]। হে পার্থ! হবন, দান বা তপস্যা ও তদ্ভিন্ন যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হয়, তৎ সমস্তই অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়, যেহেতু সেই কর্ম্ম বিগুণ হওয়াতে লোকান্তরে ফল প্রদান করে না এবং অযশস্কর হেতু ইহ লোকেও ফল দায়ক হয়না[২৮]।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ নামে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

পর্ব্বণি ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ও উপনিষদ্ অষ্টাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহু কেশি-নিসূদন হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যাথার্থ্য ভাব পৃথক্ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি[১]।

ভগবান্ কহিলেন, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, আর সমস্ত কর্ম্মের ফল মাত্র পরিত্যাগকে ত্যাগ বলেন[২]। কোন কোন মনীষী গণ কর্ম্মে হিংসাদি দোষ আছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাজ্য বলিয়াছেন; কোন কোন মনীষী গণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়াছেন[৩]; হে ভরত সত্তম পুরুষেন্দ্র! ইহার সিদ্ধান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞ গণ তামসাদি ভেদে তিন প্রকার ত্যাগ কহিয়াছেন[৪]। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্ত-শুদ্ধি জনক হয়[৫]। হে পার্থ! সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বা-ভিমান ও ফলাভি-সন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা আমার নিশ্চিত মত; ইহাই উৎকৃষ্ট মত[৬]। নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ সুসংগত হয় না যেহেতু উহা সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের হেতু হয়; অতএব উহার যে পরিত্যাগ, তাহা মোহ প্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে[৭]। কর্ম্ম আযাস সাধ্য, কেবল দুঃখেরই কারণ, ইহা মনে করিয়া কায় ক্লেশ ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা যায়, যিনি এই রূপে কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞান নিষ্ঠা রূপ তৎ ফল প্রাপ্ত হন না[৮]। হে অর্জ্জুন! অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে, সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া অভি-মত[৯]। সত্ত্ব-সমাবিষ্ট অর্থাৎ সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হন অর্থাৎ পর কর্ত্তৃক পরাভবাদি সহ ও স্বর্গাদি সুখ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি এই সাংসারিক সুখ দুঃখ স্বল্প কালের নিমিত্ত বিবেচনা করেন,

তাঁহার দৈহিক সুখ দুঃখ গ্রহণাগ্রহণেচ্ছা ছিন্না হইয়া যায়; এতাদৃশ পুরুষ দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না ও সুখকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না[১০]। দেহাভিমানী ব্যক্তি দিগের কর্ত্তৃক নিঃশেষে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা হয় না, অতএব যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত কর্ম্ম ফল ত্যাগী হন, তাঁহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়[১১]। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, কর্ম্মের এই তিন প্রকার ফল যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তৎ সমস্ত অত্যাগী দিগের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মা দিগেরই পর লোকে হইয়া থাকে; সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম ফল ত্যাগী দিগের কখনই হয় না[১২]।

হে মহাবাহো! সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধির প্রতি কারণ এই পাঁচটি যাহা তত্ত্ব-নির্ণায়ক সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও[১৩]। শরীর, কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি লক্ষণান্বিত আত্মা, পৃথক্ প্রকার ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ প্রকার ব্যাপার ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি, এই পাঁচটি[১৪], মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য যে কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্মেরই হেতু হয়[১৫]; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত নিরূপাধি আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিরীক্ষণ করে, সেই দুর্ম্মতি কখন সাধু দর্শীনয়[১৬]। যাঁহার অহঙ্কার-ভাব নাই, (অর্থাৎ যিনি আপনারে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না) অতএব যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মেতে লিপ্ত না হয়, তিনি এই সমস্ত প্রাণীদিগকে বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না, এবং তাঁহারে বিনাশ জনিত ফল ভোগও করিতে হয় না[১৭]।

'ইহা ইষ্ট সাধন' এই রূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় ইষ্ট সাধন কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা আত্মা, এই তিন টি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, অভীপ্সিত কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহক

কর্ত্তা, এই তিন টি, কার্য্যের আশ্রয়[১৮]। সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর[১৯]। যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্ব ভূতে অবিভক্ত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্বকে দর্শন করে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে[২০]। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্ব প্রাণিতে সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপে পৃথক্ প্রকার অনেক-ভাবাপন্ন জানে, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান জানিবে[২১]। এবং কোন এক দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বোধ করিয়া 'ইনিই ঈশ্বর, অন্য আর ঈশ্বর কেহ নাই' এই রূপ অভিনিবেশ-যুক্ত হেতু-শূন্য অযথার্থ যে অল্প জ্ঞান, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়াছে[২২]। কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিয়মিত যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে[২৩]। কাম্য বিষয়ের অভিলাষে বা 'আমার তুল্য আর শ্রোত্রিয় কে আছে' ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কার বশত বহুল আয়াস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে[২৪]। আর ভাবি শুভ বা অশুভ, অর্থ ক্ষয়, পরপীড়া ও আত্ম সামর্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া মোহ বশত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্মকে পণ্ডিতেরা তামসিক বলেন[২৫]। আসক্তি ত্যাগী, গর্ব্বোক্তি রহিত, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন ও কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ শূন্য; এবম্ভূত কর্ত্তাকে পণ্ডিতেরা সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন[২৬]। বিষয়লোলুপ, কর্ম্ম ফলের লাভাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যাভিলাষী, হিংসা-স্বভাব, বিহিত শৌচ বিবর্জ্জিত ও লাভালাভে হর্ষ শোকান্বিত, ঈদৃশ কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে[২৭]। অনবহিত, বিবেক-শূন্য, অনম্র, শঠ, পরাবমানকারী, অনুদ্যমশীল, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘ-সূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়[২৮]।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার প্রভেদ

পৃথক্ ও অশেষ রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর[২৯]। হে পার্থ! ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হয়, যে স্থানে ও যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, যে কার্য্য নিমিত্ত ভয় ও যে কার্য্য নিমিত্ত অভয় লাভ হয় এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি প্রকারে মোক্ষ হয়, এ সকল বিষয় যে বুদ্ধি জানিতে পারে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী[৩০]। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য সকলকে প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, সেই বুদ্ধি রাজসী[৩১]। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে এবং সকল জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত বোধ করে, সেই বুদ্ধি তামসী[৩২]। হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদায় ধারণ করে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী[৩৩]। হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করিয়া থাকে, কখন পরিত্যাগ করে না, এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী[৩৪]। যাহা দ্বারা বহুবিধ অবিবেক-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ না করে, সেই ধৃতি তামসী বলিয়া অভিমতা হইয়াছে[৩৫]।

হে ভরত-কুলরত্ন! যে সুখে অভ্যাস বশত আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে; এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৩৬]। যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাবহ ও পরিণামে অমৃত সদৃশ হয় এবং যদ্দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতাজন্মে, সেই সুখকে যোগীরা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন[৩৭]। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশত যাহা অগ্রে অমৃত তুল্য পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয মান হয় তাহা রাজস সুখ বলিয়া কথিত হইয়াছে[৩৮]। যাহা প্রথমে ও পরিশেষেও আত্ম-মোহকর, এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাধীন সমুত্থিত হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হই-

য়াছে[৩৯]। কোন প্রাণিজাতই পৃথিবীতে মনুষ্যাদিলোকে বা স্বর্গে দেবলোকে এই প্রকৃতি-সম্ভূত-সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই[৪০]।

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারাধীন সমুৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় দ্বারা কর্ম্ম সকল বিভাগ ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব কেবল সত্ত্ব গুণাত্মক; ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; বৈশ্যদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; এবং শূদ্রদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ রজোমিশ্রিত তমোগুণাত্মক[৪১]। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য এ সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাব-জাত[৪২]। শৌর্য্য, প্রাগল্ভ্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও নিয়মন-শক্তি, এ সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয় দিগের স্বভাব-সম্ভূত[৪৩]। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য কর্ম্ম বৈশ্যদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাব-সংজাত হইয়া থাকে[৪৪]। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত হইলে জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করিতে পারে; স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর[৪৫]। যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে, যিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্ব জাত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে[৪৬] সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অঙ্গহীন স্ব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না, পূর্ব্বোক্ত স্বভাবত নিয়মিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্য পাপগ্রস্ত হয় না[৪৭]। হে কুন্তীনন্দন! স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে দোষ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষে সমাবৃত; যে প্রকার অগ্নির ধূম-দোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও শীতাদি নিবৃত্তি নিমিত্তে

তাহার উত্তাপের সেবা করিতে হয়, সেই রূপ তোমার স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে গুণাংশই গ্রহণ করিতে হইবে[৪৮]। যাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সঙ্গশূন্যা এবং যিনি নিরহঙ্কার ও ফল-স্পৃহা-রহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন[৪৯]। হে কুন্তীপুত্র! সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি, জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও[৫০]। মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবে[৫১]; বাক্য ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জনে বাস করিবে[৫২]; অহঙ্কার, সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতা শূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে; এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন[৫৩]। ব্রহ্মে অবস্থিত পুরুষ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নষ্ট বস্তুর নিমিত্তে শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার রাগ দ্বেষাদি না থাকায় তিনি সমজ্ঞানী হইয়া সর্ব্ব ভূতে মদ্বিষয়ক ধ্যান-রূপ পরম ভক্তি লাভ করেন[৫৪]; সেই পরম ভক্তি দ্বারা, আমিই যে উপাধি কৃত বিস্তর ভেদ বিশিষ্ট অথচ উপাধিভেদ-শূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এবম্ভূত আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাত হন। আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাত হইলে পর সেই জ্ঞানের উপরম হইলে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দ-রূপ হন[৫৫]। আমাকেই আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নির্ব্বাহ করত মৎ প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন[৫৬]। তুমি সমর্পণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যোগাশ্রয় করত সর্ব্বদা এমন কি, কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও পূর্ব্বোক্ত

প্রকারে সমুদায় বস্তু ব্রহ্ম বোধে মদেকচিত্ত হও[৫৭]। আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সাংসারিক সমস্ত দুস্তর দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কার-প্রযুক্ত আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে[৫৮]। তুমি অহঙ্কার-প্রযুক্ত 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই রূপ অধ্যবসায় করিতেছ, কিন্তু এ অধ্যবসায় তোমায় মিথ্যা, যেহেতু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে[৫৯]। হে কুন্তী-পুত্র! তুমি মোহ প্রযুক্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, পরন্তু তোমার পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কার জন্য শৌর্য্যাদিতে তুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে উহার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধ ক্রিয়া অবশ্যই করিতে হইবে[৬০]। হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্র-রূপ শরীরে আরোপণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইতেছেন[৬১]। হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে[৬২]। গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম এই জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম, তুমি ইহা অশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ তোমার অভিলাষ হয়, সেই রূপ কর[৬৩]।

হে পার্থ! সকল গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি[৬৪]। তুমি আমার প্রতি মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রিয়, এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণাপন্ন হও, 'আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না[৬৫-৬৬].

এই গীতার্থ-তত্ত্ব তুমি কদাচিৎও তপস্যা-হীন, ভক্তি-শূন্য বা শুশ্রূষা-হীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং যে আমার প্রতি অসূয়া করে, তাহাকেও কদাচ বলিবে না[৬৭]। যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তি করিয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই[৬৮]। যিনি মদীয় ভক্ত-সমীপে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা-ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণ মধ্যে আমার প্রিয়তম নাই, এবং কালান্তরেও তাঁহা হইতে অপর প্রিয়তর কেহ হইবে না[৬৯]। আমার মত এই, যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়ের এই ধর্ম্ম সংবাদ পাঠ করিবে, সে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিবে[৭০]। যে মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মী দিগের প্রাপ্য শুভ লোক-সকলে গমন করেন[৭১]। হে পৃথা-নন্দন ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্র মনে ইহা শ্রবণ করিলে তো? তোমার অজ্ঞান সংমোহ বিনষ্ট হইয়াছে তো[৭২]?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপানু-সন্ধান-রূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি অধর্ম্ম বিষয়ে গত-সন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি, অতএব তোমার আজ্ঞা পালন করিব[৭৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত ও লোমহর্ষ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি[৭৪] হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই পরম গুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহা শ্রবণ করিয়াছি[৭৫]। আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্য অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহু স্মরণ করিয়া পুনঃ পুন হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি[৭৬]। হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুন আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারংবার আমি হর্ষ লাভ করিতেছি[৭৭]।

বাদ্য বাদিত হওয়াতে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল[৮]। হে জনেশ্বর! অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন[৯]। মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া পুরন্দরকে অগ্রে করিয়া সেই মহা হত্যাকাণ্ড দর্শন করিবার মানসে তথায় সমাগত হইলেন[১০]।

পরে যুদ্ধে স্থৈর্য্যশীল ধর্ম্মরাজ বীর যুধিষ্ঠির, সেই সাগর সদৃশ উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদ্ধ নিমিত্ত সমুদ্যত ও পুনঃপুন প্রচলিত অবলোকন করিয়া কবচ পরিত্যাগ ও আয়ুধ-বর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া পিতামহ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত বাগ্যত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শত্রু-সৈন্যের প্রতি পূর্ব্বাভিমুখে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন[১১-১৩]। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে সন্দর্শন করিয়া রথ হইতে সত্বর অবতরণ পূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পথে গমন করিতেছিলেন সেই পথে ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ গামী হইলেন[১৪]। ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ভূপতিগণও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রাধান্যানুসারে কৃষ্ণের অনুগামী হইলেন[১৫]। অর্জ্জুন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এ কি কার্য্য করিতেছেন! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রিপুবাহিনীর দিকে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পদব্রজেই গমন করিতেছেন[১৬]! ভীমসেন কহিলেন; হে পার্থিব রাজেন্দ্র! আপনি কবচায়ুধ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধোদ্যত অরি সৈন্যের দিকে কোথায় গমন করিবেন[১৭]? নকুল কহিলেন, হে ভরত-নন্দন! আপনি আমারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনি এক্ষণে এ প্রকার ভাবে গমন করাতে আমার হৃদয় ভয়ে সন্তাপিত হইতেছে, আপনি বলুন কোথায় গমন করিবেন[১৮]? সহদেব কহিলেন, হে নৃপ! এই যোদ্ধব্য মহাভয়ানক

রণ সমূহ বর্ত্তমান সময়ে আপনি শত্রুদিগের অভিমুখে কোথায় গমন করিতেছেন[১৯]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাগ্‌যত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক এই রূপ কথ্যমান হইয়াও কিছুই উত্তর করিলেন না, গমন করিতেই লাগিলেন[২০]। মহাপ্রাজ্ঞ মহামনা বাসুদেব যেন হাস্য করত অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, ইহাঁর অভিপ্রায় আমি অবগত হইয়াছি[২১]। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন[২২]। আমি প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি গুরু জনের অবমাননা করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করে তাহার নিশ্চয়ই অমঙ্গল হয়[২৩]। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু জনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে তাহার নিশ্চয়ই জয় হয়, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে[২৪]। কৃষ্ণ এই প্রকার উক্তি করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ হইল। অন্যান্য অনেকে নিঃশব্দ হইয়া থাকিল[২৫]। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় নিষ্ঠুর সৈনিক পুরুষেরা যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, এই ক্ষত্রিয় কুল কলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির স্পষ্টই ভীত হইয়া ভীষ্ম সমীপে আগমন করিতেছে। এই রাজা সহোদরগণের সহিত শরণার্থী ও যাচক হইয়াছে[২৬-২৭]। পাণ্ডু-পুত্র ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় সত্ত্বে যুধিষ্ঠির কি হেতু ভীত হইয়া আগমন করিতেছে[২৮]! এই অল্পসত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ যখন যুদ্ধ জন্য ভয়াকুল হইয়াছে, তখন পৃথিবী-খ্যাত এই যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই[২৯]। তদনন্তর, সমুদায় সৈনিকেরা পৃথক্ পৃথক্ কৌরবগণকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং হৃষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে উত্তরীয় বসন কম্পিত করিল[৩০]। হে নরনাথ! তৎ পরে সমস্ত যোধগণ কেশব ও সহোদরগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে লাগিল[৩১]। হে নর-

পাল! অনন্তর সেই কৌরব সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার করিয়া পুনরায় শীঘ্র নিঃশব্দ হইল[৩২], যেহেতু এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে কি বলিবেন, ভীষ্ম কি প্রত্যুত্তর করিবেন, সমর-শ্লাঘী ভীম কি বলিবেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই বা কি কহিবেন[৩৩], এবং এই যুধিষ্ঠিরের বলিবার বিষয়ই বা কি আছে, যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে উভয় পক্ষ সৈন্যেরই এই রূপ অত্যন্ত সংশয় হইয়াছিল[৩৪]।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শর শক্তি সমাকুল শত্রু সৈন্য অবগাহন পূর্ব্বক শীঘ্র ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন[৩৫], এবং যুদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের চরণ-দ্বয় কর-দ্বয় দ্বারা দৃঢ় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন[৩৬], হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনার সহিত আমরা যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অনুমতি করুন এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করুন[৩৭]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পৃথ্বীপতি ভারত! যদি তুমি আমার নিকট এই রূপে আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ প্রদান করিতাম[৩৮]। হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয় লাভ কর এবং অন্য যাহা তোমার অভিলাষ থাকে, সমরে তাহাও প্রাপ্ত হইবে[৩৯]; তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিবে, তাহা ব্যক্ত কর, এরূপ হইলে তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই[৪০]। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবগণের নিকট বদ্ধ রহিয়াছি[৪১], অতএব তোমার নিকট আমার ক্লীবের ন্যায় এই নিরর্থক বাক্য বলা হইতেছে যে "আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থের দ্বারা পালিত হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি অভিলাষ কর, প্রকাশ করিয়া বল[৪২]"।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনিও ইহা বিবেচনা করুন, আমার সতত প্রার্থনা এই যে, আপনি নিত্য নিত্য আমার হিতার্থী হইয়া কৌরবদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন[৩]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপ কুরু-নন্দন! বিপক্ষ পক্ষের নিমিত্তে আমি ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ করিব, অতএব তোমার কি সাহায্য করিব, যুদ্ধ ব্যতীত যাহা তোমার বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ব্যক্ত কর[৪]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সমরে অপরাজেয়, আমি আপনার নিকট কি প্রকারে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি শ্রেয় ও হিতকর যদি কিছু দেখিতে পান, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন[৪৫]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! আমি সমরে যুদ্ধ করিলে, কোন পুরুষ যে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, এমন কাহাকেও আমি দৃষ্টি গোচর করিতেছি না; সাক্ষাৎ শতক্রতুও আমাকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন[৪৬]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম করি, আমি ঐ নিমিত্তই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে শত্রু-কর্ত্তৃক আপনার পরাজয়ের উপায় বলুন[৪৭]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত! সমরে আমারে যে কেহ জয় করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না, এবং এক্ষণে আমার মৃত্যু কালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনর্ব্বার এক বার আমার নিকট আগমন করিও[৪৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শিরোধৃত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত, সর্ব্ব সৈন্যদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিলেন[৪৯-৫০]।

সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজা দ্রোণের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক আত্ম শ্রেয়স্কর এই কথা বলিলেন[৫১]। হে ভগবন্ দ্বিজ! আমি কি প্রকারে পবিত্রান্তঃ করণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং কি প্রকারেই বা সকল রিপুকে জয় করিতে পারি, তদ্‌বিষয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি. আপনি অনুজ্ঞা করুন[৫২]।

দ্রোণ কহিলেম, মহারাজ! আপনি যদি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত নিশ্চয় হইয়া আমার নিকট আগমন না করিতেন, তবে আমি আপনাকে সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ প্রদান করিতাম[৫৩], অতএব হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি আপনা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি যুদ্ধ করুন, জয় লাভ করুন[৫৪]। মহারাজ! আপনার যাহা বলিবার বাসনা থাকে বলুন, আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব; এই উপস্থিত অবস্থায় যুদ্ধ ব্যতীত আপনি কি ইচ্ছা করেন[৫৫]? পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহার দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি কৌরবগণের নিকট অর্থ বশত বদ্ধ হইয়াছি[৫৬]; অতএব আপনাকে এই ক্লীবের ন্যায় নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে "আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ করেন" আমি কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব বটে, কিন্তু আপনার জয় আমার প্রার্থনীয়[৫৭]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট আমার ইহা প্রার্থনীয় যে, আপনি কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, পরন্তু আমার প্রতি জয় আশীর্ব্বাদ ও মদীয় হিত-সাধন কার্য্য মন্ত্রণা করেন[৫৮]।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! যখন মহাত্মা মধুসূদন আপনার মন্ত্রী রহিয়াছেন, তখন আপনার অবশ্যই জয় হইবে; আমিও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপুনি শত্রু বিজয়ী হইবেন[৫৯]। হে

কৌন্তেয়! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণ; যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়; অতএব গমন করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, এক্ষণে আমাকে কিছু যদি জিজ্ঞাসা করেন, করুন, আমি তাহা বলিতেছি[৬০]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজ প্রধান! আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপনি নিতান্ত অপরাজেয; আমি আপনাকে কিরূপে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব[৬১]?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি যতক্ষণ রণ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ আপনার বিজয়ের সম্ভাবনা নাই, অতএব আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত সত্বর হইয়া আমার নিধনে যত্ন বান হও[৬২]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহু আচার্য্য! তৎ প্রযুক্তই আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনাকে নমস্কার করিতেছি এবং অতি দুঃখ সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন[৬৩]।

দ্রোণ কহিলেন, হে তাত! আমি রণ ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া উৎসাহ সহকারে শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আমাকে যে বধ করিতে পারে, এতাদৃশ সত্রু আমি দেখি না[৬৪]; তদ্ব্যতীত যখন আমি রণ স্থলে শস্ত্র-ত্যাগী যোগাসক্ত ও মরণ নিমিত্ত অবস্থান করিব, সেই সময় আমারে সংহার করিতে পারিলেই আমি নিহত হইব ইহা আমি সত্যই বলিলাম[৬৫]। যাহার বাক্যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাদৃশ পুরুষের মুখে অত্যন্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া রণ মধ্যে আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতেও পারি, ইহাও আমি সত্যই ব্যক্ত করিলাম[৬৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমত হইয়া শারদ্বত কৃপাচার্য্যের নিকট

গমন করিলেন[৬৭]। বাক্য-বিশারদ রাজা, দুর্দ্ধর্ষতর কৃপাচার্য্যকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া এই বাক্য বলিলেন[৬৮], হে বিশুদ্ধাত্মন্ গুরো! আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে পবিত্রান্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং সমস্ত শত্রু জয় করিতে পারি, এমত অনুজ্ঞা করুন[৬৯]।

কৃপ কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি যুদ্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া আমার নিকট আগমন না করিতেন, তবে আমি আপনার সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম[৭০]। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশীভূত হইয়াছি[৭১]। মহারাজ! আমার ইহা নিশ্চয় আছে, আমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব, অতএব আপনাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতে হইল যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কি অভিলাষ করেন[৭২]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! আমি সেই হেতুই অতি দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ করুন, এই মাত্র কহিয়া রাজা ব্যথিত ও গত-চেতন হইয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না[৭৩]। সঞ্জয় কহিলেন, কৃপাচার্য্য তাঁহার বক্তব্য অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি অবধ্য, পরন্তু আপনি যুদ্ধ করুন, জয়ী হইবেন[৭৪]। হে নরাধিপ! তোমার আগমনে আমি প্রীত হইয়াছি, আমি নিত্য নিত্য গাত্রোত্থান করিয়া আপনার জয় প্রার্থনা করিব, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি[৭৫]।

মহারাজ! রাজা তখন গৌতম-নন্দন কৃপের এই বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে সম্মানিত করিয়া যেস্থানে মদ্ররাজ শল্য অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন[৭৬]। তিনি দুর্দ্ধর্ষ শল্যের নিকট

উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া আত্ম-শ্রেয়স্কর এই বাক্য বলিলেন[৭৭], হে দুর্দ্ধর্ষ মহীপাল! আমি আপনার সমীপে অনুমতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমি যাহাতে নির্দ্দোষ চিত্তে যুদ্ধ করিতে পারি এবং যুদ্ধে প্রবল রিপু সকলকে পরাজিত করিতে পারি, আপনি এমত অনুজ্ঞা করুন[৭৮]।

শল্য কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া আমার সমীপে অভিগমন না করিতে, তাহা হইলে, রণক্ষেত্রে তোমার পরাভব নিমিত্তে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম[৭৯]। তুমি আমাকে সম্মানিত করিলে, তাহাতে আমি প্রীত হইলাম, তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা সিদ্ধ হউক; আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, জয় লাভ কর[৮০]। হে বীর! তোমার কি বিষয় প্রয়োজন, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব, এই উপস্থিত অবস্থায় তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা কর, বল[৮১]। হে বৎস ভাগিনেয়! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থ বশত কৌরবদিগের নিকট বদ্ধ হইয়াছি[৮২]। অতএব তোমাকে ক্লীবের ন্যায় এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে, আমি তোমার যথাভিলষিত কামনা পূর্ণ করিব ও তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ কর[৮৩]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বেচ্ছানুসারে বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, পরন্তু আমি এই বর প্রার্থনা করি, আমার যাহাতে সাতিশয় হিত হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করেন[৮৪]।

শল্য কহিলেন, হে নৃপসত্তম! আমি কৌরবদিগের অর্থে পালিত হইয়াছি, অতএব আমি অভিলাষানুসারেই তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিব, এমত স্থলে তোমার কি সহায়তা করিব, তাহা বল[৮৫]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যুদ্ধের উদ্যোগ কালে

স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি রণ স্থলে কর্ণের তেজো-বিনাশ করিবেন, সেই বরই আপনার নিকট আমার প্রার্থনীয়[৮৬]।

শল্য কহিলেন, হে কুন্তি-পুত্র যুধিষ্ঠির! তোমার এ অভিলাষ সম্পন্ন হইবে, তুমি গমন কর, ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ কর, তোমার জয়ের উপায় করিতে অঙ্গীকার করিলাম[৮৭]।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তদনন্তর মাতুল মদ্রাধিপতি শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহা সৈন্য মধ্য হইতে নির্গত হইলেন[৮৮]। গদাগ্রজ বাসুদেব রণস্থলে রাধা-নন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে কর্ণকে এই কথা বলিলেন[৮৯], কর্ণ! শ্রবণ করিয়াছি, তুমি ভীষ্মের দ্বেষ প্রযুক্ত যুদ্ধ করিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে বরণ কর[৯০]। যদি তুমি উভয় পক্ষই সমান বোধ কর, তাহা হইলে ভীষ্মের নিধনান্তে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের সাহায্য নিমিত্তে তৎপক্ষীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে[৯১]।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিব না, তুমি আমাকে দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও তাঁহার নিমিত্তে ত্যক্ত-প্রাণ বোধ কর[৯২]। হে ভারত! কৃষ্ণ কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব গণের সহিত মিলিত হইলেন[৯৩]। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে উচ্চস্বরে এই কথা বলিলেন, যিনি এই সময়ে আমাদিগের সাহায্য নিমিত্তে আমাদিগকে বরণ করিবেন, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিব[৯৪]।

তদনন্তর যুযুৎসু তাঁহাদিগকে এই রূপ দেখিয়া প্রীত চিত্তে কুন্তী-পুত্র ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন[৯৫], হে বিশুদ্ধাশয় মহারাজ! যদি আমাকে আপনি বরণ করেন, তাহা হইলে আমি আপ-

নার সাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সহিত সংগ্রামে আপনার নিমিত্ত যুদ্ধ করিব[৯৬]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎসু! আগমন কর আগমন কর, আমরা সকলে তোমার মূর্খ ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিব। বাসুদেব ও আমরা সকলেই তোমাকে বলিতেছি[৯৭], হে মহাবাহু! তোমাকে যুদ্ধ কার্য্যে বরণ করিতেছি, তুমি আমার নিমিত্তে যুদ্ধ কর; ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশ-রক্ষা তোমাতেই দৃষ্ট হইতেছে[৯৮]। হে মহোজ্জ্বল-রূপ-সম্পন্ন রাজ-পুত্র! তোমাকে আমরা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তুমিও আমাদিগকে গ্রহণ কর, অতি ক্রুদ্ধ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন অচিরাৎ নিহত হইবে[৯৯]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যুযুৎসু আপনার পুত্র কৌরব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুন্দুভি বাদ্য-ধ্বনি করাইয়া পাণ্ডবদিগের সেনা মধ্যে গমন করিলেন[১০০]। তৎ পরে মহাভুজ রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া কনকোজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত কবচ পুনর্ব্বার পরিধান করিলেন[১০১]। সেই সমস্ত পুরুষ-সিংহেরা সকলে স্ব স্ব রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্ব সজ্জিত ব্যূহ পূর্ব্ববৎ প্রতিব্যূহিত করিলেন[১০২], এবং শত শত দুন্দুভি ও পুষ্কল বাদ্য এবং নানা বিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[১০৩]। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদায় পার্থিবগণ তখন পুরুষ সিংহ পাণ্ডবদিগকে রথস্থ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন[১০৪]। সেই সকল মানী ব্যক্তিদিগের সম্মান রক্ষাকারী পাণ্ডব দিগের গৌরব দেখিয়া রাজগণ তথায় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন[১০৫] এবং মহাত্মা পাণ্ডবদিগের যথা সময়ে সুহৃদ্-ভাব ও কৃপা-স্বভাব, বিশেষত জ্ঞাতিগণের প্রতি পরম দয়ার কথা কথোপ কথন করিতে লাগিলেন[১০৬]। সেই কীর্ত্তিমান্ পুরুষদিগের প্রতি সর্ব্ব দিক্ হইতে 'সাধু সাধু,' এই কথা এবং স্তুতি সং-

যুক্ত পুণ্য বাক্য সকল প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাতে তত্রস্থ জনগণের মন ও হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল[১০৭]। ম্লেচ্ছ বা আর্য্যগণ, যাঁহারা তথায় পাণ্ডবদিগের চরিত্র দর্শন বা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা গদ্গদ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন[১০৮]। তদনন্তর সেই মনস্বীগণ হৃষ্ট হইয়া শত শত মহা ভেরী, পুষ্কল ও গোদুগ্ধ সদৃশাভ শঙ্খ সকল বাদ্য করিতে লাগিলেন[১০৯]।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদি সমীপে গমন প্রকরণ ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অস্মৎ পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় এইরূপে ব্যূহিত হইলে পর কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারা প্রথমে প্রহার আরম্ভ করিল[১]?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া সেনাগণের সহিত সমরাভিমুখে গমন করিলেন[২]। সেই প্রকার পাণ্ডবেরাও সকলে হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধাভিলাষে অগ্রসর হইলেন[৩]। হে রাজন্! তদনন্তর গোশৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের বাদ্য ধ্বনি, ক্রকচের শব্দ, তুরঙ্গ মাতঙ্গের রব, যোধগণের সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দ উভয় সৈন্য মধ্যেই হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সিংহনাদাদি শব্দ সহকারে আমাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন, আমরাও তাঁহাদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত ধাবিত হইলাম, এই উভয় দলের বিবিধ শব্দ মহা তুমুল হইয়া উঠিল[৪.৫]। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র সমাগমে ও শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দ শ্রবণে, বায়ু বেগবিকম্পিত বনরাজির ন্যায়, কম্পিত হইতে লাগিল[৬]। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে

সমাগত রাজগণ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও শতাঙ্গ সমূহে সমাকুল সৈন্য সমস্তের তুমুল নির্ঘোষ, পবনোদ্ধুত সাগর সমূহের ন্যায় হইয়া উ-ঠিল[৭]।

তাদৃশ তুমুল লোমাঞ্চকর শব্দ সমুত্থিত হইলে মহাবাহু ভীমসেন গোবৃষের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন[৮]। ভীমসেনের সেই নিনাদ শঙ্খ দুন্দুভির নির্ঘোষ, হস্তীগণের বৃংহিত, হয়গণের হেষারব ও সহস্র সহস্র সৈন্যদিগের সিংহনাদকে অতিক্রম করিয়া উঠিল[৯-১০]। মেঘ সদৃশ গর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই শক্রাশনি সম শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণ ত্রাসান্বিত হইল[১১]। যেমন সিংহের রব শ্রবণ করিয়া মৃগগণ ও অপরাপর পশুগণ মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় বাহন গণ সেই বীর বৃকোদরের শব্দে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল[১২]। সেই বীর মহামেঘের ন্যায় নিনাদ ক-রিয়া আপনাকে ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবদীয় পুত্র দিগের ভয়োৎপাদন করত সৈন্য মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন[১৩]। মহাধনু-র্দ্ধর ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, সহ, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র ও জয় এই সকল সহোদরগণ এবং ভোজ-বংশীয় কৃতবর্ম্মা ও বীর্য্যবান্ সোমদত্ত-পুত্র, ইহাঁরা মেঘ কর্ত্তৃক বিকম্পিত বিদ্যুতের ন্যায় মহাধনুক বিকম্পিত করত নির্ম্মোক-মুক্ত সর্প সদৃশ নারাচ সমূহ গ্রহণ করিয়া, যে প্রকার মেঘ সকল দিবাকরকে আচ্ছা-দন করে, সেই রূপ তাঁহাকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পরি-বেষ্টিত করিলেন[১৪-১৭]। পরে দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহারথ সুভদ্রা-নন্দন, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, পর্ব্বত শিখর সমূহের উপর মহাবেগ-বিশিষ্ট অশনি নিক্ষেপের ন্যায় শাণিত শর সমূহ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে অর্দ্দিত করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হই-

লেন[১৮-১৯]। ভীষণ ধনুর্গুণ ও করতলের ধ্বনি বিশিষ্ট সেই প্রথম সমরে আপনার পক্ষের বা বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না[২০]। হে ভরত-সিংহ মহারাজ! দ্রোণ-শিষ্যদিগকেই হস্তলাঘব সহকারে পুনঃপুন শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্য বেধ করিতে দেখিলাম[২১]। তৎকালে শব্দায়মান ধনুক সকলের নির্ঘোষ নিবৃত্ত হইল না, গগণতল হইতে বিচলিত জ্যোতিঃ-পদার্থের ন্যায় প্রদীপ্ত শর সকল চলিত হইতে লাগিল[২২]। হে ভারত! অন্যান্য মহীপালগণ সকলে তখন দর্শকের ন্যায় হইয়া সেই দর্শনীয় ভীষণ জ্ঞাতি-সমাগম দর্শন করিতে লাগিলেন[২৩]। তদনন্তর সেই মহারথেরা পরস্পর চির জাতক্রোধ ও বধৈষী হইয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৪]। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সমূহে সঙ্কুল সেই কুরু পাণ্ডব সৈন্য দ্বয় চিত্রিত পটের ন্যায় রণ স্থলে অতীব শোভা পাইতে লাগিল[২৫]। অনন্তর সেই সকল রাজগণ, আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে আপতিত হইলেন[২৬]।

ও দিকেও সেই সকল সহস্র সহস্র মহীপাল রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদ করত আপনার পুত্রের সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন[২৭]। সৈন্য সমাগম উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরই ভয়ঙ্কর রূপ হইল। সেই সকল সৈন্যের সমাগমে দিবাকর ধূলি পটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন[২৮]। কি স্ব পক্ষীয়, কি পর পক্ষীয়, কাহার দিগেরও যুদ্ধ করিতে, ভগ্ন হইতে বা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কোন বিশেষ দেখিলাম না[২৯]। সেই মহাভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ স্থলে আপনার পিতা ভীষ্ম তাদৃশ অতি বহুল সৈন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন[৩০]।

যুদ্ধারম্ভে চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! সেই ভয়ঙ্কর দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে রাজাদিগের দেহ-কর্ত্তনকর মহা ঘোর তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল[১]। পরস্পর জয়েচ্ছু কুরু ও সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত হইল[২]। তল ধ্বনি ও শঙ্খ রবের সহিত কিল কিলা শব্দ হইতে লাগিল, তাহাতে আবার বীরগণের তর্জ্জন গর্জ্জনে সিংহনাদ হইয়া উঠিল[৩]। হে ভরতর্ষভ! ধনুর্গুণ ও তলত্রাণের শব্দ, পদাতিদিগের পদ শব্দ, অশ্বগণের মহা হেষা রব, তোত্র ও অঙ্কুশের নিপাত, আয়ুধ সকলের ধ্বনি, পরস্পরের প্রতি ধাবিত হস্তিগণের ঘণ্টারব, তাহাতে আবার মেঘ-গম্ভীর রথনির্ঘোষ, ইহাতে তুমুল লোমাঞ্চকর শব্দ উত্থিত হইল[৪-৬]। কৌরবেরা সকলেই জীবন পরিত্যাগে কৃত-নিশ্চয় ও ক্রূরমনা হইয়া ধ্বজ উচ্ছ্রিত করণ পূর্ব্বক পাণ্ডব দিগের প্রতি আপতিত হইলেন[৭]। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ঘোর দর্শন শরাশন গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয়ও লোক বিখ্যাত গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া রণস্থলে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন[৯]। সেই উভয় কুরুশার্দ্দূলই পরস্পর বধৈষী হইলেন। বলশালী গঙ্গা-নন্দন সমরে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিতে পারিলেন না[১০] এবং সেই রূপ অর্জ্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন[১১]; তাঁহাদিগের উভয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে কৃতবর্ম্মাও সাত্যকিকে পরস্পর অস্ত্র প্রহার করত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। সেই সাত্বত-বংশীয় দুই পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ শর ভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল[১২-১৩]। তাঁহারা উভয়ে বসন্ত কালের পুষ্পিত ও পুষ্প দ্বারা বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে আক্রমণ করিলেন[১৫]। বৃহদ্বল সমরে অভি-

মস্যুর ধ্বজচ্ছিন্ন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন[১৫]। ধ্বজ ও সারথি নিপাতিত হইলে পর অরিমর্দ্দন সুভদ্রা-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন, পরে শাণিত উৎকৃষ্ট এক ভল্ল দ্বারা বৃহদ্বলের ধ্বজ ও অন্য এক শাণিত উৎকৃষ্ট ভল্ল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক ও সারথিকে ছেদন করিলেন[১৬-১৭]। ঐ পুরুষ দ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া শর সমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে প্রদীপ্ত, মহারথ, মানী ও শত্রুতা-স্বজনকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই নরসিংহ মহাবল কুরু প্রধান-দ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শর বৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই কৃতী মহাত্মা দুই পুরুষকে বিচিত্র যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সর্ব্ব প্রাণীর বিস্ময় জন্মিল। দুঃশাসন মহাবল নকুলকে আক্রমণ করিয়া মর্ম্মভেদী শাণিত শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মাদ্রীপুত্র নকুল হাস্য পূর্ব্বক শাণিত বাণ সকল দ্বারা দুঃশাসনের ধ্বজ ও সশর শরাশন ছেদন করিলেন। অনন্তর পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ করিলেন[১৮-২৩]। পরে দুঃশাসনের ধ্বজ ও সশর শরাশন ছেদন করিলেন। আপনার পুত্র দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন সেই মহাসমরে শর সমূহ দ্বারা নকুলের রথের অশ্ব সকল ও ধ্বজ নিপাতিত করিলেন[২৪]। দুর্ম্মুখ মহা রণে যত্নবান্ মহাবলবান্ সহদেবের প্রতি ধাবন পূর্ব্বক শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৫]। তদনন্তর বীর সহদেব মহা যুদ্ধে অতি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা দুর্ম্মুখের সারথিকে নিপাতিত করিলেন[২৬]। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ, সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরস্পর-কৃত-প্রতীকার-চেষ্টায় ঘোর শর সমূহ দ্বারা ত্রাসিত করিতে লাগিলেন[২৭]। স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের প্রতি আক্রমণ করিলেন। মদ্ররাজ তাঁহার নয়ন গোচরেই তাঁহার ধনুক দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন[২৮]। কুন্তী-নন্দন

যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগ-সহন-শীল দৃঢ় অপর ধনুক গ্রহণ করিলেন[২৯]। অনন্তর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা মদ্রেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন[৩০]। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অভিমুখে আপতিত হইলেন। মহারথ দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণ দ্বারা পাঞ্চাল-রাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের মারণ-সাধন দৃঢ় ধনুক ত্রিধা করিয়া ছেদন করিলেন, এবং কাল-দণ্ডোপম মহাঘোর অপর এক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে নিমগ্ন হইল। দ্রুপদ-নন্দন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা দুই জন পরস্পর জাতক্রোধ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[৩১-৩৪]। বেগশীল বিরাট-পুত্র শঙ্খ বেগবান্ সোমদত্ত-নন্দনকে আক্রমণ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন[৩৫]। সেই বীর বাণ দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিলেন। অনন্তর সোমদত্ত-পুত্র, শঙ্খের জত্রু দেশ আহত করিলেন[৩৬]। হে নরনাথ! সেই দর্পশীল উভয় বীরের যুদ্ধ সত্বরই বৃত্র বাসবের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল[৩৭]। অমেয়াত্মা মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ-রূপ বাহ্লীকের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৮]। তৎপরে বাহ্লীক, অমর্ষণ ধৃষ্টকেতুকে বহু শর দ্বারা মোহিত করিলেন, অনন্তর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন[৩৯]। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অতি ক্রোধ-পরবশ হইয়া মত্ত হস্তীর প্রতি মত্ত হস্তীর ন্যায় আক্রমণ করত ত্বরা পূর্ব্বক নব-সংখ্য শর দ্বারা বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন[৪০]। তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন তর্জ্জন গর্জ্জন করত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মঙ্গল ও বধু গ্রহের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪১]। ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ ভীমকর্ম্মা রাক্ষস অলম্বুষকে, ইন্দ্রের বলাসুরের প্রতি আক্রমণের ন্যায়, আক্রমণ করিল[৪২]। সে সংক্রুদ্ধ হইয়া মহা-

বল অলম্বুষকে নবতি-সঙ্খ্য তীব্রবাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল[৪৩]। অলম্বুষও মহাবল ভীমসেন-নন্দনকে বহু প্রকার সন্নতপর্ব্বত শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল[৪৪]। যে প্রকার দেবাসুরের যুদ্ধে মহাবল ইন্দ্র ও বলাসুর দীপ্তি পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার তাঁহারা উভয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল[৪৫]। হে রাজন্! বলশালী শিখণ্ডী সমর নিমিত্ত দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যত শিখ-ণ্ডীকে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা অতি বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিলেন। পরে শিখণ্ডীও সুতীক্ষ্ণ শাণিত সুপীত, (উত্তম রূপে পানান) শায়ক দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে প্রহার করিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর বহু বিধ শর সমূহ দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন[৪৬-৪৮]। বাহিনীপতি বিরাট ত্বর হইয়া শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হইলেন; পরে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল[৪৯]। হে ভারত! জলধর যেমন ধরাধরোপরি বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, বিরাট সংক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্তকে আচ্ছন্ন করিলেন[৫০]। ভগদত্তও মেঘ কর্ত্তৃক উদিত সূর্য্য আচ্ছাদনের ন্যায় রাজা বিরাটকে সত্বর সমাচ্ছাদিত ক-রিলেন[৫১]। শারদ্বত কৃপ কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের প্রতি গমন করিলেন, এবং শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন[৫২]। কৈ-কেয়রাজও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শর বৃষ্টি দ্বারা গোতম সন্তানকে পরি-পূরিত করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অশ্ব ও ধনুক ছেদন করিয়া উভয়ে বিরথ হইয়া ক্রোধা-কুলিত চিত্তে গড়্গ যুদ্ধ করিতে মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোর রূপ সুদারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল[৫৩-৫৪]। রাজা দ্রুপদ হৃষ্টরূপ সিন্ধুপতি হৃষ্টরূপ জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন[৫৫]। তৎ পরে সিন্ধুরাজ তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদকে তাড়িত করিলেন; দ্রুপদও তাঁহাকে প্রতিপ্রহার

করিতে আরম্ভ করিলেন[৫]। শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় তাঁহাদিগের উভয়ের সুদারুণ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাহা দর্শন করিয়া দর্শকদিগের প্রীতি জন্মিতে লাগিল[৫৭]। আপনার পুত্র বিকর্ণ বেগশীল অশ্ব দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত সুতসোমের প্রতি ধাবমান হইলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল[৫৮]। বিকর্ণ সুতসোমকে বাণ বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল[৫৯]। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ চেকিতান ক্রোধান্ধচিত্তে পাণ্ডবগণের নিমিত্তে নরশ্রেষ্ঠ সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন[৬০]। সুশর্ম্মাও মহারথ চেকিতানকে মহৎ শর বর্ষণ করিয়া সমরে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৬১]। চেকিতান সেই মহাসংগ্রামে ক্রোধান্বিত হইয়া পর্ব্বতের উপর মেঘ মণ্ডলীর ন্যায় সুশর্ম্মার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৬২]। পরাক্রমী শকুনি মহাবল পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি, মত্ত হস্তীর উপর সিংহের ন্যায়, ধাবমান হইলেন[৬৩]। যে রূপ ইন্দ্র দানবকে বিদারিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠির-নন্দন প্রতিবিন্ধ্য সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শাণিত বহু শর দ্বারা সুবল-পুত্র শকুনিকে বিদারণ করিতে লাগিলেন[৬৪]। শকুনিও সংগ্রামে মহাপ্রাজ্ঞ প্রতিবিন্ধ্যকে সন্নত-পর্ব্ব বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন[৬৫]। শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত সুদক্ষিণের প্রতি ধাবিত হইলেন[৬৬]। হে রাজেন্দ্র! সুদক্ষিণ সহদেব নন্দন মহারথ শ্রুতকর্ম্মাকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যে প্রকার মৈনাক পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না[৬৭]। পরে শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া কাম্বোজ দেশীয় মহারথ সুদক্ষিণকে বহু শর দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করত যেন মোহিত করিলেন[৬৮]। তদনন্তর অর্জ্জুন-

পুত্র শত্রুতাপন ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া যত্নবান্ অমর্ষণ শ্রুতায়ুর প্রতি ধাবমান হইলেন[৬৯]। অর্জ্জুন-পুত্র মহারথ বলবান্ ইরাবান্ শ্রুতায়ুর তুরঙ্গ সকল সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার সেই কার্য্য অবলোকন করিয়া প্রশংসা করিল[৭০]। শ্রুতায়ুও অতি ক্রোধাপন্ন হইয়া ইরাবানের ঘোটক সকল প্রবল গদা দ্বারা নিহত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল[৭১]। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য সপুত্র মহারথ বীর কুন্তিভোজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৭২]। তাঁহাদিগের উভয়ের আশ্চর্য্য ঘোর পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। তাঁহারা মহতী সেনার সহিত স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৭৩]। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজের প্রতি প্রহার করিলেন, পরন্তু কুন্তিভোজ লঘুহস্তে শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন[৭৪]। কুন্তিভোজ-সুত শায়ক সমূহ দ্বারা বিন্দকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দিগের উভয়ের যুদ্ধ যেন অদ্ভুতের ন্যায় হইতে লাগিল[৭৫]। কৈকেয় রাজ পঞ্চভ্রাতা সসৈন্যে সৈন্য সহ পঞ্চ গান্ধার রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৭৬]। আপনার পুত্র বীরবাহু, রথিশ্রেষ্ঠ বিরাট-পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং শানিত শর-নিকর দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন[৭৭]। উত্তরও সেই বীরকে সুশাণিত বাণ-নিচয় দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ, উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন[৭৮] এবং শর বর্ষণ দ্বারা উলূককে প্রহার করিতে লাগিলেন। উলূকও তাঁহার প্রতি লোমবাহী শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৭৯]। তাঁহারা উভয়েই অপরাজিত ও ক্রোধাপন্ন হইয়া উভয়কেই পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল[৮০]।

হে রাজন্! আপনার ও তাঁহাদিগের পক্ষীয় রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের এই প্রকারে সহস্র সহস্র সঙ্কুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল[৮১]। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র মধুর দর্শন হইয়াছিল। পরে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না[৮২]। গজ গজের সহিত, রথী রথির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল[৮৩]। তৎপরে পরস্পর মিলিত হইয়া শূরগণের দুর্দ্ধর্ষ ব্যাকুল যুদ্ধ হইয়া উঠিল[৮৪]। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণ গণ তথায় সমাগত হইয়া পৃথিবী মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম-সম সেই ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন[৮৫]। তদনন্তর পুরুষ সমূহ, অশ্ব সমূহ, সহস্র সহস্র রথ ও গজ বিপরীত ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল[৮৬]। রথী, হস্ত্যারোহী, সাদী ও পদাতি সকলকে স্থানে স্থানে পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিতে দৃষ্ট হইল[৮৭]।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র পদাতিদিগের যথা তথা মর্য্যাদাতিক্রম পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট রূপে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি[১]। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারিলেন না[২.৩]। কোন কোন নরসিংহের রথ সমূহের সহিত রথ সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। রথের যুগ-কাষ্ঠ সকলের দ্বারা রথ-যুগ সকল, রথ-দণ্ড সকলের দ্বারা রথ-দণ্ড সকল এবং রথ-কূবর সকল দ্বারা রথ-কূবর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন যোধগণ পরস্পর জিঘাংসু হইয়া সংমুখাগত

বহু যোধগণের সহিত মিলিত হইল[৪-৫]। কোন কোন রথী গণ বহু রথের সহিত মিলিত হইয়া আর চলিতে সমর্থ হইল না। গলিতমদ বৃহৎ বৃহৎ গজ সকল বৃহদাকার গজ সকলের সহিত মিলিত ও পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তাঘাতে বহুধা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। হস্তী সংকল তোরণ ও পতাকা যুক্ত বেগশীল বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকলের অভিমুখে গমন করিয়া তাহাদিগের দন্তাঘাতে অভিহত ও অতি ব্যথিত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল[৬-৮]। শিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিত অপ্রভিন্ন-মদ মাতঙ্গগণ তোত্র ও অঙ্কুশে আহত হইয়াও নিবারিত না হইয়া গলিত-মদ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গজ গণের সম্মুখে গমন করিতে লাগিল[৯]। কোন কোন মহাগজ সকলও গলিত-মদ মহাগজ সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বক পক্ষীর ন্যায় শব্দ করত ইতস্তত ধাবমান হইল[১০]। এবং সম্যক্-শিক্ষিত প্রভিন্ন-করটামুখ প্রকাণ্ড-কায় গজগণ ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নির্ব্বিদ্ধ হইতে লাগিল[১১]; তাহারা মর্ম্ম স্থানে নিহত হইয়া চিৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল, এবং কোন কোন মাতঙ্গ গণ ভয়ানক রব করিতে করিতে দিগ্ দিগন্তরে ধাবমান হইল[১২]।

মহারাজ! দেখিলাম, গজগণের পাদ রক্ষক বিশাল-বক্ষা পুরুষ সকল পরস্পর সংক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া ঋষ্টি, ধনুক, বিমল পরশ্বধ, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহময় পরিঘ ও শাণিত বিমল অসি ধারণ পূর্ব্বক প্রহার করত ইতস্তত গমন করিতে লাগিল[১৩-১৫]। পরস্পরের উপর ধাবিত পরস্পর শূরগণের খড়্গ সকল মনুষ্য রক্তে সংসিক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল[১৬]। বীরগণের বাহু দ্বারা অবক্ষিপ্ত, কম্পিত ও পর মর্ম্মে পতনোন্মুখ অসি সকলের তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল[১৭]। সমরাঙ্গনে স্থানে স্থানে গদা ও মুষলের আঘাতে আর্ত্ত, খরতর খড়্গে ছিন্ন, গজগণ কর্তৃক মর্দ্দিত ও তাহাদিগের

দন্তাঘাতে ক্ষতাঙ্গ মনুষ্য সমূহের পরস্পর ক্রন্দনের দারুণ বাক্য সকল যেন নারকী জীবের বাক্যের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল[১৮-১৯]। অশ্বারোহীগণ হংসের ন্যায় চামর ভূষিত মহাবেগশীল অশ্বগণ দ্বারা পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল[২০]। তাহাদিগের কর্ত্তৃক বিমুক্ত স্বর্ণ-ভূষিত আশুগ তীক্ষ্ণ বিমল সর্প সদৃশ মহাপ্রাস সকল পতিত হইতে লাগিল[২১]। কতক গুলি বীর অশ্বারোহী উত্তম বেগশীল অশ্বের সহিত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিয়া মহৎ রথ হইতে কতক গুলি রথির মস্তক গ্রহণ করিতে লাগিল[২২]। কোন কোন রথী সমীপে সমাগত বহু সংখ্যক অশ্বারোহীদিগকে সন্নত পর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে লাগিল[২৩]। নব মেঘ সন্নিভ কনক ভূষণ মণ্ডিত, মত্ত মাতঙ্গগণ স্ব স্ব কুম্ভ ও পার্শ্বদেশ পাটিত হইলেও অশ্বদিগকে স্বীয় পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মর্দ্দন করত অপর সাদিগণ কর্ত্তৃক প্রাসাস্ত্রে প্রমথিত ও পরম ব্যথিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল[২৪-২৫]। কোন কোন প্রকাণ্ডকায় হস্তী সেই সঙ্কুল ভীষণ সমরে আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে বল দ্বারা উন্মথিত করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিতে লাগিল[২৬]। কোন কোন দন্তীগণ দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে উৎক্ষেপণ করিয়া ধ্বজ সংযুক্ত রথ সমূহ মর্দ্দন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২৭]। কোন কোন মহা প্রকাণ্ড পুরুষ হস্তীগণ পুরুষত্ব ও গলিত মদ প্রযুক্ত শুণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্ব সকল নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইল[২৮]। বারণগণের ললাট, পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে অশ্বারোহাদি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত সর্পোপম বিমল তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিপতিত হইতে লাগিল[২৯]।

মহারাজ! ইতস্তত বীরগণের বাহু নিক্ষিপ্ত মহোল্কা সদৃশ বিমল ভীষণ শক্তি সকল লৌহ কবচ ভেদ করিয়া মনুষ্য ও অশ্ব শরীরে নিপতিত হইতে লাগিল। যোধগণ ব্যাঘ্র চর্ম্মাবনদ্ধ নির্ম্মল খড়্গ সকল

কোশ মুক্ত করিয়া শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিল। অনেকে আপনাকে ক্রোধ দ্বারা দন্তে ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক ভয় শূন্য হইয়া সম্মুখে অভিধাবিত ও বাম পক্ষাবলম্বনে অভিগত প্রদর্শন করত খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশ্বধের সহিত আপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন গজগণ শুণ্ড দ্বারা অশ্বগণের সহিত রথ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া ক্রন্দনকারী সকলের শব্দানুসারে চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ! কোন কোন মনুষ্যেরা শঙ্কু-দ্বারা বিদারিত, কোন কোন মনুষ্যেরা পরশ্বধ দ্বারা সংছিন্ন, কোন কোন মনুষ্যেরা হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কোন কোন মনুষ্যেরা তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ, কেহ কেহ বা রথচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবদিগকে আহ্বান করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে পুত্রদিগকে, অনেকে পিতাকে, অনেকে ভ্রাতাদিগকে অনেকে সখাদিগকে, অনেকে মাতুলদিগকে, অনেকে ভাগিনেয়দিগকে, অনেকে অপরাপরকেও আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। বহু মনুষ্যের অন্ত্র বিকীর্ণ, ঊরুদেশ ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদারিত হওয়া প্রযুক্ত তাহাদিগকে জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে দৃষ্ট হইল[৩০-৩৮]। কোন কোন অল্পসত্ত্ব মনুষ্যেরা তৃষ্ণার্ত্ত ও ভূমিতে পতিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিল[৩৯]। অনেকে রুধির সমূহে পরিক্লিশ্যমান হইয়া অতিশয় আত্ম নিন্দা ও আপনার পুত্রদিগকেও সাতিশয় নিন্দা করিতে লাগিল[৪০]। পরস্পর কৃত-বৈর কোন কোন শৌর্য্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণ তৎকালে শস্ত্র পরিত্যাগ বা রোদন করিল না[৪১]; প্রত্যুত সংহৃষ্ট হইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক ভ্রুকুটী কুটিল বক্ত্র দ্বারা পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপর কঠোর চিত্ত মহাবল কোন কোন যোধগণ শর দ্বারা আর্ত্ত, ব্রণ পীড়িত ও ক্লিশ্যমান হইয়াও

নীরব হইয়া রহিল। কোন কোন শূর প্রকাণ্ডকায় হস্তীগণ কর্ত্তৃক বি-রথ, সংক্ষুণ্ণ ও নিপতিত হইয়া অন্যের রথ প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনেকে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল[৪২-৪৫]। অনেকে অনীক মধ্যে ভীষণ রব করিতে লাগিল। সেই মহাবীর-ক্ষয়-জনক ভীষণ সমরে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে নিহত করিতে লাগিল। এই রূপে কুরু পাণ্ডবীয় সৈন্য ক্ষয় পাইতে লাগিল[৪৬-৪৮]। হে ভরতেন্দ্র! সেই মর্য্যাদা শূন্য ভীষণ সমরে পাণ্ডবদিগের সৈনিক-গণ ভীষ্ম সমীপে কম্পিত হইতে লাগিল[৪৯]। যে রূপ চন্দ্রমা মেরু গিরি দ্বারা শোভমান হয়, সেই রূপ মহাবাহু ভীষ্ম তখন মহারথে সমুচ্ছ্রিত রজত ময় পঞ্চতারান্বিত তাল ধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লা-গিলেন[৫০]।

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত-কুলভূষণ! সেই অতি ভয়ানক দিবসে পূর্ব্বাহ্নের বহুল অংশ গত হইল নর বীর ক্ষয়কারী সেই ভীষণ সমরে দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি, ইহারা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন[১-২]। মহারথী ভীষ্ম এই পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য মথিত করিতে লাগিলেন[৩]। চেদী, কাশি, করূষ ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈন্য মধ্যে ভীষ্মের তালধ্বজ বহুধা বিচলিত হইতে দৃষ্ট হইল[৪]। সেই মহাবীর গাঙ্গেয় সমরাঙ্গনে নত-পর্ব্ব মহাবেগশীল ভল্ল সমূহ দ্বারা যুগ ও ধ্বজের সহিত রথ সকল ও যোধগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন[৫]; তখন তিনি যেন রথ-

বক্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কতক গুলি কুঞ্জরগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তনাদকরিতে লাগিল[৬]। তাহা দেখিয়া অভিমন্যু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া পিঙ্গলবর্ণ উত্তম তুরগ সংযুক্ত স্বর্বণ-বিচিত্রিত কর্ণিকার ধ্বজ-শোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের রথ সমীপে গমন করিলেন, এবং ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চ রথি প্রধানের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৭-৮]। সেই বীর ভীষ্মের ধ্বজ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আহত করিয়া ভীষ্ম ও তাঁহার পঞ্চ রক্ষকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন[৯]। কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পঞ্চ বাণ প্রহার করিয়া প্রপিতামহের প্রতি তীক্ষ্ণাগ্র নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন[১০]। পরে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত সম্যক্ প্রযুক্ত এক বাণ দ্বারা দুর্ম্মুখের স্বর্ণ বিভূষিত ধ্বজ আহত করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাবরণ-ভেদী নতপর্ব্ব এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন[১১-১২]। তৎ পরে অগ্রভাগ শাণিত এক ভল্ল দ্বারা কৃপাচার্য্যের স্বর্ণ ভূষিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই মহারথ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ-মুখ শর সমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত লাঘব দেখিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন[১৩-১৪]। ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত রথী ধনঞ্জয়-পুত্রের লক্ষ্যবেধ-নৈপুণ্য হেতু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধনঞ্জয়ের ন্যায় বলবান্ বোধ করিলেন[১৫]। তাঁহার শরাসন তৎকালে লাঘব পথে অবস্থিত ও গাণ্ডীব সদৃশ শব্দায়মান হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় প্রভা ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল[১৬]।

বীর শত্রুহন্তা ধৃতব্রত ভীষ্ম সত্বর অভিমন্যুর সম্মুখস্থ হইয়া বেগ পূর্ব্বক নব-সংখ্য বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে তাড়িত করিলেন এবং তিনি ভল্ল দ্বারা পরম তেজস্বী অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণ দ্বারা তাঁহার সারথিকে আহত করিলেন[১৭-১৮]। সেই রূপ কৃতবর্ম্মা,

কৃপ ও শল্য অভিমন্যুর প্রতি বিবিধ শর প্রহার করিলেন, কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু অকম্পিত মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় কিছুতেই কম্পিত হইলেন না[১৯]। শৌর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় মহারথগণে পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলাগিলেন[২০]। অনন্তর শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের মহাস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া বলবৎ নিনাদ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি শর সমূহ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন[২১]। হে রাজন্! যৎ কালে তিনি সমরে যত্ন সহকারে শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিতেছিলেন; তৎ কালে তাঁহার বাহু দ্বয়ের অসাধারণ বল সকলেরই দৃষ্ট হইতে লাগিল[২২]। এবম্বিধ পরাক্রমশীল সেই বীরের প্রতি ভীষ্মও অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তিনিও ভীষ্ম শরাসন চ্যুত সেই সকল বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন[২৩]। তৎপরে অব্যর্থবাণ সেই বীর নয় বাণ দ্বারা ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দে সাধুবাদ করিয়া উঠিল[২৪]। রজত নির্ম্মিত মহাস্কন্ধ-বিশিষ্ট স্বর্ণ-বিভূষিত সেই তালধ্বজ সুভদ্রা-নন্দনের বাণে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল[২৫]। ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম ভীষ্মের তালধ্বজ সুভদ্রাপুত্রের বাণ দ্বারা পতিত হইতে দেখিয়া সুভদ্রা-নন্দনের হর্ষোৎপাদন নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[২৬]। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সেই মহা রৌদ্র রণ স্থলে বহুল দিব্য মহাস্ত্রের প্রাদুর্ভব করিলেন[২৭]; পরে অমেযাত্মা প্রপিতামহভীষ্ম নতপর্ব্ব সহস্র শর অভিমন্যুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[২৮]। তদনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথী সপুত্র বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কেকয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্যকি এই দশ জন মহারথী রথের সহিত সত্বর হইয়া অভিমন্যুর রক্ষার্থে ধাবিত হইলেন[২৯-৩০]। তাঁহাদিগের বেগে আপতিত হইবার সময়ে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বান ও

সাত্যকিকে নয় বাণ দ্বারা প্রহার করিলেন[৩১] এবং আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যক্ত শাণিত পক্ষযুক্ত এক মাত্র ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা ভীমসেনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩২]। হে নরসত্তম! ভীমসেনের স্বর্ণময় সিংহ ধ্বজ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া রথ হইতে পতিত হইল[৩৩]। তখন ভীমসেন সেই রণ স্থলে শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন[৩৪]।

বিরাট-পুত্র উত্তর মদ্রাধিপতি রাজা শল্যের প্রতি কুণ্ডলীকৃত-শুণ্ড এক হস্তী আরোহণে ধাবিত হইলেন[৩৫]। যখন সেই হস্তিরাজ শল্যের রথে বেগে আপতিত হইতে লাগিল, তখন শল্য তাহার অনুপম বেগ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন[৩৬], পরন্তু সেই নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের রথ যুগের উপর আরোহণ করিয়া পদ দ্বারা তাঁহার সাধুবাহী বৃহৎ চারি অশ্বকে নিহত করিল[৩৭]। রাজা শল্য হতাশ্ব রথে অবস্থিত হইয়া ভুজঙ্গ সদৃশ লৌহময় এক শক্তি উত্তরকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে নিক্ষেপ করিলেন[৩৮]। সেই নিক্ষিপ্ত শক্তি উত্তরের তনুত্রাণ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইল এবং তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্কুশ ও তোমর স্রস্ত হইয়া গেল। তিনি সাতিশয় মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গজস্কন্ধ হইতে পতিত হইলেন[৩৯]। তখন শল্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ বর হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই গজরাজের বৃহৎ শুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৪০]। সেই হস্তীর পূর্ব্বে শর সমূহ দ্বারা মর্ম্ম ভেদ হইয়াছিল, পরে ছিন্ন শুণ্ড হইয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিয়া পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল[৪১]। রাজা মদ্রাধিপতি এতাদৃশ ভীষণ মহৎ কার্য্য করিয়া সত্বর হইয়া কৃতবর্ম্মার উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন[৪২]।

তদনন্তর ভ্রাতা উত্তরকে হত ও শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অব-

স্থিত দেখিয়া বিরাটের অন্যপুত্রশ্বেত ক্রোধে ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। সেই বলশালী ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া মদ্রাধিপতিকে যুদ্ধে হনন করিবার ইচ্ছায় অভিধাবিত হইলেন, চতুর্দ্দিকে মহৎরথ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াও বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের সমীপে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সেই মত্ত হস্তি-সদৃশ বিক্রমশীল শ্বেতকে আপতিত হইতে দেখিয়া মৃত্যুর করাল দন্তের অন্তর্গত মদ্র রাজকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া আপনার পক্ষীয় সপ্ত রথী, শ্বেতকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন[৪৩-৪৭]। হে মহারাজ! কোসলাধিপতি বৃহদ্বল, মগধদেশোদ্ভব জয়ৎসেন, প্রতাপান্বিত শল্য পুত্র রুক্মরথ[৪৮], অবন্তিদেশোদ্ভব বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ দেশোদ্ভব বৃহৎ ক্ষত্রের পুত্র সুদক্ষিণ, সিন্ধু দেশোদ্ভব জয়দ্রথ[৪৯], এই সকল মহাত্মাগণের যেমন জলদে বিদ্যুৎ বিস্ফারিত হইতে দৃষ্ট হয় তদ্রূপ নানাবর্ণ বিচিত্র শরাসন সকল বিস্ফারিত হইতে দৃষ্ট হইল[৫০]। যেমন বর্ষাকালে সমীরণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত মেঘগণ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণকরে, তদ্রূপ তাঁহারা বাণ সকল বর্ষণ করিয়া শ্বেতের মস্তকো পরি পাতিত করিতে লাগিলেন[৫১]। সেনাপতি শ্বেত মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ সপ্তভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদের শরাসন সকল ছেদন করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[৫২]। হে ভারত! অনন্তর সেই সমস্ত মহাবীরগণ তৎক্ষণাৎ অন্যশরাসন সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে শ্বেতের উপর সপ্তবান নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর শ্বেতও সপ্ত ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদের কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৫৩-৫৪]। তখন মহারথগণ সত্বর শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন[৫৫]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অশনি নিস্বন সেই সপ্ত শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া শ্বেত রথের প্রতি গমন করিতে লাগিল[৫৬]; কিন্তু পরমাস্ত্র কোবিদ শ্বেত সপ্ত ভল্ল

নিক্ষেপ করিয়া অর্দ্ধপথে তৎ সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে এক সর্ব্বকায় বিদারণ সাযক গ্রহণ করিয়া রুক্ম রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অশনি সম সেইশর তাঁহার গাত্রে পতিত হইবা মাত্র মহাবীর রুক্ম রথ সাতিশয় ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে নিপতিত হইলেন[৭-৫৯]। সারথি তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া সত্বরে লোক সমক্ষে রথ লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল[৬০]। অনন্তর মহাবাহু শ্বেত পূর্ব্বোক্ত রথিগণের সুবর্ণ বিভূষিত রথধ্বজ ছেদন করিলেন[৬১]। পরে তাঁহাদিগের অশ্ব ও সারথিগণকে বাণ বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের উপর শরবৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক শল্যের রথাভি মুখে ধাবমান হইলেন[৬২]। হে ভারত! সেনাপতিশ্বেত শল্যের রথের প্রতি গমন করিবা মাত্র আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ হল হলাশব্দ সমুত্থিত হইল[৬৩]। তখন মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া বহু সংখ্যক সেনাসমভিব্যাহারে শ্বেতের রথ সমীপে গমন পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপতিত মদ্ররাজ শল্যকে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর লোমাঞ্চ কর তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল[৬৪-৬৫]। আপনার ও শত্রুগণের রথী ও হস্তী সমুদায় পরস্পর আক্রমন করিতে লাগিল। ঐ সময় বৃদ্ধ কুরু পিতামহ ভীষ্ম অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি সৈন্যগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন[৬৬-৬৭]।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর শ্বেত শল্য রথের প্রতি সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ, কি করিয়াছিলেন[১], বিশেষত শান্তনুনন্দন ভীষ্মই বা কি করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়

শ্রেষ্ঠ মহারথগণ মহাবল পরাক্রান্ত সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রসর করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের বল বিক্রম দর্শন করিতে লাগিলেন[২.৩]। তাঁহারা আত্মত্রাণার্থ শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার কাঞ্চন ভূষিত রথ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আপনাদিগের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বহু সংখ্যক লোক সংহার করিল; আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর শান্তনুনন্দন শরাঘাতে বীরগণের মস্তক চ্ছেদন ও রথোপস্থ সকল শূন্য করিতে লাগিলেন। ঐ সূর্য্য সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে সমাচ্ছাদিত করিলেন[৪.৭]। তপন যেমন সমুদিত হইয়া তমোরাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ শান্তনুনন্দন সমর মধ্যে অসংখ্য বীর পুরুষকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়ান্তক সহস্র সহস্র শর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক বীরগণের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল[৮.৯]। যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ শরদ্বারা পর্ব্বতাকার মত্ত মাতঙ্গ সকল বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। রথ রথের উপর পতিত হইতে লাগিল[১০]। অশ্বগণ অশ্বের সহিত রথ বহন করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব পৃষ্ঠে লম্বমান রণ নিহত শরাসন সহিত স্বীয় আরোহীরে বহন করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ তূণীর ধারী বদ্ধপরিকর শতশত বীরগণ ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাতলে বীর শয্যায় শয়ন করিলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কুশল বীরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ধরাতলে পতিত, পুনরুত্থিত ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পর পীড়িত হইয়া রণস্থলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন[১১.১৩]। কনকোজ্জ্বল শরশরাসন সহিত শতশত বীরগণ পরিপীড়িত হইয়া নিহত হইতে লাগিল। তুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতিগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ ক-

রিতে লাগিল[১৫.১৬]। শতশত রথিগণ শত্রু পক্ষীয় রথীদিগকে বাণ দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে রথ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল[১৭]। সারথি নিহত হইবা মাত্র উচ্চ উচ্চ রথ সমুদায় কাষ্ঠের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় ধূলিপটল সমুত্থিত হওয়াতে সমর নিরস্ত ব্যক্তিগণ কেবল শরাসন ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহারা শত্রুর গাত্রস্পর্শ করিয়াও তাহারে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিল না[১৮.১৯]। সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ তুমুল সমরে কর্ণ বিদারী পটহধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে বীরগণের বাণশব্দ এবং কোন বীর পৌরুষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগের পরস্পরের ও ভীষ্ম শরাসনচ্যুত শর নিকর দ্বারা পীড়িত যোধগণের নাম ও গোত্র শ্রবণ গোচর হইল না[২০.২১]। বীরগণের মন কম্পিত হইতে লাগিল[২৩]। ঐ সময় পিতা পুত্রকে জানিতে না পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঋজুগামীবাণ সমূহ দ্বারা রথচক্র ভগ্ন, যুগছিন্ন, ভারবাহী অশ্ব নিহত ও যোদ্ধা সারথি সমভিব্যাহারে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে রথ শূন্যবীরগণ রণস্থলে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া দেখিল যে, তুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতি প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবগণ কেহ ছিন্ন মস্তক কেহ বা মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে[২৪.২৬]। ফলত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর শান্তনুনন্দন শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষ পক্ষের প্রায় কেহই অনাহত রহিল না। মহাবীর শ্বেত ও কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজ পুত্রদিগকে সমরে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি শর নিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রথিগণের মস্তক, অঙ্গদ ভূষিত বাহু, ধনু, রথেষা, রথচক্র, রথ তূণীর, রথযুগ, মহামূল্যছত্র ও পতাকা সমুদায় ছেদন করিলেন। সহস্র সহস্র তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মানবগণ তাঁহার শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতল শায়ী হইল। হে কুরু নন্দন! আমরা সেই সময় শ্বেতের

ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলাম। সমরার্থ সুসজ্জিত কৌরবগণ শ্বেতের শরপাত হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন[২৭-৩২]। পরে আমরা দেখিলাম, সেই সমর-সময়ে একমাত্র নরশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমাদিগের পক্ষে মেরু পর্ব্বতের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতেছেন। যেমন মরীচিমালী প্রভাকর গ্রীষ্মকালে স্বীয় কিরণ জাল দ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর শান্তনুনন্দন শর সমূহ দ্বারা শত্রুকুলের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন[৩৩-৩৫]। বজ্রপাণি পুরন্দর যেমন অসুরগণ নিহত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভীষ্ম শর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন[৩৬]। দুর্য্যোধন প্রিয় চিকীর্ষু মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সমরে জীবিতাশা ও ভয় এককালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পিতা দেব ব্রত ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে কৌরব সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া মহাবেগে শ্বেতের সমীপে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩৭-৪০]। ভীষ্মও তাঁহার প্রতি বহু সংখ্যক শর সন্ধান করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া যদি পাণ্ডবদিগের সেনাগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অসামান্য বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম এক দিনেই তাহাদিগকে ভস্মী ভূত করিতে পারিতেন। হে মহারাজ! বহুক্ষণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম হইলে পরিশেষে মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে সমরে পরাঙ্মুখ করি-

লেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত-চিত্তে বহু সংখ্যক সৈন্য ও রাজগণে পরিবৃত হইয়া সমরে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, শল্য, ইহারা সকলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশানুশারে মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনকে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিধন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সমীরণ যেমন বেগে মহীরুহগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় সংহার করিতে লাগিলেন, মহাবীর বিরাট নন্দন শ্বেত এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ক্রোধ কম্পিত কলেবরে পুনরায় ভীষ্ম সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! তখন বৃত্র ও বাসবের ন্যায় শর প্রদীপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত সেই বীর পুরুষ দ্বয় পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[৪১-৫১]। মহাবীর শ্বেত পরাক্রমশালী ভীষ্মের উপর সপ্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীরে আক্রমণ করে, তদ্রূপ পরাক্রম শালী ভীষ্ম বল পূর্ব্বক শ্বেতকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিলেন। তখন মহাবীর শ্বেত পুনরায় ভীষ্মকে প্রহার করিতে লাগিলেন মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শ্বেতের উপর দশবাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ বিরাট নন্দন শ্বেত ভীষ্মের শর সহ্য করিয়া অচলের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অকম্পিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ভীষ্মের উপর সন্নত পর্ব্ব পঞ্চ বিংশতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন; তদ্দর্শনে সমুদায় লোক চমৎকৃত হইল[৫২-৫৫]। পরে ক্ষত্রিয় নন্দন শ্বেত সহাস্য বদনে সৃক্কণী লেহন করিতে

করিতে নবসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন দশখণ্ড করিলেন। তদনন্তর লোম যুক্ত এক বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাত্মা ভীষ্মের তাঁল ধ্বজের অগ্রভাগ ছেদন করিলেন।

আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের কেতু নিপতিত অবলোকন করিয়া তাঁহারে শ্বেতের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিলেন এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন[৫৬-৫৯]। মহাত্মা ভীষ্মের তালধ্বজ পতিত দেখিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ আপনার সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন; সৈন্যগণ অতি যত্ন সহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। সমরোৎসাহী দুর্য্যোধন তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! শ্বেত অবশ্য বিনষ্ট হইবে; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহাবল পরাক্রান্ত; তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। মহারথগণ দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বাহ্লিক, কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য, শল্য, জরাসন্ধ তনয়, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইহাঁরা সত্বরে চতুর্দ্দিক হইতে শ্বেতের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ শ্বেত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশিত সায়ক সমুদায় দ্বারা সেই বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মৃগেন্দ্র যেমন মাতঙ্গগণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ক্রমে সেই সমুদায় বীরগণকে পরাঙ্মুখ করিলেন[৬০-৬৬]। এবং বহু সংখ্যক সায়ক বর্ষণ করিয়া ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শ্বেতের উপর কঙ্কপক্ষ যুক্ত শানিত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেনাপতি শ্বেত ক্রোধান্বিত হইয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে শরসমূহ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে সর্ব্ববীর প্রধান ভীষ্মকে শ্বেত কর্ত্তৃক নিরা-

কৃত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং ঐ সময় কৌরব পক্ষ বহুতর সৈন্যগণও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভী-ষ্মকে শ্বেতের সায়কে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহারে শ্বেতের বশীভূত ও তৎ কর্ত্তৃক নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন[৬৭-৭১]। হে মহারাজ! তখন আপনার পিতা দেব ব্রত ভীষ্ম স্বীয় ধ্বজ উন্মথিত ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধান্বিত চিত্তে শ্বেতের উপর বহু সংখ্যক শায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিকুল শ্রেষ্ঠ মহাবীর শ্বেত সমরে ভীষ্মের সেই সমুদায় শর নিবারণ করিয়া ভল্ল দ্বারা পুনরায় আপনার পিতার শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য এক বিপুল বলবত্তর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে সুতীক্ষ্ণ বিপুল সপ্তভল্ল যোজন করিয়া চারিটি দ্বারা সেনাপতি শ্বেতের চারিটি অশ্ব, দুইটি দ্বারা ধ্বজ ও একটি দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত অশ্ব ও সারথি শূন্য রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একান্ত ক্রোধ পরবশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পিতামহ ভীষ্ম রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহারে তাড়ন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর শ্বেত সমরে ভীষ্মের চাপচ্যুত শর নিকরে তাড়িত হইয়া স্বকীয় রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক কাল দণ্ড সদৃশ মহাভয়ঙ্কর কাঞ্চন বিনির্ম্মিত শক্তি গ্রহণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে কহিলে-ন[৭২-৮১], হে পুরুষোত্তম শান্তনুনন্দন! ক্ষণকাল অবস্থান পূর্ব্বক আমার পরাক্রম অবলোকন কর। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের হি-তার্থী ও আপনার অহিত চিকীর্ষু মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত এই বলিয়া ভীষ্মের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই কঞ্চুক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ শ্বেত নিক্ষিপ্ত কাল-

দণ্ডোপম শক্তি সন্দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। শক্তি নভস্তল হইতে নিপতিত মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নি শিখার ন্যায় গগণে গমন করিতে লাগিল। আপনার পিতা দেব ব্রত ভীষ্ম তদ্দর্শনে একান্ত অসংভ্রান্ত হইয়া শানিত সপ্তদশ শর দ্বারা সেই উৎকৃষ্ট কাঞ্চন নির্ম্মিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৮২-৮৭]। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর আপনার পুত্রগণের সৈন্যগণ শক্তি নিহত হইল অবলোকন করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কালোপহতচিত্ত বিরাট নন্দন শ্বেত শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ হইলেন। তিনি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে যেন হাস্য করত গদাগ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধ সংরক্ত নয়নে দ্বিতীয় যমের ন্যায় ধাবমান হইলেন। প্রতাপশালী ভীষ্ম সেই গদার বেগ অনিবার্য্য জানিতে পারিয়া আত্ম রক্ষার্থ সহসা রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত নিতান্ত ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া সেই মহাগদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক ভীষ্মের রথো পরি নিক্ষেপ করিলে সেই ভীষণ গদাঘাতে ভীষ্মের রথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব ও যুগন্ধর চূর্ণীকৃত হইল। এদিকে শল্য প্রভৃতি রথিগণ রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে বিরথ অবলোকন করিয়া তৎ সমীপে গমন করিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন কম্পিত করিয়া যেন হাস্য করত মহারথ শ্বেতের সমীপে অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে স্বীয় হিতকরী এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল; হে মহাবাহু ভীষ্ম! শীঘ্র যত্ন কর[৮৮-৯৭]; ভগবান্ বিশ্বযোনি শ্বেতের এই নিধন কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দেবদূতের এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্বেত বধে কৃত নিশ্চয় হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু ও অভিমন্যু প্র-

ভূতি মহারথ সমুদায় রথি শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে সমরে চরণ চারে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম উক্ত মহারথগণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া পর্ব্বত যেমন বারিবেগ নিবারণ করে তদ্রূপ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে নিরুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া গঙ্গা আকর্ষণ পূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার পিতা দেব ব্রত ভীষ্ম দেবদূতের বাক্যে শ্বেতবধে প্রোৎ সাহিত হইয়াছিলেন সুতরাং শ্বেত কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ ও ক্ষণকাল মধ্যে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত মহাবীর শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপ শালী ভীমসেন ভীষ্মকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর ষষ্টিশর নিক্ষেপ করিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! তখন আপনার পিতা মহারথ দেবব্রত ভীষ্ম ঘোরতর শর নিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুকে ও তিন শর দ্বারা অন্যান্য মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সাত্যকির প্রতি একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন[৯৮-১০৯]। এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি বিংশতি ও কৈকেয়ের প্রতি পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পিতা মহাবল পারক্রান্ত দেবব্রত ভীষ্ম এইরূপে শর নিকর দ্বারা সেই মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সাক্ষাৎ কালান্তক যমোপম এক ভীষণ সায়ক তূণীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া শ্বেতের প্রতি সন্ধান করিলেন। দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিসাচ ও রাক্ষসগণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র সুসঙ্গত লোমযুক্ত সায়ক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্তাচল গমনোন্মুখ ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী সেই ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শর মহাবীর শ্বেতের কবচভেদ পূর্ব্বক শ্বেত দেহ হইতে প্রাণ গ্রহণ করিয়া

বহির্গত ও মহাশনির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর শ্বেত ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষ মহারথ ক্ষত্রিয়গণ শোক করিতে লাগিলেন[১১০-১১৬]। এবং কৌরবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দুঃশাসন শ্বেতকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাদিত্র সহকারে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই-রূপে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরবরাগ্রগণ্য বিরাট নন্দন শ্বেত সমরে সমর শোভি ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত হইলে ধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন ও কৃষ্ণ সেনাপতি নিহত হইল নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জ্জন করত বিশ্রাম করিতে লাগিল। পার্থগণ বিমনা হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে শ্বেতের নিধন চিন্তা করিতে করিতে শিবিরে প্রবেশ করি-লেন[১১৭-১২১]।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেনাপতি শ্বেত সমরে নিহত হইলে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিলেন[১]? সেনাপতি শ্বেত সমরে নিহত হইয়াছে। যাহারা তাহার রক্ষার্থে যত্ন করিয়াছে[২], এবং আমাদের পক্ষ জয়লাভ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে; প্রত্যবায় চিন্তা করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না[৩], এবং সমরানুরাগী ক্রোধপরায়ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বথা হৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের সহিত শক্রতা চরণ করিয়া তাঁহারই ভয়ে পুনরায় তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; পরে

তাঁহাদিগেরই প্রতাপে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গমদেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহারে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সদাচার পরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার নিতান্ত ভক্ত ও আশ্রয় বিরাট পুত্র শ্বেতকে কি নিমিত্ত বিনাশ করিল[৪-৭]? বোধ হয় আমার পুত্র হীনমতি দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি কতক গুলি পুরুষাধম কর্ত্তৃক অধঃপাতিত হইয়াছে। দেখ, কুরুকুল তিলক ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ও গান্ধারীর এবং আমার যুদ্ধ পক্ষে অভিলাষ ছিলনা এবং বৃষ্ণিবংশাবতংশ বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব ইহারাও যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি, গান্ধারী, বিদুর, পরশুরাম ও মহাত্মা বেদব্যাস, আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলাম[৮-১১]; কিন্তু সে কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যসন সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কৃষ্ণ সমবেত ধনঞ্জয় শ্বেতের বিনাশ ও ভীষ্মের জয় লাভ সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কি করিয়াছিলেন? অর্জ্জুন হইতে আমার নিতান্ত শঙ্কা হইতেছে; উহা কোন মতেই নিবারণ হয় না[১২-১৩]। মহাবীর কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন অত্যন্ত লঘুহস্ত; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সে শরদ্বারা শত্রুগণকে প্রমথিত করিবে[১৫]। যে বীর সমরে শত্রুগণের উপর অশনি সদৃশ শর নিকর প্রয়োগ করিয়া থাকে, তৎকালে সেই অমোঘ ক্রোধ, বেদবেত্তা, সূর্য্যাগ্নি সদৃশ প্রতাপশালী, ঐন্দ্রাস্ত্রজ্ঞ, লঘুহস্ত, মহেন্দ্র সদৃশ ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয়কে সমরে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া তোমাদের মন কি রূপ হইল[১৬-১৮]? মহাবীর শ্বেতকে সমরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বতন অপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ নিবন্ধন মহাত্মা পাণ্ডব-

গণের মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের অপরাধ মূলক পাণ্ডবগণের ক্রোধচিন্তা করিয়া আমি কি দিবা কি নিশি কখনই শান্তিলাভ করিতে পারি না। যাহা হউক, কিরূপে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর[১৯-২১]। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। এক্ষণে যে বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে, কেবল আপনারই দোষ ইহার মূল; এবিষয়ে দুর্য্যোধনের দোষ আপনার বক্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা জলবহির্গত হইলে সেতু বন্ধন ও গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কূপখননের অভিপ্রায়ের অনুরূপ[২২-২৩]। যাহা হউক, এক্ষণে সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। সেই দারুণদিনের মধ্যাহ্ন সময়ে সেনাপতি শ্বেত ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত হইলে সমর শ্লাঘী বিরাটনন্দন শঙ্খ শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি প্রভূত রথ সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া শক্রশরাসন সদৃশ মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে করিতে শল্যকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সপ্ত মহারথ সেই মত্ত বারণ বিক্রান্ত বিরাট নন্দনকে সংগ্রামে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া শল্যকে মৃত্যুর দ্রংষ্টা হইতে বিমুক্ত করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[২৪-২৯]। কৌসলাধিপতি বৃহদ্বল, মগধদেশোদ্ভব জয়ৎসেন, শল্যপুত্র রুক্মরথ[৩০]। অবন্তি দেশোদ্ভব বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ দেশোদ্ভব সুদক্ষিণ, বৃহৎ ক্ষত্রের পুত্র সুদক্ষিণ, সিন্ধুদেশোদ্ভব-জয়দ্রথ[৩১], যেমন মেঘে বিদ্যুৎ বিস্ফারিত হইতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সকল মহাত্মাগণের নানাধাতু বিচিত্র শরাশন সকল বিস্ফারিত হইতে লাগিল[৩২]। যেমন বর্ষাকালে সমীরণ কর্ত্তৃক মেঘগণ সঞ্চালিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ

তাঁহারা বাণ সকল বর্ষণ করিয়া শঙ্খের মস্তকোপরি পাতিত করিতে লাগিলেন[৩৩]। সেনাপতি শঙ্খ মহাক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ সপ্তভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদের শরাসন সকল ছেদন করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[৩৪]। তখন মহাবাহু ভীষ্ম জলদের ন্যায় সুগভীর গর্জ্জন করিয়া তালতরু সদৃশ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৫]। পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে সমরে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ভয়ে বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল[৩৬]। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বরে শঙ্খের অগ্রসর হইলেন[৩৭]। তদ্দর্শনে সমুদায় যোদ্ধাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। একতেজে অন্যতেজ সম্পৃক্ত হইলে যেরূপ হয়, ভীষ্মার্জ্জুন সমাগমে তদ্রূপ হইয়াছে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল[৩৮]। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর শল্য ও শঙ্খে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে মহাবীর শল্য গদাহস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্খের চারিতুরঙ্গ বিনষ্ট করিলেন[৩৯]। তখন বিরাট নন্দন শঙ্খ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে সেই হতাশ্ব রথ হইতে ধনঞ্জয়ের রথে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিলেন[৪০]। ঐ সময় ভীষ্মের রথ হইতে সত্বর শর নিকর বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষ, ভূমি ও পর্ব্বত সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিল[৪১]। মহাবীর ভীষ্ম সায়ক সমূহদ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন[৪২]। হে মহারাজ! তিনি সমরে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপরিবৃত প্রিয় সম্বন্ধী দ্রুপদের সমীপে গমন পূর্ব্বক শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন বনরাজিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভীষ্মের শর নিকর দ্রুপদের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম সংগ্রামে ধূম শূন্য অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[৪৩-৪৫]। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্মের

শরে পীড়িত হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন দিন করের ন্যায় প্রতাপশালী ভীষ্মকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইল। যেমন গোগণ শীতে পীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করে, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ ভয় ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু রক্ষা করিতে পারে এমন কাহারেও দৃষ্ট করিলেন না[৪৬.৪৮]। হে ভরতনন্দন! এইরূপে সৈন্যগণ হত ও নিরুৎসাহ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল[৪৯]। অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া বিষধর সদৃশ শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৫০]। এবং সায়ক দ্বারা চতুর্দ্দিক একাকার করত একেএকে পাণ্ডব পক্ষীয় রথিগণকে সংহার করিলেন[৫১]। এইরূপে সৈন্যগণ নিহত ও প্রমথিত হইলে ভগবান্ ভাস্কর অস্তগত হইলেন; তখন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না[৫২]। পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে সমরে নিতান্ত পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণকে অবহারার্থ আদেশ করিলেন[৫৩]।

একোন পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ক্রোধ ও ভীষণ পরাক্রম অবলোকন করিয়া আপনার পরাজয় চিন্তায় নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া সমুদায় ভ্রাতা ও রাজগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে বৃষ্ণিনন্দন জনার্দ্দন সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! দেখ, গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভীষণ পরাক্রম ভীষ্ম আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন, আমরা কিরূপে

এই মহাত্মা ভীষ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইব। আমার সৈন্যগণ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুনন্দনকে দর্শন করিয়াও তাঁহার বাণে সমরে আহত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে[১-৬]। বরং ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকে সমরে পরাজয় করা যায়[৭]; তথাপি মহাতেজা মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে কদাপি পরাজয় করা যায় না। অতএব আমি স্বীয়হীন বুদ্ধি প্রভাবে ভেলারহিত অগাধ জলধিজলে নিমগ্ন হইলাম। হে বৃষ্ণি নন্দন কেশব! এই সমুদায় ভূপতিগণকে ভীষ্মরূপ মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা গহনে গমন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে শ্রেয়। হে কৃষ্ণ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাস্ত্র বিৎ ভীষ্ম আমার সেনা সমুদায় সংহার করিবেন[৮-১০]। যেমন পতঙ্গগণ বিনাশ নিমিত্ত প্রজ্বলিত অনলে পতিত হয়, তদ্রূপ আমার সৈন্যগণ আত্ম বিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে[১১]। হে বৃষ্ণি বংশাবতংশ! আমি রাজ্য নিমিত্ত এককালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলাম; আমার মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভ্রাতৃগণ বিপক্ষ পক্ষের শর নিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে[১২]। তাহারা অত্যন্ত সৌভ্রাত্র শালী; তন্নিমিত্তই আমার অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও সুখচ্যুত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! সকলেই জীবনকে বহুজ্ঞান করিয়া থাকে; জীবন অতি দুর্লভ[১৩]। হে কেশব! আমি জীবিত নির্ব্বিশেষে তপশ্চরণ করিব; তথাপি সমরে সমুদায় মিত্র বর্গের প্রাণ বিনাশে কদাপি প্রবৃত্ত হইব না[১৪]। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম দিব্যাস্ত্র দ্বারা আমার বহু সহস্র রথীরে সংহার করিবেন[১৫]। অতএব হে বাসুদেব! এক্ষণে কি কার্য্য করিলে আমার হিত হয়, সত্বরে তাহা স্থির করিয়া বল। মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে উদাসীনের ন্যায় বোধ হইতেছে[১৬]। কেবল মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসরণ পূর্ব্বক একাকী বাহুবীর্য্য প্রদর্শন করত সমরে

প্রবৃত্ত হইয়া বীর ঘাতিনী গদাদ্বারা তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতির মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছে[১৭-১৮]। মহাবীর বৃকোদর অকপট যুদ্ধ করিয়া শতবৎ সরে এই সমুদায় কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত করিতে পারে[১৯]। তোমার সখা ধনঞ্জয় অদ্বিতীয় অস্ত্রবেত্তাঃ কিন্তু সে আমাদিগকে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের শরানলে দগ্ধ অবলোকন করিয়াও উপেক্ষা করিতেছে[২০]। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র সমুদায় বারম্বার প্রযুক্ত হইয়া সমুদায় ক্ষত্রিয় গণকে দগ্ধ করিবে[২১]। হে কৃষ্ণ! ভীষ্মের যেরূপ পরাক্রম তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভূপতিগণ সমভিব্যাহারে আমাদিগকে এককালে উৎসন্ন করিবেন[২২]। অতএব হে যোগেশ্বর বাসুদেব! জলদ যেমন দাবানল প্রশমিত করে; তদ্রূপ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে এমন কোন মহারথের যদি অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবগণ হত শত্রু ও স্ব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পরমাহ্লাদে কালাতি পাত করে[২৩-২৪]। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শোকোপহত চিত্তের ন্যায় বহু ক্ষণ অন্তর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে নিতান্ত শোকার্ত্ত ও দুঃখা বৃতচিত্ত অবলোকন করিয়া পাণ্ডবগণের আহ্লাদ জনক বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না; শোক করা আপনার উপযুক্ত নয়[২৫-২৬]; আপনার ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবল, পরাক্রান্ত ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার প্রিয়কারী। হে রাজসত্তম! স্ব স্ব সৈন্যগণ সমেত এই সমস্ত রাজগণ তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং ইহারা তোমারই ভক্ত। হে মহাবাহো! এই পৃষতনন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্য-রত হইয়া সেনাপতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া-

ছেন; ভীষ্মের মৃত্যু স্বরূপ শিখণ্ডীও তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্য-রত[২৭-৩০]।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সভা মধ্যেই কৃষ্ণের সমক্ষে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন[৩১], ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর, আমার কথিত বাক্য অতিক্রম না হয়[৩২]। বাসুদেবের সম্মতিক্রমে তুমি আমার সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছ। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদাই দেবগণের সেনাপতি ছিলেন[৩৩], হে পুরুষর্ষভ। সেই প্রকার তুমিও পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইয়াছ। অতএব হে পুরুষসিংহ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া কৌরবদিগকে সংহার কর[৩৪]। ভীমসেন, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, দ্রুপদের দায়াদগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যে সকল মহীপালগণ যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন, ইহারা সকলে এবং আমি তোমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইব।

পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত লোককে তত্রস্থ হর্ষিত করত কহিতে লাগিলেন[৩৫-৩৬], হে পার্থ! ভগবান্ ভূতনাথ পূর্ব্বেই আমাকে দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি আমি বদ্ধসন্নাহ হইয়া সমরে দর্পিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ, সকলের সহিতই প্রতিযুদ্ধ করিব। শত্রুতাপন পার্থিবেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্যম সহকারে এই প্রকার ব্যক্ত করিলে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ পাণ্ডব পক্ষীয়েরা হর্ষ, দর্প ও উৎসাহ সহকারে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে পার্থ যুধিষ্ঠির, পৃষত নন্দন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার বলিলেন[৩৭-৩৯], ধৃষ্টদ্যুম্ন! ক্রৌঞ্চারুণ নামে সর্ব্ব শত্রু-পীড়ন একটি ব্যূহ আছে, যাহা দেবাসুর যুদ্ধ কালে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে কহিয়াছিলেন[৪০]; পর সৈন্য বিনাশক সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ যথাবিধানে প্রতিব্যূহিত কর, কৌরব

ও অন্যান্য রাজগণ যাহা পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট করেন নাই, তাহা দৃষ্ট করুন[৪১]।

যে রূপ দেবরাজ বিষ্ণুকে বলেন, সেইরূপ, ধর্ম্মরাজ নরদের যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রত্যূষ কালে ধনঞ্জয়কে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিলেন[৪২]। ধনঞ্জয়ের রথধ্বজ, যাহা পুরন্দরের শাসনানুসারে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কেতু সূর্য্য-পথগামী হইয়া অদ্ভুত মনোরম হইল[৪৩]। ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ পতাকা সমুদায়ে অলঙ্কৃত সেই কেতু, আকাশগত গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় রথ-চর্য্যাতে আকাশ মধ্যে যেন নৃত্যমান হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই রত্ন যুক্ত কেতু, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় দ্বারা ও গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় সেই রত্ন ভূষিত কেতু দ্বারা পরস্পর, যেন সূর্য্য সন্নিহিত ব্রহ্মার ন্যায়, পরমশোভিত হইল। মহতী সেনাতে সমাবৃত মহারাজ দ্রুপদ সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহের মস্তক হইলেন[৪৪-৪৬]। নরপতি কুন্তিভোজ ও চেদিপতি এই দুই রাজা উহার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের সহিত প্রভদ্র, দশার্ণ, অনূপ ও কিরাত দেশীয় রাজ গণ উহার গ্রীবা হইলেন। হে মহারাজ! পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরবক ও নিষাদ প্রদেশীয় নিষাদগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির উহার পৃষ্ঠ হইলেন। ভীমসেন, পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমন্যু ও সাত্যকি ইহারা উহার উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পিশাচ, দরদ, পুণ্ড্র, কুণ্ডীবিষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য, এই সকল দেশীয় যোদ্ধা গণ দক্ষিণ পক্ষ, আর অগ্নিবৈশ্য, গজতুণ্ড, মলদ, দাশকারি, শবর, কুন্তল, বৎস ও নাকুল দেশীয় যোধ গণের সহিত নকুল ও সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন[৪৭-৫৩]। পক্ষভাগে অযুত, শিরোভাগে নিযুত, পৃষ্ঠভাগে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র এবং গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ সন্নিবেশিত হইল।

ইহার চতুর্দ্দিকে চলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ পরিবৃত হইয়া রহিল। কেকয়গণের সহিত বিরাট এবং তিন অযুত রথের সহিত কাশিরাজ ও শৈব্য উহার জঘন দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারতসত্তম পাণ্ডবগণ এই রূপ মহাব্যূহ ব্যূহিত করিয়া বদ্ধসন্নাহ হইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় যুদ্ধের নিমিত্তে অবস্থিত রহিলেন। তখন তাঁহাদিগের রথ ও হস্তীতে মহৎ শ্বেত ছত্র সকল বিমল অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল[৫০-৫৮]।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সুরচিত সেই ক্রৌঞ্চ নামক মহাঘোর অভেদ্য মহা ব্যূহ অবলোকন করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসনাদি সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য বহুল শূরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলেই মহারথ, শাস্ত্রার্থ-কোবিদ এবং নানা শস্ত্র প্রহারে সমর্থ; তোমরা প্রত্যেকেই পাণ্ডু-পুত্রদিগকে নিহত করিতে পার, তবে সকলে মিলিত ও সৈন্য সহ একত্রিত হইয়া যে নিহত করিবে, তাহার আর বক্তব্য কি[১-৫]! অপিচ আমাদিগের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য অপরিমিত; পাণ্ডবগণের ভীম সেনাভি রক্ষিত সেনা পরিমিত[৬]। শক্রঞ্জয়, সুবীর দুঃশাসন, বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও পারিভদ্রকের সহিত সংস্থান, শূরসেন, বিকর্ণ, কুকুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবন দেশীয় বীরগণ সসৈন্য পুরোগামী হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুক[৭-৯]।

মহারাজ! তৎ পরে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের

ব্যূহের প্রতি পক্ষে এক মহা ব্যূহ সজ্জিত করিলেন[১০]। মহতী সেনায় চতুর্দ্দিকে পরিবারিত হইয়া ভীষ্ম, মহাসৈন্য সকল প্রকর্ষণ করত দেবরাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন[১১]। প্রতাপশালী মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরণগণের সহিত ভীষ্মের অনুগামী হইলেন। এবং সর্ব্ব সৈন্যের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোধগণ সমর শোভী ভীষ্মের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। শকুনি স্বকীয় সৈন্যের সহিত, ভরদ্বাজনন্দনকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১২-১৪]। সমস্ত সোদরগণে সমবেত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষান্বিত হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, চামল, কোশল, দরদাশক, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত সুবল নন্দন শকুনিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন[১৫-১৬]। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন[১৭]। সৌমদত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন[১৮]। অশ্বত্থামা, কৃপ, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, ইহারা মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সেনা পৃষ্ঠে অবস্থান করিলেন[১৯]। নানা দেশীয় রাজ গণ, কেতুমান্‌, বসুদান এবং কাশীরাজ পুত্র অভিভূ সৈন্যগণের পৃষ্ঠ গোপ্তা হইলেন[২০]। তদনন্তর ভবৎপক্ষীয় সকলেই হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিলেন[২১]। তাঁহাদিগের হর্ষসূচক সেই সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মও সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাদ্য লেন[২২]। অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, নানাবিধ পেশী ও আনক সমূহ বাদ্য করিতে লাগিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল[২৩]।

অনন্তর, শ্বেতাশ্ব সংযোজিত মহৎরথে অবস্থিত হৃষীকেশ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় হেমরত্ন বিভূষিত স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলে-

ন[২৪]। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহা শঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামে ও সহদেব মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ বাজাইলেন[২৬]। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি[২৭], পাঞ্চালাধিপতি, মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ইহাঁরা সকলে স্ব স্ব মহাশঙ্খ বাদ্য করিলেন, এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[২৮]। সেই সমস্ত বীর গণের সমুদীরিত অতি মহান্ নির্ঘোষ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অনুনাদিত করত তুমুল হইয়া উঠিল[২৯]। মহারাজ! পরস্পর ত্রাসোৎপাদন করত পুনর্যুদ্ধ নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া রহিলেন[৩০]।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! উভয় পক্ষের সৈন্যব্যূহ ঐ রূপ সজ্জিত হইলে প্রধান প্রহারকেরা কি প্রকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে রুচির ধ্বজ সমুদায় সমুচ্ছ্রিত হইলে সেই মহান্ সৈন্য সাগর অবলোকন করিয়া অপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল[২]। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই অগাধ সৈন্যসাগর মধ্যে অবস্থিত হইয়া আপনার পক্ষীয় সেনাগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন[৩]। তখন সৈন্যগণ ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রূরমনে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৪]। অনন্তর আপনার স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের রথী ও হস্ত্যারোহীতে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল[৫]। স্বর্ণপুঙ্খ, সুতেজিত ও অগ্রভাগ অকুণ্ঠিত বাণ সকল রথীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া

নাগ ও অশ্বগণের উপর পতিত হইতে লাগিল[৬]। তাদৃশবিধ সংগ্রাম আরব্ধ হইলে পরিহিত-বর্ম্মা ভীম-পরাক্রম কুরু পিতামহ মহাবাহু বিভু ভীষ্ম শরাশন সমুদ্যত করিয়া মহারথ অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি ও মৎস্যরাজ, এই সকল নর বীরের সমীপে গমন পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৭-৯]। সেই ভীষ্ম বীরের সমাগমে পূর্ব্বোক্ত মহা ব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল; পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্যেরই মহা ব্যতিক্রম সঙ্ঘটিত হইল[১০]। পদাতি, ধ্বজ ধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল হত হইতে লাগিল। রথ-সেনা সকল পলায়ন করিতে লাগিল[১১]।

তখন নর সিংহ অর্জ্জুন মহারথ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ! যেস্থানে পিতামহ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে রথ লইয়া গমন কর[১২]। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, দুর্য্যোধন-হিতৈষী ঐ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সেনা ক্ষয় করিবেন[১৩]। হে মধুসূদন! দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহারা দৃঢ়ধন্বা ভীষ্মের রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবেন, অতএব আমি সৈন্য রক্ষা নিমিত্ত ভীষ্মকে বধ করিব[১৪-১৫]

বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর ধনঞ্জয়! তুমি সযত্ন হও, এই আমি তোমাকে পিতামহ রথ সমীপে লইয়া গমন করি[১৬]।

মহারাজ! কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে এই বলিয়া সেই লোক-বিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথ সমীপে লইয়া গমন করিলেন[১৭]। ধনঞ্জয় চঞ্চল বহু পতাকান্বিত, বলাকাবর্ণ বাজি সংযোজিত, মহা ভীষণ নিনাদকারী বানরাধিষ্ঠিত সমুচ্ছ্রিত কেতু বিরাজিত, আদিত্য কান্তি বিশিষ্ট মহৎ রথী দ্বারা মেঘ গম্ভীর শব্দে শূরসেন ও অন্যান্য কৌরব সেনা ধ্বংস করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন[১৮-১৯]। সিন্ধু, প্রাচ্য, সৌবীর ও

কেকয়গণে সুরক্ষিত শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, রণস্থলে শূরগণকে ত্রাসিত ও নিপাতিত করিতে করিতে বেগ-সহকারে আগমনশীল প্রভিন্ন বারণের ন্যায় দ্রুতবেগে আগচ্ছন্ত সেই সুহৃদ্‌গণের হর্ষবর্দ্ধন ধনঞ্জয়ের সম্মুখে সহসা প্রত্যুদ্গত হইলেন। মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রথী গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইতে পারে?

পরে ভীষ্ম সপ্ত সপ্ততি নারাচ, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চাশত, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নব, সিন্ধুরাজও নব এবং শকুনি পঞ্চ শর ও বিকর্ণ দশ ভল্ল দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জ্জুন, চতুর্দ্দিক্ হইতে শাণিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও ভিদ্যমান অচলের ন্যায় ব্যথিত হইলেন না। সেই অমেয়াত্মা কিরীটী ভীষ্মকে পঞ্চবিংশতি, কৃপকে নব, দ্রোণকে ষষ্টি, বিকর্ণকে তিন, শল্যকেও তিন এবং রাজা দুর্য্যোধনকে পঞ্চ বাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু, ইহাঁরা ধনঞ্জয়ের নিকট পরিবৃত হইলেন। তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত, ভীষ্মের প্রিয় কার্য্যরত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের নিকট সমাগত হইলেন। পরন্তু রথি-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সত্বরে অর্জ্জনের উপর অতি নিশিত অশীতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন, তাহা দেখিয়া আপনার পক্ষীয়গণ হর্ষ সহকারে চিৎকার করিয়া উঠিল। পরে রথিশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়, সেই হর্ষোৎফুল্ল যোধগণের নিনাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রহৃষ্টের ন্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রবরদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া ধনুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন, সমরে স্বসৈন্য দিগকে পার্থ দ্বারা পীড্যমান অবলোকন করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি

এবং দ্রোণ রথী গণের প্রধান, আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিতে এই বলী পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত, আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নিপাতিত করত আমাদিগের মূল কৃন্তন করিতে লাগিলেন[২০.৩৬]। এই কর্ণ আমার একান্ত হিত চিকীর্ষু হইয়াও কেবল আপনার নিমিত্তই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন[৩৭]। অতএব যাহাতে ফাল্গুন হত হয়, আপনি এমত উপায় করুন।

মহারাজ! আপনার পিতা দেবব্রত ভীষ্ম এই রূপে দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া, 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ধিক্' বলিয়া পার্থের রথ সমীপে গমন করিলেন। পার্থিবগণ সেই উভয় বীর পুরুষকেই শ্বেতাশ্ব যোজিত রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া অত্যন্ত সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। দ্রোণপুত্র, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরা সকলে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া মহাযুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল। গঙ্গানন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের উপর নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন[৩৮.০২], অর্জ্জুনও মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে প্রতি বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সমর-শ্লাঘী অর্জ্জুন সহস্র শর প্রয়োগ করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্মও তখন শর জাল দ্বারা অর্জ্জুনের সেই শরজালকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই যুদ্ধানন্দিত, উভয়েই পরম হর্ষ সহকারে পরস্পর কৃত প্রতীকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষ রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যে সকল শর জাল ভীষ্ম শরাসন হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিল, তাহা অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ও শীর্য্যমাণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই প্রকার যে সকল শরজাল অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিল, তাহা ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল।

অর্জ্জুন পঞ্চবিংশতি শানিত শরে ভীষ্মকে প্রহার করিলেন[৪৩ ৪৮], ভীষ্মও নব সংখ্য বাণে পার্থকে প্রহার করিলেন। সেই অরিন্দম দুই বীর পরস্পর অবলীলা ক্রমে পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথের ঈশা ও চক্র বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বীরবর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন সারথি বাসুদেবের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্ম চাপ চ্যুত বাণ ত্রয়ে বিদ্ধ হইয়া সেই রণ স্থলে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। অর্জ্জুন মাধবকে নির্ব্বিদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের সারথিকে শানিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে সেই দুই বীর সযত্ন হইয়াও পরস্পর রথ মধ্য হইতে পরস্পরকে লক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন না, কেন না উভয়েই সারথির নৈপুণ্য সামর্থ্য বশত লাঘব প্রযুক্ত রথের বিবিধ বিচিত্র মণ্ডলকারিত গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রহার করিবার অবকাশ অনুসন্ধানে পুনঃপুন ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং সিংহ রব সহকারে শঙ্খ শব্দ ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শঙ্খ ধ্বনি ও রথনেমি নিনাদে ভূমণ্ডল সহসা বিদীর্ণ, কম্পিত ও অনুনাদিত হইল। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের সদৃশ, শূর ও বলবান্, উভয়ের মধ্যে কেহই কিছু মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইলেন না। কৌরব পক্ষীয়েরা তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে কেবল ভীষ্মের রক্ষার্থে সমীপে গমন করিলেন, তাহা কেবল ভীষ্মের চিহ্ন মাত্র দ্বারা; সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও পার্থের চিহ্ন মাত্র দ্বারাই তাঁহার রক্ষার্থে সমীপস্থ হইলেন। মহারাজ! সেই নরসিংহ দ্বয়ের সমরে তাদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া সকল প্রাণীই বিস্ময়াপন্ন হইল। যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি কেহ পাপ দর্শন করিতে পায় না, সেই প্রকার কেহই সেই রণ স্থলে তাহাদি-

গের রন্ধ্র দর্শনে সমর্থ হইল না। উভয়েই কখন শরজালে অদৃশ্য, কখন বা অতি শীঘ্র প্রকাশিত হন।

উভয়ের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তত্রস্থ দর্শক দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ, পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এই দুই সংরব্ধ মহারথকে সমস্ত লোক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়াও সমরে পরাজয় করিতে কোন্ প্রকারে সমর্থ নহে। লোক মধ্যে এই যুদ্ধ আশ্চর্য্যভূত অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এতাদৃশ যুদ্ধ কখনই আর হইবার সম্ভাবনা নাই। ভীষ্ম অশ্ব সংযুক্ত রথের সহিত চাপহস্তে রণ স্থলে বাণ প্রবপন করিতে থাকিলে, ধীমান্ পার্থ উহাঁকে সমরে কোন ক্রমেই জয় করিতে পারিবেন না। সেই রূপ ভীষ্মও দেবগণেরও দুরাসদ ঐ ধনুর্দ্ধর পার্থের সহিত সমরে জয়ী হইতে উৎসাহ করিতে পারেন না। ইহাঁরা যদি প্রলয় কাল পর্য্যন্তও যুদ্ধ করেন, তথাপি এই যুদ্ধ সমান রূপেই হইতে থাকিবে[৬৭-৬৮]। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সময়ে এই রূপ স্তুতি বাক্য ইতস্তত প্রচারিত হইতে শ্রুত হইল[৬৯]।

মহারাজ! উহাঁদিগের উভয়ের পরাক্রম প্রকাশ সময়ে আপনার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল[৭০]। উভয় পক্ষীয় শূরগণই শাণিত-ধার খড়্গ, পরশ্বধ, বহুবিধ বাণ ও অন্যান্য শস্ত্র সমুহ দ্বারা পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। সেই সুদারুণ ঘোর সমরে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও মহান্ সমর ব্যাপার হইতে লাগিল[৭১-৭২]।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহেষ্বাস দ্রোণ ও পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন

কি প্রকারে সযত্ন হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বল[১]। সঞ্জয়! যখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডবগণ হইতে যুদ্ধে পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন পৌরুষ অপেক্ষা অদৃষ্টকেই প্রধান মানিতে হইবে[২], নতুবা ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত চরাচর সংহার করিতে পারেন, তিনি সমরে পাণ্ডব সাগর হইতে কি নিমিত্ত উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না[৩]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও পাণ্ডবদিগকে সমরে জয় করা অসাধ্য। সম্প্রতি এই মহাভয়ানক যুদ্ধের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করুণ[৪]। আচার্য্য দ্রোণ বিবিধ বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ নীড় হইতে নিপাতিত করিলেন[৫], তৎ পরে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটী উত্তম শায়ক দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে পীড়িত করিলেন[৬]। তদনন্তর বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য বদনে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া নবতি সঙ্খ্য শাণিত শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[৭]। পরে অপরিমেয়াত্মা প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ক্রোধ পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন[৮]; এবং ইন্দ্রের অশনি-সমস্পর্শ ও দ্বিতীয় যম দণ্ড স্বরূপ একটি ভয়ঙ্কর শর ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন[৯]। দ্রোণের সেই বাণ সন্ধান সন্দর্শন করিয়া সমস্ত সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল[১০]। মহারাজ! সেই স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ দেখিলাম যে, সেই বীর একাকী, অচলের ন্যায়, অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১১] এবং আপনার মৃত্যু স্বরূপ আগম্যমান সেই প্রদীপ্ত মহা ঘোর বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং দ্রোণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১২]। ধৃষ্টদ্যুম্নের এই রূপ অতি দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[১৩]। পরে সেই পরাক্রমশীল মহাবীর, দ্রোণের

নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্ণ-বৈদূর্য্য-ভূষিত মহাবেগশীল এক শক্তি দ্রোণের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন[১৪]। ভরদ্বাজ-নন্দন যেন হাসিতে হাসিতে সেই কনক ভূষিত পতন্ত শক্তি তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১৫]। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শক্তি নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন[১৬]। মহাযশা দ্রোণ তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া শরাসনের মধ্য স্থান ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১৭]। মহা যশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছিন্ন হইলে, তিনি গিরিসারময় ভার বিশিষ্ট এক গদা দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[১৮]। সেই গদা তাঁহার করমুক্ত হইয়া দ্রোণ বিনাশের নিমিত্তে গমন করিতে লাগিল; কিন্তু এই স্থলে দ্রোণের অদ্ভুত বিক্রম অবলোকন করিলাম[১৯], তিনি রথচালনা কার্য্যে লাঘব নৈপুণ্য হেতু সেই সুবর্ণ ভূষিত গদা বিফল করিলেন। গদা বিফল করিয়াই শিলাশাণিত সুশাণিত সুপীত স্বর্ণপুঙ্খ কতক গুলি ভল্ল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল ভল্ল তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল[২০-২১]। পরে মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমরে পরাক্রম-পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া পাঁচটি বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[২২] অনন্তর উভয় নর বীরই রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া বসন্ত কালের পুষ্পিত বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[২৩]। মহারাজ! তৎ পরে দ্রোণ ক্রোধ পরবশ হইয়া চমূমুখে পরাক্রম সহকারে দ্রুপদ-পুত্রের শরাসন পুনর্ব্বার ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৪]। পরে তাঁহার শরাসন ছিন্ন হইলে অমেয়াত্মা দ্রোণ, পর্ব্বতের উপর মেঘের জল বর্ষণের ন্যায়, সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ তাঁহার উপর বর্ষণ করিলেন[২৫]। তৎ পরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তৎ পরেই চারিটি শাণিত শরে তাঁহার রথের চারিটি অশ্ব নিপাতিত করিলেন, এবং সিংহনাদ ক-

রিয়া উঠিলেন। তাহার পরেই আবার অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হস্ত হইতে শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন[২৬,২৭]। ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব হত হইলে তিনি মহৎ পৌরুষ প্রকাশ করত গদা হস্তে করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২৮]। কিন্তু রথ হইতে অবরোহণ না করিতেই দ্রোণ সত্বর হইয়া কতকগুলি শর দ্বারা তাঁহার গদা বিনাশিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[২৯]। তদনন্তর বলশালী সুভুজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত চন্দ্র যুক্ত মনোরম সুবিপুল চর্ম্ম ও বিপুল দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া, মত্ত হস্তীর প্রতি মাংসার্থী সিংহের ন্যায়, দ্রোণের বধাভিলাষে বেগে ধাবমান হইলেন[৩০,৩১]। তখন ভরদ্বাজ-নন্দনের বাহু দ্বয়ের বল, অস্ত্র প্রয়োগ লাঘব ও পৌরুষ আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম[৩২]। ঐ মহাবীর বাণ বর্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারিত করিলেন, তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদৃশ বলবান্ হইয়াও দ্রোণ সমীপে গমন করিতে পারিলেন না[৩৩], ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহারথ হস্ত লাঘব সহকারে চর্ম্ম দ্বারা দ্রোণ বিমুক্ত শর নিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন[৩৪]। অনন্তর মহাবল মহাবাহু ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদ-পুত্রের সাহায্য নিমিত্ত তথায় আপতিত হইলেন[৩৫]। তিনি শাণিত সপ্ত সংখ্যক বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, তৎ পরেই সত্বর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে আরোহণ করাইলেন[৩৬]। হে মহারাজ তদনন্তর দুর্য্যোধন বৃহৎ এক সৈন্য দল যুক্ত কলিঙ্গরাজকে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষার্থে আদেশ করিলেন[৩৭]। কলিঙ্গরাজের ভয়ানক মহতী সেনা আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল[৩৮]। রথি প্রধান দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া সমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন[৩৯]। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমরে ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন করিলেন। তৎ পরে মহাত্মা ভীমের সহিত কলিঙ্গ সৈন্যদিগের তুমুল,

লোমহর্ষণ, ভয়ানক, জগৎ ক্ষয়কর ঘোর-রূপ সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল[৪০.৪১]।

দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ সেনা দল সহিত, দুর্য্যোধনের সমাদিষ্ট হইয়া, দণ্ড হস্ত কৃতান্তের ন্যায় গদা হস্তে সমরে বিচরণকারী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবল ভীমসেনের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন[১.২]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবল পরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ আপনার পুত্রের নিকট তাদৃশ আদিষ্ট হইয়া মহতী সেনা লইয়া ভীমের রথ সমীপে গমন করিলেন[৩]। ভীমসেন চেদিগণের সহিত, তুরঙ্গ মাতঙ্গ শতাঙ্গ সম্পন্ন গৃহীত-মহাস্ত্র-সমুহ কলিঙ্গ দেশীয় মহৎ সৈন্য দল ও নিষাদ-তনয় কেতুমান্‌কে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন[৪-৫]। রাজা কেতুমানের সহিত শ্রুতায়ুও ক্রুদ্ধ ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে ভীম সমীপে আগমন করিলেন[৬]। কলিঙ্গাধিপতি অনেক সহস্র রথীর সহিত এবং নিষাদগণ ও অযুত গজের সহিত কেতুমান্, ভীমসেনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। চেদি, মৎস্য, করূষ ও রাজগণের সহিত ভীমসেন সমরে নিষাদগণের উপর ধাবিত হইলেন। তদনন্তর যোধগণ পরস্পর হননেচ্ছায় ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ভয়ানক ঘোর রূপ যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাজ! যে প্রকার দানব সেনাগণের সহিত সুররাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিপক্ষ দলের সহিত ভীমসেনের সহসা ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই মহৎ সৈ-

ন্যের সংগ্রাম সময়ে গর্জ্জিত সাগরের ন্যায় মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। মহারাজ! যোধগণ পরস্পর ছেদন করাতে সমস্ত পৃথিবী যেন মাংস শোণিতের চিতা করিয়া তুলিল, জিঘাংসা বশত সমর দুর্জ্জয় শূরগণের স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান থাকিল না,—তাহারা স্বপক্ষ হইয়া স্বপক্ষদিগকেই প্রহার করিতে আক্রম করিল। বহু সংখ্য নিষাদ ও কলিঙ্গগণের সহিত অল্প সংখ্য চেদি যোধগণের অতি মহান্ সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবল চেদিগণ যথা শক্তি পৌরুষ প্রকাশানন্তর ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইল। পরন্তু চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাবল ভীমসেন সমুদায় কলিঙ্গগণে সমাবৃত ও আক্রান্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন না, স্বকীয় বাহুবলকেই আশ্রয় করিয়া রণ মগ্ন থাকিলেন।

মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর মুহূর্ত্ত মাত্র ও স্বকীয় রথোপস্থ হইতে বিচলিত হইলেন না[৭-১৭]; প্রত্যুত কলিঙ্গ সৈন্যগণকে সুশাণিত বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কলিঙ্গরাজ ও শক্রদেব নামে বিখ্যাত তাঁহার পুত্র, ইহারা উভয়েই ভীমের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বৃকোদর স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়ে মনোহর শরাসন বিকম্পিত করত শক্রদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শক্রদেবও সমরে বহু সায়ক নিক্ষেপ করত ভীমসেনের অশ্ব চতুষ্টয় বিনাশ করিলেন। তখন অরিন্দম ভীমসেনকে বিরথ অবলোকন করিয়া শক্রদেব শাণিত বাণ বিকিরণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। জলদ যেমন বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করে, সেই রূপ মহাবল শক্রদেব তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ঘোটক-বিহীন রথে অবস্থিত হইয়াই সর্ব্বশৈক্যায়সী গদা শক্র দেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! সেই নিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা কলিঙ্গ-

রাজ-পুত্র ধ্বজ ও সারথির সহিত নিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ! কলিঙ্গাধিপতি, আত্ম পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সহস্র সহস্র রথী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু বৃকোদর ভীষণ কার্য্য করিবার অভিলাষে গদা পরিত্যাগ করিয়া হেমময় অর্দ্ধচন্দ্র ও বহুল নক্ষত্রে নিচিত অনুপম এক আর্ষভ চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তৎ পরে কলিঙ্গরাজ ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া ভীমের বধাভিলাষে ধনুর্গুণ মার্জ্জন পূর্ব্বক আশীবিষ বিষ সদৃশ এক ভয়ানক শর গ্রহণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[১৮-২৯]। সেই প্রেরিত শাণিত শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেন সেই বিপুল খড়্গ দ্বারাই তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩০], এবং আপনার সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করত হর্ষ সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর কলিঙ্গরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক শিলা শাণিত চতুর্দ্দশ তোমর ভীমের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু পাণ্ডব শূন্যপথস্থ সেই তোমর সকল গাত্র-সংলগ্ন না হইতে হইতেই অবলীলা ক্রমে শ্রেষ্ঠ খড়্গ দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রণ মধ্যে সেই চতুর্দ্দশ বাণ ছেদন করিয়া কলিঙ্গরাজ-পুত্র ভানুমানকে লক্ষ্য করত ধাবিত হইলেন, ভানুমান্ও বাণ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করত নভস্তল নিনাদিত করিয়া বলবৎ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মহাসমরে মহাবীর বৃকোদর ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া মহোচ্চ স্বরে মহাশব্দ করিতে লাগিলেন, সেই শব্দে কলিঙ্গ সেনা ত্রাসান্বিতা হইল[৩২-৩৬] এবং সমরে ভীমকে মানুষ বলিয়া মনে করিল না। মহারাজ! তৎপরেই অসিধারী ভীমসেন বিপুল শব্দ করত বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান করিয়া ভানুমানের

নাগরাজের দন্ত দ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই গজরাজের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিবা মাত্র কলিঙ্গরাজ পুত্র ভানুমান্ এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, এবং মহাবীর বৃকদরও সেই মহাখড়্গ দ্বারা শক্তি দ্বিধা করিয়া ভানুমানের দেহের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩৭-৩৯]। অরিন্দম বৃকোদর তাঁহার মধ্যভাগ ছেদন করিয়াই সেই গুরুভার সহ খড়্গ নিকটবর্ত্তী গজস্কন্ধে পাতিত করিলেন[৪০]। গজযূথপতি ছিন্নস্কন্ধ ও আরুগ্ন হইয়া নিনাদ করিতে করিতে, সানুমান্ পর্ব্বতের সিন্ধু বেগ দ্বারা পতনের ন্যায়, পতিত হইল[৪১]। হস্তী পতিত না হইতে হইতেই বদ্ধ-সন্নাহ অদীন-সত্ত্ব ভরত-নন্দন মহাবীর ভীম খড়্গ হস্তে গজ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন[৪২], এবং নির্ভীক হইয়া গজ সকল নিপাতিত করিতে করিতে রণ স্থলে বহুল পথ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহাকে, ভ্রমন্ত অগ্নি চক্রের ন্যায়, সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল[৪৩]। কখন ঘোটক বৃন্দ, কখন বহুল হস্তী, কখন রথসৈন্য, কখন বা পদাতি সঙ্ঘ নিহত করত শোণিত সিক্ত হইয়া সর্ব্ব স্থলেই বিচরণ করিতে লাগিলেন[৪৪]। রণ কালে উৎকট বলশালী ও মহাবেগবান্ হইয়া অশ্ব, পদাতি, রথী ও গজ যোধীদিগের দেহ ও মস্তক শিত ধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে করিতে যেন শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিপক্ষ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সহায় বিহীন ও পদচারী হইয়াও ক্রোধভরে কালান্তক যম সদৃশ হইয়া শত্রুগণের ভয় বর্দ্ধন করত সেই সকল শূরদিগকে মোহিত করিতে লাগিলেন। যখন তিনি মহা সমরে বেগ সহকারে খড়্গ হস্তে বিচরণ করেন, তখন মূঢ়েরাই নিনাদ করত তাঁহার সম্মুখ যুদ্ধার্থে ধাবিত হইতে লাগিল। শত্রুমর্দ্দন মহাবীর বৃকোদর রথী গণের রথের ঈষা ও যুগ ছেদন করিয়া রথী দিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সংগ্রাম স্থলে বহুল বর্ত্মে বিচরণ করিতে দৃষ্ট হইল,

—তিনি ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ, এই সকল গতি বিশেষ রণস্থলে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন[৪৫.৫০]। মহাত্মা ভীমসেনের খড়্‌গে ছিন্ন হইয়া কোন কোন হস্তী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কোন কোন হস্তী মর্ম্ম স্থানে ভিন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল[৫১]; কোন হস্তীর দন্ত ও শুণ্ডাগ্র ভাগ ছিন্ন, কোন কোন নাগের কুম্ভ বিদীর্ণ হইলে, উহারা বোধ বিহীন হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই হনন করিতে লাগিল এবং মহারবে নিনাদ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ! তোমর সকল, হস্তীপকের মস্তক সকল, বিচিত্র পরিস্তোম, কনকোজ্জ্বল বন্ধন রজ্জু, গজ কণ্ঠভূষণ, শক্তি, পতাকা, মুদ্গর, তূণীর, যন্ত্র, বিচিত্র শরাসন, শুভ্র অগ্নি দণ্ড, তোত্র, অঙ্কুশ, বিবিধাকার ঘণ্টা, হেমগর্ভ খড়্গামুষ্টি ও সাদিগণকে রণ ক্ষেত্রে পতিত ও পতিত হইতে দেখিলাম[৫২.৫৬]। নিহত হস্তীগণ এবং হস্তীগণের ছিন্ন গাত্রের পূর্ব্বভাগ ও ছিন্ন শুণ্ড দ্বারা যেন পতিত পর্ব্বত সমূহে সেই রণ ভূমি পরিব্যাপ্তা হইল[৫৭]।

নরসিংহ ভীমসেন, এই রূপে সমরে মহানাগ সকল সংহার করিয়া অশ্ব ও প্রধান প্রধান অশ্বারোহীদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন[৫৮], এই যুদ্ধ উভয় পক্ষেরই ঘোরতর হইল। সেই মহাসমরে বিচিত্র বল্‌গা কনকোজ্জ্বল বন্ধন রজ্জু, চিত্রকম্বল, প্রাস, মহামূল্য ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আভরণ সকল ছিন্ন ও পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই বীর বিচিত্র প্রোথ যন্ত্র ও বিমল শস্ত্র সমূহে পৃথিবীতল সমাকীর্ণ করিলেন, তাহাতে পৃথ্বীতল যেন কুমুদ সমূহে ধবল বর্ণ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গাঘাতে কোন কোন রথীদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন। যশস্বী বৃকোদর রণ ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পুনঃপুন উৎপতন, ধাবন এবং বিচিত্র পথ সৃজন

পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া জনগণকে বিস্ময়াপন্ন করিতে লাগিলেন। কোন কোন যোধগণকে পদাঘাতে নিহত, কোন কোন যোধগণকে আক্ষেপণ করিয়া প্রোথিত, অপর কতক গুলিকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন, অন্যান্য কতক লোকদিগকে গর্জ্জন শব্দে ভয়ার্ত্ত ও কতক যোধদিগকে উরুবেগে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন[৫৯-৬৫]। অনেকে সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীম মূর্ত্তি ভীমসেনকে দর্শন করিবা মাত্র ভয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং বহুল বলবান্ কলিঙ্গ সৈন্য চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল।

মহারাজ! ভীমসেন শ্রুতায়ুকে কলিঙ্গ সেনার অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া তাঁহার উপর ধাবমান হইলেন। অমেয়াত্মা কলিঙ্গাধিপতি, ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্যভাগে নব সংখ্য শর বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন কলিঙ্গ বানে অভিহত হওয়াতে অঙ্কুশ পীড়িত হস্তী সদৃশ হইয়া ক্রোধে ইন্ধন প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে সারথি অশোক, হেম পরিষ্কৃত রথ আনয়ন করিয়া ভীমসেনের সমীপে উপস্থিত করিল। শত্রুসূদন কুন্তীপুত্র সত্বর রথারোহণ করিয়া ' তিষ্ঠ তিষ্ঠ ' বলিতে বলিতে কালিঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর বলবান্ শ্রুতায়ু সংক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত শাণিত বাণ সমূহ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কলিঙ্গরাজের চাপবর বিনির্ম্মুক্ত শাণিত নব সংখ্যক বাণে অত্যন্ত সমাহত হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় সাতিশয় কোপিত হইলেন[৬৬-৭৪]। বলি-প্রধান ভীম ক্রোধ বশত এক বলবৎ শরাসন আয়ত্ত করিয়া লৌহময় সপ্ত সংখ্য শর দ্বারা কালিঙ্গকে হনন করিলেন[৭৫], এবং তাঁহার সত্যদেব ও সত্য নামে দুই জন বলবান্ চক্র-রক্ষককে দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করিলেন[৭৬]। তদনন্তর অমেয়াত্মা বৃকোদর, শাণিত তিন না-

রাচ দ্বারা কেতুমানকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন[৭৭]। তদবলোকনে কালিঙ্গ ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধ পরবশ হইয়া বহু সহস্র সৈন্য লইয়া অমর্ষণ ভীমের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন[৭৮]। শত শত কালিঙ্গগণ শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশ্বধ সমূহে ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন[৭৯]। মহাবল ভীম সমুত্থিত শর বৃষ্টি নিবারণ করিয়া বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া সপ্ত শত বীরকে যম ভবনে পাঠাইলেন এবং পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ দুই সহস্র কালিঙ্গকে মৃত্যু লোকে প্রেরণ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। ভীমপরাক্রম ভীম এই রূপে পুনঃপুন বহুল কলিঙ্গ সৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীম কর্ত্তৃক হতারোহী ও শরার্ত্ত হইয়া, বাত নিহত মেঘের ন্যায়, অনীক মধ্যে নিনাদ করিতে করিতে স্বকীয় সৈন্য সকল মর্দ্দন করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল[৮০-৮৪]। তদনন্তর বলশালী খড়্গপাণি মহাবাহু ভীম হর্ষ সহকারে মহা নির্ঘোষ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[৮৫]। তাহাতে সমস্ত কালিঙ্গদিগের চিত্ত কম্পিত ও মোহ উপস্থিত হইল[৮৬]। সর্ব্ব স্থলেই গজেন্দ্র সদৃশ বৃকোদর দ্বারা সৈন্য গণ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বাহন গণ মল মুত্র পরিত্যাগ করিল[৮৭]। তিনি রণস্থলে বহুল পথে ইতস্তত ধাবন ও উৎপতন-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া বিপক্ষ দলের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন[৮৮]। যে প্রকার বৃহৎ সরোবর কুম্ভীর দ্বারা আলোড়িত হয়, তদ্রূপ কালিঙ্গ সৈন্য ভীমসেন ভয়ে ত্রাসান্বিত ও বাধা-শূন্য হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল[৮৯]।

সমস্ত কালিঙ্গ বীর যোধগণ, অদ্ভুতকর্ম্মা বৃকোদর কর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া ইতস্তত গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত হইলে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'যুদ্ধ কর' বলিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে সংগ্রাম করিতে আদেশ করিলেন[৯০-৯১]। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ সে-

নাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহারপটু রথি সৈন্যের সহিত, ভীমের সমীপে আগমন করিলেন[৯২]। পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজও মেঘবর্ণ মহানাগ সৈন্যের সহিত, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত হইলেন[৯৩]। ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ব পক্ষ সমস্ত সেনাকে আদেশ করিয়া বীর পুরুষগণে সমাবৃত হইয়া ভীমসেনের পার্শ্ব ভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৯৪]। পাঞ্চাল রাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম ও সাত্যকি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তদ্‌ভিন্ন অপর কেহ জগতে প্রিয়কারী নাই[৯৫]। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু অরিসূদন ভীমসেনকে কলিঙ্গ সেনা মধ্যে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া হর্ষ সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৯৬.৯৭]। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সদৃশ ঘোটক যোজিত হেম পরিষ্কৃত রথের রক্ত কাঞ্চন ধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বস্ত হইলেন[৯৮]। অমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীমসেনকে কালিঙ্গ গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন[৯৯]। জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ শিনি-পৌত্র পুরুষ-প্রবর সাত্যকি, দূর হইতে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদর কালিঙ্গ যোধগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত সন্দর্শন করিয়া সত্বরে তথায় গমন-পূর্ব্বক উভয়ের পার্শ্ব রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন[১০০-১০১]। তিনি চিত্ত ক্রূরতা অবলম্বন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন[১০২]। তখন ভীমও কালিঙ্গদিগের মাংস শোণিত দ্বারা কর্দ্দমময়ী ও রুধির দ্বারা স্রোতস্বতী নদী প্রাবর্ত্তিতা করিলেন[১০৩]। পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহাবল ভীমসেনই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্তে দুস্তরণীয় কলিঙ্গ সেনা মধ্যে সন্তরণ করিতে লাগিলেন[১০৪]।

মহারাজ! ভীমসেনকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া আপনকার পক্ষীয় যোধগণ উচ্চ শব্দে এই রূপ বলিতে লাগিলেন, 'সাক্ষাৎ কাল ভীম রূপে কালিঙ্গগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন[১০৫]। তদনন্তর

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম রণ স্থলে সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যূহিত সৈন্যে সমাবৃত ও সত্বর হইয়া ভীমের নিকট আগত হইলেন[১০৬]। তখন সাত্যকি, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের হেমপরিষ্কৃত রথ সমীপে ধাবমান হইলেন[১০৭]। তাঁহারা সকলে গঙ্গা-পুত্রকে বেগ সহকারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রত্যেকে তিন তিন বাণে সহসা ভীষ্মকে প্রহার করিলেন[১০৮]। আপনার পিতা দেবব্রতও সেই যত্নবান্ মহাধনুর্দ্ধরদিগের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন[১০৯]। পরে সহস্র শর দ্বারা মহারথীদিগকে নিবারিত করিয়া ভীমের কাঞ্চনবর্ম্মিত অশ্বদিগকে শর দ্বারা নিহত করিলেন[১১০]। প্রতাপান্বিত বৃকোদর সেই অশ্ব বিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক গঙ্গা-নন্দনের রথের উপর বেগ সহকারে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন[১১১]। আপনার পিতা দেবব্রত সেই শক্তি আগত না হইতে হইতেই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং তাহা ভূতলে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইল[১১২]। মনুষ্যসিংহ ভীমসেন, তৎ পরে শৈক্য-লৌহময়ী মহতী গদা গ্রহণ করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন[১১৩]। সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ ভীমের প্রিয় কার্য্যাভিলাষে বাণ সমূহ দ্বারা কুরুবৃদ্ধের সারথিকে নিপাতিত করিলেন[১১৪]। তাঁহার সারথি নিহত হইলে রথের তুরঙ্গগণ বাত বেগে রণ ভূমি হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল[১১৫]। মহারাজ! মহারথী ভীষ্ম রণ স্থল হইতে অপসৃত হইলে ভীমসেন, তৃণ দহনকারী প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন[১১৬]—সেনা মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমস্ত কালিঙ্গদিগকে হনন করিতে লাগিলেন। আপনার পক্ষীয় কোন যোধগণই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারিল না[১১৭]। রথি-প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন যশস্বী ভীমসেনকে তৎক্ষণাৎ স্ব রথে আরোপিত করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন[১১৮]। তিনি পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ

কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করণ পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপবর্ত্তী হইলেন[১১৯]। যদুবংশসিংহ সত্য-বিক্রম সাত্যকি ধৃষ্ট-দ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে হৃষ্টকরত কহিলেন[১২০], তুমি সৌভাগ্য ক্রমেই কলিঙ্গরাজ, তৎ পুত্র কেতুমান্ এবং শক্রদেব ও অন্যান্য কালিঙ্গগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছ[১২১]। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সমূহে সঙ্কুল, বহুল মহাপুরুষ ও যোধগণ-নিষেবিত কালিঙ্গ সৈন্য ব্যূহ তুমি একাকীই বাহু বল বীর্য্য দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছ। অরিন্দম দীর্ঘ বাহু শিনি-পৌত্র এই রূপ বলিয়া রথস্থ ভীমসেনকে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদানে, তাঁহার রথে গমন করিয়া আলিঙ্গন প্রদান করি-লেন। সেই মহারথ পুনর্ব্বার স্ব রথে আগমন করিয়া ভীমের বলাধান করিবার নিমিত্ত ক্রোধ সহকারে কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন[১২২-১২৪]।

কলিঙ্গরাজ বধ প্রকরণ ও চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ন সময় গত হইলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও সাদিগণের সাতিশয় ক্ষয় হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-পুত্র, শল্য, কৃপ, এই তিন মহারথ মহাত্মাদিগের সহিত সমরে সংসক্ত হইলেন[১.২]। পাঞ্চালরাজ-পুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার লোক বিদিত অশ্ব সমুদায় শাণিত দশ বাণে নিহত করি-লেন[৩]। অশ্ব হত হইলে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া শল্যের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৪]। হে ভরত নন্দন! সুভদ্রানন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত সমরে মিলিত অবলোকন করিয়া সত্বর হইয়া শাণিত শর সকল বিকিরণ করিতে

করিতে তথায় আপতিত হইলেন[৫]। এবং শল্যের উপর পঞ্চ বিং-
শতি, কৃপের প্রতি নব সংখ্য এবং অশ্বত্থামার উদ্দেশে অষ্ট বাণ
নিক্ষেপ করিলেন[৬]। তৎ পরে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া অভিমন্যুকে বাণ
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা
অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন[৭]।

মহারাজ! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ, অভিমন্যুকে সমরে প্রবৃত্ত
দেখিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, পরে তাঁহা-
দিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল[৮]। লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাণে
অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৯]। অভিমন্যুও
ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক লঘুহস্তে পঞ্চ শত শরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ
করিলেন[১০]। তদনন্তর লক্ষ্মণ শর দ্বারা অভিমন্যুর ধনুকের মুষ্টি দেশ
ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দ করিয়া
উঠিল[১১]। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া
অন্য এক বেগবান্ বিচিত্র শরাসন গ্রহণ করিলেন[১২]। সেই পুরুষ-
প্রধান দ্বয় মিলিত ও পরস্পর প্রহার ও প্রতিপ্রহারে অভিলাষী হইয়া
শাণিত তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন[১১৩]।
রাজা দুর্য্যোধন আপনার পৌত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক মহাবল স্বীয়
পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন[১৪]। দুর্য্যোধন
প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত রাজগণ অভিমন্যুকে রথ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে
পরিবেষ্টন করিলেন[১৫]। কৃষ্ণ-তুল্য পরাক্রম-শীল যুদ্ধ-দুর্জ্জয় শৌর্য্য-
সম্পন্ন অভিমন্যু সেই শূরগণে পরিবৃত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না[১৬]।
ধনঞ্জয়, স্বীয় আত্মজ সুভদ্রা-পুত্রকে তাদৃশ রথিগণ সংযুক্ত দেখিয়া
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পরিত্রাণ কামনায় তদভিমুখে ধাবমান হইলেন[১৭]।
তৎ পরে ভীষ্ম দ্রোণ পুরোগম রাজগণ রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী-
গণের সহিত, সহসা সব্যসাচীর প্রতি ধাবমান হইলেন[১৮]। তুরঙ্গ,

মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও সাদিগণের গমনে তীব্র ধূলি সহসা উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্য-পথগত দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৯]। সহস্র সহস্র গজারোহী ও শত শত মহীপালেরা কোন প্রকারেই তাঁহার বাণ পথ নিরাকৃত করিয়া সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না[২০]। সকল প্রাণীই নিনাদ করিতে লাগিল; দিক্ সকল তিমিরময় হইল; কুরুগণের নিদারুণ অনীতি প্রকাশ পাইতে লাগিল[২১]। কিরীটীর শর সমূহে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমিতল, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না[২২]। অনেক হস্তীর ধ্বজ অবসাদিত, অনেক রথির অশ্ব হত এবং অনেক রথযূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৩]। কোন কোন রথীদিগকে রথ বিহীন হইয়া বলয়-হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৪]। অর্জ্জুনের ভয়ে গজারোহী গজ এবং হয়ারোহী হয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল[২৫]। অর্জ্জুন বাণে রাজগণকে রথ হইতে, মাতঙ্গ হইতে ও তুরঙ্গ হইতে পাতিত ও পাত্যমান দেখিতে লাগিলাম[২৬]। অর্জ্জুন রৌদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উগ্রশর নিকর দ্বারা রণ স্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়্গ প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকার সহিত উদ্যত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন[২৭.২৮]। পরিঘ, মুদ্গার, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, কাঞ্চন ময় বর্ম্ম, ব্যজন, ধ্বজ, চর্ম্ম, ছত্র, হেমদণ্ড, তোমর, প্রতোদ, কুশা ও যোক্ত্রের রাশি রাশি বিদীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হইয়া রণ ভূমিতে ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল[২৯-৩২]। মহারাজ! আপনার সৈন্য মধ্যে এতাদৃশ পুরুষ কেহ ছিল না, যে সমরে মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখ যুদ্ধে কোন প্রকারে অগ্রসর হয়[৩৩]। যে যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই ব্যক্তিই অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরে পরলোক প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৪]। আপনার যোধগণ

সর্ব্ব প্রকারে পলায়িত হইলে বাসুদেব ও অর্জ্জুন উত্তম শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[৩৫]।

আপনার পিতা দেবব্রত ভীষ্ম সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে অবলোকন করিয়া সমর মধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে হাস্যমুখে কহিলেন[৩৬], হে বীর! কৃষ্ণের সহিত এই বলবান্ পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন সৈন্যদিগের প্রতি যে প্রকার করিতে সমর্থ, তদ্রূপই করিতেছেন[৩৭]। ইঁহার যে প্রকার কালান্তক যম সদৃশ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছি, ইহাতে অদ্য কোন প্রকারেই সমরে ইঁহাকে জয় করিতে পারা যাইবে না[৩৮]। দেখ, এই মহতী অনীকিনী পরস্পর ঈক্ষণ-পূর্ব্বক দুর্ব্বল হইতেছে, এক্ষণে ইহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত করাও অসাধ্য[৩৯]। এবং ভানুমান্ও সমুদায় লোকের সর্ব্ব প্রকারে দৃষ্টি অপহরণ করত অস্তাচল অবলম্বন করিতেছেন[৪০]। হে পুরুষ-প্রবর! আমাদিগের যোধগণ ভীত ও শ্রান্ত হইয়াছে, ইহারাও কোন প্রকারে আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না, অতএব সৈন্যগণের অবহার করাই বিবেচনা করিতেছি[৪১]।

মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম, আচার্য্যসত্তম দ্রোণকে এই রূপ কহিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের অবহার করিলেন[৪২]। তদনন্তর কমলিনী প্রাণকান্ত অস্তগত হইলে সায়ং সময়ে উভয় পক্ষেরই সৈন্যাবহার হইল[৪৩]।

দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধ ও পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে শত্রুতাপন শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, সৈন্যগণকে সমর গমনে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন[১]। কুরুপিতামহ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আপনার পুত্রদিগের

জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই দিন গারুড় নামক মহাব্যূহ করিলেন[২]। সেই গারুড় ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত স্বয়ং অবস্থান করিতে লাগিলেন। চক্ষুর্দ্বয়ে দ্রোণ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা রহিলেন[৩]। ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধান দেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই যশস্বী উহার মস্তকে অবস্থিত হইলেন[৪]। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ, ইহাঁরা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহার গ্রীবা প্রদেশে সন্নিবেশিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন[৫-৬]। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক ও শূরসেন দেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছ দেশে অবস্থিত হইলেন[৭]। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন[৮]। কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষগণ বৃহদ্‌বলের সহিত ব্যূহের বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন[৯]।

মহারাজ! পরন্তপ সব্যসাচী কৌরব সৈন্যগণকে ব্যূহিত অবলোকন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমভিব্যাহারে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের দক্ষিণ শৃঙ্গে নানা শস্ত্র সমূহ সম্পন্ন নানা দেশীয় নৃপগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ অবস্থিত হইলেন[১০-১২]। তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহৎ সৈন্যদলের সহিত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজও গজ-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজিত রহিলেন[১৩-১৫]। তাঁহার পরেই সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই ইরা-

বান্, তৎপরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কৈকেয়গণ ত্বরা সহকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তৎপরে সেই ব্যূহের বাম পার্শ্বে জগতের রক্ষক জনার্দ্দন যাঁহার রক্ষক, সেই মানব শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবেরা এবং তৎপক্ষীয় রাজগণ আপনার পুত্রদিগের বধ নিমিত্ত মহাব্যূহিত করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর উভয় পক্ষেরই রথী ও হয়ারোহীগণের সহিত পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাঁহারা পরস্পর হতাহত করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহীদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া পতিত হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই তুমুল যুদ্ধে আপনার ও তাঁহাদিগের পক্ষের যুদ্ধে-প্রবৃত্ত ধাবমান ও পৃথক্ পৃথক্ পরস্পর হননকারী রথী নরবীরগণের তুমুল শব্দ, দুন্দুভি ধ্বনিতে বিমিশ্র হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল[১৬-২২]।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষের ব্যূহিত অনীক মধ্যে অতিরথ ধনঞ্জয় শর সমূহ দ্বারা আপনার রথ যূথপ সকলকে বিদীর্ণ করত রথসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রলয় কালীন কাল সদৃশ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও অতি যত্ন সহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা নির্ম্মল যশঃ প্রার্থী হইয়া মৃত্যুই যুদ্ধের নিবর্ত্তক মনে করিয়া একাগ্র মানসে পাণ্ডব-সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও বারম্বার কৌরব সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন কি পাণ্ডব, কি কৌরব পক্ষীয়, সমুদায় সৈন্যই ভগ্ন, পলায়িত ও পরি-

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না[১-৫]। ধূলিপটলী রণভূমি হইতে উদ্ধূত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কোন প্রকারেই কেহ দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না[৬]; রণ ক্ষেত্রে ইতস্তত সংজ্ঞা, (অর্থাৎ সঙ্কেত) নাম ও গোত্র উল্লেখে অনু-মান (অর্থাৎ ধ্বজাদি চিহ্ন) দ্বারাই তখন পরস্পর সংগ্রাম হইতে লাগিল[৭]। কৌরবদিগের ব্যূহ সত্যসন্ধ দ্রোণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে পাণ্ডবেরা ভেদ করিতে পারিলেন না[৮]; সেই রূপ পাণ্ডবদিগের মহাব্যূহও সব্যসাচী ও ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কৌরবেরা ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না[৯]। উভয় সেনারই রথী ও গজারোহী মানবেরা ব্যূহের অগ্রভাগ হইতে আপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লা-গিল[১০]। অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীদিগকে বিমল ঋষ্টি ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিল[১১]। সেই অতিভয়ঙ্কর সমরে রথী রথীদিগের সন্নিহিত হইয়া কনক-ভূষণ বাণ সমূহ দ্বারা সংহার করিতে লাগি-ল[১২]। আপনার ও পাণ্ডব পক্ষীয় ভূরি ভূরি গজারোহী ভূরি ভূরি সংযুক্ত গজারোহীদিগকে নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা পতিত করিতে লাগিল[১৩]। কোন কোন গজারোহী হয়ারোহির কেশাকর্ষণ করিয়া মস্তক ছেদন করিতে লাগিল, কতশত বীরগণ করিগণের দন্তাগ্রদ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া সমরে প্রাণ পরিত্যাগ ও ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রুধির বমন করিতে লাগিল, কোন কোন রণ দুর্ম্মদ মহাবীর হস্তির দন্তাগ্রে পরিবিদ্ধ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল[১৪-১৬]। সমূহ সমূহ পদাতিগণ পরস্পর জাতক্রোধ ও উৎসাহ-সমন্বিত হইয়া ভিন্দি-পাল ও পরশ্বধ সমূহে ভূরি ভূরি পত্তিগণকে বধ করিতে লাগিল[১৭]। রথীগণ গজ-যোধীদিগকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া গজের সহিত তাহাদি-গকে এবং গজ-যোধীগণও রথীদিগকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদি-গকে নিপাতিত করিতে লাগিল[১৮]। অশ্বারোহীগণ রথীদিগকে, রথী-

গণও হয়ারোহীদিগকে প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে লাগিল[১৯]। উভয় পক্ষের সেনা মধ্যে পদাতিগণ রথীদিগকে, রথীগণও পদাতিদিগকে শাণিত শস্ত্র দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল[২০]। গজারোহীগণ হয়ারোহীদিগকে, হয়ারোহীগণও গজারোহীদিগকে পাতিত করিতে লাগিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[২১]। স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান গজারোহী গণ কর্ত্তৃক পদাতিগণ, এবং পদাতিগণ কর্ত্তৃকও গজারোহীগণ নিপাতিত হইতে দৃষ্ট হইল[২২]। শত শত সহস্র সহস্র পদাতিসঙ্ঘ সাদিগণ কর্ত্তৃক, এবং শত শত সহস্র সহস্র সাদিসঙ্ঘ পদাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিপাত্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৩]। মহারাজ ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, চিত্রিত কবচ, মুদ্গার, অঙ্কুশ, বিমল অসি, স্বর্ণপুঙ্খ শর, চিত্রকম্বল, মহামূল্য ক্ষুদ্র কম্বল ও মাল্যদাম, এই সকল পতিত বস্তুতে রণভূমি যেন চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল[২৪.২৬]। পাতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য শরীরে এবং মাংস শোণিত কর্দ্দমে রণস্থল অগম্য হইল[২৭]। তখন মনুষ্য রক্তে ক্ষিতিতল সিক্ত হওয়াতে ধূলি সকল শমতা পাইল, সুতরাং সমস্ত দিকুই নির্ম্মল হইল[২৮]। হে ভরত-প্রবর! জগৎ বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ রণ স্থলে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল[২৯]।

মহারাজ! সেই সুদারুণ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথী দিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইল[৩০]। তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, শল্য, শকুনি এই সকল দুর্দ্ধর্ষ সিংহতুল্য পরাক্রমশীল বীর পুরুষেরা পুনঃপুনঃ পাণ্ডবদিগের সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন[৩১ ৩২]। এবং সকল রাজগণের সহিত ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, সমরস্থ আপনার পুত্রগণ ও আপনার পক্ষের অন্যান্য যোধগণকে, দেবগণ কর্ত্তৃক দানবদিগকে বিদ্রাবিত করণের ন্যায় বিদ্রাবিত করিতে লাগি-

লেন[৩৪]। সেই ক্ষত্রিয় প্রধানেরা সমরে পরস্পর হনন করত রক্ত-সিক্ত হইয়া দানবগণের ন্যায় ভীষণ রূপে বিরাজমান হইলেন[৩৫]। উভয় পক্ষেরই প্রধান বীরগণ বিপক্ষ বীরদিগকে জয় করিয়া নভস্তলে বৃহৎ গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[৩৬]। তৎপরে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহস্র রথির সহিত সমরে সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিলেন[৩৭]। সমস্ত পাণ্ডবেরাও মহতী সেনায় সমবেত হইয়া অরিন্দম মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে আক্রম করিলেন[৩৮]। কিরীটীও সংক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃস্থিত প্রধান প্রধান পার্থিবগণের প্রতি যুদ্ধে সঙ্গত হইলেন। অর্জ্জুন-পুত্র ও সাত্যকি, সুবল নন্দন শকুনির সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থে প্রয়াণ করিলেন[৩৯]। তদনন্তর পরস্পর জিগীষু আপনার ও পর পক্ষীয় যোধগণের পুনর্ব্বার লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল[৪০]।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎ পরে সেই সকল পার্থিবগণ সমরে ফাল্গুনকে সন্দর্শন করিয়া ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন[১]। অনন্তর তাঁহাকে রথ নিচয়ে বেষ্টন করিয়া বহুল সহস্র শরে সমাকীর্ণ করিলেন[২]। সমরে ক্রোধান্বিত হইয়া বিমল তীক্ষ্ণ শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশ্বধ, মুদ্গার ও মুষল সকল ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থও সর্ব্বদিগের পুঞ্জ পুঞ্জ শলভ দলের ন্যায় সেই বাণ বর্ষণ কনক-ভূষণ শর সমূহ দ্বারা অবরোধ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই স্থলে বীভৎসুর অলৌকিক হস্তলাঘব অবলোকন করিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশং-

সা...করিতে লাগিলেন[৩-৬]। সাত্যকি ও অভিমন্যু মহতী সেনায় সমবেত হইয়া সৌবল ও তদীয় শৌর্য্য-সম্পন্ন সৈন্যগণকে রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৭]। অনন্তর সৌবল শূরগণ ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা সাত্যকির উত্তম রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিল[৮]। শত্রুতাপন সাত্যকি রণ কালে ছিন্ন রথ পরিত্যাগ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন[৯]। তাঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া সন্নতপর্ব্ব শাণিত শর সমূহ দ্বারা ত্বরা-সহকারে সৌবল সৈন্য হনন করিতে লাগিলেন[১০]। ভীষ্ম ও দ্রোণ সমরে সংযত হইয়া কঙ্কপত্র-বিভূষিত তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের বাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন[১১]। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতে দ্রোণ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন[১২]। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে দেবাসুরগণের সুদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল অতি মহা সংগ্রাম হইতে লাগিল[১৩]।

রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সমরে মহৎ কার্য্য করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে অভিগমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উভয়কেই নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৪]। মহারাজ! সেই স্থলে আমরা হিড়িম্বা-পুত্রের অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিলাম, যে, সে পিতা ভীমসেনকেও অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে বিক্রম করিতে লাগিল[১৫]। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে অমর্ষণ দুর্য্যোধনের হৃদয়ে এক শর বিদ্ধ করিলেন[১৬]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই কঠিন শর প্রহারে বিমোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথ মধ্যে পতিত হইলেন[১৭]। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞা-শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর হইয়া রণস্থল হইতে রথ লইয়া পলায়ন করিল; তাহাতে তাঁহার সৈন্য সকল ভগ্ন হইতে লাগিল[১৮]।

তৎ পরে ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যকে ইতস্তত ভগ্ন হইয়া

ধাবিত হইতে অবলোকন করিয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন[১৯]। রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে শক্রু-সৈন্য-বিনাশক তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনার পুত্রের পলায়মান সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই সকল সৈন্য মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর সহস্র সহস্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে এক-রথস্থ শিনিকুল-ভূষণ সাত্যকি ও সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যু সমরে চতুর্দ্দিক্ হইতে সুবল নন্দন শকুনির সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন[২০-২৪]। তখন তাঁহারা দুই জন যেন নভস্তলে অমাবাস্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[২৫]। অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর, মেঘমণ্ডলীর জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২৬]। সেই কৌরব সৈন্য সকল পার্থের শর বর্ষণে বধ্যমান হওয়াতে বিষাদ ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সমর স্থল হইতে ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল[২৭]। তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দুর্য্যোধন-হিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২৮]। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দ্রবমাণ সেই সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন[২৯]। মহারথী ক্ষত্রিয়েরা যে যে স্থানে আপনার পুত্রকে দেখিল, সে সেই স্থানেই নিবৃত্ত হইল[৩০]। তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়াই ইতর ব্যক্তি সকল পরস্পর স্পর্দ্ধা দ্বারা এবং অনেকে লজ্জা প্রযুক্তও নিবৃত্ত হইল[৩১]। সেই সকল সৈন্যদিগের পুনরাবর্ত্তন সময়ে চন্দ্রোদয়ে পূর্য্যমাণ সাগর বেগের ন্যায় বেগ হইয়া উঠিল[৩২]।

রাজা সুযোধন তাহাদিগকে নিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক ভীষ্মের সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন[৩৩], পিতামহ! আমি যাহা আপনাকে বলি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি, পুত্র ও সুহৃদ্ জন• সহিত অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে, সৈন্য সকল পলায়মান হয়, ইহা আপনাদিগের যে অনুরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা বিবেচনায় হয় না[৩৪-৩৫]। সমরে কোন প্রকারেই পাণ্ডবদিগকে কি আপনার, কি আচার্য্য দ্রোণের, কি অশ্বত্থামার, কি কৃপাচার্য্যের প্রতিযোগী মনে করি না[৩৬]। তখন সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়াও আপনি ক্ষমা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি পাণ্ডবদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন[৩৭]। অতএব পূর্ব্বে সমাগম কালে আমাকে আপনার বলা কর্ত্তব্য ছিল যে, "আমি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি বা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিব না[৩৮]," তাহা হইলে আপনার, কৃপাচার্য্য ও আচার্য্য মহাশয়ের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তখনই আমি কর্ণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া একটা নিশ্চয় করিতাম[৩৯]। সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি এই উপস্থিত সমরে আমি আপনার ও আচার্য্য মহাশয়ের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন[৪০]।

সুযোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম, মুহুর্মুহু হাস্য করত ক্রোধে চক্ষু বিঘূর্ণিত করণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন[৪১], হে রাজন্ আমি বহুবার আপনাকে এই হিতকর ও পথ্য বাক্য বলিয়াছিলাম যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সবাসব দেবগণেরও অজেয়[৪২]। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই সংগ্রামে এই বৃদ্ধের যত দূর সাধ্য, তাহা সামর্থ্যানুসারে করিতেছি, তুমি বান্ধবগণের সহিত অবলোকন কর[৪৩]। অদ্য সর্ব্বলোক সমক্ষে সসৈন্য সবান্ধব বীর পাণ্ডব দিগকে নিবারণ করিব[৪৪]।

জনাধিপতি আপনার পুত্র, ভীষ্মকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া

হর্ষ সহকারে শঙ্খধ্বনি ও ভেরী বাদ্য করিলেন[৪৫]। সেই মহৎ নিনাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবেরাও শঙ্খ, ভেরী, ও মুরজ বাদ্য করিতে লাগিলেন[৪৬]।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই সুদারুণ যুদ্ধে আমার পুত্রের বাক্যে বিশেষ রূপে ক্রোধিত হইয়া ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি কি রূপ করিলেন, এবং পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালেরাই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১-২]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্নের ভূয়িষ্ঠ কাল গতে, দিবাকর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিগবলম্বী[৩] এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা জয় প্রাপ্ত ও হৃষ্ট হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ আপনার পিতা দেবব্রত[৪] আপনার সমস্ত পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগের উপর ধাবমান হইলেন[৫]। হে ভারত! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। এই সুদারুণ ঘটনা কেবল আপনার অনীতি প্রযুক্তই হয়[৬]। সে যাহা হউক, তখন গিরি বিদারণধ্বনির ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার ও তলাঘাতের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল[৭], এবং তিষ্ঠ, আছি, ইহাকে জ্ঞাত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, স্থিতি করিতেছি, প্রহার কর, এই রূপ শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল[৮]। কাঞ্চন-তনুত্রাণ, কিরীট ও ধ্বজ সকলের পতন ধ্বনি, শৈলে শিলাপতনের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল[৯]। শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও ভূষণ-শোভিত বাহু

সকল ভূতলে পতিত হইয়া বিচেষ্টমান হইতে লাগিল[১০]। কোন কোন পুরুষ প্রবর গৃহীতাস্ত্র, কেহ কেহ বা উদ্যত শরাসন হইয়াই ছিন্ন-মস্তক হইয়া তদবস্থ রহিল[১১]। রণ ক্ষেত্রে নর অশ্ব ও নাগ শরীর হই-তে সমুৎপন্না, গৃধ ও গোমায়ুর হর্ষবর্দ্ধিনী রুধিরবাহিনী মহা বেগ-শালিনী ভয় প্রদায়িনী তরঙ্গিণী উৎপন্না হইল। মাতঙ্গের অঙ্গ সকল ঐ নদীর শিলা, মাংস শোণিত উহার কর্দ্দম, এবং উহা পরলোক রূপ সাগরাভিমুখে বহমানা হইতে লাগিল[১২-১৩]। মহারাজ! আপ-নার পুত্র দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের যে রূপ যুদ্ধ অবলোকন করি-লাম, এই প্রকার যুদ্ধ কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই[১৪]। সেই রণ স্থলে নিপাতিত যোধগণের শরীরে রথ গমনের পথ থাকিল না, পতিত গজ শরীর দ্বারা সেই রণক্ষেত্র যেন নীলবর্ণ গিরি শৃঙ্গে সমাবৃত হইয়া উঠিল[১৫]। পরিকীর্ণ বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সমূহ দ্বারা রণ স্থল, শরৎ কালের নভস্তল সদৃশ শোভমান হইল[১৬]। কোন কোন মনুষ্যেরা শরাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও অভীত চিত্তে দর্প সহকারে সমরে শত্রু প-ক্ষের উপর ধাবমান হইয়া তাহাদের মর্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিল[১৭]। অনেকে সমর ভূমিতে পতিত হইয়া, হা পিত! হা ভ্রাত! হা সখা! হা বন্ধু! হা বয়স্য! হা মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল[১৮]। অনেকে, আগমন কর, নিকটে আগমন কর, কি ভীত হইতেছ? কোথায় গমন করিবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভয় করিও না বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল[১৯]। এতাদৃশ সংগ্রাম ক্ষেত্রে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম নিরন্তর মণ্ডলাকার শরা-সন হস্তে আশীবিষ সর্প সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল প্রহার করিতেছি-লেন[২০]। মহারাজ! সংযতব্রত ভীষ্ম মহাশয়, শর দ্বারা সমস্ত দিক্ এক-পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ গণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁ-হাদিগকে নিহত করিতেছিলেন[২১]। মহারাজ! তাঁহাকে সর্ব্ব স্থলেই

হস্তলাঘব প্রদর্শন করত অলাত চক্র সদৃশ হইয়া যেন রথ বর্ত্মে নৃত্য করিতে দৃষ্ট হইতে লাগিল[২২]। তাঁহার লাঘব নৈপুণ্য হেতু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমর স্থলে সেই এক বীরকে বহু শত সহস্র দেখিতে লাগিলেন[২৩]। তাঁহার আত্মাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তত্রস্থ সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্ব দিকে অবলোকন করিয়া আবার ক্ষণ মাত্রেই পশ্চিম দিকে অবলোকন করে[২৪]; আবার ক্ষণ মাত্রেই উত্তর দিকে নিরীক্ষণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ দিকে অবলোকন করে। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবল তাঁহার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণ সমূহই দেখিতে লাগিলেন[২৫-২৬]। বীরগণ তাঁহাকে সমরে সৈন্য বিনাশ ও সুদারুণ কর্ম্ম করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বহুবিধ বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল[২৭]। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় গণ, অমানুষ রূপে বিচরণকারী আপনার পিতা সেই সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া আত্ম বিনাশার্থ পতিত হইতে লাগিল। সেই লঘুহস্তে যুদ্ধশীল বীরের বহুত্ব হেতুও সমরে কোন একটী শর নর, নাগ বা অশ্ব শরীরে ব্যর্থ হইল না। একটী সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণেই বর্ম্ম-সংনদ্ধ হস্তীকে যেন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদের ন্যায় ভেদ করিতে লাগিলেন। সুতীক্ষ্ণ এক নারাচ দ্বারা একত্রিত বর্ম্মিত দুই তিন গজারোহী সংহার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে যে কেহ সেই নরব্যাঘ্রের সমীপস্থ হয়, সে মুহূর্ত্ত কাল মাত্র দৃষ্ট হইয়াই ভূতলে পতিত দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাসৈন্য দল অতুল-বীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইল; মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের সাক্ষাতেই শর বর্ষণে তাপিত হইয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথগণ ভীষ্ম বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন পর হইতে লাগিল; সেনাপতি বীরগণ যত্নবান্ হইয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ!

প্রধান সৈন্য সমস্তও মহেন্দ্র সম বীর্য্যবান্ ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণ স্থল হইতে ভগ্ন হইতে লাগিল। দুই জন একত্রে ধাবিত হইল না অর্থাৎ ধাবিত হইতে কেহ কাহার অপেক্ষা করিল না। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল হাহাকর করত সংজ্ঞা-শূন্য হইতে লাগিল, এবং তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব, ধ্বজ ও কূবর পতিত হইতে লাগিল। এই সময়ে যেন দৈব প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে সংহার এবং সখা প্রিয় সখাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক যোদ্ধাকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া ধাবিত হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডবী সেনাকে গো যুথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ও তাহাদিগের রথ যুথপ সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দৃষ্ট হইল।

যদুবংশ-নন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণ ভগ্ন দেখিয়া রথবর নিবৃত্ত করণ পূর্ব্বক পার্থকে কহিতে লাগিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই সময় এই উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ঐ ভীষ্মের প্রতি প্রহার কর, নচেৎ মোহ প্রাপ্ত হইবে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে রাজগণের সমাগম কালে বলিয়াছিলে যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র সৈনিক মধ্যে যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিব[২৫-৪৪]। এই ক্ষণে সেই বাক্য কর; ঐ দেখ, স্বপক্ষ সৈন্য সকল ইতস্তত ভগ্ন হইতেছে। ঐ দেখ, যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ রণ হইতে পলায়ন করিতেছেন। উঁহারা সমরে ভীষ্মকে কৃত-ব্যাদান-মুখ যম স্বরূপ বোধ করিয়া সিংহ দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতেছেন।

অর্জ্জুন এই রূপে অভিহিত হইয়া বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যেস্থানে ভীষ্ম আছেন, সেই স্থানে তুমি এই সৈন্য সাগর অবগাহন

করিয়া অশ্ব চালনা কর ; আমি দুর্দ্ধর্ষ কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব[৪৫-৪৮]।

মহারাজ! তদনন্তর যে স্থানে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথ ছিল, কৃষ্ণ সেই স্থানে রজতপ্রভ অশ্ব চালনা করিলেন[৪৯]। অনন্তর যৌধিষ্ঠির মহা সৈন্য সকল, মহাবাহু ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে উদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হইল[৫০]। তৎ পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ করত সত্বর হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়ের রথ পরিব্যাপ্ত করিলেন[৫১]। সেই রথ ক্ষণ কাল মধ্যে ভীষ্মের মহৎ শর বর্ষণে অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশিত হইল[৫২]। সত্ত্ববান্ কৃষ্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভীষ্ম সায়ক নিমগ্ন অশ্ব সকল চালনা করিতে লাগিলেন[৫৩]। তদনন্তর পার্থ মেঘ ধ্বনি বিশিষ্ট দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া তিনটি শর দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন[৫৪]। ধনুক ছিন্ন হইলে আপনার পিতা নিমিষ মাত্রে অন্য ধনুকজ্যা যুক্ত করিলেন[৫৫]। তৎ পরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় জলদ নিস্বন শরাসন দুই হস্তে বিকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের শরাসন পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন[৫৬]। শান্তনু-নন্দন অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রতি প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহু পাণ্ডু-নন্দন! সাধু, সাধু[৫৭]! এইরূপ মহৎ কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বটে। বৎস! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর[৫৮]। মহাবীর ভীষ্ম পার্থকে এই রূপে প্রশংসা করিয়া অন্য এক মহাশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পার্থের রথের উপর শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন[৫৯]। তখন বাসুদেব লাঘব ক্রমে মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ বিফল করত অশ্ব চালনায় পরম নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন[৬০]। পরন্তু ভীষ্ম পুনর্ব্বার শাণিত শর নিকর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের সর্ব্ব গাত্র বিদ্ধ করিলেন[৬১]। সেই উভয় নরসিংহ

ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, শৃঙ্গাঘাতে অঙ্কিত গাত্র এবং গর্জ্জমান বৃষভ দ্বয়ের ন্যায়, শোভমান হইলেন[৬২]। ভীষ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন শত শত সহস্র সহস্র শর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিলেন[৬৩], এবং রোষ-পরবশ হইয়া সশব্দে হাস্য করত বিস্ময় উৎপাদন করত কৃষ্ণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন[৬৪]।

তদনন্তর বীর শত্রুহন্তা মহাবাহু অমেয়াত্মা ভগবান্ বাসুদেব সংগ্রামে ভীষ্মের পরাক্রম ও অর্জ্জুনের মৃদু যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া, ভীষ্ম যে উভয় সেনার মধ্যে উত্তাপ-প্রদ প্রভাকর সদৃশ হইয়া রণ স্থলে নিরন্তর শর বর্ষণ সৃষ্টি করিতেছেন, যৌধিষ্ঠির সৈন্যের পক্ষে প্রলয় কাল উপস্থিত করিতেছেন, সেই সকল সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, তাহা অসহমান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির পক্ষ সেনা আর থাকে না[৬৫-৬৮]। ভীষ্ম এক দিবসেই সমরে দেব দানবদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, ইহাতে সসৈন্য সানুচর পাণ্ডবদিগকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে[৬৯]! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সকল পলায়ন পরায়ণ হইতেছে; ঐ সকল কৌরবেরাও সোমকদিগকে সমরে ভগ্ন সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া ভীষ্মের হর্ষোৎ-পাদন করত সমরাভিমুখে সত্বর ধাবমান হইতেছে। অতএব আমি অদ্য মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে বদ্ধসন্নাহ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করি[৭০-৭১]। আমি এই কার্য্য করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে ভার অপনয়ন করি; কেন না অর্জ্জুন সমরে তীক্ষ্ণ বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়াও পিতামহের গৌরবানুরোধে কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ও দিকে ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন রথের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন[৭২-৭৩]। ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শর সমূহের অত্যন্ত বাহুল্য হেতু সকল দিকই আচ্ছন্ন হইয়া

গেল; কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্ সমস্ত, কি ভূমিতল, কি রশ্মিমালী দিবাকর, কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না[৭৪]। বায়ু সধূম হইয়া তুমুল রূপে বহমান ও দিক্ সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্ব্ব দেশীয় গণ, সৌবীর গণ, সমস্ত বশাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ, ইহাঁরা ভীষ্মের নিদেশানুসারে ত্বরমাণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। শিনি-পৌত্র সাত্যকি অর্জ্জুনকে শত শত সহস্র সহস্র গজ যূথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথ জালে সম্যক্ প্রকারে সমাবৃত সন্দর্শন করিলেন। তিনি, শস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতিগণে পরিসমাক্রান্ত অবলোকন করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক সমীপস্থ হইলেন। যে প্রকার বিষ্ণু বৃত্রাসুর নিসূদনে ইন্দ্রের সাহায্য করেন, সেই প্রকার ধনুর্দ্ধর প্রধান শিনি বীর সাত্যকি, সহসা সেই সকল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিনিপ্রবীর, যুধিষ্ঠির পক্ষ অনীক মধ্যে নাগ, অশ্ব, রথ, ও ধ্বজ সমূহ বিশীর্ণ, এবং সর্ব্ব যোধগণকে ভীষ্ম ভয়ে বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় গমন করিতেছ? প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা সাধুদিগের ধর্ম্ম নহে। হে বীরগণ তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না, আপনাদিগের বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

সমস্ত দশার্হগণের প্রভু যশস্বী মহাত্মা ইন্দ্র-কনিষ্ঠ কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে মৃদু যুদ্ধ করিতে, চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে পলায়মান, ভীষ্মকে সমরে বর্দ্ধমান এবং কুরু যোধগণকে চতুর্দ্দিকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করত

কহিতে লাগিলেন, হে শিনি-প্রবীর সাত্বত ! যাহারা গমন করিতেছে গমন করুক, আর যাহারা অবস্থিতি করিতেছে তাহারাও গমন করুক, তাহাদিগেরও থাকিবার প্রয়োজন নাই[৭৫-৮৪]। দেখ, আজি আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁদিগের অনুগামি গণের সহিত নিপাতিত করিতেছি। অদ্য কুরু সৈন্যদিগের মধ্যে কেহই আমার ক্রোধে রণ-মুক্ত হইতে পারিবেন না[৮৫]; অতএব আমি ভীষণ চক্র গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিব। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁর দিগের গণের সহিত সমরে নিহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীম-সেন, নকুল ও সহদেবের প্রীতি সম্পাদন করিব। সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে ও যে সকল প্রধান নরেন্দ্রগণ তাহাদিগের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অদ্য আমি সংহার করিয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে হর্ষ সহকারে রাজ্যাধিপতি করিব।

বসুদেব-পুত্র মহাত্মা কৃষ্ণ এই রূপ বলিয়া অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুনাভি সম্পন্ন সহস্র বজ্রতুল্য ক্ষুরধারান্বিত সূর্য্যপ্রভ চক্র হস্তে উদ্ভ্রামণ ও বেগ সহকারে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন[৮৬-৮৯]। যে প্রকার অতি দর্পিত মদান্ধ গজরাজকে হনন করিবার অভিলাষে সিংহ ধাবমান হয়, সেই প্রকার শত্রুপ্রমাথী ইন্দ্র-কনিষ্ঠ কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার সৈন্য মধ্যে অভিদ্রুত হইলেন[৯০]। যে প্রকার নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎপ্রভা দ্বারা চিরসংলগ্ন মেঘ প্রকাশ পায়, কৃষ্ণের পীতবর্ণ বসন ব্যালম্বিত হইয়া পতিত হওয়াতে তিনি সেই রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যে প্রকার তরুণ অরুণ বর্ণ আদি পদ্ম, নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া দীপ্তি পাইয়াছিল, সেই রূপ কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, পদ্ম, তাঁহার মনোহর বিশাল ভুজ মৃনালে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই

চক্রপদ্মটি কৃষ্ণের ক্রোধ রূপ সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল ও ক্ষুরান্ত সদৃশ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ উহার দল স্বরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল[৯১.৯২], এবং কৃষ্ণের বিশাল দেহ যেন সেই ভুজ-মৃনালের সরোবর রূপে বিরাজিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদকারী নিরীক্ষণ করিয়া সমস্ত প্রাণী, এই কুরু কুল ক্ষয় হইল মনে করিয়া সাতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। যে প্রকার ধূমকেতু স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করত প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ লোকগুরু বসুদেব-পুত্র চক্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বলোক-দহনকারী প্রলয় কালীন সম্বর্ত্ত অগ্নির ন্যায় ভীষ্মাভিমুখে গমন করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম অনন্ত পৌরুষ বাসুদেবকে চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দর্শন করিয়া গাণ্ডিব তুল্য নিনাদ কারী মহাশরাসন আকর্ষণ করিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! আগমন কর। তোমাকে নমস্কার; হে মাধব! হে চক্রপাণে! হে লোকনাথ! হে প্রাণিগণের শরণ্য! তুমি রণে আমাকে রথ হইতে বল-পূর্ব্বক নিপাতিত কর[৯৩-৯৭]। হে কৃষ্ণ! অদ্য তুমি আমাকে নিহত করিলে আমার ইহ ও পর লোকে শ্রেয় হইবে। হে অন্ধক বৃষ্ণিনাথ! আমি তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে মঙ্গল-সম্পন্ন হইব, আমার প্রভাব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে[৯৮]।

ভীষ্ম ঐ রূপ বলিতেছেন, কৃষ্ণও বেগ সহকারে গমন করিতেছেন দেখিয়া আয়ত-বিশাল-বাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া রথ হইতে অবরোহণ ও তদনন্তর যদু-প্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ দ্রুত গমন-পূর্ব্বক তাঁহার লম্বমান বিশাল উৎকৃষ্ট বাহু দ্বয় ধারণ করিলেন[৯৯]। পরন্তু আদিদেব যোগী কৃষ্ণ সাতিশয় রোষান্বিত ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়াও, যে প্রকার প্রবল বায়ু একটি বৃক্ষকে বেগে গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেই রূপ বেগে অর্জ্জুনকে গ্রহণ করিয়াই

সমীপে দ্রুত বেগে নয় পদ গমন করিলেন; দশম পদ নিক্ষেপ সময়ে মহাত্মা পার্থ তাঁহার চরণ দ্বয় বল পূর্ব্বক ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈ বল দ্বারা কোন প্রকারে গ্রহণ করিয়া রাখিলেন[১০০-১০১]। কৃষ্ণ অবস্থিত হইলে বিচিত্র কাঞ্চনমালী অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করত কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদিগের গতি, অতএব ক্রোধ প্রতিসংহার কর[১০২]। হে ইন্দ্র কনিষ্ঠ! আমি পুত্র ও সহোদরগণের শপথ করিতেছি, প্রতিজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, তোমার নিয়োগানুসারে কুরুদিগের বিনাশ সাধন যে প্রকারে হয়, তাহা করিব[১০৩]।

তৎপরে জনার্দ্দন, কৌরবসত্তম অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শ্রবণ করিয়া চক্রহস্তে প্রীত চিত্তে প্রিয় ভাবে ক্ষণ কাল অবস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন[১০৪]; এবং পুনর্ব্বার অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়া তাহার শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন[১০৫]। কুরু বীরগণ চঞ্চল নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডল-ভূষিত, ধূলি দ্বারা বিকীর্ণ অঞ্চিত-পদ্ম নেত্র ও বিশুদ্ধ দন্ত শোভিত কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে শঙ্খধারী সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[১০৬]। এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যেও মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ উত্থিত হইল; সেই শব্দে কুরুবীরগণের সিংহনাদ মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল[১০৭]। তদনন্তর অর্জ্জুনের মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব শব্দে দিক্ সকল ও গগন মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল এবং তাঁহার গাণ্ডিব-নির্ম্মুক্ত বিমল বাণ সকল সমস্ত দিকে গমন পূর্ব্বক বিকীর্ণ হইতে লাগিল[১০৮]। কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন উদ্যত বাণ হস্তে কক্ষদহনকারী অগ্নি সদৃশ হইয়া ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা ও সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন[১০৯]। অনন্তর অর্জ্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণ পুঙ্খ

সপ্ত ভল্ল, দুর্য্যোধন উগ্রবেগ তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন[১১০]। মহাধনুষ্মান্ মহাত্মা কিরীটমালী মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা-প্রক্ষিপ্ত সপ্ত ভল্ল সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্য্যোধন বাহু বিমুক্ত তোমর শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা উন্মথিত করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত আপতিতা বিদ্যুৎ প্রভা শক্তি এবং শল্যবাহু বিমুক্ত গদা দুই বাণ দ্বারা কর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অপ্রমেয় বলবৎ বিচিত্র গাণ্ডিব শরাসন বাহু দ্বয়ে আকর্ষণ করিয়া অতি ভীষণ অদ্ভুত মাহেন্দ্র অস্ত্র বিধি পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই প্রবল অস্ত্রের আবির্ভাবে সমূহ সমূহ অগ্নি বর্ণ বিমল শর জাল দ্বারা সমস্ত সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন[১১১-১১৪]। অর্জ্জুনের শরাসন বিমুক্ত শর সকল বিপক্ষের রথ, ধ্বজাগ্র, ধনুক ও বাহু সকল কর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গগণের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল[১১৫]। কিরীটমালী অর্জ্জুন এইরূপে সুধার শর সমূহ দ্বারা সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব শব্দে বিপক্ষগণের মন ব্যথিত করিতে লাগিলেন[১১৬]। সেই ঘোরতম অস্ত্র যুদ্ধে গাণ্ডিব রবে শঙ্খ ধ্বনি, দুন্দুভি শব্দ ও উগ্র রথ-নিনাদ অন্তর্হিত হইল[১১৭]। সেই গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরাটরাজ প্রভৃতি নরবীরগণ ও পাঞ্চালরাজ বীর দ্রুপদ অদীন সত্ত্ব ভাবে সেই স্থলে আগমন করিলেন[১১৮]। আপনার পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে যে যে স্থানে গাণ্ডীবের শব্দ শ্রবণ করিলেন, সে সেই স্থানেই নতিভাবাপন্ন হইল, তাঁহার প্রতিকূল হইয়া কেহই অভিমুখীন হইতে পারিল না[১১৯]। সেই নৃপ সংহারক সুভীষণ সমরে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত বীরগণ ও মহাপতাকান্বিত সুবর্ণ রজ্জু সুশোভিত গজগণ কিরীটি কর্ত্তৃক সহসা নারাচ দ্বারা হত, পীড়িত, ভিন্নকবচ, বিভিন্নকায় ও গতসত্ত্ব হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেনামুখে মহাধ্বজ সকল পার্থের উগ্রবেগ শাণিতাগ্রভাগ বিমল ভল্ল সকলের

দ্বারা দৃঢ় রূপে আহত হওয়াতে সেই সকল ধ্বজের যন্ত্র ও ইন্দ্রকীল সকল নিহত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মহাসমরে ধনঞ্জয়ের প্রবল ঐন্দ্রাস্ত্র প্রভাবে পদাতি, রথ, অশ্ব ও নাগ সমূহ শরাঘাতে ভেদিত-কবচ ও ভেদিত-দেহ হওয়াতে গাত্রক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করত রণ স্থলে শীঘ্র শীঘ্র পতিত হইতে লাগিল[১২০.১২৩]। তদনন্তর সেই রণাঙ্গনে অতি ঘোরা নদী উৎপন্না হইয়া অতীব বেগে বিপুল প্রবাহে বহিতে লাগিল। কিরীটীর সুশাণিত শস্ত্র সমূহে ক্ষত বিক্ষত নরদেহের রুধির উহার জল; নরগণের মেদ উহার ফেনা; মৃতনাগ ও অশ্বের শরীর সকল উহার তীর; মনুষ্যগণের অন্ত্র, মজ্জা ও মাংস উহার পঙ্ক; নর শির কপাল সমাকুল কেশ সকল উহার শাদ্বল; দেহ সমূহ উহার সহস্র মালা; বিস্তীর্ণ নানাবিধ কবচ সকল উহার তরঙ্গ; নর, অশ্ব ও নাগগণের নিকৃত্ত অস্থি সকল উহার শর্কর, (অর্থাৎ কাঁকর) এবং উহা প্রভূত রাক্ষসাদি ভূতগণের সেবিতা হইল[১২৪.১২৬]। গোমায়ু, শালাবৃক, গৃধ্র, কঙ্ক ও তরক্ষু প্রভৃতি মাংসাশী জীব সকল উহার কূলে বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য সকল, অর্জ্জুন বাণ সঙ্ঘে প্রবর্ত্তিতা মেদ বসা রুধির প্রবাহশীলা অতি ভীষণা ঐ রূপ ক্রূরা নদীকে বৈতরণী সদৃশী অবলোকন করিতে লাগিল।

মহারজ! চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডব, এই সমস্ত বীরগণ মিলিত হইয়া কুরুসেনার বীরগণকে ফাল্গুন কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সহসা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই চেদি প্রভৃতি বীর পুরুষেরা কিরীটীকে শত্রু পক্ষের ভয়াবহ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের বীর সকলকে নিহত করিতে অবলোকন করিয়া জয় প্রতিভা-সমন্বিত হইয়া কুরু বীর যোধগণকে ত্রাসিত করিবার নিমিত্তেই আপনাদিগের জয়সূচক শব্দ করিলেন। গাণ্ডীবধন্বা এবং জনার্দ্দনও অতি হর্ষযুক্ত হইয়া,

সিংহের মৃগযূথকে ত্রাসিত করণের ন্যায়, সেনাপতিদিগের সেনা সকলকে ত্রাসিত করত নিনাদ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি কৌরব পক্ষগণ দিবাকরকে কিরণজাল সংবৃত করিতে এবং অর্জ্জুনের বিস্তৃত যুগান্তকল্প ভীষণ ঐন্দ্রাস্ত্র অসহ্য অবলোকন করিয়া সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। ধনঞ্জয়ও শত্রু বিজয় পূর্ব্বক সমাপ্তকর্ম্মা হইয়া কীর্ত্তি ও যশ লাভ করত প্রভাকরের রক্তিম প্রভান্বিত সন্ধিগত নিশা নিরীক্ষণ করিয়া নরেন্দ্র ও সোদর গণের সহিত নিশামুখে শিবিরে গমন করিলেন। তদনন্তর সেই রজনীমুখ সময়ে কুরুদিগের ঘোরতম তুমুল শব্দ উঠিল যে, অদ্য অর্জ্জুন সমরে অযুত রথ নিহত করিয়া সপ্ত শত গজ সংহার করিয়াছেন। এবং প্রাচ্য, সৌবীর ক্ষুদ্র ও মালব দেশীয়গণ সমুদায়কে নিপাতিত করিয়াছেন[১২৭-১৩৫]। ধনঞ্জয় অদ্য মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অপর কাহারো সাধ্য নহে। হে ভারত রাজ! অম্বষ্ঠপতি শ্রুতায়ু, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সিন্ধুপতি, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল ও অন্যান্য শত শত যোধগণ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেও, উহাদিগকে মহারথী এক অর্জ্জুনই ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব বাহু বীর্য্য দ্বারা রণ মধ্যে পরাজিত করিয়াছেন, এই কথা পরস্পর কথোপ কথন করিতে করিতে আপনার পক্ষগণ স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে গমন করিল[১৩৬-১৩৮]। কুরু সৈন্যের সমুদায় যোদ্ধগণই ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া সহস্র সহস্র উল্কা ও সমুজ্জ্বল প্রদীপে শিবিরে প্রবেশ করিলেন[১৩৯]।

তৃতীয় দিবস যুদ্ধ ও একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা ভীষ্ম জাতক্রোধ ছিলেন, তিনি, রজনী প্রভাতা হইলে সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ ভা-

রতী সেনা প্রমুখে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন[১]। দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, বাহ্লিক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ ও অন্যান্য নৃপগণ প্রভৃত সৈন্যসমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে তাঁহার সহিত গমন করিলেন[২]। যে প্রকার সুররাজ সুরগণের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তিনি বীর্য্যবন্ত তেজস্বী মহৎ মহৎ প্রধান রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইলেন[৩]। সেই সমূহ সৈন্য মধ্যে মহাগজ সকলের স্কন্ধ-বিন্যস্ত রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুর বর্ণ মহাপতাকা সকল দোধূয়মান হইয়া দীপ্যমান হইতে লাগিল[৪]। সেই সকল সৈন্য মহারথ ভীষ্ম, অন্যান্য রাজগণ ও গজ বাজি গণ দ্বারা প্রাবৃট্ কালীন সবিদ্যুৎ সজল জলধর পটল পরিশোভিত গগন মণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল[৫]। তদনন্তর শান্তনুনন্দনের অভিরক্ষিতা কুরু সেনা সহসা অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিমুখী হইয়া ভীষণ নদী বেগের ন্যায় গমন করিতে লাগিল[৬]।

কপিরাজকেতু নর-প্রধান মহারথ মহাত্মা অর্জ্জুন ব্যাল অর্থাৎ গজ প্রভৃতি নানাবিধ গূঢ় সার বিশিষ্ট, গজ অশ্ব পদাতি রথ সমূহ স্বরূপ পক্ষ সংযুক্ত সেই ব্যালব্যূহকে দূর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। তিনি স্ব পক্ষ সেনায় পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে শ্বেত বাজি সংযোজিত কপিধ্বজ রথারোহণে সমস্ত শত্রু সেনার প্রতি অভিগমন করিলেন[৭-৮]। আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবেরা অর্জ্জুনের সুচক্র ও উত্তম বন্ধুর ঈশা সম্পন্ন কপিধ্বজ রথ এবং তাঁহার সারথি কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন[৯]। পাণ্ডবদিগের যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল, তাহার উভয় কর্ণ প্রদেশে চারি সহস্র করিয়া গজ ছিল। এতাদৃশ ব্যালব্যূহ লোক বিখ্যাত মহারথ কিরীটী উদ্যতায়ুধ হইয়া সৈন্য প্রকর্ষণ করত রক্ষা করিতেছিলেন। ভবৎপক্ষীয় সকলে সেই ব্যূহশ্রেষ্ঠ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিবসে যে প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,

তাহা যে প্রকার পূর্ব্বে কখন পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, এই ব্যূহও সেই প্রকার মনুষ্য দিগের কখন দৃষ্টপূর্ব্ব বা শ্রুতপূর্ব্ব হয় নাই[১১]।

পাঞ্চালগণ চেদিগণের সহিত রণ স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রণ স্থলে আদেশানুসারে সমুদায় সৈন্য মধ্যেই সহস্র সহস্র ভেরী সমাহত হওয়াতে মহাশব্দ উৎপন্ন এবং শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য রব, রথনিনাদ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ক্ষণ কাল মধ্যে বীরগণের সশর শরাসনের বিস্ফারণে উৎপন্ন মহারব এবং শঙ্খ নির্ঘোষে ভেরী পণবাদির শব্দ অন্তহিত হইল। সেই শঙ্খ ধ্বনি বিশিষ্ট গগন মণ্ডল, উদ্ধূত ধূলি জালে সমাবৃত হওয়াতে বীরগণ মহা চন্দ্রাতপ-বিস্তীর্ণ-প্রায় নভোমণ্ডল অবলোকন করিয়া সহসা আপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত রথী রথ দ্বারা, গজ গজ দ্বারা এবং পদাতি পদাতি দ্বারা নিহত হইয়া ধরা-শয্যা গ্রহণ করিল। ইতস্তত ভ্রমণকারী ভীষণাকার অদ্ভুত দর্শন উত্তমউত্তম অশ্বারোহিগণ ইতস্তত ভ্রমণকারী উত্তম উত্তম অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক প্রাস ও খড়্গ দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সুবর্ণ-নক্ষত্রবৃন্দে বিভূষিত সূর্য্য সদৃস প্রভাসম্পন্ন কবচ সকল পরশু, প্রাস ও খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। অনেক রথি সারথির সহিত, গজ গণ কর্ত্তৃক দন্ত ও শুণ্ড দ্বারা পীড়িত এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল রথি-প্রধান দিগের বাণ সমূহে নিহত হইয়া ভূতলে পাতিত হইতে লাগিল। অনেক সাদী ও পদাতি, গজ সমূহের বেগোদ্ধতিতে বিষণ্ণ ও গজগণের গাত্রের পূর্ব্ব ও অপর ভাগ ও দন্তের আঘাতে তাড়িত হইয়া সহসা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; মনুষ্যেরা তাহা শ্রবণ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এই প্রকারে যখন সাদী ও পদাতি গণ অত্যন্ত ক্ষয় পাইতেছিল এবং নাগ, অশ্ব ও রথী সকল ভয়ে ভ্রান্ত হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে মহারথ গণে পরিবৃত ভীষ্ম, কপিরাজ-কেতু অর্জ্জুনকে সন্দর্শন করিলেন। বিশাল তাল পরিমিত উচ্ছ্রিত তালকেতু শান্তনু-পুত্র, অর্জ্জুনের রথ উত্তম ঘোটকের বেগে অদ্ভুত বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার মহাস্ত্র বেগ প্রভাবে অশনি সম প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই ইন্দ্র সদৃশ ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয়ের সম্মুখে কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন ও সোমদত্ত-তনয়, ইহারা দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। তদনন্তর বিচিত্র কাঞ্চনময় বর্ম্ম পরিধায়ী শৌর্য্য-সম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু রথ সৈন্যমুখ হইতে অপগত হইয়া বেগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলের সমীপে যুদ্ধার্থে সমাগত হইলেন। অসহ্যকর্ম্মা অভিমন্যু, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সেই সমুদায় মহারথদিগের মহাস্ত্র সকল বিশেষ রূপে নিহত করিয়া বেদিগত মহামন্ত্রাহুত-শিখামালী ভগবান্ অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তৎ পরে অদীন-সত্ত্ব ভীষ্ম, সমরে সত্বরে শত্রুদিগের রুধিরোদ ফেনা নদী সৃষ্টি করিয়া ত্বরা সহকারে অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথ পার্থের সমীপে গমন করত তাঁহার উপর শর জাল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসহ্যকর্ম্মা কপিরাজ-কেতন মহাত্মা কিরীটমালী, হাস্য পূর্ব্বক অদ্ভুত বিক্রম গাণ্ডীব বিমুক্ত শিলাশিত অস্ত্র জাল দ্বারা সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্মের মহাস্ত্র জাল বিনাশ করিয়া ফেলিলেন[১২-২৭], এবং সত্বর হইয়া তাঁহার উপর বিমল ভল্ল ও শর পুঞ্জ বর্ষণ করিলেন আপনার পক্ষীয় সকলে, যে প্রকার মিহির কর্ত্তৃক তিমির অভিভূত হয়, সেই রূপ অর্জ্জুনের সেই মহাস্ত্র জাল নভোমণ্ডলে ভীষ্মাস্ত্র কর্ত্তৃক আহত ও বিশীর্ণ অবলোকন করিলেন। কৌরব, সৃঞ্জয় ও অ-

ন্যান্য লোক সকল, প্রধান সৎপুরুষ ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের ঐ প্রকার প্রবল শরাসন ভীষণ নিস্বন সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন[২৮-২৯]।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির (অর্থাৎ শল রাজার) পুত্র, অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[১]। জন সকল সেই এক বালক অভিমন্যুকে অতি তেজস্বী পঞ্চ মনুজ ব্যাঘ্রের নিকট অতি তেজস্বী পঞ্চ গজের সহিত যুদ্ধমান এক সিংহশিশুরন্যায় দেখিতে লাগিল[২]। কি লক্ষ্যবেধে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অস্ত্রে, কি লাঘবে কিছুতেই কেহ অর্জ্জুন-পুত্রের সদৃশ হইল না[৩]। পার্থ, অরিন্দম আত্মজকে সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া যত্ন সহকারে সিংহনাদ করিলেন[৪]। আপনার পক্ষীয় বীরগণ আপনার পৌত্র অভিমন্যুকে সৈন্য পীড়ন করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন[৫]। সেই শত্রু-প্রভাব-বিনাশী অভিমন্যু অদীন ভাবে তেজ ও বল-সহকারে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন[৬]। তাঁহার শত্রু সহ যুদ্ধ কালীন মহৎ শরাসন আদিত্য সম প্রভা-সম্পন্ন ও লাঘব পথস্থ হইয়া কাহারও নয়ন গোচর হইল না[৭]। তিনি অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া সাংযমনির পুত্রের রথ ধ্বজ অষ্ট বাণে ছেদন করিলেন[৮]। সোমদত্তপুত্র, সুবর্ণ দণ্ড সংযুক্ত সর্প সদৃশী এক মহাশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি এক শাণিত বাণ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৯]। তখন মহাবীর শল্য মহাবেগ শর সকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি নিবারণ ক-

রিয়া শল্যের চারি টি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন[১০]। ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনির পুত্র ও শল, ইহাঁরা ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না[১১]।

হে রাজেন্দ্র! তৎ পরে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুগণের অজেয় ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কেকয় দেশীয় পঞ্চ বিংশতি সহস্র যোদ্ধা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে বিনাশ করিবার মানসে সপুত্র অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন[১২-১৩]। হে রাজন্! অরাতিনিপাতন সেনাপতি পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেই মহারথ পিতা পুত্রকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া বহু সহস্র গজ ও রথবৃন্দ ও শত শত সহস্র সহস্র পদাতি ও সাদিগণে পরিবৃত হইয়া সেনাদিগকে আদেশ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত সেই মদ্রবাহিনী ও কেকয়গণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন[১৪-১৬]। রথ, নাগ ও অশ্ব সঙ্কুল সেই সৈন্য, কীর্ত্তিমান্ দৃঢ়ধন্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রক্ষিত ও যুদ্ধার্থ চালিত হইয়া শোভমান হইল[১৭]। কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন-সম্মুখে গমন করিতে অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল কুল বর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার জক্রদেশে তিন বান বিদ্ধ করিলেন[১৮]। তদনন্তর তিনি মদ্রকদিগকে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া ত্বরা সহকারে কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে ভল্ল দ্বারা নিহত করিলেন[১৯]; তৎ পরেই মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনকে বিমলাগ্রভাগ নারাচ দ্বারা হনন করিলেন[২০], তদনন্তর সাংযমনির পুত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া উহাঁর সারথিকেও দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন[২১], মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দ্বারা অতি বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে স্বক্কণী লেহন করত অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন[২২], এবং অতি শীঘ্র তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহার করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার অশ্ব সকল ও পার্ষ্ণি রক্ষক এবং সারথিকে বধ করিলেন[২৩]। হে ভারত! সাংযমনির পুত্র হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া

যশস্বী দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবিলম্বে মহা-ভয়ানক লৌহময় খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথস্থ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে পদব্রজে ধাবমান হইলেন[২৪.২৫]। পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে মত্ত হস্তি সদৃশ বিক্রমশীল, দীপ্যমান আদিত্য সদৃশ, কাল প্রেরিত অন্তক সমান ও আকাশ হইতে আপতিত আশীবিষ সদৃশ হইয়া খড়্গ উদ্ভ্রামণ করিতে করিতে মহা বেগে আগমন করিতেছে অবলোকন করিতে লাগিলেন[২৬.২৭]। শাণিত খড়্গ ও চর্ম্ম হস্তে ধাবমান প্রতিপক্ষ সেই সাংযমনি-পুত্র বাণ বেগের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রথ সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র, সেনাপতি পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন[২৮.২৯]। হে রাজন্! তিনি হত হইবা মাত্র তাঁহার সুপ্রভান্বিত চর্ম্ম ও খড়্গ হস্ত হইতে স্রস্ত হইল, এবং তাঁহার দেহও ভূতলে পতিত হইল[৩০]। ভীম-বিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র তাঁহাকে গদাঘাতে বধ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন[৩১]। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ রাজপুত্র নিধন হইবা মাত্র আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল[৩২]। তদনন্তর সাংযমনি, পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে বেগে অভিগমন করিলেন[৩৩]। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় ভূপতি পরস্পর সমরে মিলিত সেই যুদ্ধ দুর্ম্মদ বীর দ্বয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন[৩৪]। প্রথমত বীর শত্রুহন্তা সাংযমনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজকে আঘাতের ন্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে আঘাত করিলেন[৩৫], এবং সভাশোভন শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল[৩৬]।

একষষ্টি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছি, কেন না পাণ্ডব সৈন্যেরাই ক্রমাগত মৎপুত্রের সৈন্যগণ বধ করিতেছে[১]। হে বৎস! তুমি নিত্যই মদীয় পক্ষের বিনাশ ও পাণ্ডব পক্ষ দিগকে অব্যগ্র ও হৃষ্ট বলিতেছ[২]। তুমি এক্ষণে মৎপক্ষীয় দিগকেই পৌরুষ-হীন, পতিত, পাত্যমান ও হত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ[৩]। তাহারা জয় চেষ্টায় শক্ত্যনুসারে যুধ্যমান হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে, এবং তাহারা হীন হইতেছে[৪]; অতএব হে বৎস! দুর্য্যোধন হইতে আমাকে অনবরতই দুঃসহ তীব্র বহু দুঃখের বিষয় শ্রবণ করিতে হইল[৫]। সঞ্জয়! যে উপায়ে পাণ্ডবেরা হীন ও মৎপক্ষীয় গণ জয়ী হয়, তাহা অবলোকন করিতেছি না[৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই মহান্ অপনয় আপনা হইতেই হইতেছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনি স্থির হইয়া গজ, বাজি, রথ ও মনুষ্য ক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[৭]। ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রাধিপতি শল্যের বাণে পীড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে তাহাকে লৌহময় নয় শরে পীড়িত করিলেন[৮]। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলাম, তিনি ত্বরা সহকারে সভাশোভন শল্যকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[৯]। তাঁহাদিগের উভয়ের এই যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র হইল। উভয়েই এতাদৃশ সংরব্ধ হইয়া সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে কেহ তাঁহাদিগের নিমেষ মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইল না[১০]। হে মহারাজ! শল্য শাণিত সুপীত এক ভল্লাস্ত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছিন্ন করিলেন[১১]; তৎপরে যেমন বর্ষাকালে জলদগণ জল বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে তদ্রূপ শরবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন[১২]। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাতে পীড়িত হইলে ক্রুদ্ধচিত্তে অভিমন্যু শল্যের

রথাভিমুখে বেগে গমন করিতে লাগিলেন[১৩]। পরে অমেয়াত্মা অর্জ্জুন তনয় আর্ত্তায়নি শল্যের রথ সমীপে উপনীত ও কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[১৪]। তাহা অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ যোধ গণ অভিমন্যুরে পরাজয় করিবার মানসে মদ্ররাজের রথ সত্বর পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন[১৫]। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ[১৬], সত্যব্রত ও পুরুমিত্র, এই দশজন মদ্রাধিপতির রথ রক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন[১৭]। হে নরাধিপ! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু নকুল ও সহদেব, পাণ্ডব পক্ষীয় এই দশ জন রথী নানা বিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষের উক্ত দশ জন রথীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৮.১৯]। হে রাজন্! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই উঁহারা সংক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে সমরে সমবেত হইলেন[২০]। আপনার ও পর পক্ষের রথিগণ, পরস্পর বধাভিলাষী সেই দশ মহারথীর দর্শক হইলেন[২১]। তাঁহারা সিংহনাদ করত অনেক বিধ শস্ত্র বিমোচন করিয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন[২২]। সকলেই জাতক্রোধ ও অমর্ষণ হইয়া পরস্পর জ্ঞাতি হনন কামনায় স্পর্দ্ধা ও সিংহনাদ সহকারে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[২৩-২৪]। দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্বরা সহকারে চারি, দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পঞ্চ, দুর্ম্মুখ নব, দুঃসহ সপ্ত, বিবিংশতি পঞ্চ ও দুঃশাসন তিন শাণিত বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিলেন। হে রাজেন্দ্র! শত্রুতাপন পৃষতকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চ বিংশতি বাণ প্রহার করিলেন। অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। জননীর আনন্দবর্দ্ধন নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তৎপরে শল্য

রথিপ্রধান ভাগিনেয় দ্বয়ের উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শল্যের শর সমূহে আছাদ্যমান হইয়াও তাহার প্রতীকার মানসে বিচলিত হইলেন না[২৫.৩১]।

মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া বিবাদের শেষ করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন[৩২]। গদাহস্ত মহাবাহু ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবলোকন করিয়া আপনার অন্যান্য পুত্র ভয়ে পলায়ন করিলেন[৩৩]। পরন্তু দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া মগধ দেশীয় দশ সহস্র গজ সৈন্যকে আদেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন[৩৪-৩৫]। গদাহস্ত বৃকোদর সেই গজ সৈন্যকে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া সিংহবৎ উচ্চ নিনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ করিলেন[৩৬]। তিনি কৃত-মুখ-ব্যাদান অন্তক সদৃশ হইয়া অদ্রিসারময়ী গুর্ব্বী মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন[৩৭]; যে প্রকার বৃত্রহা ইন্দ্র দানবগণের রণে বিচরণ করেন, তদ্রূপ সেই বলী মহাবাহু বৃকোদর গদা দ্বারা গজগণ হনন করত সমর স্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৩৮]! চিত্ত ও হৃৎকম্পকারী তাঁহার মহা গর্জ্জনে গজ সকল সংহত হইয়া নিশ্চেষ্টমান হইল[৩৯]। তদনন্তর দ্রৌপদী-পুত্রেরা, মহারথ সুভদ্রা-পুত্র, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া জলধর মণ্ডলীর অচল নিচয়ের উপর বারিধারা বর্ষণের ন্যায় গজ দলের উপর শর বর্ষণ করত ধাবিত হইলেন[৪০.৪১]। অনন্তর পাণ্ডবগণ শাণিত সুপীত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও অঞ্জলিকাস্ত্র দ্বারা গজযোধীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন[৪২]। গজযোধিগণের পতমান মস্তক, বিভূষিত বাহু ও অঙ্কুশ সহিত হস্ত সমূহে যেন প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল[৪৩]। গজযোধিগণ গজস্কন্ধেই ছিন্ন মস্তক হইয়া যেন গিরিশিখরে ভগ্নশাখি তরু সকল

দৃষ্ট হইতে লাগিল[৪৪]। মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকেও বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ সকল নিপাতিত ও নিপাত্যমান করিতে দৃষ্ট হইতে লাগিল[৪৫]। মাগধ মহীপাল ঐরাবত সদৃশ এক মহা হস্তী অভিমন্যুর রথ সমীপে চালন করিলেন[৪৬]। বীর শত্রুহন্তা মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের মহাগজকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া এক বাণে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন[৪৭]। মগধরাজ হস্তি-হীন হইলে তিনি রজতপুঙ্খ এক ভল্ল দ্বারা মগধ রাজের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন[৪৮]। ঐ সময়ে মহাবীর বৃকোদরও সেই বিপুল গজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রের গিরি মর্দ্দনের ন্যায় করি সমুদায় মর্দ্দন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন[৪৯]। তিনি এক এক প্রহারেই দন্তিগণ হনন করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে সেই সকল নিহত মাতঙ্গকে যেন বজ্র হত পর্ব্বতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলাম[৫০]। কোন কোন মাতঙ্গের দন্ত, কোন কোন গজের গণ্ড, কোন হস্তীর উরু, ও কাহার দিগের পৃষ্ঠত্রিক ভগ্ন হইল। পর্ব্বতোপম অনেক হস্তী ভয়েই বিষণ্ণ হইল। কোন দন্তিগণ সমর-বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। কোন কোন হস্তী ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ, ও কোন কোন নাগ পুরীষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[৫১.৫২]। কোন কোন গিরি তুল্য গজ ভীমসেনের বিচরণ পথেই পতিত হইয়া গতাসু হইল। কোন কোন নাগ চিৎকার শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[৫৩]। কোন কোন মহাগজ ভিন্নকুম্ভ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পতিত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল[৫৪]। ভীমসেন মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে দিগ্ধাঙ্গ হইয়া দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায় সমরভুমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন[৫৫]। তিনি গজগণের রুধিরাক্ত গদা ধারণ করিয়া যেন পিনাকধারী রুদ্রের ন্যায় ঘোর রূপে ভয়াবহ হইলেন[৫৬]। গজগণ ক্রুদ্ধ ভীম কর্ত্তৃক নির্মথ্যমান ও ক্লিষ্ট হইয়া সহসা আপনার সৈন্য মর্দ্দন করিতে

করিতে ধাবমান হইল[৫৭]। যেমন অমরগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথীগণ যুধ্যমান সেই মহাবীর বৃকোদরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন[৫৮]। ভীমাত্মা ভীমসেন গজ-শোণিতাক্ত গদাধারী হইয়া রণস্থলে ভ্রমণ করাতে কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[৫৯]। সর্ব্ব দিকে গদা হস্তে ভ্রমণ করাতে তাঁহাকে নৃত্যন্ত শঙ্করের ন্যায়, এবং ইন্দ্রের বজ্র সম রবকারী তাঁহার শত্রুঘাতিনী রৌদ্রী গুর্ব্বী গদাকে যমদণ্ড সদৃশ অবলোকন করিতে লাগিলাম[৬০-৬১]। ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের পশু হনন কালে পিনাক যেমন দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কেশ মজ্জা মিশ্রিত রুধিরদিগ্ধ গদা দৃষ্ট হইতে লাগিল[৬২]। যে প্রকার পশুপালক যষ্টি দ্বারা পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় ভীমসেন গদা দ্বারা গজসৈন্য তাড়িত করিতে লাগিলেন[৬৩]। ভবৎপক্ষীয় কুঞ্জর সকল ভীমসেনের গদা ও চতুর্দ্দিক হইতে প্রক্ষিপ্ত বাণ সমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়া স্ব পক্ষ অনীকদিগকেই মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবমান হইল[৬৪]। ভীমসেন, মহাবায়ু কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডলী নিরাকরণের ন্যায়, বারণ গণ নিরাকৃত করিয়া, শ্মশানবাসী শিবের ন্যায়, সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৬৫]।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সেই সমস্ত করি সৈন্য নিহত হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেনকে বধ কর, বলিয়া সর্ব্ব সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন[১]। রণ স্থলে ভৈরব রব কারী ভবৎ পক্ষ সমুদায় সৈন্য আপনার পুত্রের শাসনানুসারে নিনাদকারী ভীমসেনের সমীপে ধাবিত হইল[২]। ভীমসেন দেব গণেরও সুদুঃসহ, পর্ব্ব কালে সুদুষ্পার সমুদ্র সদৃশ, অনন্ত রথ পদাতি সঙ্কুল, রথ নাগ ঘোটক

কলিল, শঙ্খ দুন্দুভি নিস্বন সংযুক্ত, সর্ব্বত্র ধূলি সমাকীর্ণ, অক্ষোভ্য দ্বিতীয় মহোদধির ন্যায় আপতন্ত সেই অপরিমিত সৈন্য সাগর, তীর ভূমির সাগর নিবারণের ন্যায়, নিবারিত করিতে লাগিলেন[৩-৫]। মহারাজ! পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা ভীমসেনের সমরে অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম অবলোকন করিলাম[৬]। তিনি অশ্ব হস্তীর সহিত সেই সমস্ত সমুদীর্ণ পার্থিবগণকে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে গদা দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন[৭]। তুমুল সমরে সেই বলিপ্রবর বৃকোদর গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া মেরু গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৮]। সেই পরম দারুণ তুমুল ভীষণ সমরে ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীপুত্রগণ, অভিমন্যু ও অপরাজিত শিখণ্ডী, ইহাঁরা ভয় প্রাপ্ত হইয়াও মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিলেন না[৯-১০]। বিভু ভীমসেন ঐ সকল বীরগণের রক্ষিত হইয়া লৌহময়ী মহতী গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করিয়া দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া আপনার যোধগণকে বধ করিতে লাগিলেন; রথবৃন্দ ও বাজিবৃন্দ প্রোথিত করত যুগান্ত কালীন পাবকের ন্যায় সমরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; প্রলয় কালের অন্তক তুল্য হইয়া উরুবেগে রথজাল প্রকর্ষণ করিয়া যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন[১১-১৩]; যে প্রকার হস্তী নল বন ভগ্ন করে, তদ্রূপ সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন; এবং আপনার সৈন্য মধ্যে রথ সকল হইতে রথী সকল, গজ পৃষ্ঠ হইতে গজারোহী সকল, অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে সাদি সকল এবং ভূতলে পদাতি সকলকে, বায়ুবেগে বৃক্ষ হননের ন্যায়, গদা দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদা তখন নাগ অশ্ব হনন করিয়া তাহাদিগের মজ্জা, বসা, মাংস ও শোণিতে প্রলিপ্তা হইয়া মহাভয়ানক রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইতস্তত নিহত মনুষ্য, হস্তী ও সাদি সমূহে রণস্থল, যমের আবাস স্থান সদৃশ হইল। ভীমসেনের অরাতি-ঘাতিনী, ভীমা, যম-

দণ্ডোপমা ও ইন্দ্রের অশনিসম-প্রভা সেই গদাকে লোক সকল, পশুঘাতী ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় দেখিতে লাগিল[১৮-১৯]। যে প্রকার প্রলয় কালে কৃতান্তের মহাভয়ঙ্কর রূপ হইয়া উঠে, সেই মহাত্মা কুন্তীপুত্রের গদা ভ্রামণ কালে তদ্রূপ মূর্ত্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল[২০]। তাঁহাকে মহতী সেনা পুনঃপুন তাড়িত করিতে করিতে আগমন করিতেছেন অবলোকন করিয়া সকলেই আগত যমের ন্যায় বোধ করত বিমনায়মান হইল[২১]। হে ভরত-কুলপ্রবর! তিনি গদা উদ্যত করিয়া সৈন্য মধ্যে যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই দিকের সৈন্য সকল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল[২২]।

মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম ভীমকর্ম্মা বৃকোদরকে সৈন্য সমূহ কর্ত্তৃক অপরাজিত এবং তাঁহাকে মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করিতে ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে যেন গ্রাস করিতে অবলোকন করিয়া আদিত্য সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন মহৎ রথে মেঘ গম্ভীর নিনাদে বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন[২৩-২৫]। মহাবাহু ভীমসেনও ভীষ্মকে ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি অভিমুখীন হইয়া গমন করিলেন[২৬]। ঐ সময় সত্য প্রতিজ্ঞ শিনি বীর সাত্যকি আপনার পুত্রের সেনাকে কম্পমানা করত দৃঢ় শরাসনে শত্রু হত্যা করিতে করিতে পিতামহ ভীষ্মের সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন[২৭]। সুপুঙ্খ সুশাণিত শর নিকর বর্ষণ করিতে করিতে রজত প্রভা-সম্পন্ন বাজি-যোজিত রথে সাত্যকির গমন কালে ভবৎ পক্ষ সমুদায় যোধগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না[২৮]। তখন রাক্ষস অলম্বুষ দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু তিনি অলম্বুষকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া গমন করিলেন[২৯]। ভবৎ পক্ষ যোধগণ, সেই বৃষ্ণি-

কুল বীর সাত্যকিকে বিপক্ষ মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক কুরুপুঙ্গবদিগকে নিবারণ ও মুহুর্মুহু সিংহ নাদ করিয়া আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, যে প্রকার মেঘ মণ্ডল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিয়াও মধ্যাহ্ন কালীন আতপস্ত সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী সেই বরিষ্ঠ বীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না[৩০-৩১]। হে রাজন্! সেই সকল যোধগণ মধ্যে সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত আর সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা স্ব পক্ষ রথিদিগকে সাত্যকি কর্তৃক তাড়িত অবলোকন করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে প্রত্যুদ্গমন করিলেন[৩২-৩৩]।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তৎ পরে ভূরিশ্রবা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, মহাগজের প্রতি অঙ্কুশ প্রহারের ন্যায়, সাত্যকিকে নয় বাণে প্রহার করিলেন[১]। অমেয়াত্মা সাত্যকিও সকল লোকের সাক্ষাতে সন্নতপর্ব্ব বহুল শর দ্বারা কৌরব ভূরিশ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[২]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমরে যত্নশীল মহাবীর সোমদত্ত তনয় ভূরিশ্রবার রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন[৩]। এবং মহাবল-সম্পন্ন পাণ্ডব পক্ষ সকলেও সাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায় মান রহিলেন[৪]। ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া, গদা উদ্যত করত আপনার সমুদায় পুত্রদিগকে পরিবেষ্টন করিলেন[৫]। অনেক সহস্র রথি-সমবেত আপনার পুত্র নন্দক ক্রোধান্বিত হইয়া শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত ষষ্ঠবাণ দ্বারা মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধনও সেই মহাসমরে ক্রুদ্ধ চিত্তে শাণিত নয় বাণে মহারথ ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করি-

লেন। তদনন্তর অতিমহাবল সম্পন্ন মহাবাহু ভীম স্বকীয় রথবরে সমারোহণ করিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথে! ঐ সকল মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে আমাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া আগমন করিতেছে। হে সূত! অদ্য বহুকালের পর এই সমরে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের মনোরথ বৃক্ষ সফল হইল, যেমন রথচক্র দ্বারা রেণু সকল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে গমন করিয়া নিবারণ হয়, তদ্রূপ আমি সমরোদ্যত মদোন্মত্ত ভ্রাতৃগণে পরিবৃত ও নানাদেশ সমাগত রাজগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনকে তোমার সাক্ষাতে শর নিকর দ্বারা নিহত করিয়া শোক সমুদায় নিবারণ করিব[৬-১৩]। অতএব তুমি সযত্ন হইয়া এই সংগ্রামে আমার অশ্বগণের গতি নিবৃত্তি কর। হে নরাধিপ! বৃকোদর, সারথিরে ইহা বলিয়া কনক ভূষিত নিশিত তীক্ষ্ণ বহুল শর দ্বারা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; তৎ পরেই নন্দকের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে তিন বাণ প্রহার করিলেন[১৪ ১৫]। পরে দুর্য্যোধন মহাবল ভীমকে ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্য সুশাণিত তিন বাণে তাঁহার সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিলেন[১৬], এবং যেন হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ তিন ভল্লদ্বারা ভীমের কার্ম্মুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১৭]। ভীম তখন সারথি বিশোককে ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুতীক্ষ্ণ বাণে পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া অসহমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রের বধার্থ দিব্য শরাসন ও লোমবাহী ক্ষুরপ্র অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১৮-২০]। আপনার পুত্র ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরা সহকারে ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য এক বেগবত্তর শরাসন গ্রহণ করিয়া কালান্তক সদৃশ এক বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন[২১-২২]। রথ মধ্যে অবস্থিত মহাবীর ভীম তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ

ও ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথ মধ্যে নিপতিত হইলেন[২৩]। ভীমসেনকে পতিত নিরীক্ষণ করিয়া অভিমন্যু-প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষ মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল[২৪]। তাঁহারা অব্যগ্র চিত্তে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মস্তকোপরি উগ্রতেজ বাণ সকল তুমুলরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২৫]। মহাবল ভীমসেনও ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমত তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন[২৬]। তৎ পরেই শল্যকে সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শল্য বাণ বিদ্ধ হইয়া রণ হইতে অপসৃত হইলেন[২৭]।

মহারাজ! তৎ পরে সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম, আপনার এই চতুর্দ্দশ পুত্র সমবেত ও ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া ভীমসেনের সমীপে ধাবন পূর্ব্বক তাঁহার উপর বহুল বাণ বিসর্জ্জন করত তাঁহাকে দৃঢ় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৮-৩০]। মহাবাহু মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে তাদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিতে অবলোকন করিয়া, পশু মধ্যে বৃকের ন্যায়, সৃক্কণী লেহন করত গরুড় তুল্য বেগে তাঁহাদিগের মধ্যে আপতিত হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনাপতির শিরশ্ছেদ করিলেন[৩১-৩২]; সহাস্য-মুখে তিন বাণে জলসন্ধকে সংহার করিয়া যমভবনে উপনীত করিলেন[৩৩]; সুষেণকে বধ করিয়া মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন; উগ্রের শির স্রাণের সহিত কুণ্ডল দ্বয় শোভিত চন্দ্রোপম মস্তক ভল্লাস্ত্রে ভূতলে পাতিত করিলেন; অশ্ব, কেতু ও সারথির সহিত বীরবাহুকে সপ্ততি বাণে পরলোকে প্রেরণ করিলেন; ভীমরথ ও ভীম, উভয় ভ্রাতাকে যেন হাসিতে হাসিতে যম ভবনে উপস্থিত করিলেন; এবং সুলোচনকে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই মৃত্যু-মুখে নিঃসারিত করি-

লেন। তদ্‌ভিন্ন আপনার যে সকল পুত্র তথায় অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তখন ভীমসেনের পরাক্রম দর্শন করিয়া সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক আহত হইয়া দিগ্‌ দিগন্তর পলায়ন করিলেন[৩৪-৩৯]।

তদনন্তর শান্তনুনন্দন সমস্ত কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে কহিলেন, হে মহারথগণ! উগ্রধন্বা ঐ ভীমসেন সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারথদিগের মধ্যে যিনি যেমন প্রধান, যেমন বীর, যেমন শূর হউন না কেন, তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে তোমরা প্রমথিত কর, বিলম্ব করিও না[৪০-৪১]। ধার্ত্তরাষ্ট্র সমুদায় সৈন্য, ভীষ্ম কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধাবমান হইল[৪২]। ভগদত্ত, গলিত-মদ কুঞ্জরারোহণে ভীমের সমীপে আপতিত হইলেন[৪৩]। তিনি তাঁহার সম্মুখে আপতিত হইয়াই তাঁহাকে বাণ সমূহ দ্বারা, মেঘ কর্ত্তৃক অদৃশ্য সূর্য্যের ন্যায়, অদৃশ্য করিলেন[৪৪]। স্ব স্ব বাহুবলের আশ্রিত অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ সমরে ভীমের শরাচ্ছাদিত হওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীকে সমাবৃত করিলেন[৪৫-৪৬]। সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ হস্তী, সেই সকল মহারথের নানাবিধ অতি তেজন শস্ত্র বর্ষণে অভিহত হইয়া রুধির-ক্লিন্ন কলেবর হওয়াতে, যে প্রকার মহামেঘ মণ্ডলী সূর্য্য কিরণে রঞ্জিত হইয়া দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ দর্শনীয় হইল[৪৭-৪৮]। সেই মদস্রাবী রুধিরাক্ত বারণ ভগদত্ত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দ্বিগুণ বেগাবলম্বনে পদভরে পৃথিবীকে কম্পমানা করত, কাল প্রেরিত কৃতান্তের ন্যায়, সেই সকল যোদ্ধাগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদায় মহারথগণ সেই মহাগজের মহাভয়ানক রূপ নিরীক্ষণ করিয়া অসহ্য বিবেচনা করিয়াও বিমনা হইলেন না। রাজা ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীমসেন রাজা

ভগদত্ত কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথের ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত সেই সকল যোধগণকে ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বলবৎ নিনাদ করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর ভয়ানক রাক্ষস ঘটোৎকচ ভীমকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল, এবং নিমেষার্দ্ধকাল পরেই ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধিনী দারুণ মায়া সৃষ্টি করত স্বকৃত মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কররূপ ধারণ-পূর্ব্বক লোকের দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হইল[৪৯-৫৬]। তেজ, বীর্য্য, বল, মহাবেগ ও পরাক্রম বিশিষ্ট রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত, বহুল মদ-স্রাবকারী, মহাকায়, সুপ্রভান্বিত ও চতুর্দন্ত সম্পন্ন অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন দিগ্ হস্তী তাহার অনুগামী হইল। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে তাঁহার গজের সহিত বিনাশ করিবার মানসে স্বীয় গজ চালনা করিল। এবং অন্য তিন গজও অতি মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের চালিত ও অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভগদত্ত-হস্তীর চতুর্দ্দিগে ধাবন পূর্ব্বক তাহাকে দন্ত দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল[৫৭-৬১]। সেই ভগদত্তের হস্তী একে অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক শরাহত, তাহাতে আবার দিগ্ হস্তী কর্ত্তৃক দন্তাহত হইয়া অতিশয় পীড্যমান হইল; সে ইন্দ্রের অশনি সম অতি মহা নিনাদ করিতে লাগিল[৬২]।

হে ভারত রাজ! ভীষ্ম, সেই ভগদত্ত-গজের সুঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণকে কহিলেন[৬৩], মহাধনুর্দ্ধর রাজা ভগদত্ত সমরে দুরাত্মা হিড়িম্বা-তনয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; তিনি দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন[৬৪]। রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাকায়, রাজা ভগদত্তও অতি কোপন স্বভাব, ইহাঁরা দুই জন নিশ্চয়ই সমরে পরস্পরের মৃত্যু স্বরূপ[৬৫]। ঐ পাণ্ডবদিগের হর্ষ-সূচক মহাধ্বনি এবং ভয়ার্ত্ত ভগদত্ত নাগের অতি মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে[৬৬]; অত-

এব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, চল আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিতে গমন করি; এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীঘ্রই সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন[৬৭]। হে মহাবীর্য্য সম্পন্নবীর পুরুষ গণ! তোমরা ত্বরা কর, বিলম্ব করিও না; উহাদিগের নিদারুণ মহা রোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতেছে[৬৮]। হে অক্ষয়সত্ত্ব গণ! রাজা ভগদত্ত সৎকুল-সন্তান, শূর এবং সেনাপতি; উহাকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের নিতান্ত উচিত[৬৯]।

ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর সমুদায় মহারথগণ ভীষ্ম ও দ্রোণকে পুরস্কৃত করিয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্বরমাণ হইয়া অতিবেগে ভগদত্তের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই বিপক্ষদিগকে গমন করিতে অবলোকন করিয়া অনুগামী হইলেন। প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সকল সৈন্য অবলোকন করিয়া অশনি বিস্ফোটের ন্যায় অতি মহানিনাদ করিতে লাগিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া এবং সেই দিগ্‌হস্তীদিগকে যুদ্ধ করিতে সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুনর্ব্বার বলিলেন, দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আমার রুচি হয় না। ঐ দুরাত্মা সংপ্রতি উত্তম সহায় সম্পন্ন ও বল বীর্য্য সমন্বিত হইয়াছে। ও স্বভাবতই লব্ধ-লক্ষ এবং প্রহারে সমর্থ; এক্ষণে উহাকে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; বিশেষত আমাদিগের বাহন গণ এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছে; আমরাও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অদ্য সমস্ত দিবস ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। এক্ষণে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছে, উহাদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতএব অদ্য সেনাগণের অবহার করিতে ঘোষণা কর পর দিন বিপক্ষ সহ সংগ্রাম করা যাইবে[৭০-৭১].

ঘটোৎকচ ভয়ে পরিপীড়িত কৌরবগণ পিতামহের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাত্রি উপস্থিত এই এক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন[৭৮]। কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে লব্ধ-জয় পাণ্ডবেরা শঙ্খ ধ্বন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৭৯]। হে ভারত-প্রবর! সেই দিবস কুরুদিগের সহিত ঘটোৎকচ-পুরোবর্ত্তী পাণ্ডবদিগের এই রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল[৮০]। কৌরবেরা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং লজ্জান্বিত চিত্তে নিশাকালে স্ব স্ব শিবির প্রবেশ করিলেন[৮১]। শর বিক্ষতকলেবর মহারথ পাণ্ডবগণ ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া সুস্থান্তঃকরণে স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মর্ম্ম-ভেদক তূর্য্য ও শঙ্খ স্বন মিশ্রিত বিবিধ নিনাদ সহকারে সিংহনাদ করত ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া নিশা কালে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধ প্রযুক্ত দীন মনে বাস্প-শোক-সমাকুল হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিলেন। তদনন্তর শিবিরবিহিত যথাবিধি কার্য্য বিধানানন্তর ভ্রাতৃ শোকে কর্ষিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন[৮২-৮৭]।

চতুর্থ দিবস যুদ্ধ ও চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু-কুমারদিগের কর্ম্ম দেব-দুঃসাধ্য শ্রবণ করিয়া আমার অতি মহাভয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে[১]। হে সঞ্জয়! পুত্রগণের সর্ব্ব প্রকারে পরাভব শ্রবণ করিয়া ইহার পর কি রূপ হইবে এই মহতী চিন্তা আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে[২]। হে সঞ্জয়! যে সমস্ত ব্যাপার দৈবাধীন অবলোকন করিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমাকে অনুতাপিত করিবে[৩]; কেন না পাণ্ডব-সৈন্যের

যোদ্ধাগণ, যোধসত্তম অস্ত্রজ্ঞ শূর ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতেছে[৪]। হে বৎস! মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবেরা কি হেতু অবধ্য হইল? যখন তাহারা আকাশগত তারাগণের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে কেহ বর প্রদান করিয়া থাকিবেক অথবা তাহারা কোন মন্ত্র অবগত থাকিবেক। পাণ্ডবেরা যে পুনঃ পুন সৈন্য বিনাশ করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না[৫-৬]। পরন্ত দারুণ দণ্ড, দৈব কর্ত্তৃক আমার প্রতিই পতিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা যে কারণে অবধ্য এবং আমার পুত্রেরা যে কারণে বধ্য, তাহা তুমি যথা তত্ত্বানুসারে আমাকে বল। যেমন মনুষ্য ভুজবলে সন্তরণ করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি এই দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোন প্রকার উপায় দেখিতেছি না। আমি নিশ্চয়ই পুত্রগণের সুদারুণ বিপদ্ উপস্থিত মনে করিতেছি[৭-৯]। ভীম আমার সমুদায় পুত্রকেই সংহার করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। হে সঞ্জয়! আমি এমত বীর কাহাকেও অবলোকন করিতেছি না, যে, সমরে আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে পারে; অতএব আমার পুত্রগণ নিঃসংশয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হে সঞ্জয়! আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাণ্ডবদিগের জয় ও আমার পুত্রদিগের বিনাশ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ কি, তাহা তুমি আমার নিকট যথাতত্ত্ব ক্রমে বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। দুর্য্যোধন স্ব পক্ষদিগকে সমর বিমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যে রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ, এই সকল মহাবল মহাধনুর্ধরগণ, সমর পরাঙ্মুখ হইলে কি করিলেন? আর আমার পুত্রেরা বিমুখ হইলে, তৎ কালে সেই মহাত্মাদিগের কি নিশ্চয় হইল[১০-১৪]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবধা-

রণ কর। পাণ্ডবেরা কোন মন্ত্র-প্রয়োগও করেন না, তথাবিধ মায়া কার্য্যও কিছু জানেন না, এবং কোন বিভীষিকাও সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যথা ন্যায়ে যুদ্ধই করিয়া থাকেন[১৫.১৬]। হে ভারত! পাণ্ডবেরা সর্ব্বদাই মহৎ যশ কামনায় ধর্ম্ম দ্বারাই জীবিকাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন[১৭]। সেই ধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমর হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, যেস্থানে ধর্ম্ম, সেইস্থানেই জয়[১৮]; এই হেতু তাঁহারা রণে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন। আর আপনার পুত্রেরা দুরাত্মা, নিষ্ঠুর, নিচকর্ম্মা এবং সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে অভিরত, এই হেতু তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি নীচ লোকদিগের ন্যায় অনেক নৃশংস কর্ম্ম, আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রদিগের অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত নৃশংস কর্ম্ম উপেক্ষা করিতেন, এবং গোপন করিয়া রাখিতেন। হে নরাধিপ! আপনার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই সতত কৃত পাপ কর্ম্মের মহাভয়ঙ্কর ফল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি সুহৃদ্ ও পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণচার্য্য আপনাকে নিবারিত করিলেও আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমিও আপনাকে যথার্থ হিত বাক্য দ্বারা বারম্বার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু মর্ত্ত্য ব্যক্তি যেমন পথ্য ও ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ আপনি আমার সেই হিত বাক্য গ্রহণ করেন নাই, পুত্রদিগের মতাবলম্বী হইয়াই পাণ্ডবদিগকে পরাজিত মনে করিয়াছিলেন[১৯.২৬]।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে পাণ্ডবদিগের জয়ের প্রতি প্রকৃত কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন[২৭]। এই বিষয় দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দুর্য্যোধনকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি যেরূপ

শ্রবণ করিয়াছি, আপনার নিকট বলিতেছি[২৮]। হে জনাধিপ! নিশা-কালে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিমহারথ সমুদায় ভ্রাতৃগণকে সমরে পরাজিত অবলোকন করিয়া শোকাকুল চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, পিতামহ! আপনি, বীর্য্যবান্ দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, আপনারা সকলেই মহারথ ও সৎকুল সম্ভূত এবং যুদ্ধে ও তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ বলিয়া বিখ্যাত; আমার মতে ত্রিলোক মধ্যে আপনাদিগের তুল্য যোদ্ধা কেহ নাই, সমস্ত পাণ্ডব পক্ষ যোদ্ধাও আপনাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না[২৯-৩৩]; ইহাতে আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া ক্ষণে ক্ষণে জয়যুক্ত হইতেছে; যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা জয় লাভ করিতেছে, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৪]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌরব রাজ! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা শ্রবণ কর; আমি বারম্বার তোমাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর নাই[৩৫]। এখনও বলিতেছি, তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর; আমার মতে সন্ধি করাই তোমার এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল জনক[৩৬]। তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সকল শত্রুগণকে পরিতাপিত করিয়া বান্ধবগণকে আনন্দিত করত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখে এই পৃথিবী উপভোগ কর[৩৭]। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে অবমানিত করিয়াছিলে; আমি তোমাকে মুক্তকণ্ঠে নিবারণ করিলেও যে তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই, তাহারই ফল এক্ষণে লব্ধ হইতেছে[৩৮]। হে মহারাজ! সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা পাণ্ডবেরা যে অবধ্য, তাহার কারণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর[৩৯]। কৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডবদিগকে যে কেহ সমরে পরাজিত

করে, এতাদৃশ প্রাণী ত্রিলোক মধ্যে কেহ নাই, পূর্ব্বেও হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না[৪০]। হে বৎস ধর্ম্মজ্ঞ! ভাবিতাত্মা মুনিগণ পুরাতন ইতি হাস যে একটি আমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার সকাশে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৪১]। পূর্ব্বকালে সমস্ত ঋষি ও দেবগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে সমুপবিষ্ট হইলেন[৪২]। তাঁহাদিগের মধ্যে সমাসীন প্রজাপতি নভোমণ্ডলে দীপ্তি সম্পন্ন উজ্জ্বল এক উত্তম বিমান দেখিতে পাইলেন[৪৩]। তিনি ধ্যান দ্বারা সমস্ত বিদিত হইয়া হৃষ্ট মনে কৃতাঞ্জলিপুটে পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলেন[৪৪]। ঋষি ও দেবগণ সকলেই সেই মহাদ্ভুত ব্যাপার ও ব্রহ্মাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া প্রাঞ্জলি ও দণ্ডায়মান হইলেন[৪৫]। জগদ্‌বিধাতা পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ প্রবর ব্রহ্মা সেই পর দেবকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন[৪৬]। হে দেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বক্‌সেন, বিশ্বকর্ম্মা, নিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর, বাসুদেব এবং যোগাত্মা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম[৪৭]। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহাদেব! তুমি জয় যুক্ত হও—তোমার স্বাভাবিক নিত্য উৎকর্ষ আবিস্কার কর। হে লোক হিতরত! তুমি জয় যুক্ত হও। হে বিভু যোগীশ্বর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে যোগ পরাবর! তুমি জয় যুক্ত হও[৪৮]। হে পদ্মনাভ! হে বিশালাক্ষ! হে লোকেশ্বরের ঈশ্বর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানের নাথ! হে সৌম্য! হে আত্মজাত্মজ! তুমি জয় যুক্ত হও[৪৯]। হে অসঙ্খ্যেয় গুণাধার! হে সর্ব্ব পরায়ণ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে নারায়ণ! হে অসীম মহিম! হে শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর! তুমি জয় যুক্ত হও[৫০]। হে সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন! হে বিশ্বমূর্ত্তি! হে নিরাময়! তুমি জয় যুক্ত হও! হে বিশ্বেশ্বর! হে মহাবাহো! হে লোক-হিতৈষিন্! তুমি জয় যুক্ত হও[৫১]। হে মহানাগ! হে বরাহ মূর্ত্তি! হে আদি কারণ! হে পিঙ্গল

কেশ! হে বিভো! হে পীতবাস! হে দিগীশ্বর! হে বিশ্ববাস! হে অমিত! হে অব্যয়! তুমি জয় যুক্ত হও[৫২]। হে ব্যক্ত! হে অব্যক্ত! হে অমিতাধার! হে নিয়তেন্দ্রিয়! হে সৎক্রিয়! হে অসঙ্খ্যেয়! হে আত্ম-ভাবজ্ঞ! হে গম্ভীর! হে কামদ! তুমি জয় যুক্ত হও[৫৩]। হে অনন্ত! হে বিদিত! হে ব্রহ্মন্! হে নিত্য! হে ভূতপ্রভাবন! হে কৃতকার্য্য! হে কৃতপ্রজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে জয়পরাজয় বিহীন[৫৪]! হে গুহ্যাত্মন্! হে সর্ব্বযোগাত্মন্! হে স্ফুট-সম্ভূত সম্ভব! হে ভূতাত্মতত্ত্ব! হে লোকেশ! হে ভূতবিভাবন! তুমি জয় যুক্ত হও[৫৫]। হে আত্মযোনে! হে মহাভাগ! হে কল্প সংক্ষেপ তৎপর! হে মনোভাবোদ্ভাবন! হে ব্রাহ্মণ প্রিয়! তুমি জয় যুক্ত হও[৫৬]। হে নৈসর্গিক সৃষ্টি নিরত! হে কামেশ! হে পরমেশ্বর! হে অমৃতোৎপাদক! হে সম্ভাব! হে মুক্তাত্মন্! হে বিজয়প্রদ[৫৭]! হে প্রজাপতি পতি! দেব দেব! হে পদ্মনাভ! হে মহাবল! হে আত্মভূত! হে মহাভূত! হে কর্ম্মাত্মন্! হে সর্ব্বপ্রদ! তুমি জয় যুক্ত হও[৫৮]। ধরাদেবী তোমার চরণ দ্বয়, দিক্ সমস্ত তোমার বাহু, গগণমণ্ডল তোমার মস্তক, আমি তোমার মূর্ত্তি, দেবগণ তোমার দেহ, চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, তপ ও সত্য তোমার বল, ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার আত্মজ, অগ্নি তোমার তেজ, বায়ু তোমার শ্বাস, জল তোমার স্বেদ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয় তোমার কর্ণ দ্বয়, সরস্বতী দেবী তোমার জিহ্বা, বেদ তোমার সংস্কারনিষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ তোমাতে আশ্রিত হইয়া আছে[৫৯-৬১]। হে যোগেশ! হে যোগীশ! আমরা তোমার সংখ্যা, কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কি আবির্ভাব, কিছুই জানিতে পারি না[৬২]। হে বিষ্ণো! হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ, তোমার প্রতি ভক্তি-নিরত ও তোমার আশ্রিত হইয়া আমরা সর্ব্বদা নিয়ম-পূর্ব্বক তোমার পূজা করিয়া থাকি[৬৩]। হে পদ্মনাভ! হে বিশালাক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে দুঃখ-প্রণাশন!

ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মানুষ, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপগণকে তোমার প্রসাদে বিশ্ব মধ্যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি[৬৪-৬৫]। হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমি সকল প্রাণীর নেতা, তুমিই জগতের গুরু; দেবতারা চিরকাল তোমারই প্রসাদে সুখী হইয়া থাকেন[৬৬]। পৃথিবী তোমার প্রসাদে সদা নির্ভীকা হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত, হে বিশালাক্ষ! তুমি যদুবংশ-বর্দ্ধন হও[৬৭]। হে বিভো! তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপন, দৈত্য বধ ও বিশ্ব ধারণ নিমিত্ত আমার নিবেদিত এই কার্য্য সম্পন্ন কর[৬৮]। হে বাসুদেব! হে বিভো! তোমার প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য বিষয় যাথাতথ্যক্রমে উদ্গীত করিয়াছি যে তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারা আত্মাকে বলদেব রূপ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার আত্মাকে কৃষ্ণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছ, তৎ পরে আত্মা হইতে প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছ[৬৯.৭০]। যাঁহাকে লোকে অব্যয় বিষ্ণু বলিয়া জানে, সেই অনিরুদ্ধকে প্রদ্যুম্ন হইতে উৎপাদন করিয়াছ এবং প্রদ্যুম্ন আমাকে লোকধারী ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন[৭১]; সুতরাং বাসুদেবাত্মক আমি তোমা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছি, অতএব তুমি আপনাকে ভাগ ক্রমে বিভাগ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও[৭২]। তুমি মর্ত্ত্য লোকে সর্ব্ব লোকের সুখ নিমিত্ত অসুর বধ নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করত লব্ধ-যশা হইয়া তত্ত্বানুসারে যোগ লাভ কর[৭৩]। হে অমিত বিক্রম! ভুবন মধ্যে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ স্ব স্ব নামে বিভক্ত হইয়া তোমাকে পরমাত্মা রূপে গান করেন[৭৪]। হে সুবাহো! বিপ্রগণ ও যাবতীয় প্রাণী সমূহ তোমাতে অবস্থিত হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করত তোমাকে করপ্রদ, আদিমধ্যান্ত-রহিত, অপার যোগ বিশিষ্ট ও অখিল জগতের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন[৭৫]।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ ষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস দুর্য্যোধন! তদনন্তর লোকেশ্বরের ঈশ্বর দেব দেব ভগবান্‌ স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন[১], হে বৎস! আমি যোগ দ্বারা তোমার এই অভিলষিত বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহা নিষ্পন্ন হইবে, ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন[২]। পরে দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে পরম বিস্ময়াপন্ন ও কৌতূহলপর হইয়া পিতামহকে কহিলেন[৩], হে বিভো। আপনি যাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবিনয় উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তুতি করিলেন; তিনি কে, আমাদিগের শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে[৪]। পিতামহ ব্রহ্মা দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক ঐ রূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন[৫], হে দেব-প্রবর গণ! যিনি তৎ পদ বাচ্য, যিনি উৎকৃষ্ট, যিনি এই ক্ষণে বর্ত্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, যিনি ভূতমাত্রের আত্মা ও প্রভু; যিনি পরম পদ ব্রহ্ম; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমিও সেই জগৎপতির নিকট জগতের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যে হে প্রভো! তুমি বসুদেবের আত্মজ রূপে মানব জন্ম গ্রহণ কর, অসুরগণের বধ নিমিত্ত অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হও[৬-৮]। যে সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সমরে নিহত হইয়াছিল, সেই ঘোররূপ মহাবল গণ মর্ত্ত্য লোকে সমুৎপন্ন হইয়াছে[৯]। হে ভগবন্‌! তাহাদিগের বধ নিমিত্ত তুমি বলবান্‌ রূপে নরের সহিত মানব জন্ম অবলম্বন করিয়া ভূতলে বিচরণ কর[১০]। ঋষিসত্তম পুরাণ পুরুষ নর ও নারায়ণকে সমস্ত অমরগণ যত্নপর হইলেও রণে জয় করিতে পারেন না। সেই অমিত দ্যুতি নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিলে মূঢ়েরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না[১১-১২]। আমি তাঁহার অগ্রজ পুত্র হইয়া সমস্ত জগতের প্রভু হইয়াছি, সেই সর্ব্ব

লোক মহেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের সকলের অর্চ্চনীয়[১৩]। হে সুর-সত্তমগণ! সেই মহাবীর্য্য শঙ্খ চক্র গদাধারীকে মনুষ্য বলিয়া কদাচিৎ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়[১৪]। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম, পরম যশ, অক্ষয় অব্যক্ত ও শাশ্বত; তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া সকলে গান করিয়া থাকে কিন্তু কেহ জ্ঞাত নয়[১৫-১৬]। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন[১৭]। সেই অমিত-বিক্রম প্রভু বাসুদেবকে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণের, সমুদায় অসুরগণের বা অন্য কাহারো মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়[১৮]। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া সেই হৃষীকেশকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পুরুষাধম বলেন[১৯]। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা যোগী বাসুদেবকে মানুষ শরীরে প্রবিষ্ট বলিয়া অবমানিত করে, লোকে তাহাকে পাপী বলিয়া থাকে[২০]। সেই চরাচরের আত্মা শ্রীবৎসাঙ্ক সুবর্চ্চা পদ্মনাভকে যে জানিতে না পারে, তাহাকেও লোকে তামস পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে[২১]। কেহ সেই কিরীট কৌস্তুভধারী, মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাত্মাকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর পাপে মগ্ন হয়[২২]। হে সুরপ্রবরগণ! সকল লোকই এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর বাসুদেবকে নমস্কার করিবে[২৩]। সর্ব্ব ভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্ব কালে ঋষি ও দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন[২৪]। তদনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মুনিগণ ব্রহ্মার সকাশে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন[২৫]। হে বৎস দুর্য্যোধন! বাসুদেবের এই রূপ পুরাতন কথা আমি পূজিতাত্মা ঋষিগণ সকাশে শ্রবণ করিয়াছি[২৬]। হে শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ! জামদগ্ন্য রাম, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়, ব্যাস ও নারদের নিকটেও এই কথা শ্রবণ করিয়াছি[২৭]।

হে বৎস দুর্য্যোধন! সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার আত্মজ, সেই বিভু লোকেশ্বর অব্যয় মহাত্মা বাসুদেবের এই বিষয় অবগত হইয়া এবং তাঁহার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সৎকার না করিবে[২৮-২৯]? পূর্ব্বে তোমাকে মহাত্মা মুনি গণ নিবারণ করিয়াছিলেন, অতএব তুমি সেই ধনুর্দ্ধর বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে আর গমন করিও না। তুমি যে মোহ প্রযুক্ত প্রকৃতার্থ জানিতে পারিতেছ না, ইহাতে আমি তোমাকে ক্রূর রাক্ষস মনে করিতেছি এবং তোমার মন তমোবৃত বোধ করিতেছি[৩০.৩১]; কেন না তুমি গোবিন্দ, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। অন্য কোন্ মনুষ্য নর নারায়ণ ঋষির প্রতি দ্বেষ করিতে পারে[৩২]? তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, ধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া অবগত হইবে[৩৩]। যিনি ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি চরাচরের গুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জয়, জেতা, সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর[৩৪]। হে রাজন্! তিনি সত্ত্বগুণময়; তম ও রজগুণ তাঁহাতে নাই। যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম; যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়[৩৫]! তাঁহার আত্মময় যোগ মাহাত্ম্য যোগে পাণ্ডবদিগকে ধারণ করিয়া আছে, অতএব পাণ্ডবদিগেরই জয় হইবেক[৩৬]। যিনি পাণ্ডবদিগকে শ্রেয়সী-বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রদান করেন, তিনি সমরে তাঁহাদিগকে বল প্রদান ও ভয় হইতে রক্ষা করিয়াও থাকেন[৩৭]। হে ভারত! তুমি যাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্ব্ব ভূতময় মঙ্গল-সম্পন্ন দেবতাই বাসুদেব নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন[৩৮]। সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা নিয়ত সমাহিত হইয়া তাঁ-হার সেবা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন[৩৯]। সঙ্কর্ষণ বলদেব দ্বাপর যুগ শেষে কলি যুগের প্রথমে শাত্ত্বতবিধি (অর্থাৎ নারদোক্ত পঞ্চরাত্র বিধি) অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহার গান করেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেব

যুগে যুগে দেব লোক, মর্ত্য লোক, মর্ত্যগণের আবাস স্থল এবং সমুদ্র গর্ভস্থিত পুরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন[৪০.৪১]।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সর্ব্ব লোক মধ্যে যে বাসুদেব মহাপ্রাণী বলিয়া কথিত হন, তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে[১]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! বাসুদেব মহৎ সত্ত্ব ও সমস্ত দেবতার দেবতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহাঁকেও নিরীক্ষিত হয় না[২]। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সমুদায় ভূতের আত্মা মহাত্মা সেই পুরুষোত্তম জল, বায়ু, তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গম, সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব লোকেশ্বর সেই মহাত্মা প্রভু পুরুষোত্তম জলে শয়ন করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করেন। সেই সর্ব্ব তেজোময় দেব যোগাবলম্বনে জলশায়ী হইয়া থাকেন[৩.৫]। সেই মহামনা বাসুদেব মুখ হইতে অগ্নি ও প্রাণ হইতে বায়ু, বাণী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন[৬]। এই রূপে তিনি আদি কালে দেবগণ, ঋষিগণ, এবং প্রজাদিগের উৎপত্তি, মৃত্যু, মৃত্যুর উপায় ও মৃত্যুর প্রযোজক যম সৃষ্টি করিয়া থাকেন[৭]। তিনিই ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বরপ্রদ ও সর্ব্ব কামদাতা; তিনিই কর্ত্তা ও কার্য্য; তিনিই স্বয়ং আদি দেব ও প্রভু[৮]। সেই জনার্দ্দনই পূর্ব্বে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই তিন কাল, উভয় সন্ধ্যা, দিক্, আকাশ ও নিয়ম সৃষ্টি করেন[৯]। সেই অব্যয় বরদ প্রভু গোবিন্দ ঋষিগণ, তপস্যা ও বিধাতা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন[১০] এবং সকল প্রাণীগণের অগ্রজ বলদেবকে উৎপন্ন করেন। সেই হেতু

দেব দেব সনাতন নারায়ণ সমুদয় প্রাণীগণের পূজিত হইয়াছেন[১১]। সেই বাসুদেবের নাভিতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন[১২]। যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া লোকে জানে, যিনি সমস্ত প্রাণী ও ধরাধর সহ এই ধরা ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শেষ নাগকে প্রাদুর্ভূত করেন[১৩]। বিপ্রগণ সেই মহাতেজস্বী বাসুদেবকে ধ্যান যোগে জানিতে পারেন। সেই পুরুষোত্তম কর্ণ-সম্ভূত, উগ্র, উগ্রকর্ম্মা, উগ্র ধীসম্পন্ন, বিরিঞ্চি-বধোদ্যত মধু নামক মহাসুরকে বিনাশ করেন[১৪-১৫]। তিনি সেই মধু নামক অসুরের বধ সাধন করাতে দেব, দানব, মনুষ্য ও ঋষিগণ তাঁহাকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন[১৬]। তিনিই সকলের প্রভু, বরাহ, সিংহ ও বামন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই হরিই সকলের মাতা ও পিতা[১৭]। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, আর কেহ হয় নাই ও হইবেক না। তিনি মুখ হইতে বিপ্র, বাহু দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পাদ দ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্টি করেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তপোনিরত হইয়া সকল দেহীর বিধাতা ব্রহ্ম ও যোগ স্বরূপ কেশবের পরিচর্য্যা করিলে অবশ্যই মহৎফল প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৮-২০]। সেই কেশব পরম তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পতি। মুনি গণ তাঁহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন[২১]। তাঁহাকেই আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। সেই কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার অক্ষয় লোক সকল লব্ধ হয়[২২]। যে মানব ভয়াপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি মঙ্গল সম্পন্ন ও সুখী হন[২৩]। যে মানবেরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা মোহ প্রাপ্ত হন না; সেই জনার্দ্দন মহাভয়-মগ্ন মনুষ্য দিগকে রক্ষা করেন[২৪]। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির সেই মহাভাগ জগদীশ্বর যোগেশ্বর প্রভু কেশবকে এই রূপ অব-

গত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন[২৫]।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ পূর্ব্ব কালে পৃথিবীতে বাসুদেবকে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বেদ স্বরূপ এই স্তব আমার নিকট তুমি শ্রবণ কর[১]। নারদ ঋষি তোমাকে লোক-ভাবন ভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের প্রভু ও দেব দেবেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন[২]। মার্কণ্ডেয় তোমাকে যজ্ঞের যজ্ঞ, তপস্যার তপস্যা, এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন[৩]। ভগবান্ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব, এবং তোমার রূপকে বিষ্ণুর পুরাতন পরম রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৪]। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তোমাকে ইন্দ্রের স্থাপয়িতা ও বসুগণের মধ্যে বাসুদেব এবং দেবগণের দেব দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন[৫]। অঙ্গিরা কহিয়াছেন, প্রাচীন গণ প্রজাপতিগণের সৃষ্টি কালে তোমাকে সমস্ত প্রাণীগণের স্রষ্টা দক্ষ-প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন[৬]। অসিত দেবল বলিয়াছেন, অব্যক্ত তোমার শরীরে ও ব্যক্ত তোমার মনে অবস্থিতি করে, তুমি দেবগণের উৎপত্তি স্থান[৭]। তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা যে সকল নরগণ, তাঁহারা তোমাকে এই রূপ জানেন যে তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; বাহু যুগল দ্বারা ধরাতল ধারণ করিতেছে এবং তোমার জঠর মধ্যে ত্রিলোক অবস্থিত আছে, তুমি সনাতন পুরুষ। সনৎকুমার প্রভৃতি যোগজ্ঞ ঋষিরা সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিকে চির কাল অর্চ্চন করিয়া থাকেন এবং এই বলিয়া স্তব করেন যে হে মধুসূদন! আত্ম দর্শনে পরিতৃপ্ত যে সকল ঋষি, এবং সংগ্রামে অনি-

বৃত্ত উদার-স্বভাব যে সকল রাজর্ষি, তাঁহাদিগের এবং সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞ প্রবরদিগের তুমিই গতি এবং তুমিই নিত্য[১০.১১]। হে বৎস! তোমাকে কেশবের কথা সংক্ষেপ ও বিস্তার ক্রমে এই কহিলাম, তুমি সুপ্রীত হইয়া কেশবের শরণাপন্ন হও[১২]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র এই পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া কেশব ও মহারথ পাণ্ডবদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন[১৩]। মহারাজ! শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বৎস! তুমি মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে[১৪], এবং যে নরের বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যে নিমিত্তে নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্য লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন[১৫], এবং যে কারণে সেই দুই বীর সমরে অপরাজিত ও পাণ্ডবেরা কাহারো কর্ত্তৃক বধ্য নহেন, তৎ সমুদায়ও তোমার শ্রুত হইল[১৬]। হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সেই যশস্বী পাণ্ডবদিগের প্রতি গাঢ় প্রীতিমান্ আছেন, এই হেতু আমি বলিতেছি, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর[১৭]। তুমি বলবান্ ভ্রাতৃগণের সহিত প্রজাশাসন করত পৃথিবী উপভোগ কর। নর নারায়ণ দেবকে অবজ্ঞা করিলে ভ্রাতৃগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[১৮]। হে নরাধিপতে! আপনার পিতা এই রূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, পরে তাঁহার নিকট হইতে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন[১৯]। রাজা দুর্য্যোধনও মহাত্মাদিগকে প্রণাম করিয়া শিবিরে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দিব্য শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন[২০]।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাতা ও দিবাকর উদিত হইলে

উভয় পক্ষ সেনা যুদ্ধ যাত্রা করিতে লাগিল[১]। তাহারা সকলে একত্রিত ও পরস্পরকে অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল[২]। আপনার দুর্মন্ত্রণা প্রযুক্তই পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পরস্পর স্ব স্ব ব্যূহ রচনা করিয়া বদ্ধ-সন্নাহ ও হৃষ্ট হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন[৩]। ভীষ্ম মকর ব্যূহ নির্ম্মিত করিয়া চতুর্দ্দিগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪]। আপনার পিতা দেবব্রত রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম রথি সমূহে সমাবৃত হইয়া মহৎ রথি সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিঃসৃত হইলেন[৫]। অন্যান্য রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতি গণ সকলেই যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল[৬]। যশস্বী পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সমরে অবলোকন করিয়া শত্রুগণের অজেয় আপনাদিগের মহৎ শ্যেন ব্যূহে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন[৭]। সেই শ্যেন ব্যূহের মুখে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, নেত্র দ্বয়ে দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিরঃ প্রদেশে সত্যবিক্রম বীর সাত্যকি অবস্থান করিলেন। পার্থ, গাণ্ডীব শরাসন প্রকম্পন করত উহার গ্রীবা স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৮-৯]। মহাত্মা পাঞ্চালরাজ শ্রীমান্ দ্রুপদ, পুত্রগণ ও এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ উহার বাম পক্ষে অবস্থিত হইলেন[১০]। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয়রাজ উঁহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু উহার পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন[১১], এবং চারু বিক্রম বীর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমজ দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন[১২]। ভীমসেন তখন বিপক্ষের মকর ব্যূহ মুখে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক শায়ক সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন[১৩]। বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, পাণ্ডু-পুত্রদিগের ব্যূহিত সৈন্য বিমোহিত করত মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ্ত করিতে লাগিলেন[১৪]। তখন সৈন্য-

গণ ভীষ্ম শরে মোহ প্রাপ্ত হইলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া রণ মুখে ভীষ্মকে সহস্র শরে প্রহার করিলেন[১৫], এবং ভীষ্ম প্রমুক্ত অস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত যুদ্ধ নিমিত্ত রণ স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৬]।

তদনন্তর বলি-প্রধান মহারথ রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে কতিপয় ভ্রাতৃ বধ ও ভয়ঙ্কর সৈন্য সংহার সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি ত্বরমাণ হইয়া ভর-দ্বাজ-পুত্রকে কহিলেন, হে বিশুদ্ধচিত্ত আচার্য্য! আপনি সতত আমার হিত কামনা করিয়া থাকেন[১৭.১৮], আমরা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকেও সমরে পরাজিত করিতে প্রার্থনা করিতে পারি, তাহাতে সংশয় নাই[১৯]। ইহাতে যে হীন-বীর্য্য হীন-পরাক্রম পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাজিত করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব আপনার মঙ্গল হউক, যে প্রকারে পাণ্ডবদিগের বধ হয়, তাহা আপনি করুন[২০]। দ্রোণ রণ স্থলে আপনার পুত্র কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকির সাক্ষাতে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন[২১]। তৎ পরে সাত্যকিও দ্রোণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল[২২]। প্রবল প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে সাত্যকির জত্রু দেশ বিদ্ধ করিলেন[২৩]। অনন্তর বৃকোদর ক্রোধাকুলিত চিত্তে শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৪]। তৎ পরে দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃকোদরকে শর সমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন[২৫]। পরে অভিমন্যু ও দ্রৌপদী-পুত্রেরা সংক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যতায়ুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৬]। মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডীও মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে মহাসমরে

সংক্রুদ্ধ ও আপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে প্রত্যুদ্গত হইলেন[২৭], এবং জলদ নিস্বন বলবৎ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরা সহকারে শর বর্ষণ করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিলেন[২৮]। ভরতকুল পিতামহ ভীষ্ম সংগ্রামে শিখণ্ডিরে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার স্ত্রীত্ব স্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন[২৯]। তদনন্তর আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর সমীপে অভিদ্রুত হইলেন[৩০]। শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন সমুজ্জল অনল তুল্য শস্ত্রধারি প্রবর দ্রোণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন[৩১]। তৎ পরে মহাযশঃ প্রার্থী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মহৎ সৈন্যদলের সহিত ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৩২]। এবং পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে পুরস্কৃত করত বিজয়ার্থে দৃঢ়মতি হইয়া ভীষ্ম সমীপে অভিগমন করিলেন[৩৩]। মহা অদ্ভুত যশ ও বিজয় প্রার্থী সেই উভয় পক্ষ বীরদিগের, দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল[৩৪]।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, আপনার পুত্রদিগকে ভীমসেন হইতে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[১]। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ কালে কুরু পাণ্ডবদিগের ও উভয় পক্ষীয় রাজগণের অতি দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে প্রধান প্রধান শূরগণের প্রাণ সংহার হইল[২]। সেই মহাভয়াবহ আকুল সমরে তুমুল মহৎ শব্দ গগন স্পর্শ করিতে লাগিল[৩]। মহানাগ সকলের বৃংহিত ধ্বনি ও বাজিগণের হ্রেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খ নিনাদে তুমুল

শব্দ হইয়া উঠিল[৪]। যুদ্ধেচ্ছু মহাবল বিক্রান্ত বীরগণ বিজয়ার্থী হইয়া গোষ্ঠস্থ বৃষভ দলের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল[৫]। হে ভরতর্ষভ! শাণিত শর প্রহারে বীরগণের মস্তক সকল সমর স্থলে পাত্যমান হওয়াতে যেন নভোমণ্ডল হইতে শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল[৬]। কুণ্ডল ও উষ্ণীশ শোভিত সুবর্ণোজ্জ্বল নর শির সকল রণ-স্থলে পতিত দেখিতে লাগিলাম[৭]। শর মথিত কুণ্ডল ভূষিত মস্তকে ও হস্তাভরণ ও অন্যান্যাভরণ যুক্ত শরীরে পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইল[৮]। কবচোপহিত দেহ, অলঙ্কৃত হস্ত, রক্তান্ত নয়ন সংযুক্ত চন্দ্র-সন্নিভ বদন ও গজ বাজি মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমস্ত রণ স্থল সমাকীর্ণ হইল[৯.১০]। বিপুল রজো রূপ মেঘ, শস্ত্র রূপ বিদ্যুৎ ও অস্ত্র শস্ত্রের নির্ঘোষে যেন মেঘ গর্জ্জন শব্দ বোধ হইতে লাগিল[১১]। হে ভারত! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই তুমুল কটু যুদ্ধে শোণিতের জলা-শয় উৎপন্ন হইল[১২]। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ, সেই মহাভয়াবহ লোম-হর্ষণ ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১৩]। উভয় পক্ষের কুঞ্জরগণ শর পীড়িত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল[১৪], সেই শব্দে এবং অমিত তেজা রোষাবিষ্ট ধীর প্রকৃতি বীরগণের ধনুর্গুণ বিস্ফারণ রব ও তল ধ্বনিতে কিছুই আর বোধগম্য রহিল না[১৫]। সর্ব্বত্র রুধির জলাশয়ে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল, এতাদৃশ রণ স্থলে নৃপগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন[১৬]। অমিত-তেজা পরিঘবাহু শূরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন[১৭]। মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ গণ শর বিদ্ধ ও আরোহি-বিহীন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল[১৮]। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকে শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উৎ-পতিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল[১৯]। এই ভীষ্ম ও ভীমের যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, হস্ত, ঊরু, পদ ও কেয়ূর প্রভৃতি

ভূষণের রাশি রাশি সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল[২০.২১]। স্থানে স্থানে অনিবৃত্ত অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ সকলের একত্র সংঘাত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল[২২]। ক্ষত্রিয়েরা কাল প্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপর্ব্ব বাণ সমূহে হনন করিতে লাগিলেন[২৩]। অনেক বাহু-যুদ্ধ-কুশল বীর লোহময় পরিঘ সদৃশ বাহু দ্বারা বহুধা যুদ্ধাসক্ত হইল[২৪]। উভয় পক্ষের অনেক বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও কফোনি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল[২৫]। অনেক যোদ্ধা স্থানে স্থানে ভূতলে পতিত, পাত্যমান ও বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল[২৬]। অনেক রথী রথ-বিহীন হইয়া উত্তম খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর বধৈষী হইয়া ধাবমান হইল[২৭]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, বহু সংখ্যক কলিঙ্গ দেশীয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন[২৮]। পাণ্ডবেরাও সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃকোদরকে অগ্রে করিয়া বেগশীল বাহনে ভীষ্মের উপর আপতিত হইলেন[২৯]।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয়, ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজগণকে ভীষ্মের সহিত সমরে মিলিত অবলোকন করিয়া উদ্যতাস্ত্র হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন[১]। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ও ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ এবং রথ ধ্বজ সন্দর্শন করিয়া আমরা সকলে ভয়াবিষ্ট হইলাম[২]। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত অচল তুল্য দিব্য চিত্রিত বানর লাঞ্ছিত সিংহ-লাঙ্গুলাকৃতি বহু-বর্ণ ও উত্থিত ধূমরাশির ন্যায় বৃক্ষে অসংলগ্ন রথ-ধ্বজ অবলোকন করিলাম[৩.৪]। সেই মহাসমরে যোধ গণ গগণ মণ্ডলে মেঘ মধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি

সম্পন্ন সুবর্ণ পৃষ্ঠ গাণ্ডীব শরাসন অবলোকন করিতে লাগিল[৫]। আপনার সৈন্য হনন করিবার সময়ে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অতি গভীর গর্জন ও ঘোর তর তল শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম[৬]। যে প্রকার প্রচণ্ড বায়ু প্রেরিত ঘোর গর্জ্জনশীল সৌদামিনী ভূষিত মেঘ মণ্ডলী চতুর্দ্দিকে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জুন শর বর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন[৭]। তিনি ভীষণাস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহার বিক্ষিপ্ত অস্ত্রে মোহিত হইয়া আমরা কোন্ দিক্ পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, তাহা বোধ করিতে পারিলাম না[৮]। হে ভারত প্রবর! সেই সকল যোধগণের মধ্যে কোন যোধগণের বাহন শ্রান্ত, কোন যোধগণের বাহন হত হইলে তাহারা ভগ্নচিত্ত, পরস্পর সংহত ও দিগ্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া আপনার সমুদায় পুত্রদিগের সহিত ভীষ্মের শরণাগত হইলেন। সেই সময়ে শান্তনুনন্দন ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন[৯.১০]। তখন ত্রাসান্বিত হইয়া রথিগণ রথ হইতে, অশ্বারোহীগণ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ও পদাতিগণ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল[১১]। হে ভারত! অশনি নিস্বন সম গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমুদায় সৈন্য ভীত হইয়া কোন ব্যবহিত দেশের আশ্রয় লইল[১২]। হে নরপাল! তখন কলিঙ্গাধিপতি মহৎ শীঘ্রগামী কাম্বোজ দেশীয় অশ্বগণে, রক্ষা কুশল বহু সহস্র গোপবলে এবং মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গ দেশীয় ব্যক্তি সমূহে পরিবৃত হইলেন[১৩.১৪]। মহারাজ জয়দ্রথ নানাবিধ নরগণ সমূহ ও ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে পুরস্কৃত করিয়া রণ স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৫]। চতুর্দ্দশ সহস্র প্রধান প্রধান অশ্বারোহী আপনার পুত্রের আদিষ্ট হইয়া সুবল-পুত্র শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন[১৬]।

হে ভারত প্রবর! অনন্তর পাণ্ডবগণ সকলে মিলিত হইয়া রথ ও বাহন সকল বিভাগ করত আপনার পক্ষীয় বীরগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন[১৭]। সেই রণ স্থলে রথী, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলি সমূহ নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া ঘোরতর মহামেঘ সদৃশ হইয়া উঠিল[১৮]। ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথ যোধী-গণে সমাকুল মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে কিরীটীর সহিত সমরে সং-সক্ত হইলেন[১৯] এবং অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুনাথ ভীমসেনের সহিত, পুত্র ও অমাত্য সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতি যশস্বী শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্র-সেন শিখণ্ডীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন[২০-২১]। হে নরপাল! মৎ-স্যগণ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি যুদ্ধাসক্ত হইলেন। দ্রুপদ, চেকি-তান ও মহারথ সাত্যকি সপুত্র মহাত্মা দ্রোণের সহিত সমরে-প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কৃপ ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন[২২-২৩]। এই রূপ স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে দল দল ভ্রমণশীল নাগ, রথ ও বেগশীল অশ্ব পরস্পর সংগ্রামাসক্ত হইল[২৪]। হে মহা-রাজ! তখন বিনা মেঘে তীব্র বিদ্যুৎ ও নির্ঘাতের সহিত মহোল্কা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিক্ সকল ধূলি সমাবৃত হইল[২৫]। মহা প্রাদুর্ভূত ও পাংশু বৃষ্টি পাত হইতে লাগিল। সূর্য্য সৈন্যগণের ধূলিতে সমাবৃত হইয়া নভোমণ্ডলে অন্তর্হিত হইলেন[২৬]। যোধগণের অস্ত্রজাল দ্বারা উত্থিত ধূলি পটলী, সমস্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের অতীব মোহ উৎপাদন করিল[২৭]। বীরগণের বাহু বিমুক্ত সর্ব্বাবরণভেদী শরজালের শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল[২৮]। নক্ষত্র সদৃশ বিমল প্রভা যুক্ত শস্ত্র সকল বীরগণের বাহু দণ্ড দ্বারা উত্তোলিত হইয়া নভোমণ্ডল প্রকাশিত করিতে লাগিল[২৯]। সুবর্ণ-জালাবৃত বি-চিত্র গো চর্ম্ম সকল রণ স্থলের সকল দিকে পতিত হইতে লাগিল[৩০]।

যোধগণের শরীর ও মস্তক সকল সূর্য্য-বর্ণ খড়্গ দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া সমস্ত দিকে পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩১]। মহারথীদিগের রথের চক্র, অক্ষ ও নীড় সকল ভগ্ন, মহাধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সকল মহারথী স্থানে স্থানে ভূতল-গত হইলেন[৩২]। অনেক রথ-যোধী হত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব সকল শস্ত্র-ক্ষত-দেহ হইয়া রথ আকর্ষণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[৩৩]। স্থানে স্থানে যোত্রবদ্ধ অনেক উত্তম অশ্ব শরাহত ও ভিন্ন-দেহ হইয়া রথযুগ আকর্ষণ করিতে লাগিল[৩৪]। সেই রণ স্থলে বলবান্ এক হস্তী কর্ত্তৃক সারথি, অশ্ব ও রথীর সহিত বহুল রথ নিহত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল[৩৫]। যুদ্ধ সমুদ্যত সৈন্য সমূহ মধ্যে বহুল মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের মদস্রাব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল[৩৬]। তোরণ ও মহামাত্রের সহিত অনেক মাতঙ্গ নারাচাস্ত্রে অভিহত হইয়া মৃত ও পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা রণ ক্ষেত্র সংছন্ন হইল[৩৭]। নিয়ন্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত উত্তম উত্তম অনেক হস্তী, যোদ্ধা ও ধ্বজের সহিত নিহত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল[৩৮]। হে মহারাজ! হস্তীগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথীদিগের রথ কূবর সকল আক্ষেপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিতে লাগিল[৩৯]। অনেক হস্তী রথীদিগের রথ চূর্ণ করিয়া বৃক্ষ শাখার ন্যায় তাহাদিগের কেশ কলাপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্ষেপ করত পেষণ করিতে লাগিল[৪০], এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল অন্যান্য রথে সংলগ্ন রথ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে নানাবিধ শব্দায়মান দিগ্ বিদিগ্ গমন করিতে আরম্ভ করিল[৪১]। সেই সকল হস্তীর রথাকর্ষণ পূর্ব্বক গমন কালে সরোবরাসক্ত নলিনী জাল বিকর্ষণ কারী গজের ন্যায় প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল[৪২]। এই রূপে সেই

মহৎ রণস্থল সাদী, পদাতি, মহারথ ও রথ ধ্বজে সমাচ্ছন্ন হইল[৪৩]।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! শিখণ্ডী মৎস্য-দেশাধিপতি বিরাটের সহিত, অতি দুর্জ্জেয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের সমীপে আশু গমন করিলেন[১]। ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অমাত্য ও বান্ধব পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর সিন্ধুরাজ, পূর্ব্ব দেশীয় পশ্চিম দেশীয় ও দাক্ষিণাত্য ভূমিপগণ এবং অন্যান্য বহুল মহাধনুর্দ্ধর মহাবলাক্রান্ত শূর ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন[২-৩]। ভীমসেন, আপনার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর অমর্ষণ-স্বভাব দুর্য্যোধন ও দুঃসহের প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[৪]। সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জেয় মহারথ শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন[৫]। আপনার পুত্র কর্ত্তৃক ছল নিগৃহীত মহারথ যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন[৬]। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য মাদ্রী-পুত্র নকুল ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণের সহিত মিলিত হইলেন[৭]। রণ-দুর্দ্ধর্ষ মহাবল সাত্যকি, চেকিতান্ ও অভিমন্যু শাল্ব ও কেকয় যোধগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন[৮]। ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পুত্রদিগের রথ বাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রত্যুদ্গত হইলেন[৯]। সেনাপতি অমেযাত্মা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের সহিত সমরে-সঙ্গত হইলেন[১০]। এই রূপে আপনার পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে সমবেত হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন[১১]। তখন দিবাকর মধ্যাহ্নগত হওয়াতে গগণমণ্ডল সূর্য্যকিরণে আকলিত হইল, ঐ সময় কুরু পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন[১২]। ধ্বজ পতাকান্বিত হেমচিত্রাঙ্গ

ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ সকল রণাঙ্গণে বিচরণ করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিল[১৩] এবং সিংহ সদৃশ গর্জ্জনশীল পরস্পর জিগীষু সমরাসক্ত বীরগণের তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল[১৪]। তখন আমরা কুরু ও সৃঞ্জয় বীরগণের সুদারুণ অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম[১৫] চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত শর নিকর দ্বারা না আকাশ, না সূর্য্য, না দিক্, না বিদিক্, কিছুই আর অবলোকন করিতে পারিলাম না[১৬]। বীরগণের নিক্ষিপ্ত বিমলাগ্র শক্তি, তোমর ও সুপীত নিস্ত্রিংশের নীলোৎপল তুল্য প্রভা[১৭] এবং বিচিত্র কবচ ও ভূষণের প্রভা সকল তেজ দ্বারা দিক্ বিদিক্ ও নভোমণ্ডল উদ্ভাষিত করিতে লাগিল[১৮]। তখন নরেন্দ্রগণের চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভ শরীর দ্বারা রণাঙ্গনের নানা স্থান দীপ্তি পাইতে লাগিল[১৯]। সমরে সমাগত নরব্যাঘ্র রথি-সিংহদিগের আকৃতি সকল নভোমণ্ডলে গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশিত হইল[২০]।

হে ভারত! রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণ সমক্ষে মহাবল ভীমসেনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[২১]। ভীষ্ম বিনির্ম্মুক্ত রুক্মপুঙ্খ শিলা শাণিত তৈল-ধৌত বাণ সকল ভীমকে আহত করিতে লাগিল[২২]। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ মহাবেগ সম্পন্ন এক শক্তি ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[২৩]। সেই সুবর্ণ দণ্ড মণ্ডিত দুরাসদ শক্তি তাঁহার উপর আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে তিনি সন্নত পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৪], এবং তৎপরেই শাণিত পাণিত অপর এক ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন[২৫]। তদনন্তর সাত্যকি আপনার পিতার সমীপে আশু গমন করিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট তীক্ষ্ণ শাণিত তীব্র তেজস্বী বহুল শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম পরম দারুণ তীক্ষ্ণ এক শর সন্ধান করিয়া সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। সাত্যকির সার-

থিনিহত হইলে মনোমারুত সদৃশ বেগশীল অশ্ব সকল দ্রুতবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। তাহা অবলোকন করিয়া মহাত্মা পাণ্ডব-দিগের সমুদায় সৈন্য মধ্যে হাহাকার ও তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। এবং "ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, যুযুধানের রথের প্রতি এই রূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, ইন্দ্র কর্ত্তৃক আসুরী সেনা হননের ন্যায়, পাণ্ডবী সেনা হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও সমরে স্থিরতর মতিস্থাপন পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রের সেনা-জিঘাংসু হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় বীরগণও পাণ্ডবগণের উপর বেগ পূর্ব্বক ধাবিত হই-লেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল[২৫-৩৫]।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর বিরাট মহারথ ভীষ্মকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্বগণকেও তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন[১]। মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম লঘুহস্ততা সহকারে সুবর্ণ পুঙ্খ দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন[২]। ভীষণ ধনুর্দ্ধর মহাবল দ্রোণ-পুত্র দৃঢ় হস্ত হইয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে ছয় বাণ বিদ্ধ করিলেন[৩]। বীর শত্রুহন্তা শত্রুঘাতী ফাল্গুন সুতীক্ষ্ণ বাণ সকল দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছিন্ন ও তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করি-লেন[৪]। তিনি ফাল্গুন কৃত কার্ম্মুক-ছেদ সহ না করিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া বেগশীল অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত নবতি শরে ফা-ল্গুনকে বিদ্ধ করত বাসুদেবকে সপ্ততি সংখ্য প্রবল বাণ সমূহে বিদ্ধ

করিলেন[৫.৬]। তদনন্তর শত্রুঘাতী অতি বলবান্ গাণ্ডীব ধন্বা ফাল্গুন কৃষ্ণের সহিত ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও মুহুর্মুহু চিন্তা করিয়া বাম কর দ্বারা শরাসন নিপীড়ন করত জীবনান্তকর অতি ভয়ঙ্কর সন্নত পর্ব্ব শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন[৭-৯]। সেই সকল শর অশ্বত্থামার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। পরন্তু তিনি গাণ্ডীবধন্বার শরে নির্ভিন্ন হইয়া ব্যথিত হইলেন না[১০], প্রত্যুত মহাব্রত ভীষ্মকে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে বিহ্বল না হইয়া সমরে অবস্থিতি করত পার্থের প্রতি সেই রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১১]। তিনি যে, কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ তাঁহার তাদৃশ মহৎ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি পিতা দ্রোণের সমীপে সুদুর্লভ অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত লাভ করিয়াছিলেন, এই হেতু সর্ব্বদাই নির্ভীত চিত্তে সৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিতেন[১৩]। পরাক্রমশীল শ্বেতবাহন মহারথ মহাবীর শত্রুতাপন বীভৎসু অর্জ্জুন মনে করিলেন, ইনি আমার আচার্য্য-সুত, আচার্য্য দ্রোণের প্রিয় পুত্র, বিশেষত আমার পূজনীয় ব্রাহ্মণ, ইহা; বিবেচনা করিয়া ভারদ্বাজ-সুতের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া গমন করত আপনার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৪.১৬]।

এ দিকে দুর্য্যোধন সুবর্ণ পুঙ্খশিলা শাণিত গৃধ্রপত্র সংযুক্ত দশ শরে মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন[১৭]। ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অব্যগ্র চিত্তে শত্রু প্রাণ সংহারক দৃঢ় এক বিচিত্র কার্ম্মুক ও বেগবান্ তীক্ষ্ণ অজিহ্মগ সুশাণিত দশ সঙ্খ্য শর গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কুরুরাজের প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন[১৮-১৯]। দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থ কাঞ্চন সূত্র-গ্রথিত মণি সেই শর

জালে পরিবৃত হইয়া গগণ মণ্ডলে গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[২০]। যেমন মাতঙ্গ মনুষ্যকৃত তল শব্দ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তেজস্বী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীম-সেনের আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না[২১]; তিনি সংক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন[২২]। আপনার দেবতুল্য সেই মহাবল পরা-ক্রান্ত দুই পুত্র যুধ্যমান ও পরস্পর কর্তৃক সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া রণ স্থলে শোভমান হইলেন[২৩]।

বীর শত্রুহন্তা মহাবীর সুভদ্রা-পুত্র, নরব্যাঘ্র চিত্রসেন ও পুরু-মিত্রকে সপ্ত শাণিত বাণে বিদ্ধ ও সত্যব্রতকে সপ্ততি শরে তাড়িত করিয়া সমরে ইন্দ্র সম হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদিগের পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন[২৪-২৫]। পরন্তু চিত্রসেন দশ, সত্য-ব্রত নয় ও পুরুমিত্র সপ্ত শরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন[২৬]। তাঁ-হার শর-বিদ্ধ শরীর হইতে শোনিত ক্ষরিত হইতেছে, সেই অবস্থা-তেই তিনি চিত্রসেনের শত্রু-নিবারণ বিচিত্র শরাসন ছেদন ও বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিলেন। তদনন্তর আপনার প-ক্ষীয় মহারথ বীর রাজপুত্রগণ রোষাবিষ্ট ও সমবেত হইয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্র বিশা-রদ অভিমন্যু ও তাঁহাদিগের সকলকে তীক্ষ্ণ শর সমূহে হনন করিতে লাগিলেন[২৭-২৯]। আপনার পুত্রগণ, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে জ্বলন্ত হুতাশন তৃণ কাষ্ঠ দহন করে, তদ্রূপ অভিমন্যু আপনার যোধগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভবৎ পক্ষ সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া অতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন[৩০-৩১]। হে নরপাল! সুভদ্রা-পুত্র অভি-মন্যুর তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ সত্বর

সাত্বতীপুত্র অভিমন্যুর সমীপে যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন[৩২]। অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শর দ্বারা শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে এবং তিন শর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন[৩৩]। লক্ষ্মণও অভিমন্যুকে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৩৪]। মহারথ অভিমন্যু সুশাণিত শর নিকর দ্বারা লক্ষ্মণের অশ্ব চতুষ্টয় ও ও সারথিরে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৫]। বীর শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অভিমন্যুর রথের উপর এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন[৩৬]। অভিমন্যু সেই ঘোর রূপ ভুজগোপম শক্তি সহসা আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া তীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩৭]। তদনন্তর কৃপাচার্য্য লক্ষ্মণকে স্ব রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রণ স্থল হইতে অপসারিত করিলেন[৩৮]। সেই মহাভয়াবহ সঙ্কুল যুদ্ধে বীরগণ পরস্পর বধৈষী ও জিঘাংসা পরবশ হইয়া ধাবমান হইতে লাগিলেন[৩৯]। প্রাণ প্রদানে সমুদ্যত আপনার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধরগণ পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন[৪০]। সৃঞ্জয়গণ মুক্তকেশ, কবচ বিহীন, রথ বিহীন ও ছিন্ন শরাসন হইয়া কুরুগণের সহিত বাহু যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল[৪১]। মহাবল মহাবাহু ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন[৪২]। তখন মেদিনী নিপাতিত সাদী, রথী, অশ্ব, হত নিয়ন্তা গজ ও মনুষ্য দ্বারা সমাকীর্ণা হইল[৪৩]।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সমর প্রিয় মহাবাহু সাত্যকি, সেই

সমর স্থলে ভারসহ এক উত্তম শরাসন বিকর্ষণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য রূপে অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করত পুঙ্খ সংযুক্ত আশীবিষ সম শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১-২]। সমরে শক্র হনন কালে তিনি এমন লঘুহস্ততা সহকারে ত্বরা পূর্ব্বক ধনুর্ব্বিক্ষেপ ও পুঞ্জ পুঞ্জ শর গ্রহণ, সন্ধান, মোচন ও নিক্ষেপ করত বিপক্ষ হনন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মূর্ত্তি তৎকালে অতি বর্ষণশীল মেঘের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩-৪]। হে ভারত! তখন রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিরে স্বীয় সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া অযুত রথ তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন[৫]। মহাধনুর্দ্ধর বীর্য্যবান্ সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর রথীদিগকে নিহত করিলেন[৬]। গৃহীত-শরাসন সেই বীর তাদৃশ নিদারুণ কর্ম্ম করিয়া ভূরি শ্রবার সহিত সমরে সমবেত হইলেন[৭]। কুরুকুলকীর্ত্তি-বর্দ্ধন দুর্য্যোধন সেনাদিগকে যুযুধান-কর্ত্তৃক নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ধাবমান হইলেন[৮], এবং ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পাণি লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক বজ্র সন্নিভ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র শর তাঁহার প্রতি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সাত্যকির পদানুগগণ কাল সদৃশ সেই সকল শর সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল[৯-১১]। ভূরিশ্রবারে অবলোকন করিয়া সাত্যকির মহাবল, মহারথ, বিচিত্র বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ বিশিষ্ট, বিখ্যাত দশ পুত্র ক্রোধভরে মহাধনুর্দ্ধর যূপকেতু ভূরিশ্রবার সমীপে গমন পূর্ব্বক সকলেই কহিলেন[১২-১৩], অহে কৌরব দায়াদ মহাবল! আগচ্ছ, তুমি আমাদিগের সকলের অথবা প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ কর[১৪]। তুমিই আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, কিম্বা আমরাই তোমাকে পরাজিত করিয়া পিতার প্রীতি সম্পাদন করি[১৫]। বীর্য্যশ্লাঘ মহাবল নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা তখন সেই সকল শূর কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভি-

হিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ সমবস্থিত অবলোকন করিয়া কহিলেন[১৬], বীরগণ! তোমরা উত্তম বলিয়াছ, যদি তোমাদিগের অদ্য এরূপ মতি হইয়া থাকে, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাদিগের সকলকে যুদ্ধে সংহার করিব[১৭]। সেই ক্ষিপ্রযোধী মহাধনুর্দ্ধর বীরদিগকে এই রূপ কহিলে, তাঁহারা অরিন্দম ভূরিশ্রবার প্রতি মহৎ শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন[১৮]। মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে এক ভূরিশ্রবার সহিত সমবেত উক্ত দশ মহাবীরের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল[১৯]। তাঁহারা রথি প্রধান এক ভূরিশ্রবাকে, প্রাবৃট্ কালে মেঘ কর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন[২০]। মহারথ ভূরিশ্রবা তাঁহাদিগের বিমুক্ত যমদণ্ড ও বজ্র সন্নিভ শর সকল সমীপস্থ না হইতে হইতেই অবলীলাক্রমে আশু ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২১]। সৌমদত্তির এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম যে তিনি একাকী নির্ভয় চিত্তে অনেকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন[২২]। উক্ত দশ মহারথী শর বৃষ্টি করিয়া সেই মহাবাহুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে উপক্রম করিলেন[২৩]। মহারথ সোমদত্ত-তনয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষ মধ্যে দশ বাণে তাঁহাদিগের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৪]। তাঁহাদিগের শরাসন ছিন্ন হইলে নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া নিপাতিত করিলেন[২৫]। তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুত্রদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। উভয় মহারথ মহাবল পরস্পরের রথ রথ দ্বারা পীড়ন করিয়া রথবাজি বিনাশ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ ও লম্ফ প্রদান করত বিরথী ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়া শোভমান হইলেন[২৬.২৭]। তখন ভীমসেন অসিধারী সাত্যকির সমীপে আগমন

করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন[৩০]। আপনার পুত্রও সমুদায় ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে সত্বর ভূরিশ্রবাকে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন[৩১]। সেই সময়ে পাণ্ডবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩২]। প্রভাকর লোহিত রূপ ধারণ করিলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথী বিনাশ করিলেন[৩৩]। তাহারা পার্থকে বিনাশ করিতে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যে রূপ শলভ দল বহ্নিকে প্রাপ্ত না হইয়াও নিকটস্থ হইবামাত্র বিনষ্ট হয়, সেই রূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে প্রাপ্ত না হইতে হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল[৩৪]। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ মৎস্য ও কেকয়গণ সমরে সপুত্র মহারথ পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন[৩৫]। তখন আদিত্য, সমুত্থিত ধূলি জাত মেঘে আচ্ছাদিত হইলেন, তাহাতে সমুদায় সৈন্যদিগের মোহ সমুৎপন্ন হইল[৩৬]। তখন আপনার পিতা দেবব্রতের বাহনও শ্রান্ত হইয়াছিল, এবং সন্ধ্যা সময়ও সমুপস্থিত হইল, সুতরাং তিনি সৈন্যদিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন[৩৭]। পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর সমাগমে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব বিশ্রামালয়ে গমন করিল[৩৮]। অনন্তর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক তথায় নিবিষ্ট ও যথাবিধি ক্লম-নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন[৩৯]।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ও পঞ্চম দিবসযুদ্ধ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎ পরে কুরু পাণ্ডবেরা নিশা সমুচিত কার্য্যে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন[১]। উভয় পক্ষ যুদ্ধোদ্যত রথী ও সজ্জিত দন্তীগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল[২]। পদাতি ও অশ্বগণের যুদ্ধ সজ্জা সময়ে তুমুল শঙ্খ

দুন্দুভি শব্দ সর্ব্ব দিকে পরিব্যাপ্ত হইল[৩]। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাবাহো! শত্রু বিনাশন মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর[৪]। রথি প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশানুসারে সমস্ত রথীদিগকে মকর ব্যূহ নির্ম্মাণে অনুমতি করিলেন[৫]। ধনঞ্জয় ও দ্রুপদ তাহার মস্তক, নকুল ও সহদেব তাহার দুই চক্ষু[৬], মহাবল ভীমসেন তাহার মুখ, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা রাক্ষস ঘটোৎ-কচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ তাহার গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহতী সেনা সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাহার পৃষ্ঠ, কৈকেয় দেশীয় ভূপতি পঞ্চ ভ্রাতা তাহার বাম পক্ষ, নরব্যাঘ্র ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকি-তান তাহার দক্ষিণ পক্ষ, মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া তাহার পদ দ্বয় এবং সোমক গণ সংবৃত মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ শিখণ্ডী ও রাজা ইরাবান্ তাহার পুচ্ছ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন[৭-১২]। হে ভারত! যুদ্ধার্থী বর্ম্মিত কলেবর পাণ্ডব-গণ সূর্য্যোদয় সময়ে এই রূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া নির্ম্মল সমু-চ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পত্তি-গণের সহিত কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[১৩-১৪]।

আপনার পিতা দেবব্রত ভীষ্ম সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে মকর ব্যূহে ব্যূহিত অবলোকন করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে মহৎ ক্রৌঞ্চ ব্যূহে ব্যূহিত করিতে লাগিলেন[৫]। মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ উহার বক্ত্র, অশ্বত্থামা ও কৃপ উহার চক্ষু[৬], সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য নরবর শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় নৃপতি ও বাহ্লিকের সহিত উহার শিরঃ-স্থল[৭], বহু রাজগণে পরিবৃত আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধন ও শূরসেন উহার গ্রীবা[৮], প্রাগ্ জ্যোতিষ নাথ ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়গণের সহিত মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া উহার উরঃস্থল[৯], প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা স্ব সেনায় পরিবৃত ও বর্ম্মিত হইয়া উহার বাম

পক্ষ, তুষার, যবন, শক ও চূলিকগণ বদ্ধ সন্নাহ হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষ এবং শ্রুতায়ু, শতায়ু, সৌমদত্তি, ইহারা পরস্পর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উহার জঘন দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন[২০-২২]। সূর্য্যোদয় কালে পাণ্ডবগণ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ নিমিত্ত সমবেত হইলেন, তাহার পর মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল[২৩]। রথীগণ নাগারোহীগণের, নাগারোহীগণ রথী গণের, অশ্বারোহী গণ অশ্বারোহী গণের, রথীগণও অশ্বারোহী গণের, অশ্বারোহীগণও রথি ও কুঞ্জর গণের এবং রথীগণ গজারোহী, রথী ও অশ্বারোহী গণের সহিত যুদ্ধে ধাবমান হইলেন[২৪-২৫]। এবং রথী গণ পদাতি গণের সহিত ও পদাতিগণ সাদীগণও পদাতি গণের সহিত সমবেত হইয়া অমর্ষ পূর্ব্বক পরস্পর ধাবমান হইল[২৬]। যে প্রকার নক্ষত্র সমূহ দ্বারা শর্ব্বরী শোভা পায়, সেই রূপ পাণ্ডবী সেনা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের রক্ষিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল[২৭]। এবং আপনার সেনাও, গ্রহ মণ্ডলাবৃত গগণ মণ্ডলের ন্যায়, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য ও দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া শোভমানা হইল[২৮]। পরাক্রম শালী বৃকোদর দ্রোণকে অবলোকন করিয়া বেগগামী অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সেনাভিমুখে গমন করিলেন[২৯]। বীর্য্যবান্ দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের মর্ম্ম ভেদ করিবার উদ্দেশে নয় লৌহশর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন[৩০]। ভীমসেন দ্রোণের শরে দৃঢ়াহত হইয়া তাঁহার সারথিরে অস্ত্রাঘাতে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন[৩১]। যে প্রকার অগ্নি তূল রাশি দহন করেন, সেই রূপ প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ স্বয়ং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবী সেনা দাহ করিতে লাগিলেন[৩২]। সৃঞ্জয়গণ কৈকেয়গণের সহিত, দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল[৩৩]। আপনার পক্ষ সৈন্যগণও ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া মদগর্ব্বিতা বরাঙ্গনার ন্যায় স্ব স্ব স্থানে বিমোহিত

হইয়া পড়িল[৭৪]। সেই বীরক্ষয় জনক সমরে আপনার ও পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের ঘোরতর বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইল, উভয় পক্ষের ব্যূহই ভগ্ন হইতে লাগিল[৭৫]। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকেই এক স্থানে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া সকলে চমৎকৃত হইল[৭৬]। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্র সকল প্রতি সন্ধান করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন[৭৭]।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের বহুবিধ সৈনিক লোক সকল উৎকৃষ্ট ও বহুগুণান্বিত; তাহাদিগের ব্যূহও যথা শাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া অমোঘ হইয়াছে[১]। তাহারা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রণত এবং ব্যসন বিহীন; পূর্ব্বে তাহাদিগকে বল বিক্রম পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে[২]। তাহারা না অতি বৃদ্ধ, না বালক, না কৃশ, না স্থূল; এবং শীঘ্রচারী, আয়ত কলেবর, দৃঢ়কায়, অরোগী[৩], গৃহীত সন্নাহ সম্পন্ন এবং বহু শস্ত্র যোধী; অসি যুদ্ধে, বাহু যুদ্ধে ও গদা যুদ্ধে পারদর্শী[৪]; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লৌহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, ইষু, মুষল[৫], লগুড়, শরাসন, কণপ লোষ্ট্রাদি এবং বিচিত্র মুষ্টি যুদ্ধে সমর্থ[৬]; ধনুর্ব্বেদে প্রত্যক্ষ প্রদর্শী; ব্যায়ামে কৃতশ্রম; সমুদায় শস্ত্র গ্রহণ বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত[৭]; হস্ত্যাদিতে আরোহণ ও অবতরণে, বহিঃসরণে, মধ্যে অপসরণে, অগ্রে গমনে, পশ্চাৎ অপসরণে ও সম্যক্ প্রহরণে নিপুণ; এবং নাগ, অশ্ব ও রথ যানে উত্তম রূপে পরীক্ষিত; তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত বেতন প্রদানে রক্ষা করা হইয়াছে[৮.৯]। তাহাদিগকে গোষ্ঠী, উপকার বা সৌহার্দ্দ বশত, অথবা কুলমর্য্যাদা কিং

অন্য কোন সম্বন্ধ নিবন্ধন নিযুক্ত করা হয় নাই[১০]। তাহারা মানী, যশস্বী ও আর্য্য-ভাবাপন্ন; আমাদিগের দ্বারা তাহাদিগের স্বজনগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বান্ধবগণ সন্তুষ্ট ও সৎকৃত হইয়া থাকে; তাহাদিগের বহু প্রকার উপকার করা হইয়াছে[১১]। হে বৎস! ভুবন বিখ্যাত লোকপাল সদৃশ মুখ্যকর্ম্মা বলশালী প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন[১২]। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ ও স্বেচ্ছাধীন আমাদিগের অনুরক্ত এবং ভুমণ্ডল মধ্যে লোকে যাঁহাদিগের সম্মান করিয়া থাকে, তাঁহারা অনেকে অনুগত জনগণের সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন[১৩]। পক্ষ বিহীন অথচ পক্ষি সদৃশ দ্রুত গতি রথ ও নাগ সমূহ রূপ স্রোতস্বতী নদী সকলে পরিপূর্ণ, নানা যোধগণ রূপ জলে জলময়, বিপুল তরঙ্গ রূপ বাহনে ভয়ানক, গদা শক্তি শর ও প্রাসাদি অস্ত্র রূপ ক্ষেপণী সমূহে সমাকুল, বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নে সুশোভিত, বায়ুবেগ বিকম্পিত, ধাবমান বাজিগণে সুসম্পন্ন সেই সৈন্য সকল সমবেত হইয়া মহাসাগর সদৃশ হইয়াছে[১৪-১৬]। অপার সাগরোপম গর্জ্জনশীল তাদৃশ মহৎ সৈন্য দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও বাহ্লিক, এই সকল বলবান্ লোক প্রবীর মহাত্মা গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও যে সমরে নিহত হইতে লাগিল, তাহার কারণ কেবল প্রাক্তন ভাগ্যই বলিতে হইবেক[১৭-১৯]। হে সঞ্জয়! মহাভাগ প্রাচীন মানব বা ঋষিগণও এরূপ যুদ্ধ ব্যাপার কদাপি দর্শন করেন নাই[২০]। এতাদৃশ বল সমূহ শাস্ত্র বিধান, অর্থ ও সম্পত্তিতে সংযুক্ত হইলেও যে বিপক্ষের বধ্য হইল, ইহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে[২১]? এই রূপ ঘোরতর সৈন্যও যে পাণ্ডব গণ হইতে অবতরণ করিতে পারিল না, ইহাতে আমার নিকট সকলই বিপরীত রূপে প্রকাশ পাইতেছে[২২]। সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, দেব-

গণ পাণ্ডবদিগের হিতনিমিত্ত নিয়ত রণ স্থলে সমাগত হইয়া, যে প্রকারে আমার সৈন্য সকল বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ রূপে যুদ্ধ করিয়া থাকেন[২৩]। পূর্ব্বে বিদুর হিতকর ও পথ্য বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলেন, আমার মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধন তাহা গ্রহণ করিল না[২৪]। এই ক্ষণে যাহা সংঘটিত হইতেছে, ইহাতে আমি বোধ করি যে, সেই মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বিদুর ইহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ নিমিত্তই তাঁহার এই রূপ বিবেচনা হইয়াছিল[২৫]। অথবা হে সঞ্জয়! এই ভবিতব্য বিষয় পূর্ব্বে বিধাতাই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে, অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নহে[২৬]।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আপনার দোষেই এতাদৃশ বিপদে পতিত হইলেন। হে ভারত-প্রবর! ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়-জনিত যে দোষ, তাহা দুর্য্যোধন দেখিতে পান নাই, পরন্তু আপনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন। মহারাজ! আপনার দোষেই পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয় এবং আপনার দোষেই এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, সুতরাং আপনিই এক্ষণে আত্মকৃত পাপের ফল ভোগ করুন[১।৩]। আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ আপনারই করিতে হয়, অতএব আপনিই ইহ বা পর লোকে এই আত্মকৃত দোষের ফল লাভ করিবেন[৪]। সে যাহা হউক সংপ্রতি আমি যথাবৎ যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, আপনি উপস্থিত ব্যসন জন্য শোকে অভিভূত হইয়াও স্থির চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন[৫]। মহাবীর বৃকোদর সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা মহাসৈন্য ভেদ করিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় অনুজদিগকে আক্রম করিলেন[৬]।

মহাবল ভীমসেন দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মদ, দুঃসহ, জয়, জয়সেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ, এই সকল মহারথ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য বহুল মহারথীকে সংক্রুদ্ধ ও সমীপস্থ অবলোকন করিয়া ভীষ্ম-রক্ষিত মহৎ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[৭-৯]। ভীমসেনকে চমূ মধ্যে প্রবেশ করিতে অবলোকন করিয়া উক্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সকলে পরস্পর বলাবলি করিলেন, হে ক্ষত্রিয়-গণ! আগমন কর আমরা ঐ ভীমসেনের জীবন সংহার করি[১০]। সেই সমস্ত ভ্রাতাগণ এই রূপে কৃত নিশ্চয় হইয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার দিবাকর প্রজা সংহার কালে ক্রূর মহাগ্রহগণে পরিবেষ্টিত হন, সেই প্রকার ভীমসেন সেই সকল ভ্রাতাগণে পরি-বেষ্টিত হইলেন[১১]। যে রূপ দেবাসুর যুদ্ধে দানবগণের মধ্যে স্থিত ইন্দ্রের চিত্তে ভয় সঞ্চার হয় নাই, তদ্রূপ বিপক্ষ বূহ মধ্যে প্রবিষ্ট ভীমসেনের চিত্তে কিছু মাত্র ভয় সঞ্চার হইল না[১২]। শত শত সহস্র সহস্র সর্ব্ব শস্ত্রধারী রথী সমুদ্যত হইয়া শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমা-চ্ছন্ন করিলেন[১৩]। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাবল ভীমসেন তাঁহাদিগের প্রধান যোদ্ধা হস্তী, অশ্ব ও রথারূঢ় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে কোন চিন্তা না করিয়াই হনন করিতে আরম্ভ করিলেন[১৪]। তাঁহার নিগ্রহ করণে সমু-দ্যত সেই ভ্রাতাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে বধ করিতে মানস করিলেন[১৫]। তদনন্তর তিনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সৈন্য সাগরে প্রবেশ করত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন[১৬]।

ভীমসেন বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া, যেস্থানে সুবল-পুত্র শকুনি অব-স্থিতি করিতে ছিলেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন[১৭]। তিনি আ-পনার মহতী সেনা নিবারণ পূর্ব্বক গমন করিতে ভীমসেনের শূন্য

রথের সমীপস্থ হইলেন[১৮]। তিনি সেই সমর স্থলে ভীমের সারথি বিশোককে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত, হতচেতন, দুর্ম্মনা ও বাষ্প সংরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস সহকারে বাক্য প্রয়োগ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশোক! আমার প্রাণসম প্রিয়তম ভীমসেন কোথায়[১৯.২০]। বিশোক কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্র বল সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে এই প্রিয় বাক্য বলিয়াছেন, "সূত! যাহারা আমার সংহারে উদ্যত হইয়াছে, আমি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া আগমন না করিব, তাবৎ কাল অর্থাৎ মুহূর্ত্ত মাত্র তুমি এই স্থানে অশ্বদিগকে নিয়মিত করিয়া আমার অপেক্ষা করিবে[২১.২৩]।" তদনন্তর সেই মহাবল ভীমসেনকে গদাহস্তে ধাবমান দেখিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের হর্ষ জন্মিল[২৪]। সেই মহাভয়াবহ তুমুল যুদ্ধে আপনার সখা মহাবল বৃকোদর বিপক্ষদিগের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন[২৫]। মহাবলাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন রণ মধ্যে বিশোকের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন[২৬], অদ্য রণ স্থলে ভীমসেনকে পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের সহিত স্নেহ ভাব পরিহার করিয়া আমার জীবনে প্রয়োজন কি[২৭]? আমি রণ স্থলে অবস্থিত থাকিতে ভীমসেন একাকী সৈন্য ব্যূহ মধ্যে এক মাত্র পথ করিয়া গমন করাতে যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন[২৮]? যে ব্যক্তি সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা তাহার অকল্যাণ করিয়া থাকেন[২৯]। ভীমসেন আমার সখা, সম্বন্ধী এবং ভক্ত; আমিও সেই শক্রনিসূদনের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকি[৩০], অতএব যে স্থানে তিনি গমন করিয়াছেন, আমিও তথায় গমন করি; আমার তথায় গমন কালে তুমি আমাকে, দেবরাজ

কর্ত্তৃক দানবগণ হননের ন্যায়, শত্রু হনন করিতে দেখিতে পাইবে[৩১]।

বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোককে ইহা বলিয়া ভীমসেনের গদা প্রমথিত গজগণে পরিচিহ্নিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিলেন[৩২]। তিনি দেখিলেন, ভীমসেন তখন শত্রু সৈন্য দগ্ধ ও বহু ভূপালকে পবনঃভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত করিতেছেন[৩৩]। রথী, সাদী, দন্তী ও পদাতিগণ ভীমসেন কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতেছিল[৩৪]। বিচিত্র-যোধী কৃতী ভীমসেন কর্ত্তৃক আহত আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইতেছিল[৩৫]। তদনন্তর সেই অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ যোদ্ধাগণ নির্ভয় চিত্তে বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন[৩৬]। পৃষত-নন্দন বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে বীরাগ্রগণ্য, সুসংহত ঘোরতর সৈন্য কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, অন্ত কালে দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় গদাহস্ত, শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ, ক্রোধ রূপ বিষ বমনকারী ও পদচারে গমনশীল বৃকোদরকে অবলোকন করিয়া আশ্বাস প্রদান করত তাঁহার সমীপস্থ হইলেন[৩৭.৩৮]। সেই মহাত্মা শত্রুমণ্ডলী মধ্যে ভীমসেনকে আশ্বস্ত করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র আত্ম রথে আরোপিত ও তাঁহার শল্যা-পনোদন করিলেন[৩৯]। আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও সেই সংগ্রাম স্থলে সহসা ভ্রাতৃগণের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, এই দুরাত্মা দ্রুপদ-পুত্র ভীমসেনের সহিত সমাগত হইয়াছে[৪০], এক্ষণে ঐ রিপু আমাদিগের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান না করিতে করিতেই চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া উহাকে সংহার করিতে গমন করি। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অমৃষ্যমাণ ও উদ্যতায়ুধ হইয়া যে প্রকার যুগ ক্ষয়ে ভয়ানক কেতু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের

বধ নিমিত্ত আপতিত হইলেন। সেই বীর সকলে বিচিত্র শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুগুর্ণ ও রথ নেমির নির্ঘোষে পৃথিবী বিকম্পিত করত, মেঘ মণ্ডলের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায়, দ্রুপদ পুত্রের উপর শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহারথ যুবা পুরুষ দ্রুপদ-পুত্র আপনার পুত্রদিগকে সম্মুখ সমরে অবস্থিত ও চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ শর সমূহে আহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, দৈত্য-গণের প্রতি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায় আপনার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে অত্যুগ্র প্রমোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই বীর-গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্রে চেতনাশক্তি বিহীন হইয়া মুগ্ধ হই-লেন[৪১-৪৫]। তখন সমস্ত কুরুসৈন্য আপনার মোহগ্রস্ত পুত্রদিগকে কাল প্রাপ্তের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া বাজি, নাগ ও রথের সহিত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল[৪৬]। ঐ সময়ে শস্ত্রধারি প্রধান দ্রোণ দ্রুপদের সম্মুখীন হইয়া অতি দারুণ তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করি-লেন[৪৭]। হে মহারাজ! তিনি দ্রোণ শরে অতি বিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত রণ স্থল হইতে পলায়ন করিলেন[৪৮]। প্রতাপবান্ দ্রো-ণাচার্য্য, দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সোমকগণ ত্রাসান্বিত হইল[৪৯]। তদনন্তর রাজহিতৈষী অস্ত্রজ্ঞ প্রধান তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্র-দিগকে প্রমোহনাস্ত্রে বিমোহিত শ্রবণ করিয়া ত্বরা সহকারে রণ হইতে তথায় গমন করিয়া অবলোকন করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার পুত্রেরা মোহাবিষ্ট হইয়া রহি-য়াছেন[৫০-৫২]। অনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মোহনাস্ত্র নিরা-কৃত করিলেন। পরে আপনার মহারথ পুত্রেরা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধার্থ সংগত হইলেন।

তৎ পরে রাজা যুধিষ্ঠির স্ব সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন[৫৩-৫৪], ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশ মহারথী বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধ স্থলে যথা শক্তি পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাদিগের সংবাদ অবগত হউন। পুরুষাভিমানী বিক্রমশীল যোদ্ধা অভিমন্যু, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু এই দ্বাদশ বীর যে আজ্ঞা বলিয়া রাজার অনুজ্ঞানুসারে মহৎ সৈন্য দল সমভিব্যাহারে সেই মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় গমন করিলেন[৫৫-৫৮]। তাঁহারা সূচীমুখ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া কুরুদিগের রথ সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন[৫৯]। যে প্রকার পথিস্থিতা মদমূর্চ্ছিতা প্রমদা আপনাকে নিবারণ করিতে সমর্থা হয় না তদ্রূপ ভীমসেন ভয়ে ভীতা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বিমোহিতা কুরুসেনা অভিমন্যু প্রমুখ সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থা হইল না[৬০-৬১]। সুবর্ণধ্বজ শোভিত মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডব পক্ষ সেই বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদর সমীপে গমনেচ্ছু হইয়া ধাবমান হইলেন[৬২]। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে অভিমন্যু প্রভৃতি সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে অবলোকন করিয়া প্রমোদান্বিত হইলেন[৬৩]। পাঞ্চাল নন্দন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার গুরু দ্রোণকে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিতে আর মানস করিলেন না[৬৪], এবং বৃকোদরকে কৈকেয় রাজের রথে আরোপিত করিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধনুর্ব্বেদ পারগ দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন[৬৫]। শত্রুসূদন প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোণ দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শরাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৬৬], এবং প্রভু দুর্য্যোধনের অন্ন স্মরণ

করিয়া তাঁহার হিতার্থে অন্যান্য শত শত বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন[৬৭]। তৎ পরে বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া বিংশতি সংখ্য শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[৬৮]। শত্রুকর্ষণ দ্রোণ পুনর্ব্বার তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া চারি শরে চারি অশ্ব এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন[৬৯.৭০]। মহাবাহু মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হতাশ্ব রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া অভিমন্যুর মহারথে আরোহন করিলেন[৭১]। তদনন্তর পাণ্ডব সৈন্য রথ, নাগ ও অশ্বগণের সহিত, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই কম্পিত হইতে লাগিল[৭২]। সেই সমস্ত মহারথ, সৈন্যদিগকে অমিত তেজা দ্রোণ কর্ত্তৃক প্রভগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না[৭৩]। তাহারা দ্রোণের সুশানিত শর সমূহে সমাহত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইল[৭৪]। আপনার সমুদায় বল তাহাদিগকে তথাবিধ ও দ্রোণাচার্য্যকে ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রু সৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইল, এবং সমস্ত যোদ্ধা তাঁহারে সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল[৭৫]।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মোহ প্রমুক্ত হইয়া অক্ষয় বীর বৃকোদরকে পুনর্ব্বার শরবর্ষণ দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন[১], এবং আপনার মহারথ পুত্রগণও পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমবেত ও সমুদ্যত হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[২]। ভীমসেনও পুনর্ব্বার সমরে স্বকীয় রথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সমারোহণ পূর্ব্বক আপনার আত্মজের সমীপে গমন

করিলেন[৩] এবং শত্রুর প্রাণান্তকর মহাবেগশীল দৃঢ় বিচিত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে শর বিদ্ধ করিলেন[৪]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনও ভূতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা মহাবল ভীমসেনের মর্ম্ম স্থানে দৃঢ় রূপে আঘাত করিলেন[৫]। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধ সংরক্ত নয়নে মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, তিনি তাহাতে আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৬.৭]। সেই ক্রুদ্ধ দুই বীরকে পরস্পর সমাহত হইতে অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের শূর অনুজগণ পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমকর্ম্মা ভীমের নিগ্রহে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বধ সাধনে সযত্ন হইলেন[৮-৯]। মহাবল বৃকোদর সেই সমুদায় বীরকে সমরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া, যেমন একটা হস্তী অনেক হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন[১০]। সেই মহাযশা তেজস্বী পুরুষ বীর বৃকোদর সাতিশয় ক্রোধভরে নারাচাস্ত্র দ্বারা আপনার পুত্র চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহু বিধ সুবর্ণ পুঙ্খ অতি বেগবান্ শর সমূহে আপনার অন্যান্য পুত্রকে তাড়িত করিলেন[১১.১২]। তখন ধর্ম্মরাজ প্রেরির, ভীমসেন পদানুগ অভিমন্যু প্রভৃতি সেই দ্বাদশ জন মহারথ আপনাদিগের সৈন্যগণকে সর্ব্ব প্রকারে সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনার মহারথ পুত্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন[১৩.১৪]। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ রথস্থ, সূর্য্যাগ্নি সম তেজস্বী, মহাধনুর্দ্ধর, প্রদীপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, মহাসমরে দেদীপ্যমান, সুবর্ণ মুকুট দ্বারা সমুজ্জল অভিমন্যু প্রভৃতি শূরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন[১৫-১৬]। আপনার সকল পুত্রেরা যে জীবিতাবস্থায় গমন করিলেন, ইহা কুন্তী-নন্দন সহ্য ক-

রিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[১৭]। তখন গৃহীত শরাসন দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার মহারথ পুত্ত্রগণ আপনার সৈন্য মধ্যে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া বেগশীল অশ্ব দ্বারা, যেস্থানে সেই অভিমন্যু প্রভৃতি রথীগণ অবস্থান করিতে ছিলেন, তথায় গমন করিলেন[১৮-১৯]। তদনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল[২০]।

হে ভারত! অভিমন্যু সেই মহাসমরে বিকর্ণের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন[২১]। মহারথ বিকর্ণ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন[২২]। বিকর্ণ ও চিত্রসেন দুই ভ্রাতা এক রথে আরূঢ় হইলে অভিমন্যু তাঁহাদিগকে শর বর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন[২৩]। অনন্তর চিত্রসেন ও বিকর্ণ অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু কম্পিত না হইয়া মেরুগিরির ন্যায় স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন[২৪]। দুঃশাসন কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[২৫]। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্ত্রেরা প্রত্যেকে ক্রোধাকুল চিত্তে আপনার পুত্ত্র দুর্য্যোধনকে নিবারণ করত তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন[২৬]। আপনার দুর্দ্ধর্ষ পুত্ত্র দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সুশাণিত শর নিকরে আহত করিতে লাগিলেন[২৭]। তিনি তাঁহাদিগের শররেধে রুধিরাক্ত-দেহ হইয়া গৈরিক ধাতু বিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন[২৮]। বলবান্ ভীষ্ম তখন পশুপালন কর্ত্তৃক পশুযূথ তাড়নের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য তাড়িত করিতে লাগিলেন[২৯]। এমনসময় দক্ষিণদিকের সৈন্য হইতে শত্রু নিধন প্রবৃত্ত পার্থের গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল[৩০]। সমর স্থলে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্য

মধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল[৭১]। নরশ্রেষ্ঠ যোধগণ রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া রণ নিহত নর, হস্তী ও অশ্বগণের রুধির জলে পরিপূর্ণ, শর নিকর রূপ আবর্ত্তে আকুল, গজ রূপ দ্বীপে আকীর্ণ ও অশ্বরূপ ঊর্ম্মি সমূহের তরঙ্গিত, দুস্তর সেনা সাগর উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন[৭২]। সহস্র সহস্র নর শ্রেষ্ঠ দিগকে ছিন্নহস্ত, বিগতকবচ, ও বিকলদেহ হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন, নয়ন গোচর হইতে লাগিল[৭৩]। শোণিত পরিপ্লুত নিহত মত্ত মাতঙ্গে ভূতল যেন পর্ব্বতাকীর্ণ হইল[৭৪]। তথায় এই আশ্চর্য্য দেখিলাম, কি আপনার, কি তাঁহাদিগের, কোন পক্ষে এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করে নাই[৭৫]। এইরূপে আপনার পক্ষীয় যোধগণ জয় ও মহৎ যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৭৬]।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর লোহিত প্রভ হইলে সংগ্রামোৎসুক রাজা দুর্য্যোধন ভীমকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন[১]। ভীমসেন সেই দৃঢ়বৈরী নরবীর দুর্য্যোধনকে আগত অবলোকন করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন[২], অহে গান্ধারী পুত্র! আমার বহু বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত সময় অদ্য উপস্থিত হইল; যদি তুমি রণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অদ্য নিপাতিত করিব[৩]। অদ্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ, আমাদিগের বনবাস জনিত সমস্ত কষ্ট এবং দ্রৌপদীর মনস্তাপ অপনোদন করিব[৪]। তুমি পূর্ব্বে মাৎসর্য্য প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলে, সেই পাপের ফল এই ব্যসন

উপস্থিত হইয়াছে[৫]। কর্ণ ও সৌবলের মন্ত্রণানুসারে পাণ্ডবগণের বল বিক্রম চিন্তা না করিয়া যে যথেষ্টাচার করিয়াছিলে[৬], কৃষ্ণ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট গমন করিলে তাঁহার যে অবমান করিয়াছিলে এবং তুমি হৃষ্ট হইয়া উলুকের দ্বারা আমাদিগের প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে[৭], আজি আমি তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধব ও অনুগত জনের সহিত বিনাশ করিয়া তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাপের শাস্তি করিব[৮]। বৃকোদর ইহা বলিয়া ক্রোধ সহকারে ঘোর শরাসন বিকর্ষণ ও বারংবার উদ্‌ভ্রামণ করিয়া মহা-বজ্রসম প্রভ, ভয়ানক, বজ্র কল্প, জ্বলিত অগ্নিশিখাকার ষড়বিংশতি অজিহ্মগ শর তাঁহার প্রতি আশু পরিত্যাগ করিলেন[৯.১০]। পরে দুই শরে তাঁহার কার্ম্মুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার বেগিত চারি অশ্বকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন[১১]। তৎপরেই দুই শর সমাকৃষ্ট করিয়া তদ্দারা তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ হইতে ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১২] এবং ছয় শরে তাঁহার উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচরেই উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন[১৩]। যে প্রকার মেঘ হইতে বিদ্যুৎ নিপতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার রথ হইতে নানা রত্ন বিভূষিত শ্রীসম্পন্ন ধ্বজ ছিন্ন হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল[১]। সমস্ত পার্থিবেরা কুরুরাজের সূর্য্যসন্নিভ মণি-ময় শোভমান উজ্জ্বল সেই ছিন্ন নাগধ্বজ অবলোকন করিতে লাগি-লেন[১৫]। অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, দশ বাণে কুরুরাজকে আহত করিলেন[১৬]। পরে রথি-প্রধান মহাবল সিন্ধুদেশাধিপতি রাজা জয়দ্রথ প্রধান বীর-গণের সহিত, দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৭]। মহারথ কৃপাচার্য্য অমিত তেজা অমর্ষ পরায়ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন[১৮]। তখন রাজা দুর্য্যোধন সমরে ভী-

মের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৯]। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমের বিনাশ মানসে সহস্র সহস্র রথী যোদ্ধা দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন[২০]। তৎপরে ধৃষ্টকেতু, বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, কৈকেয় রাজেরা, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২১]। চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, সুচারু, চারুচিত্র, নন্দ ও উপনন্দ[২২], এই আট জন যশস্বী সুকুমার আপনার পুত্র, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন[২৩]। অনন্তর মহামনা অভিমন্যু বিচিত্র-শরাসন বিনির্মুক্ত, বজ্র ও মৃত্যু সঙ্কাশ সন্নত-পর্ব্ব সুশানিত পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা সকলে অসহিষ্ণু হইয়া, মেঘের মেরু গিরির উপর বারি বর্ষণের ন্যায়, রথি সত্তম অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র কুশল যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের শরবর্ষণে পীড্যমান হইয়া, যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ মহা অসুর গণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন[২৪.২৭]। রথি প্রধান বীর্য্যবান্ অভিমন্যু সমরে যেন নৃত্য করিতে করিতে বিকর্ণের প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গ তুল্য চতুর্দ্দশ ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রথ-ধ্বজ, সারথি ও অশ্বদিগকে নিপাতিত করিলেন[২৮-২৯]। তৎপরেই পুনর্ব্বার শিলাশানিত অকুণ্ঠিতাগ্র পীত শিলাশানিত বাণ সকল তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন[৩০]। সেই সকল কঙ্ক ও ময়ুর পক্ষ সংযুক্ত বাণ বিকর্ণের দেহ ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত সর্পের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল[৩১]। তৎকালে হেম পুঙ্খাগ্র সেই সকল বাণ বিকর্ণের রুধিরে লিপ্ত হইয়া মহীতলে রুধির বমন করিতে লাগিল[৩২]। বিকর্ণের সহোদরগণ তাঁহাকে শস্ত্র-ক্ষত অবলোকন করিয়া অভিমন্যুপ্রমুখ রথী দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন[৩৩]। তাঁহারা ত্বরা

সহকারে সূর্য্যসম তেজস্বী অভিমন্যু প্রভৃতির সমীপস্থ হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয় পক্ষই সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন[৩৪]। দুর্মুখ সপ্ত শরে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিলেন, এবং তাঁহার স্বর্ণজাল-প্রচ্ছন্ন বায়ু-বেগগামী অশ্ব সকল ছয় বাণে নিহত করিয়া সপ্ত শরে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন[৩৫-৩৬]। মহাবল শ্রুতকর্ম্মা সংক্রুদ্ধ হইয়া হতাশ্ব রথ হইতেই প্রজ্জ্বলিত মহোল্কাতুল্য এক শক্তি দুর্ম্মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন[৩৭]। সেই তেজঃ-প্রদীপ্ত শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বিপুল বর্ম্ম ভেদ করিয়া ভূমি বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল[৩৮]। শ্রুতকর্ম্মাকে বিরথ অবলোকন করিয়া মহাবল সুতসোম সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিলেন[৩৯]। বীর শ্রুতকীর্ত্তি আপনার পুত্র যশস্বী জয়ৎসেনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন[৪০]। হে ভারত! জয়ৎসেন শ্রুতকীর্ত্তিকে মহাশব্দ সহকারে শরাসন বিক্ষেপ করিতে অবলোকন করিয়া যেন হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তেজস্বী শতানীক স্বীয় সহোদর শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছিন্ন দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে জয়ৎসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং অতি শীঘ্র দৃঢ় শরাসন বিস্ফারণ করিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিলেন[৪১-৪৪]। তৎপরেই সর্ব্বাবরণ ভেদী অন্য এক সুতীক্ষ্ণ বাণ তাঁহার হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন[৪৫]। তথাবিধ সংগ্রামে দুষ্কর্ণ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া ভ্রাতা জয়ৎসেনের সমীপেই নকুল-পুত্র শতানীকের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৪৬]। মহাবল শতানীক অন্য এক ভারসাধন শরাসন গ্রহণ করিয়া বহুল ভীষণ শর সন্ধান করিলেন[৪৭], এবং দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার অগ্রে থাক্ থাক্ বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক

পন্নগ সম প্রজ্জ্বলিত সেই সকল বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন[৪৮]। তৎপরে এক শরে তাঁহার ধনুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে ছেদন করিয়া তাঁহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন[৪৯], এবং তাঁহার মনোবেগগামী চিত্রবর্ণ পরিষ্কৃত অশ্ব সকল সুশাণিত দ্বাদশ শরে নিহত করিলেন[৫০]; তদনন্তর ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অপর এক বৈরিঘাতী ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন[৫১]। তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! দুষ্কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনার মহারথ এইপঞ্চ পুত্র শতানীকের বিনাশ মানসে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়রাজ পঞ্চ সহোদর যশস্বী শতানীককে শরনিকরে আচ্ছাদ্যমান অবলোকন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার মহারথ পুত্রেরা তাঁহা দিগকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া, যে প্রকার মহা গজ সকল গজগণের উপর ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন করিলেন। প্রবল ধনুর্দ্ধারী বিচিত্র কবচ ও ধ্বজ বিশিষ্ট সেই দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যশস্বী পঞ্চ ভ্রাতা নানাবর্ণ বিচিত্রিত পতাকায় অলঙ্কৃত ও মনোবেগগামী হয়গণ যোজিত নগর সদৃশ রথ দ্বারা কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার অভিমুখে গমনার্থ, যে প্রকার সিংহ দল বন হইতে বনান্তর গমন করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন[৫২-৫৮]। তখন তাঁহাদিগের যমরাষ্ট্র বর্দ্ধন মহাভয়ানক অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রথী ও গজারোহীগণ পরস্পর কৃতাপরাধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্ত সময়ে মুহূর্ত্ত মাত্র সহস্র সহস্র রথী ও সাদীগণ অতি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিকীর্ণ হইল। তদনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া

সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা মহাত্মা পাঞ্চালদিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, এইরূপে পাণ্ডব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সৈন্য দিগের অবহার করণে আদেশ পূর্ব্বক স্ব শিবিরে গমন করিলেন[৫৯-৬৩]। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে প্রস্থান করিলেন[৬৪]।

ঊনাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রক্তসিক্ত-কলেবর পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতাপকার উভয় পক্ষ শূর গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন[১]। তাঁহারা শিবিরে বিশ্রাম করিয়া যথান্যায়ে পরস্পর পরস্পরকে সৎকার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে বদ্ধ কবচ হইয়া দৃষ্ট হইলেন[২]। তৎপরে ক্ষরিত-রুধিরাক্তকলেবর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন[৩], হে সত্যসন্ধ পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষ মহারথ শূরগণ বেগ পূর্ব্বক সকলকে বিমোহিত করিয়া আমাদিগের বহুলধ্বজ বিশিষ্ট সম্যক্ ব্যূহিত ঘোরতর ভয়ানক সৈন্য বিদীর্ণ, নিহত ও নিপীড়িত করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে। ভীমসেন তাদৃশ বজ্রকল্প মকর ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর শর সমূহ দ্বারা আমাকে নিগৃহীত করিয়াছে। তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয় মূর্চ্ছিত হইয়াছি, অদ্যাপি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদে পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া জয়লাভ করিতে মানস করিতেছি[৪-৮]। শস্ত্রধারি-বরিষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গাপুত্র দুর্য্যোধনের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ক্রোধান্বিত বোধ করিয়া অবিচলিত চিত্তে হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন[৯],

হে রাজপুত্র! আমি পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবদিগের সেনা আলোড়ন (অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন) করিয়া তোমারে বিজয় ও সুখ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তোমার কার্য্য সংসাধনার্থ কোন বিষয়েই অধ্যবসায় শূন্য হইব না[৮]। কিন্তু যাহারা পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়াছে, তাহারাও বহুসংখ্য, মহারথ, ভয়ানক যোদ্ধা, যশস্বী, অস্ত্রকুশল ও শূরতম; তাহারা যেন সমরে ক্রোধ বিষ বমন করিতে থাকে এবং সমরে শ্রান্ত হয় না[৯]। বিশেষত তাহারা বল বীর্য্যে উন্নত এবং তুমি তাহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণও করিয়াছ, সুতরাং তাহারা সহসা পরাজিত হইবার নহে। সে যাহা হউক, আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব[১০]। হে মহানুভাব! অদ্য আমি তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেও উৎসাহ করিতেছি। আমি তোমার নিমিত্ত, তোমার শত্রুগণের কথা কি, দেব ও দানব গণের সহিত সমুদায় লোকও দগ্ধ করিতে পারি[১১]। আজি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রিয়াচরণ করিব। দুর্য্যোধন পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তচিত্ত ও পরম প্রীত হইলেন[১২]। তদনন্তর হৃষ্ট চিত্তে সমুদায় সৈন্য ও রাজাদিগকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধে গমন কর। সৈন্যগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি সংযুক্ত, নানাবিধ শস্ত্রবন্ত, মহৎ সৈন্য দল হর্ষযুক্ত ও সমর ভূমিতে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান হইল[১৩-১৪]। যুদ্ধ বিশারদ অস্ত্র শস্ত্রজ্ঞ রাজগণ সৈন্য মধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিধিবৎ ব্যবস্থিত রথ পদাতি গজ বাজি সমূহের গমনে তরুণ অরুণবর্ণ রজোরাশি সমুদ্ধত হইয়া সূর্য্য রশ্মি আচ্ছাদিত করিয়া প্রতিভাত হইল। যে প্রকার নভোমণ্ডলে মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ শোভমান হয়, তদ্রূপ রথ ও হস্তীতে অবস্থিত নানাবর্ণ পতাকা সকল পবন প্রেরিত

ও চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান হইয়া প্রতিভা বিশিষ্ট হইল। তাহাদিগের সৈন্য মধ্যে সমূহ সমূহ যোধগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত দন্তীগণ অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে প্রকার সত্যযুগে দেবাসুর কর্ত্তৃক মথ্যমান সমুদ্রের শব্দ হইয়াছিল, সেই প্রকার রাজগণের শরাসন বি-স্ফারণের অতি ঘোরতর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল[১৫.১৮]। আপনার আত্মজদিগের রিপু-সৈন্য-বিনাশক উগ্রনাদ বিশিষ্ট বহু-বর্ণরূপ-সমন্বিত সৈন্য সকল তখন যুগান্ত কালীন মেঘ সমূহের তুল্য হইল[১৯]।

অশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত প্রবর! গঙ্গাপুত্র আপনার আত্মজকে চিন্তাপরায়ণ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার হর্ষজনক এই বাক্য কহিলেন[১], দ্রোণ, শল্য, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সৌবল[২], অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সমস্ত বাহ্লীকগণের সহিত বাহ্লীকরাজ, বলী ত্রিগর্ত্তরাজ, সুদুর্জ্জয় মগধরাজ[৩], কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শোভমান বহু সহস্র মহাধ্বজ রথী[৪], দেশজ হয়ারোহী, প্রভিন্ন গণ্ড মদোদ্ধত গজেন্দ্র-যোদ্ধা সকল, নানা-দেশীয় নানা শস্ত্র বিশারদ শূর পদাতিগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্তে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছি, এবং অন্যান্য অনেকে তোমার নিমিত্তে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে, আমার মতে ইহারা সমরে দেবগণকেও জয় করিতে সমর্থ[৫-৭]। কিন্তু হে মহারাজ! তোমার হিত কর বাক্য বলা আমার সর্ব্বতোভাবে অবশ্য কর্ত্তব্য যে মহেন্দ্র তুল্য বিক্রমশীল কৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবদিগকে দেবগণের সহিত ইন্দ্রও জয় করিতে সমর্থ নহেন। সে যাহা হউক, আমি সর্ব্ব প্রকারে তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব[৮.৯]; হয় আমি পাণ্ডবদিগকে জয়

করিব, না হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে। পিতামহ ভীষ্ম আপনার পুত্রকে এই কথা বলিয়া বীর্য্য সম্পন্ন উত্তম বিশল্যকরণী ঔষধ তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি সেই ঔষধ সেবন করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রক্ষত জন্য ব্যথা হইতে বিমুক্ত হইলেন।

হে ভারত প্রধান! বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে ব্যূহবিশারদ বীর্য্যবান্ ভীষ্ম স্বয়ং প্রধান প্রধান যোধগণে পরিপূর্ণ, নানা শস্ত্র সমাকুল, ঋষ্টি ও তোমরধারী মহৎ মহৎ সাদী, দন্তী, পদাতি ও সহস্র সহস্র রথী গণে চতুর্দ্দিকে পরিবারিত স্বকীয় সৈন্য দ্বারা মণ্ডল ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। প্রতি নাগের নিকট সপ্ত সপ্ত রথী, প্রত্যেক রথীর নিকট সপ্ত সপ্ত সাদী[১০.১৪], প্রত্যেক সাদীর নিকট দশ দশ ধনুর্দ্ধারী এবং প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারির প্রতি দশ দশ চর্ম্মি নিযুক্ত হইল। মহারাজ! এই রূপে মহারথ গণের সহিত ভীষ্ম, মহৎ যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্য ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র সাদী, দশ সহস্র গজারোহী, দশ সহস্র রথী এবং আপনার চিত্রসেনাদি শূর পুত্র গণ বর্ম্মিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৫.১৭]। সেই বীরগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল মহাবল বদ্ধ-সন্নাহ বীর রাজগণও ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[১৮]। শ্রীজুক্ট রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত ও রথস্থ হইয়া স্বর্গস্থ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১৯]। তদনন্তর বিপুল রথ-নির্ঘোষ, বাদিত্রধ্বনি ও আপনার পুত্রদিগের সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল[২০]। শত্রুঘাতীদিগের দুর্ভেদ্য ভীষ্ম-রচিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অতি মহান্ সেই মণ্ডল ব্যূহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল[২১]। হে রাজন্! শত্রু-দুরধিগম্য সেই মণ্ডল ব্যূহ গমন কালে সর্ব্বতোভাবে শোভা বিস্তার করিল।

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষদিগের পরম নিদারুণ মণ্ডল ব্যূহ নিরী-

ক্ষণ করিয়া বজ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে রথী ও সাদীগণ সেই বজ্রানীকের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেনা-সমবেত প্রহার-পটু উভয় পক্ষ শূরগণ পরস্পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের ব্যূহ ভেদ করিবার মানসে গমন করিতে লাগিল। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ বিরাটের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি, অবন্তিদেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। আর অন্যান্য ভূপাল সকল ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২২-২৭]। ভীমসেন সংযত হইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি এবং অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ আপনার এই তিন পুত্রের প্রতি যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপতি মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত, যে প্রকার একমত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ হিড়িম্বানন্দন রাক্ষস প্রবর ঘটোৎকচের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সসৈন্য সাত্যকির অভিমুখে ধাবিত হইল। ভূরিশ্রবা সযত্ন হইয়া ধৃষ্টকেতুর সমীপে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সমীপে এবং চেকিতান কৃপাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধার্থ ধাবন করিলেন[২৮-৩২]। অবশিষ্ট যোধগণ মহারথ ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর সহস্র সহস্র রাজা শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ হস্তে লইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! ঐ দেখ, ব্যূহ রচনাভিজ্ঞ মহাত্মা গাঙ্গেয় ধৃতরাষ্ট্রীয় সৈন্যের ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন[৩৩-৩৫]। ঐ দেখ, শৌর্য্য সম্পন্ন রাজগণ বর্ম্মিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন; ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত সমবেত হইয়া আমার সহিত সংগ্রামাভিলাষে অবস্থিত হইয়াছেন[৩৬]।

হে জনার্দ্দন! এই রণভূমিতে আমার সহিত যুদ্ধকাম হইয়া যাহারা আগমন করিয়াছেন, আজি তোমার সাক্ষাতে আমি তাঁহাদিগকে সংহার করিব[৩৭]। কুন্তীনন্দন এই কথা বলিয়া ধনুকের জ্যা অবমার্জ্জন পূর্ব্বক সেই সকল রাজাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩৮]। যে প্রকার বর্ষাকালে মেঘ সকল বারি ধারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর রাজগণও অর্জ্জনকে শর বর্ষণে পরিপূর্ণ করিলেন[৩৯]। হে মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরাচ্ছাদিত অবলোকন করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল[৪০]। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ গণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে তথাবিধ শরাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন[৪১]। তৎপরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শত্রু নিক্ষিপ্ত তাদৃশ শর বর্ষণ ও শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং অশ্ব, হস্তী, সহস্র সহস্র রাজা এবং অন্যান্য যোদ্ধা দিগের প্রত্যেককে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিলেন[৪২-৪৪]। তাঁহারা ধনঞ্জয় শরে আহত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সকাশে গমন করিলেন। তখন অগাধ জল-নিমগ্ন মনুষ্যগণের পরিত্রাণ কর্ত্তা নৌকার ন্যায় ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা নৌকা স্বরূপ হইলেন[৪৫]। মহারাজ! যে প্রকার প্রবল পবনগতিতে মহাসাগর ক্ষুব্ধ হয়, তদ্রূপ আপনার পক্ষ সেই সকল সৈন্য ভগ্ন হইয়া ভবৎপক্ষ ভীষ্ম সৈন্য মধ্যে আপতিত হওয়াতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল[৪৬]।

একাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম্মা যুদ্ধে

নিবৃত্ত, বীরগণ মহাত্মা অর্জ্জুন কর্তৃক প্রভগ্ন[১], আপনার সাগর প্রতিম বল ক্ষুব্ধ এবং ভীষ্ম অবিলম্বে অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রত্যুদ্গত হইলে[২], রাজা দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে সেই রাজগণের সকাশে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে সমুদায় সৈন্য মধ্যে সকলকে হর্ষিত করত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সুশর্ম্মাকে কহিলেন[৩-৪], এই কুরু প্রধান শান্তনুপুত্র ভীষ্ম আপনার জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছেন[৫]। তোমরা সকলে সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ বীর গণের সহিত যুদ্ধার্থ গমনকারী পিতামহকে সম্যক্ প্রকারে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর[৬]। হে মহারাজ! নরেন্দ্র গণের সেই সৈন্য সমুদায় যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইল[৭]। যুদ্ধে প্রয়াত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সহসা অর্জ্জুনকে মহাশ্বেতাশ্বযুক্ত ভীষণ বানরধ্বজ শোভিত মহা মেঘ গম্ভীর সদৃশ শব্দায়মান প্রদীপ্ত রথে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন[৮-৯]। কিরীটধারী অর্জ্জুনকে তাদৃশ ভাবে সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমুদায় সৈন্য, ভয়ে তুমুল শব্দ করিতে লাগিল[১০], মধ্যাহ্ন কালের দ্বিতীয় দিবাকর তুল্য অশ্ব রশ্মিধারী কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না[১১]। এবং পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও শ্বেত শরাসনধারী শ্বেত তুরঙ্গ সংযুক্ত রথারোহী ভীষ্মকে উদিত শ্বেত গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে পারিল না[১২]। তিনি সমস্ত ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহাসত্ত্ব যোদ্ধা, আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য মহারথগণে পরিবৃত ছিলেন[১৩]।

এ দিকে ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ শর দ্বারা মৎস্যরাজ বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক এক শরে তাঁহার শরাসন ও রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১৪]। বাহিনীপতি বিরাট ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া বেগ-পূর্ব্বক অন্য এক দৃঢ় তারসহ শরাসন ও পন্নগ সদৃশ

প্রজ্বলিত আশীবিষাকার কতক গুলি শর গ্রহণ পূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণকে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, এক শরে তাঁহার রথ ধ্বজ, পঞ্চ শরে তাঁহার সারথি ও এক শরে তাঁহার শরাসন বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দ্বিজবর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব অষ্ট শরে বিরাটের অশ্ব সকল ও এক শরে তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন[১৫ ১৮]। রথিপ্রধান বিরাটের সারথি হত হইলে তিনি সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রের রথে আরোহণ করিলেন[১৯]। তদনন্তর তাঁহারা পিতা পুত্রে এক রথস্থ হইয়া বল পূর্ব্বক প্রচুর শর বর্ষণে ভারদ্বাজকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[২০]। তৎ পরে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষোপম এক শর বিরাট-পুত্র শঙ্খের প্রতি শীঘ্র নিক্ষেপ করিলেন[২১]। সেই বাণ শঙ্খের হৃদয় ভেদ করিয়া শোণিত পান পূর্ব্বক লোহিতাদ্র হইয়া ধরণীগত হইল[২২]। শঙ্খ পিতার সমীপেই ভারদ্বাজের শরে নিহত হইয়া অবিলম্বে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে নিপতিত হইলেন[২৩]। বিরাট নৃপতি স্ব পুত্র শঙ্খকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত ব্যাদিত-মুখ যম তুল্য দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন[২৪]। তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য সত্বর হইয়া পাণ্ডব পক্ষ শত শত সহস্র সহস্র সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন[২৫]।

মহারাজ! শিখণ্ডী সমরে অশ্বত্থামার সমীপে গমন পূর্ব্বক আশুগ তিন নারাচে তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্য স্থল বিদ্ধ করিলেন[২৬]। নরশার্দ্দূল অশ্বত্থামা ললাটবিদ্ধ সেই তিন নারাচ দ্বারা কাঞ্চনময় উচ্ছ্রিত শিখর ত্রয় বিশিষ্ট মেরু গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন[২৭]। তৎ পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল দ্বারা নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ, অশ্ব চতুষ্টয় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন রথি প্রবর শিখণ্ডী, ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত বিমল খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ

পূর্ব্বক হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন[২৮-৩০]। হে মহারাজ! খড়্গধারী রণ স্থলে বিচরণ সময়ে অশ্বত্থামা তাঁহার রন্ধ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৩১]। দ্রোণ-পুত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৩২]। বলিপ্রধান শিখণ্ডীও সেই সুদারুণ শর বর্ষণ তীক্ষ্ণ খড়্গধারে ছেদন করিতে লাগিলেন[৩৩]। তৎ পরে দ্রোণ পুত্র শানিত বহু বাণে তাঁহার অতি নির্ম্মল মনোরম শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া বারম্বার তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী, অশ্বত্থামার শায়ক সমূহে খণ্ডিত সেই খড়্গ ঘূর্ণায় মান করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি জ্বলন্ত সর্প নিক্ষেপের ন্যায় আশু নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা প্রলয় কালীন অনল তুল্য প্রভা যুক্ত সেই খণ্ডিত অসি সহসা আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকেও লৌহময় বহু শরে বিদ্ধ করিলেন[৩০-৩৭]। তখন শিখণ্ডী শাণিত শরে তাড্যমান হইয়া মধু-বংশ-বর্দ্ধন মহাত্মা সাত্যকির রথে সত্বর আরোহণ করিলেন[৩৮]।

হে ভারত! বলশালাগ্রগণ্য সাত্যকি সংক্রুদ্ধ হইয়া ক্রূর রাক্ষস অলম্বুষকে তীক্ষ্ণ সর সমূহে বিদ্ধ করিলেন[৩৯]। রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া বাণ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল[৪০], পরে রাক্ষসা মায়া সৃষ্টি করিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই যুদ্ধে শিনি-পৌত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম যে তিনি শাণিত বহু শরে সমাহত হইয়াও অস্থির হইলেন না, প্রত্যুত অর্জ্জুনের নিকট হইতে যে ঐন্দ্র অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরাসনে যোজনা করিলেন। ঐ ঐন্দ্রাস্ত্র রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া, বর্ষাকালীন মেঘ যেমন বারিধারা

দ্বারা ধরাধর সমাকীর্ণ করে, তাহার ন্যায় শর বর্ষণে অলম্বুষকে সর্ব্ব প্রকারে সমাকীর্ণ করিলেন[৪১-৪৪]। সেই রাক্ষস মধু-বংশ-বর্দ্ধন যশস্বী সাত্যকি কর্ত্তৃক এই রূপে পীড়িত হইয়া ভয় প্রযুক্ত সমরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল[৪৫]। সত্যবিক্রম সাত্যকি সমরে ইন্দ্রেরও অজেয় সেই রাক্ষসেন্দ্রকে আপনার পক্ষ যোধগণের সাক্ষাতে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং আপনার পক্ষ যোধগণকে সুশাণিত বহু বাণে নিহত করিতে লাগিলেন; তাহারা ভয়ার্দ্দিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল[৪৬-৪৭]।

ঐ সময়ে দ্রুপদ-পুত্র বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র জনাধিপতি দুর্য্যোধনকে নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শর সমূহে আচ্ছাদ্যমান হইয়াও ব্যথিত না হইয়া নবতি সংখ্য শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র চারি অশ্ব নিহত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে সুশাণিত সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন[৪৮-৫২]। তখন মহাবাহু বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া পদব্রজে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ধাবমান হইলে[৫৩], রাজহিতৈষী মহাবল শকুনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে তাঁহাকে স্ব রথে আরোপিত করিলেন[৫৪]। বীর-শত্রুহন্তা পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাকে এই রূপে পরাজয় করিয়া, বজ্রপাণি পুরন্দর-কর্ত্তৃক অসুর হননের ন্যায়, আপনার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইলেন[৫৫]।

কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে মহামেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় শরাচ্ছাদিত করিলেন[৫৬]। শত্রুতাপন ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার উপর বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৫৭]। সত্য কোবিদ অতিরথ কৃতবর্ম্মা ভীমের শর সমূহে হন্যমান হইয়াও

কম্পিত না হইয়া ভীমের উপর শাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৫৮]। মহারথ ভীমসেন তাঁহার চারি-অশ্ব সংহার করিয়া সারথিকে বিনাশ পূর্ব্বক সুপরিষ্কৃত রথ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন[৫৯], এবং তাঁহাকে বহুবিধ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শর বেধে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া শজারুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেন[৬০], অনন্তর সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে আপনার শ্যালক বৃষকের রথে আপনার পুত্রের সাক্ষাতেই আরোহণ করিলেন[৬১]। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যের উপর ধাবমান হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন[৬২]।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুল বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ তোমার মুখে শ্রবণ করিলাম[১]; তুমি আমাদিগের পক্ষের কাহাকেও হৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতেছ না; সর্ব্বদাই পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে হৃষ্ট ও অপরাজিত বলিয়া প্রশংসা ও আমাদিগের পক্ষীয় যোধগণকে হত-তেজা, বিমনা ও পরাজিত কীর্ত্তন করিতেছ, ইহার কারণ দৈবই বলিতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই[২-৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের সমুদায় যোধগণই পুরুষ প্রধান, তাঁহারা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যথা সাধ্য পরম পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন[৪], কিন্তু যে প্রকার সুরনদী-গঙ্গার সুস্বাদু জল সমুদ্রের সংসর্গে লবণাক্ত হয়[৫], সেই প্রকার আপনার পক্ষীয় মহাত্মাদিগের পৌরুষ মহাবীর পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়[৬]। আপনার পক্ষ যোধগণ যথা শক্তি চেষ্টমান হইয়া অতি

দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না[৭]। হে মহারাজ! আপনার ও আপনার পুত্রের দোষেই যমরাজ্য-বর্দ্ধন, এই বসুন্ধরার ঘোরতর অতি মহান্ লোক-ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে[৮]; ইহা আপনার আত্মকৃত দোষে সমুৎপন্ন হওয়াতে এ জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে। ভূপালগণ সমুদায় অর্থ ও জীবন রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া স্বর্গ পরায়ণ হইয়া যুদ্ধ দ্বারা পুণ্য লোক গমনের মানসে সৈন্যসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক নিত্য নিত্য যুদ্ধ করিতেছেন[৯.১০]।

হে মহারাজ! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ জন-ক্ষয় জনক যে যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা আপনি এক চিত্ত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন[১১]। রণ-দুঃসহ মহাধন্বী মহাদ্যুতি অবন্তিরাজ বিন্দও অনুবিন্দ দুই ভ্রাতা ইরাবান্‌কে অবলোকন করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন[১২]। তখন তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ইরাবান্ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব সুশাণিত শর সকল দ্বারা দেব-রূপী উক্ত দুই ভ্রাতাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বিচিত্র যোদ্ধা দুই ভ্রাতাও তাঁহাকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৩.১৪]। তাঁহারা শত্রু নাশ নিমিত্ত পরস্পর কৃত প্রতীকারাভিলাষে যুদ্ধে যে রূপ যত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহায়ো কাহা অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্ট হইল না[১৫]। অনন্তর ইরাবান্ চারি বাণে অনুবিন্দের চারি অশ্ব যম ভবনে প্রেরণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক ও রথকেতু ছেদন করিয়া তখন উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল[১৬.১৭]; তদনন্তর অনুবিন্দ স্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভারসহ এক উত্তম দৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন[১৮]। তখন বলিপ্রবর অবন্তিরাজেরা দুই ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত হইয়া মহাত্মা ইরাবানের

প্রতি শীঘ্র শীঘ্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১৯]। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কণক-ভূষিত মহা বেগশীল শর সকল সূর্য্য পথে গমন করিয়া গগণ মণ্ডল আচ্ছাদন করিতে লাগিল[২০]। ইরাবানও রোষাবিষ্ট চিত্তে সেই মহারথ দুই ভ্রাতার উপর শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন[২১]। সারথি গত প্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে অশ্ব সকল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রথ লইয়া চতুর্দ্দিগে গমন করিতে লাগিল[২২]। নাগরাজ-দৌহিত্র মহারাজ ইরাবান্ অবন্তিরাজ দ্বয়কে এই রূপে পরাজিত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করত সত্বর হইয়া আপনার সৈন্য গণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২৩]। মনুষ্য যেমন বিষ পান্ করিয়া বিবিধ বেগ পূর্ব্বক অঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনার পক্ষীয় সৈন্য সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রহারে জর্জরিত হইয়া তাদৃশ অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল[২৪]।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সূর্য্যবর্ণ ও ধ্বজ শোভিত রথে সমারূঢ় হইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল[২৫]। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে বজ্রধারী পুরন্দর তারকাময় সংগ্রামে ঐরাবতে অবস্থিত হইয়াছিলেয়, সেই প্রকার প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[২৬]। যুদ্ধদর্শী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ ঘটোৎকচের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধে কাহারো কাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র বিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না[২৭]। যেপ্রকার দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব পক্ষগণকে ত্রাসিত করিয়া বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন[২৮]। পাণ্ডব পক্ষগণ সকল দিগে বিদ্রাবিত হইয়া স্বীয় অনীক মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাইল না[২৯], আমরা কেবল মাত্র ভীম তনয় ঘটোৎকচকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিলাম, অবশিষ্ট মহারথেরা বিমনা হইয়া পলায়ন করি-

লেন[৩০]। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্নিবৃত্ত হইলে আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ কোলাহল হইল[৩১]। তদনন্তর ঘটোৎকচ, ভগদত্তকে শর-জালে সমাচ্ছন্ন করিলে বোধ হইল যেন, জলধর জল ধারায় সুমেরু-গিরিকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে[৩২]। রাজা ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচের শরাসন বিমুক্ত শর সকল ছেদন করিয়া সমস্ত মর্ম্ম স্থল বিদ্ধ করিলেন[৩৩]। যে প্রকার পর্ব্বত ভিদ্যমান হইয়াও বিচলিত হয় না, সেই রূপ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ নতপর্ব্ব বহু শরে তাড্যমান হইয়াও ব্যথিত হইল না[৩৪]। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎ-কচের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষস ঘটোৎকচ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল[৩৫]। সেই মহাবাহু ঘটোৎকচ সুশাণিত শর সকল-দ্বারা সেই তোমর সকল ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিল[৩৬]। পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজা ভগদত্ত হাসিতে হাসিতে শর দ্বারা তাহার চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন[৩৭]। সেই প্রতাপান্বিত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ হতাশ্ব রথে অবস্থিত হইয়া ভগদত্তের হস্তীর উপর এক শক্তি বেগ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল[৩৮]। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ সেই বেগবিশিষ্ট সুবর্ণ দণ্ড শোভিত শক্তিকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন, তাহাতে সেই শক্তি বিশীর্ণা হইয়া ভূতলে পতিত হইল[৩৯]। হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শক্তি বিফল দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত, পূর্ব্ব কালীন ইন্দ্রের যুদ্ধে দৈত্যসত্তম নমুচির ন্যায় পলায়ন করিল[৪০]। ভগদত্তের হস্তী, যম ও বরুণ কর্ত্তৃকও অজেয় খ্যাত-পৌরুষ বিক্রম-শীল শত্রু ঘটোৎকচকে পরাজয় করিয়া, যে প্রকার বনহস্তী পদ্মবন মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করে, তাহার ন্যায় পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল[৪১.৪২]।

এ দিকে মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় নকুল সহদেবের সহিত সমরে

সংগত হইয়া তাঁহাদিগকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন[৪৩]। সহদেব মাতুল মদ্ররাজকে সমর-সংগত সন্দর্শন করিয়া মেঘ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাকে শর সমূহে সমাবৃত করিলেন[৪৪]। মদ্ররাজ ভাগিনেয়দিগের শরে আচ্ছাদিত হইয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন এবং নকুল সহদেবেরও মাতৃসম্বন্ধ নিবন্ধন অতুল প্রীতি জন্মিল[৪৫]। পরে মহারথ শল্য হাস্য বদনে নকুলের চারি অশ্বকে চারি উত্তম বাণে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহারথ নকুল হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে আরোহন করিলেন। উভয় ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দৃঢ় শরাসন বিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্ষণ কাল মধ্যে শর দ্বারা মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। নরব্যাঘ্র শল্য ভাগিনেয় দ্বয়ের নত পর্ব্ব বহু শরে সমাবৃত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া হাসিতে হাসিতে সেই শর বর্ষণ নিবারিত করিলেন[৪৬-৫০]। তদনন্তর সহদেব ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক বীর্য্যবান্ শর গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্ররাজের প্রতি অভিসন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন[৫১]। সেই নিক্ষিপ্ত শর গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া মদ্ররাজকে ভেদ করিয়া মহীতলে নিপতিত হইল[৫২]। মহারথ মদ্ররাজ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন[৫৩]। তাঁহার সারথি তাঁহাকে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক পীড়িত, সংজ্ঞাশূন্য ও নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল[৫৪]। তখন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলে মদ্রেশ্বরের রথকে রণ পরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া ইনি আর জীবিত নাই ভাবিয়া বিমনা হইল[৫৫]। মহারথ মাদ্রীনন্দন দ্বয় মাতুলকে সমরে পরাজয় করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে শঙ্খ বাদন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৫৬]। হে নরাধিপ! যে প্রকার ইন্দ্র ও উপেন্দ্র দুই দেবতা দৈত্য সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নকুল সহদেব

দুই ভ্রাতা হৃষ্ট হইয়া আপনার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন[৫৭]।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর দিবাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে রাজা যুধিষ্ঠির সমরে শ্রুতায়ুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্ব চালিত করিলেন[১], অনন্তর নত পর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিয়া অরিন্দম শ্রুতায়ুকে হনন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন[২]। মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মপুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া তাঁহার প্রতি সপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন[৩]। সেই সকল বাণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কবচ ভেদ করিয়া দেহ মধ্য হইতে যেন প্রাণ নিঃসারিত করত শোণিত পান করিতে লাগিল[৪]। রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব, মহাত্মা মহীপাল শ্রুতায়ুব বাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ বাণে রাজা শ্রুতায়ুর হৃদয় প্রদেশ বিদ্ধ এবং এক ভল্ল দ্বারা সেই মহাত্মার ধ্বজ রথ হইতে শীঘ্র ভূতলে পাতিত করিলেন[৫-৬]। রাজা শ্রুতায়ু স্বীয় রথ-ধ্বজ নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া সপ্ত সঙ্খ্য তীক্ষ্ণ বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন[৭]। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, যে প্রকার যুগান্ত কালে হুতাশন ভূত সকল দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন[৮]। হে মহারাজ! দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া ব্যথিত এবং জগৎ ব্যাকুল হইল[৯]। তখন সমস্ত প্রাণী মনে করিল যে অদ্য এই রাজা ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন[১০]। ঋষি ও দেবগণ লোকদিগের শান্তিলাভার্থ মহৎ কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন[১১]। ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৃক্ক লেহন করত প্রলয় কালের সূর্য্য সন্নিভ ঘোর

মূর্ত্তি ধারণ করিলেন[১২]। আপনার পক্ষ সৈন্য সমুদায় স্ব স্ব জীবনে নিরাশ হইলেন[১৩]। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্য দ্বারা সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শ্রুতায়ুর মহৎ ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে কার্ম্মুক-হীন করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন[১৪-১৫], এবং সত্বর হইয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিকে বিনাশ করিলেন[১৬]। তখন শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পৌরুষ অবলোকন করিয়া হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর হইতে বেগে পলায়ন করিলেন[১৭]। সেই মহা ধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য রণ পরাঙ্মুখ হইল[১৮]। হে মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই মহৎ কার্য্য করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন[১৯]।

বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান রথিপ্রধান কৃপাচার্য্যকে সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন[২০]। কৃপাচার্য্য ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া সেই সকল বাণ নিবারণ করিয়া শর সমূহ দ্বারা রণতৎপর চেকিতানকে বিদ্ধ করিলেন, পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন[২১.২২]; তৎপরেই তাঁহার অশ্ব সংহার করিয়া পার্ষ্ণি রক্ষকের দুই সারথিকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন চেকিতান রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া গদা গ্রহণ করিলেন[২৩]। পরে সেই বীর-ঘাতিনী গদা দ্বারা কৃপাচার্য্যের অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন[২৪]। কৃপাচার্য্য ভূমিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল শর চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল[২৫]। যে প্রকার পুরন্দর বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া কৃপাচার্য্যের বধ মানসে পুনর্ব্বার সেই গদা তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিলেন[২৬]। গো-

তম-নন্দন কৃপাচার্য্য প্রস্তরগর্ব্ভা সেই বিপুলা মহাগদা আপতন্তী অবলোকন করিয়া তাহা বহু সহস্র শরে নিবারণ করিলেন[২৭]। হে ভারত! তদনন্তর চেকিতান কোষ হইতে খড়্গ বহিষ্কৃত করিয়া অতি লাঘব অবলম্বন পূর্ব্বক কৃপের নিকট ধাবমান হইলেন[২৮]। কৃপও সুসংযত হইয়া শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ পূর্ব্বক চেকিতানের অভিমুখে বেগে অভিদ্রুত হইলেন[২৯]। বলসম্পন্ন ও খড়্গ ধারী উভয়ে অতি তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন[৩০]। সর্ব্ব প্রাণির নিষেবিত-ধরনীতলে অবস্থিত পুরুষ-প্রবর সেই দুই জনই খড়্গবেগে অভিহত, ব্যায়ামে বিমোহিত ও মূর্চ্ছা দ্বারা বিকলাঙ্গ হইলেন। তদনন্তর করকর্ষ নামে এক ব্যক্তি সমর দুর্ম্মদ চেকিতানের সুহৃৎ, তাঁহাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত বেগ সহকারে ধাবিত হইয়া আগমন পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে রথে আরোপিত করিলেন[৩১-৩৪]। সেই প্রকার আপনার শ্যালক শৌর্য্যসম্পন্ন শকুনিও রথি প্রধান কৃপাচার্য্যকে সত্বর রথে আরোপিত করিলেন[৩৪]।

হে রাজেন্দ্র! মহাবলশালী ধৃষ্টকেতু সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থলে নবতি শর বিদ্ধ করিলেন[৩৫]। যে প্রকার দিবাকর মধ্যাহ্ন কালে কিরণ জালে শোভিত হন, সেই প্রকার সোমদত্ত-পুত্র বক্ষঃস্থলবিদ্ধ সেই সমস্ত বাণে অতি শোভিত হইলেন[৩৬]। সোমদত্ত-নন্দন মহারথ ভূরিশ্রবাও উত্তম উত্তম বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধৃষ্টকেতুর সারথি ও অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রথ বিহীন করিলেন[৩৭]; পরে তাঁহাকে হতাশ্ব ও হত সারথি সুতরাং রথ বিহীন অবলোকন করিয়া মহৎ শর বর্ষণে সমাচ্ছাদিত করিলেন[৩৮]। মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে আরোহণ করিলেন[৩৯]।

হে নরপাল! চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, সুবর্ণ বর্ম্মধারী রথী আপনার এই তিন পুত্র সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিলেন[৪০]। যে প্রকার বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনের সহিত শরীরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপ অভিমন্যুর সহিত তাঁহাদিগের তিন জনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল[৪১]। সেই মহা সমরে আপনার সেই পুত্র ত্রয়কে রথ হীন করিয়া, নরব্যাঘ্র অভিমন্যুর ভীমসেন কৃত প্রতিজ্ঞা বাক্য স্মরণ হইল, এ জন্য আর তিনি তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন না[৪২]। তদনন্তর শ্বেতবাহন অর্জ্জুন গজারোহী, হয়ারোহী ও রথারোহী রাজগণে পরিবৃত দেবগণেরও দুর্জ্জেয় ভীষ্মকে আপনার পুত্রদিগকে এক মাত্র বালক মহারথ অভিমন্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বর গমন করিতে অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে এই কথা কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থানে ঐ বহুল রথী অবস্থান করিতেছে, ঐ স্থানে অশ্বদিগকে চালনা কর; উহারা বহু সংখ্য, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ; উহারা যাহাতে আমাদিগের সেনা বিনাশ করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া অশ্ব চালনা কর[৪৩-৪৬]। অমিত-বিক্রম অর্জ্জুন বাসুদেবকে এইরূপ কহিলে, তিনি শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ সেই দিকে চালিত করিলেন[৪৭]। অর্জ্জুন যে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সেনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ কোলাহল হইল[৪৮]। কুন্তীনন্দন ভীষ্ম-রক্ষক সেই সকল রাজগণের নিকট গমন করিয়া সুশর্ম্মাকে বলিলেন[৪৯], তুমি যুদ্ধে এক জন প্রধান এবং আমাদিগের পূর্ব্ব বৈরী; তোমাকে আমি বিশেষ রূপে জানি; তোমার সেই অনীতির সুদারুণ ফল আজি তুমি অনুভাব করিবে[৫০]; অদ্য আমি তোমাকে তোমার মৃত পিতামহ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করাইব। রথীগণের নায়ক সুশর্ম্মা শত্রুঘাতী বীভৎসুর ঐরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুই

উত্তর করিলেন না[৫১.৫২]। তিনি আপনার পুত্রগণ ও বহুমহীপালে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমন পূর্ব্বক, মেঘ যেমন দিবাকরকে সমাচ্ছাদিত করে, সেইরূপ, তাঁহাকে অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে, সর্ব্ব দিকেই পরিবেষ্টন করিয়া শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। পরে উভয় পক্ষের ঘোরতর রুধির-প্লাবন সংগ্রাম আরম্ভ হইল[৫৩.৫৫]।

চতুরশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রাজগণ শর সমূহ দ্বারা বলবান্ ধনঞ্জয়কে পীড়ন করিলে তিনি পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে, করিতে বাণে বাণে সেই সকল মহারথী দিগের শরাসন সকল সহসা ছেদন করিলেন[১]। ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল বীর্য্যবান্ রাজাদিগের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃশেষ করিবার মানসে এককালে বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন[২]। ইন্দ্রপুত্র ধনঞ্জয় সেই মহারথ দিগকে এইরূপে প্রহার করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো গাত্র ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরক্লিন্ন এবং বর্ম্ম চ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাহারো কাহারো মস্তক ছিন্ন হইয়া পাতিত হইল। কেহ কেহ পার্থ বলে অভিভূত, মৃত ও বিচিত্র-রূপ হইয়া বিনষ্ট হইলেন। তাঁহারা এক কালেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। সেই রাজপুত্রদিগকে সমরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষক দ্বাত্রিংশৎ যোদ্ধা ও ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা রথারোহণে পার্থের অভিমুখে আপতিত হইলেন। যে প্রকার জলধর বৃন্দ অচলোপরি জলরাশি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা পার্থকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাশব্দান্বিত শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পার্থের উপর বাণ সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের শরজালে

সংপীড্যমান ও জাতক্রোধ হইয়া সেই পৃষ্ঠ রক্ষকদিগকে তৈলধৌত ষষ্টি শরে নিহত করিলেন। তিনি ষষ্টি সংখ্য রথীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রীত মনে রাজগণের সৈন্য বিনাশ করত ভীষ্ম বধের নিমিত্ত সত্বর হইলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ বন্ধুবর্গকে মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্ব পরাজিত সেই সকল রথী নরাধিপতিদিগকে অগ্রে করিয়া ত্বরা সহকারে অর্জ্জুন বধের নিমিত্ত গমন করিলেন। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ অস্ত্রজ্ঞ প্রবর অর্জ্জুনকে ত্রিগর্ত্তরাজ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত অবলোকন করিয়া তাঁহার রথ রক্ষা করিবার অভিলাষে শানিত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সমীপে গমনেচ্ছু মহাধনুষ্মান্ অনন্তবীর্য্য সম্পন্ন মহাতেজা ভীষণ বলবান্ মনস্বী অর্জ্জুন, ত্রিগর্ত্তরাজের সহিত সেই নরবীর দিগকে তাঁহার প্রতি আপতিত অবলোকন করিয়া গাণ্ডীব বিমুক্ত সুশানিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গমন করিলেন; পরে রাজা দুর্য্যোধন ও সিন্ধুপতি জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণকে নিবারয়িষ্ণু নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিতও মুহূর্ত্ত মাত্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভীষ্মের নিকট প্রয়াণ করিলেন।

অনন্ত কীর্ত্তিমান্ উগ্রবল সম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির জাতক্রোধ ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধে আপনার ভাগ প্রাপ্ত মদ্রাধিপতি শল্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে শান্তনু-পুত্র ভীষ্মের নিকট সংগ্রাম নিমিত্ত গমন করিলেন[৩-১৪]। বিচিত্র যোদ্ধা মহাত্মা গঙ্গাপুত্র সমাগত সেই সমস্ত মহারথাগ্রগণ্য পাণ্ডুপুত্র কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না[১৫]। উগ্রবলশালী মনস্বী সত্য-সন্ধ রাজা জয়দ্রথ বিপুল শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সমরে সেই মহারথ দিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক সহসা তাঁহাদিগের শরাসন ছেদন করিয়া

ফেলিলেন[১৬]। মহাত্মা দুর্য্যোধন জাতক্রোধ ও ক্রোধ বিষে পরিপূর্ণ হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে অনল-সঙ্কাশ শর নিকরে হনন করিতে লাগিলেন[১৭]। হে বিভো! যে প্রকার দৈত্যগণ মিলিত হইয়া দেবগণকে শরবিদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ কৃপ, শল্য শল ও চিত্রসেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৮]।

হে মহারাজ! অজাতশত্রু মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর ধনুক ছিন্ন ও তাঁহাকে পলায়মান অবলোকন করিয়া জাতক্রোধ হইয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন[১৯], হে মহাবীর দ্রুপদনন্দন! তুমি তোমার পিতার সাক্ষাতে আমাকে এই কথা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে “আমি সত্য বলিতেছি, সূর্য্যবর্ণ বিমল শর সমূহ দ্বারা মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব” এক্ষণে তাঁহাকে যুদ্ধে বিনাশ না করাতে তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা সফল হইতেছে না, অতএব যাহাতে তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয়, এরূপ কর; স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সফলা করিয়া ধর্ম্ম, যশ ও কুল রক্ষা কর[২০.২১]। দেখ, ভীষণ বেগশীল ভীষ্ম কালান্তক যমের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে আমার সমুদায় সৈন্যসংঘ তীক্ষ্ণতেজ শরজাল দ্বারা দগ্ধ করিতেছেন[২২]। তুমি সমরে ভীষ্ম কর্ত্তৃক ছিন্ন-চাপ ও পরাজিত হইয়া বন্ধুগণ ও সোদরদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাহারো অপেক্ষা না করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ কার্য্য তোমার উপযুক্ত হইতেছে না[২৩]। হে দ্রুপদনন্দন! তুমি ভীষ্মকে অপরিমিত বীর্য্যবান্ এবং সৈন্যদিগকে তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন ও দ্রবমাণ দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, কেননা তোমার মুখ বর্ণ ম্লান হইয়াছে[২৪]! কিন্তু ঐ দেখ, ধনঞ্জয় ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। বিশেষত তুমি পৃথিবী বিখ্যাত বীর হইয়া কি জন্য আজি ভীষ্ম হইতে ভয় করিতেছ[২৫]? হে নরপাল!

মহাত্মা শিখণ্ডী ধর্ম্মরাজের ঐরূপ রুক্ষাক্ষর যুক্ত সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা উপদেশ জ্ঞান করিয়া ভীষ্ম বধে ত্বরাবান্ হইলেন[২৬]। রাজা শল্য শিখণ্ডীকে ভীষ্মের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া সুদুর্জ্জয় ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন[২৭]। মহাধনুষ্মান্ মহেন্দ্রতুল্য প্রভাব শালী শিখণ্ডী, যুগান্ত কালীন অনলতুল্য শল্য নিক্ষিপ্ত প্রবল অস্ত্র অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন না, প্রত্যুত শর সমূহ দ্বারা সেই প্রদীপ্তাস্ত্র প্রতিবাধিত করত সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিল; পরে তাহার প্রতিঘাতক উগ্র বারুণাস্ত্র সন্ধান করিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। পৃথিবীস্থ নরগণ ও নভঃস্থ দেবগণ সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দ্বারা নিবার্য্যমাণ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাত্মা বীর ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অতি বিচিত্র রথ ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরকে ভয়াভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া বৃকোদর ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে পদব্রজে ধাবমান হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমসেনকে গদাহস্তে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে যমদণ্ড কল্প ভয়ানক সুশানিত পঞ্চশত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অতি বেগশীল বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট চিত্ত হইয়া কিছু চিন্তা না করিয়াই সিন্ধুরাজের পারাবত সদৃশ অশ্ব সকল নিহত করিলেন। তৎপরে অনুপম প্রভাব সম্পন্ন সুররাজ সদৃশ আপনার তনয় চিত্রসেন ভীমসেনকে দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র ও ত্বরমাণ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত রথারোহণে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ভীমসেনও সহসা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই মোহ জনক তুমুল বিমর্দ্দ সংগ্রামে ভীমের সমুদ্যত

যমদণ্ডকল্প উগ্র গদা অবলোকন করিয়া সমস্ত কুরুগণ আপনার পুত্র চিত্রসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার অভিলাষে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু চিত্রসেন আপতন্তী সেই মহাগদা নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধচেতা না হইয়া বিপুল খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, যে প্রকার পর্ব্বতাগ্র হইতে সিংহ লম্ফ প্রদান করত গমন করে, তাহার ন্যায়, রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে গমন করিলেন[২৮-৩৮]। ও দিকে সেই নিক্ষিপ্ত গদা চিত্রসেনের অশ্ব ও সারথির সহিত সুচিত্র রথ নিহত করিয়া আকাশচ্যুত প্রজ্জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় ভূতল-গত হইল[৩৯]। আপনার পক্ষ সৈন্যগণ ও অন্যান্য সকলেই মিলিত হইয়া সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া হৃষ্টচিত্তেনিনাদ করিয়া উঠিল এবং আপনার পুত্রের প্রশংসা করিল[৪০]।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র বিকর্ণ যশস্বী চিত্রসেনকে বিরথী দেখিয়া রথে আরোপিত করিলেন[১]। তাদৃশ সঙ্কুল অতিশয় তুমুল সংগ্রাম সময়ে শান্তনুপুত্র সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলে রথী, গজী ও সাদিগণের সহিত সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইতে লাগিল; মনে করিল যুধিষ্ঠির কৃতান্তের মুখ মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন[২-৩]। পরন্তু যমজ দুই ভ্রাতার সহিত যুধিষ্ঠিরও মহাধনুর্দ্ধর নরব্যাঘ্র শান্তনু পুত্র ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন[৪]। যে প্রকার মেঘ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তিনি ভীষ্মকে সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করত আচ্ছন্ন করিলেন[৫]। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম যুধিষ্ঠির-নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র শর জাল ভাগ ভাগ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র শরে ভাগক্রমে অস্তমিত করিলেন। সেই সকল শরজাল নভোমণ্ডলে

শলভ বৃন্দের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিল[৬-৭]। তিনি অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে ভাগ ভাগ শর জালে যুধিষ্ঠিরকে সমরে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন[৮]। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কুরুকুল ভূষণ মহাত্মা ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন[৯]। হে মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম তাঁহার শরাসন নির্ম্মুক্ত কাল সদৃশ সেই নারাচ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে তাঁহার কাঞ্চন ভুষিত অশ্ব সকল সংহার করিলেন[১০-১১]। রাজা যুধিষ্ঠির, তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা নকুলের রথে আরোহণ করিলেন[১২]। তখন শত্রু পুরজয়ী ভীষ্ম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যমজ নকুল ও সহদেবের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন[১৩]।

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মবাণে প্রপীড়িত অবলোকন করিয়া ভীষ্মের বধ নিমিত্ত পরম চিন্তান্বিত হইলেন[১৪]; তদনন্তর অনুগত রাজা ও সুহৃদ্ গণকে কহিলেন, ' তোমরা সমরে ভীষ্মকে নিহত কর[১৫]। তৎপরে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বহু সংখ্য রথ দ্বারা কুরু পিতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন[১৬]। আপনার পিতা দেবব্রত চতুর্দ্দিকে রথী সমূহে পরিবৃত হইয়া মহারথীদিগকে নিপাতিত করিতে শরাসন গ্রহণ করিয়া যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন[১৭]। পাণ্ডবেরা, মহারণ্যে মৃগযুথ মধ্যে প্রবিষ্ট মৃগরাজ সিংহের ন্যায় তাঁহাকে রণ মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন[১৮]। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ, তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শায়ক সমূহ দ্বারা শূরগণকে ত্রাসিত করিতে দেখিয়া, যে প্রকার সিংহকে অবলোকন করিয়া মৃগগণ ত্রাসিত হয়, সেই প্রকার ত্রাসান্বিত হইলেন, এবং তৃণ দহনেচ্ছু সমীরণ সহায় অগ্নির ন্যায় সেই ভরত সিংহের তেজঃপ্রভাব দর্শন করিলেন[১৯-২০]। যে রূপ নিপুণ

মনুষ্য তালতরু হইতে পক্ক তাল ফল পাতিত করে, সেইরূপ তিনি রথীদিগের মস্তক পাতিত করিতে লাগিলেন[২১]। সেই সকল ছিন্ন মস্তক ধরণী তলে পতিত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় তুমুল শব্দ করিয়া পতিত হইতে লাগিল[২২]। সেই অতি তুমুল ভয়ানক যুদ্ধে সমুদায় সৈন্যের অতি অব্যবস্থা হইয়া উঠিল[২৩]। ব্যূহ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর এক এক জনকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল[২৪]। শিখণ্ডী ভীষ্মের সমীপে গমন পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া বেগ সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন[২৫]। তদনন্তর ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সমরে উপেক্ষা করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সৃঞ্জয়গণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন[২৬]। সৃঞ্জয়গণও মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত বহুবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিল[২৭]। তখন সূর্য্য পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে রথী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধারম্ভ হইল[২৮]। পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি শক্তি ও তোমর বর্ষণ এবং বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা আপনার পক্ষ সৈন্যদিগকে আহত করিতে লাগিলেন। হে পুরুষর্ষভ! আপনার পক্ষ মহারথ গণ হন্যমান হইয়াও যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন না; প্রত্যুত যথা উৎসাহ ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার মহাবল সৈন্য সকলও মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল[২৯-৩২]।

সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার পক্ষ রাজগণের মধ্যে অবন্তি দেশীয় ভূপাল মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ উভয়েই ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া শর বর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[৩৩-৩৪]। মহাবল পাঞ্চাল নন্দন সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া মহাত্মা সাত্যকির রথে শীঘ্র আরোহণ করিলেন[৩৫]। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সমাবৃত

ও ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুতাপন অবন্তিরাজ দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৬]। আপনার পুত্রও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বিন্দ অনুবিন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন[৩৭]। অর্জ্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রপাণি পুরন্দর যেমন দানব দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩৮]। আপনার পুত্রের হিতৈষী দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া, যে প্রকার অগ্নি তূলরাশি দহন করে, তাহার ন্যায়, সমুদায় পাঞ্চালদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন[৩৯]। হে নরপাল! দুর্য্যোধন-পুরোবর্ত্তী আপনার পুত্র সকল ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন[৪০]। ভাস্কর লোহিত বর্ণ হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষ সকলকে কহিলেন, "তোমরা সকলেই সত্বর হও"[৪১]। ভাস্কর অস্তগিরি আরোহণ করিয়া অপ্রকাশিত হইলে সেই প্রদোষ সময়ে রাজা দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সেই সকল যোধগণ যুদ্ধে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে লাগিল[৪২]। ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগের শোণিত সমূহের তরঙ্গ সংযুক্তা ও গোমায়ুগণে সমাকীর্ণা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল[৪৩]। যুদ্ধ স্থল ভূত সমূহে সমাকুল হইয়া ঘোররূপ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে শিবা সকল অশিবভাবে রব করিতে লাগিল[৪৪]। শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসাশী অন্যান্য জন্তু সকল উহার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল[৪৫]।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে সুশর্ম্মাদি রাজ গণকে তাঁহাদিগের অনুগামী যোধগণের সহিত পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন[৪৬]। কুরুকুল চূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিশাকালে যমজ দুই ভ্রাতার সহিত, সেনাগণে সমাবৃত হইয়া স্ব শিবিরে যাত্রা করিলেন[৪৭]। ভীমসেন দুর্য্যোধন-প্রমুখ রথীদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিলেন[৪৮]। নরপতি দুর্য্যোধন শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে সত্বর মহারথগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া স্ব-

কীয় শিবিরের প্রতি প্রয়াণ করিলেন[৪৯]। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সাত্বত কৃতবর্ম্ম, ইহারা সকলে সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন[৫০]। সাত্যকি ও পার্ষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহারাও উভয়ে যোধগণে পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন[৫১]। মহারাজ! এইরূপ আপনার পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে নিশাকালে রণ-নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন[৫২]। তদনন্তর পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ শূরগণ স্ব স্ব শিবির সমীপে গমন করিয়া পরস্পরকে পূজা করত শিবির প্রবেশ করিলেন[৫৩], এবং যথাবিধি স্ব স্ব সৈন্যদিগকে দর্শন পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষার বিধান করিয়া শরীর হইতে শল্যাপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিলেন[৫৪]। সেই সমস্ত যশস্বী মহারথগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃতস্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া গীত বাদিত্র শব্দে মুহূর্ত্তকাল ক্রীড়া করিলেন[৫৫]। সেই মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সকলই স্বর্গ তুল্য হইল, তখন তাঁহাদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কথাই উত্থাপন হইল না[৫৬]। হে নৃপ! উভয় পক্ষীয় বহুল অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য সম্পন্ন সৈণ্যগণ পরিশ্রান্ত ছিল, উহারা নিদ্রিত হইয়া মনোহর দর্শনীয় হইল[৫৭]।

সপ্তম দিবস যুদ্ধ ও ষডশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ! নরাধিপতি কুরু ও পাণ্ডবগণ সুখসুপ্ত হইয়া সেই নিশা অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ নিমিত্ত নির্গত হইলেন[১]। উভয় সেনার নির্গমন সময়ে তাহাদিগের সাগর শব্দ সদৃশ মহান্ শব্দ হইতে লাগিল[২]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও বিপ্র ভরদ্বাজনন্দন, এই সকল কৌরব মহারথ একত্রিত, যত্নপরায়ণ ও বর্ম্মিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত

যুদ্ধার্থ ব্যূহ বিধান করিলেন[৩-৪]। হে নরাধিপ ! আপনার পিতা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বাহন রূপ তরঙ্গ যুক্ত সাগর সদৃশ ঘোর ব্যূহ রচনা করিয়া সর্ব্ব সৈন্যময় সেই ব্যূহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আবন্ত্য গণে সমন্বিত হইয়া গমন করিলেন[৫-৬]। তাঁহার পশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত যাত্রা করিলেন[৭]। তাঁহার পশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত যত্নপরায়ণ হইয়া মাগধ, কালিঙ্গ ও পিশাচ গণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন[৮]। তাঁহার পশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেকল, ত্রৈপুর ও চিলুকগণে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন[৯]। বৃহদ্বলের পশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত বহুতর কাম্বোজ ও সহস্র সহস্র যবন গণের সহিত প্রস্থিত হইলেন[১০]। তাঁহার পশ্চাৎ দ্রোণপুত্র বেগশীল শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করত প্রয়াণ করিলেন[১১]। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন[১২]। এবং তাঁহার পশ্চাৎ শারদ্বত কৃপ যুদ্ধে প্রযাত হইলেন। হে বিভো ! সাগর সদৃশ সেই মহাব্যূহের গমন সময়ে শ্বেত ছত্র, পতাকা, মহার্হ বিচিত্র অঙ্গদ ও শরাসন সকল দীপ্তিমান্ হইল[১৩-১৪]।

মহারথ যুধিষ্ঠির আপনার পক্ষীয় তাদৃশ মহাব্যূহ অবলোকন করিয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন[১৫], হে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ! ঐ দেখ, বিপক্ষগণ সাগরোপম ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে ; তুমিও উহার প্রতিপক্ষে সত্বর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর[১৬]। মহারাজ ! তদনন্তর শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ ব্যূহ-বিনাশন সুদারুণ শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন[১৭]। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহস্র রথী, সাদী ও পদাতি গণের সহিত ঐ ব্যূহের উভয় শৃঙ্গ স্থলে রহিলেন[১৮]। নর প্রধান শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উহার নাভি প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্র দ্বয় উহার মধ্য স্থলে অবস্থান করিলেন[১৯]। ব্যূহ

শাস্ত্র বিশারদ অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহারথ গণ ঐ শৃঙ্গাটক ব্যূহের যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া উহা পরিপূর্ণ করিলেন[২০]। তৎপশ্চাৎ মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয় গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন[২১]। হে ভারত! শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবেরা এই রূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে যোদ্ধুকাম হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন[২২]। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল ভেরীশব্দ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট শব্দের সহিত একত্রিত হইয়া অতি ভয়ানক রূপে সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ করিল[২৩]। শূরগণ পরস্পর সকাশে গমন পূর্ব্বক নিমেষ রহিত নেত্রে পরস্পরকে অবলোকন করিল[২৪]। হে মানব প্রবর! যোধগণ প্রথমত পরস্পরকে নাম নির্দেশ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল[২৫]। তদনন্তর তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষ যোধগণের পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল[২৬]; সুশানিত নারাচ সকল ব্যাদিতমুখ ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের ন্যায় রণস্থলে সর্ব্বত্র পতিত হইতে লাগিল[২৭]; তৈল-ধৌত বিমল শক্তি সকল, যেমন মেঘ হইতে দীপ্যমান বিদ্যুৎ সকল পতিত হয়, তদ্রূপ রণ স্থলে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল[২৮]; সুবর্ণ-যুক্ত বিমল পট্টে বিভূষিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উত্তম গদা ও বিমলাম্বর সদৃশ নিস্ত্রিংশ সকল রণ ভূমিতে পতিত হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং শত চন্দ্র ভূষিত বিচিত্র আর্ষভ চর্ম্ম সকল সমর ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র শোভমান হইয়া পতিত হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! উভয় পক্ষীয় সেনা সমুদ্যত পরস্পর যুধ্যমান হইয়া দেব সেনা ও দৈত্য সেনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই তুমুল সমরে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রথীগণ পরস্পর কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া রথ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথীর রথ-যুগ সংশ্লেষ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৯-৩৩]। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দন্তিগণের দন্ত সংঘর্ষে

সধূম অগ্নি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল[৩৪]। কোন কোন গজযোধী প্রাসাস্ত্রে অভিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৫]। শূর পদাতিগণ নখর ও প্রাস অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর নিহত ও বিচিত্র মূর্ত্তি-ধারী দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৬]। কুরু পাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক নানাবিধ ঘোরতর অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিল[৩৭]। তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রথ ঘোষে পৃথিবীকে নিনাদিত এবং শরাসন শব্দে সকলকে মোহিত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি অভি গমন করিলেন[৩৮]। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ রথীগণও সযত্ন হইয়া ভৈরব-রব করিয়া তাঁহার অভিমুখে অভিদ্রুত হইলেন[৩৯]। তদনন্তর আপনার ও তাঁহাদিগের পক্ষ নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল[৪০]।

অষ্টম দিবস যুদ্ধারম্ভে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা ভাস্করের ন্যায় তপন্ত ভীষ্মকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না[১]। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের শাসনানুসারে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা শৈন্য মর্দ্দন কারী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল[২]। সমর শ্লাঘী ভীষ্ম মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে শায়ক সমূহ দ্বারা এক কালেই নিপাতিত করিতে লাগিলেন[৩]। সোমক গণের সহিত পাঞ্চালগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল[৪]। মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বহুল রথীগণের মস্তক ও বাহু ছেদন এবং রথীদিগকে বিরথী

করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্মের অস্ত্র দ্বারা সাদী গণের মস্তক সকল অশ্ব হইতে পতিত এবং মাতঙ্গগণকে বৃক্ষ রহিত পর্ব্বতের ন্যায় মনুষ্য রহিত ও প্রমোহিত দেখিতে লাগিলাম[৫-৭]। হে নরাধিপ! রথি শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবদিগের পক্ষ এমন কোন পুরুষ ছিল না যে ভীষ্মকে নিবারণ করে; তিনিই ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম-ভীমসেনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে ঘোরতর ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল, এবং পাণ্ডবেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৮-১০]। সেই মহা হত্যাজনক সমরে রাজা দুর্য্যোধন সহোদর গণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন[১১]; রথিবর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলেন, তাহাতে ভীষ্মের রথঘোটক চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ঐ অবসরে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সুনাভের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সুনাভ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন[১২-১৩]। মহারাজ! আপনার পুত্র মহারথ সুনাভ নিহত হইলে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও দুর্জ্জয় বিশালাক্ষ, বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ ধারী শত্রুমর্দ্দন এই সাত ভ্রাতা অসহিষ্ণু হইয়া যুদ্ধাভিলাষে বিচিত্র কবচ ধারী ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন[১৪-১৬]। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহোদর, বজ্র সদৃশ নয় বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন[১৭]। এবং আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পঞ্চ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সপ্ত এবং শত্রুবিজয়ী মহারথ অপরাজিত বহু সংখ্য বাণে মহাবলী ভীমকে বিদ্ধ করিলেন[১৮-১৯]। তৎপরে পণ্ডিতকও তিন বাণে ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন। অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন রণ মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক প্রহার আর

সহ্য করিলেন না—তিনি বাম করে শরাসন অবনত করিয়া আনত-পর্ব্ব শর দ্বারা আপনার পুত্র অপরাজিতের সুন্দর নাশিকা শোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অপরাজিত, ভীমের হস্তে পরাজিত হইলে, তাঁহার ছিন্ন মস্তক মহীতলে পতিত হইল[২০-২২]। তৎপরে বৃকোদর সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই এক ভল্ল দ্বারা মহারথ কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন[২৩]। তদনন্তর অপরিমিত বলবান্ ভীম এক শর সন্ধান পূর্ব্বক পণ্ডিতের উপর নিক্ষেপ করিলেন[২৪]। যে প্রকার কাল প্রেরিত ভুজঙ্গম মনুষ্যকে নিহত করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই শর পণ্ডিতককে সংহার করিয়া ভূ-তলে প্রবেশ করিল[২৫]। তৎপরে অদীনাত্মা বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণ করত তিন বাণে বিশালাক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে নি-পাতিত করিলেন[২৬]। অনন্তর তিনি মহাধনুর্দ্ধর মহোদরের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই মহোদর নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন[২৭]। পরে এক বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ছেদন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করি-লেন[২৮]। তদনন্তর সংক্রুদ্ধ হইয়া আনত পর্ব্ব এক শরে বহ্বাশীকে যম ভবনে প্রেরণ করিলেন[২৯]। হে নরপাল! আপনার অন্যান্য পুত্রেরা, ভীমসেন পূর্ব্বে সভা মধ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিলেন[৩০]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃ বিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার সমুদায় সৈন্য দিগকে কহিলেন, তোমরা এই ভীমকে যুদ্ধে বিনাশ কর[৩১]।

হে নরপাল! আপনার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ এই রূপে ভ্রাতাদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া, সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বে অনাময় ও হিত বাক্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ হইল[৩২-৩৩]। হে জনাধিপ! পূর্ব্বে বিদুরের সেই হিতকর ও তথ্য বাক্য যাহা আ-

পনি পুত্র স্নেহ, লোভ ও মোহে সমাবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে[৩৪]। মহাবাহু ভীমসেন যে প্রকার কৌরব দিগকে সংহার করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ঐ বলবান্ মহাবাহু আপনার পুত্রদিগের বধ নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন[৩৫]। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাশোকাবিষ্ট ও অতি দুঃখিত হইয়া ভীষ্মের সকাশে গমন পূর্ব্বক সাশ্রু লোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন[৩৬], পিতামহ! আমার শূর ভ্রাতারা ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য সমুদায় সৈনিক পুরুষেরা আমাদিগের জয় নিমিত্ত সযত্ন হইলেও ভীমসেন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে[৩৭]। আপনি সর্ব্বদা যেন মধ্যস্থ ভাবে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আমার এই দুর্দৈব দেখুন, যে আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কুপথে আরোহণ করিয়াছি[৩৮]।

মহারাজ! আপনার পিতা দেবব্রত দুর্য্যোধনের ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রু নেত্রে তাঁহাকে বলিলেন[৩৯], বৎস! দ্রোণ, বিদুর, যশস্বিনী গান্ধারী ও আমি, আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য কর নাই[৪০]। হে শত্রুসূদন! আমি তোমার নিমিত্তে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, আমি কি দ্রোণাচার্য্য, আমরা কোন প্রকারেই যুদ্ধে মুক্ত হইতে পারিব না[৪১]। আমি ইহা সত্য বলিতেছি যে, ভীম ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় দিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাকেই সংহার করিবে[৪২]। অতএব তুমি স্বর্গের প্রতি নিষ্ঠা পূর্ব্বক যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ কর[৪৩]। দেবগণ ইন্দ্রের সহিত একত্র হইলেও পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি করিয়া যুদ্ধ কর[৪৪]।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, এক মাত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক আমার বহু পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি করিলেন?[১] হে সূত! যখন আমার পুত্রেরা প্রতি দিনই যুদ্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমি সর্ব্ব প্রকারে বিবেচনা করিতেছি, যে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক উপহত হইয়াছে[২]। যে স্থলে আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই জয়ী হইতেছে না, বিশেষত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্তপুত্র, বীর ভগদত্ত ও অশ্বত্থামা এই সকল সুমহাত্মা শূর ও অন্যান্য শূরগণের মধ্যে থাকিয়াও নিহত হইতেছে, সে স্থলে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যায়[৩-৫]? বৎস! আমি, ভীষ্ম ও বিদুর মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে নিবারণ করিলেও সে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করে নাই[৬], এবং গান্ধারীও দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিত-কামনায় পূর্ব্বে নিরন্তর নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মোহ প্রযুক্ত তাহাও বুঝিতে পারে নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে—ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ রূপে আমার পুত্রদিগকেই প্রতি দিন যমালয়ে উপনীত করিতেছে[৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! আপনি যে তখন বিদুরের কথিত হিতকর যথার্থ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে[৯], বিদুর তখন কহিয়াছিলেন "আপনার পুত্রদিগকে দ্যূত হইতে নিবারণ করুন, পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না[১০]"। হে নরনাথ! কাল প্রাপ্ত মনুষ্য যেমন পথ্য ঔষধ গ্রহণ করে না, সেইরূপ আপনি হিতৈষী সুহৃদ্গণের তাদৃশ হিতকর বাক্য যে শ্রবণ করেন নাই; সেই সাধু বাক্যের বিষয় এক্ষণে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছে[১১]। বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তির হিতকর বাক্য শ্রবণ না করিয়াই কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন[১২]।

মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যখন সেই সুহৃদ্ বাক্য গ্রহণ করেন নাই, তখনই ইহা উপস্থিত হইয়াছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ করুন[১৩]। মধ্যাহ্ন কালে যে প্রকার লোক-ক্ষয়কর মহা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[১৪]।

তৎপরে সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের আদেশানুসারে সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইল[১৫]। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যযুক্ত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিগমন করিলেন[১৬]। বিরাট ও দ্রুপদ সমস্ত সোমকগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন[১৭]। কৈকেয় রাজেরা, ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজ সৈন্যগণের সহিত বর্ম্মিত হইয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন[১৮]। অর্জ্জুন, দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ চেকিতান দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী সমস্ত রাজাদিগের সমীপে গমন করিলেন[১৯]। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, মহারথ হিড়িম্বাপুত্র ও ভীমসেন, ইহাঁরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব গণের উপর আপতিত হইলেন[২০]। পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কৌরবদিগকে হনন করিতে লাগিলেন, এবং কৌরবেরাও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পাণ্ডব পক্ষ দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন[২১]। রথি শ্রেষ্ঠ দ্রোণ রোষ পরবশ হইয়া সৃঞ্জয় দিগের সহিত সোমক দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন[২২]। মহাত্মা সৃঞ্জয়গণ ধনুর্দ্ধারী দ্রোণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের মহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল[২৩]। দ্রোণ-নিহত বহু ক্ষত্রিয়কে রোগার্ত্ত মনুষ্যের ন্যায় বিচেষ্টমান দৃষ্ট হইল[২৪]। ক্ষুধাক্লিষ্ট মনুষ্যদিগের ন্যায় রণক্ষেত্রে অনেকের পক্ষি-ধ্বনি তুল্য কূজন, অনেকের রোদন এবং অনেকের মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল[২৫]। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্রুদ্ধ ও

যেন দ্বিতীয় কৃতান্ত হইয়া কৌরব সৈন্যদিগকে দারুণ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[২৬]। সমুদায় সৈন্য পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পর বধ্যমান হইলে, তাঁহাদিগের শোণিত তরঙ্গ বিশিষ্টা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল[২৭]। হে মহারাজ! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই সংগ্রাম অতি তুমুল হইয়া যম-রাজ্য বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল[২৮]। তদনন্তর ভীমসেন সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ রূপে বেগ সহকারে গজ সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন[২৯]। ভীমসেনের না-রাচাভি হত করি নিকর ভূতলে নিপতিত ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল, কোন কোন টা শব্দ করিতে লাগিল, এবং কোন কোন টা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল[৩০]। বড় বড় নাগ সকল ছিন্ন-শুণ্ড, ছিন্ন-গাত্র ও ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল[৩১]।

নকুল ও সহদেব অশ্ব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। কাঞ্চন শিরোভূষিত ও সুবর্ণালঙ্কৃতপরিচ্ছদ সমন্বিত শত শত সহস্র সহস্র অশ্বকে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইতে দৃষ্ট হইল। পতিত তুরঙ্গে ধরাতল সমাকীর্ণ হইল[৩২-৩৩]। হে নর শ্রেষ্ঠ! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা বিচ্ছিন্ন হইল, কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব পক্ষীদিগের শব্দের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিল, এবং অনেক অশ্ব নিহত হইয়া নানা বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিল; ধরাতল এতা-দৃশ অশ্ব সমূহে প্রতিভাত হইতে লাগিল[৩৪]। হে ভারত! রণক্ষেত্রের নানা স্থান অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত রাজগণে বিকীর্ণ হইয়া ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল[৩৫]। যেমন বসন্ত কালে অরণ্য কুসুম নিচয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেই রূপ পতিত ভগ্ন রথ, ছিন্ন ধ্বজ ও নিকৃত্ত মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, অতি মহাপ্রভা বিশিষ্ট ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ূর,

কুণ্ডল শোভিত শীর্ষ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথ নিম্নস্থ শোভন কাষ্ঠ ও রশ্মি সহিত যোক্ত্র, এই সকল বস্তুতে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল[৩৬-৩৮]। হে ভারত! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, রথি প্রধান দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা, ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় দিগের ঐ রূপে ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং পাণ্ডব পক্ষ সকল ক্রুদ্ধ হওয়াতে আপনার পক্ষেরাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৯-৪০]।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সেই বীর-ক্ষয়জনক ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, শ্রীমান্ সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন[১]। বীর শত্রুহন্তা সাত্বতবংশ হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মাও পাণ্ডবসৈন্যের উপর অভিদ্রুত হইলেন[২]। এবং ভবৎপক্ষ বহু যোদ্ধা কাম্বোজ দেশীয়, নদীজ, আরট্ট দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশোদ্ভব, বানায়ু দেশোৎপন্ন, তিত্তিরি দেশীয় পবনবেগ ও পর্ব্বত বাসী শুভ্রবর্ণ বহু সংখ্য অশ্বে সমারূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবারিত করিল। সুবর্ণালঙ্কৃত-গাত্র বর্ম্মবিশিষ্ট সুশিক্ষিত বাতবেগগামী মুখ্য মুখ্য অশ্বের সহিত শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ অর্জ্জুন-নন্দন ইরাবান্ হৃষ্টরূপ হইয়া সেই সকল সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! ইরাবান্ ধীমান্ অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের স্নুষার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন[৩-৭]। পক্ষিরাজ গরুড়, মহাত্মা, ঐরাবতের পুত্ত্রকে হরণ করিলে ঐরাবত তাঁহার পুত্ত্রবধূকে সন্তানহীনা দীনচিত্তা ও দুঃখিতা অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনও অভিলাষ বিশেষ বশবর্ত্তিনী সেই নাগরাজ নন্দিনীকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন। এইরূপে ইরাবান্ পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে

সমুৎপন্ন হয়েন[৮.৯]। উনি নাগলোকে জননীর পরিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। উহারা দুরাত্মা পিতৃব্য পার্থের প্রতি দ্বেষ বশত উহাকে পরিত্যাগ করেন[১০]। ইরাবান্ সত্যবিক্রম, রূপবান্, বলসম্পন্ন এবং গুণবান্ হইয়া উঠিলেন। যখন অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন, তখন ইরাবান্ তাহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রলোকে সত্বর গমন করিলেন[১১]। সত্যবিক্রম মহাবাহু ইরাবান্ পিতা অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক এইরূপ আত্ম পরিচয় নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! আপনার মঙ্গল হউক, আমি ইরাবান্ নামে আপনার পুত্র[১২.১৩]। এবং যে রূপে উহার জননীরে অর্জ্জুনকে প্রদান করা, হয়, সে সমস্তও ইরাবান্ ব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুনের তখন পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক স্মরণ হইল[১৪]। পরে তিনি পুরন্দর ভবনে আত্ম সদৃশ গুণসম্পন্ন ইরাবান্ পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন[১৫]। হে নৃপ! তিনি দেবলোকে তখন মহাবাহু ইরাবান্কে প্রীতি পূর্ব্বক, স্বকার্য্য নিমিত্ত আদেশ করিলেন, “ তুমি যুদ্ধ কালে আমাদিগের সাহায্য করিবে”। ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে যুদ্ধ সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি কমনীয় বর্ণ ও কমনীয় বেগশীল অশ্ব সমূহে সমাবৃত হইয়া সমাগত হইলেন। কাঞ্চন ভূষিত নানাবর্ণ বিশিষ্ট মনোবেগগামী তাঁহার অশ্ব সকল সহসা, সাগর মধ্যে হংস গণের ন্যায়, সংগ্রাম ভূমিতে উৎপতিত হইল। ঐ সকল অশ্ব আপনার মহাবেগশীল অশ্ব বৃন্দ মধ্যে গমন করিয়া পরস্পরের নাসিকা দ্বারা নাসিকা ও ক্রোড় দ্বারা ক্রোড় প্রদেশ সমাহত করত স্বকীয় বেগে অভিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল[১৬.২০]। যেমন বিহঙ্গ রাজ গরুড়ের পতনকালে ঘোরতর শব্দ হয়, সেইরূপ তুরঙ্গগণের পরস্পর পতনে সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লা-

গিল[২১]। হে মহারাজ! সেই সকল অশ্বের আরোহী ব্যক্তিরা পরস্পর আক্রমণ পূর্ব্বক ঘোরতর হনন করিতে আরম্ভ করিল[২২]। সেই অতিশয় তুমুল সঙ্কুল মহাঘোর সমরে চতুর্দ্দিকে উভয় পক্ষেরই অশ্ব সমূহ ভয়জনিত ত্বরায় সমাকুল হইল[২৩]। শূরগণ পরস্পরের শরে ছিদ্যমান, শ্রমার্ত্ত ও ভূতলে বিলীন হইতে লাগিল। তাহাদিগের অশ্ব সকলও নিহত হইয়া পড়িল[২৪]।

তদনন্তর সেই অশ্ব সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত ও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শকুনির অনুজ শৌর্য্য-সম্পন্ন যুদ্ধ-বিশারদ ভীষণাকৃতি বদ্ধ-সন্নাহ গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জ্জব ও শুক নামে মহা বলবান্ এই ছয় ভ্রাতা শকুনির সহিত স্বকীয় মহাবল যোধ গণে পরিবার্য্যমাণ হইয়া বায়ুবেগ সমস্পর্শ বায়ুবেগসম বেগবান্ শীল-সম্পন্ন বয়ঃস্থ উত্তম উত্তম তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক মহৎ সৈন্যগণ্ডলী হইতে নির্গমন করত রণ মুখে অভিদ্রুত হইলেন[২৫-২৮]। হে মহাবাহু! যুদ্ধ দুর্ম্মদ গান্ধার দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাতা স্বর্গার্থ হৃষ্ট ও বিজয়ৈষী হইয়া মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে অতি দুর্জ্জেয় সেই সাদি সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন। বীর্য্যবান্ ইরাবান্ তখন তাঁহাদিগকে স্বসৈন্য মধ্যে যুদ্ধে প্রবিষ্ট অবলোকন করিয়া বিচিত্র আভরণ ও আয়ুধধারী স্বপক্ষ যোধগণকে বলিলেন, যোধগণ! ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ যোদ্ধারা অনুগামী ও বাহন গণের সহিত যে নীতি ক্রমে নিহত হয়, আহা তোমরা বিধান কর। ইরাবানের সমুদায় যোদ্ধা যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদিগের সেই সকল দুর্জ্জয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সুবল নন্দনেরা সকলে আপনাদিগের সৈন্যকে ইরাবানের সৈন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাকুল হইয়া ইরাবানের সমীপে ধাবন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন[২৯-৩৫], এবং পরস্পর সকলেই সকলকে প্রহার করিতে আদেশ করত শাণিত প্রা-

সাস্ত্র দ্বারা তাড়ন করিতে করিতে রণস্থল মহাকুলিত করিয়া ধাবমান হইলেন[৩৫]। হে রাজন্! ইরাবান্ অঙ্কুশ বিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই মহাত্মাদিগের সুতীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্রে নির্বিদ্ধ হইয়া গলিত রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইলেন[৩৬]। একাকী ইরাবান্ তাঁহাদিগের বহু জনের অস্ত্র প্রহারে বক্ষঃ স্থল, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দ্বয়ে সাতিশয় সমাহত হইয়াও নিরতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বন হেতু ব্যথিত হইলেন না[৩৭]। প্রভূত শত্রু পুরঞ্জয় ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত শর নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়া মোহিত করিলেন[৩৮]। এবং স্বশরীর-বিদ্ধ প্রাস সকল উৎপাটন পূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলপুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন[৩৯]। তৎপরে সুবল-পুত্রদিগকে বিনাশ করিবার মানসে কোষ হইতে নিশিত অসি-নিষ্কাষিত ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্বরা সহকারে পদব্রজে ধাবমান হইলেন[৪০]। তদনন্তর সুবলসুত সমুদায়ের মোহ বিনষ্ট হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইরাবান্‌কে লক্ষ করিয়া ধাবমান হইলেন[৪১]। বল-দর্পিত ইরাবান্‌ও খড়্গ দ্বারা হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের সকলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[৪২]। সুবল-পুত্রেরা সকলেই দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা লঘু বিচরণ করিয়াও লঘু বিচরণকারী ইরাবানের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না[৪৩]। তাঁহারা সকলে ইরাবান্‌কে ভূতলস্থ অবলোকন করিয়া সম্যক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন[৪৪]। অনন্তর তাঁহারা সমীপাগত হইলে শত্রুকর্ষণ ইরাবান্ দুই হস্তেই খড়্গ দ্বারা তাঁহাদিগের দেহ, আয়ুধ ও অলঙ্কার-শোভিত বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৃষভ ব্যতীত সকলেই নিকৃত্তাঙ্গ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। বৃষভ বহুধা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সেই মহাভীষণ বীর-কর্ত্তন সংগ্রাম হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইলেন[৪৫-৪৭]

মহারাজ! ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষ মহাধনুর্দ্ধর, মায়াবী এবং পূর্ব্বে ভীমসেন কর্ত্তৃক বক রাক্ষসের সংহার করণ হেতু তাঁহার প্রতি তাঁহার বৈরিতা ছিল; আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবল-পুত্র-দিগকে মৃত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ঘোর-দর্শন অরিন্দম রাক্ষস অলম্বুষকে কহিলেন[৪৮-৪৯], হে বীর! ঐ দেখ, ফাল্গুনের পুত্র মায়াবী বলবান্ ইরাবান্ আমার সৈন্য বিনাশ করিয়া দারুণ অপ্রিয় কার্য্য করিল[৫০]। হে বৎস! তুমি স্বেচ্ছাগামী, মায়াস্ত্রে দক্ষ এবং ভীমসেনের সহিত তোমার বৈরিতা আছে, অতএব তুমি ঐ ইরাবান্‌কে বিনাশ কর[৫১]। ভীষণাকৃতি রাক্ষস অলম্বুষ যে আজ্ঞা বলিয়া সিংহনাদ করত অর্জ্জুন-পুত্র ইরাবানের নিকট গমন করিল[৫২]। অলম্বুষ স্ব স্ব বাহনে সমারূঢ় সমর-নিপুণ নির্ম্মল প্রাস যোধী প্রহার-পটু বীরগণ-সম্পন্ন স্বকীয় অনীকে সমাবৃত হইয়া হতাবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বারোহীতে পরিবৃত মহাবল ইরাবন্‌কে সংহার করিবার মানসে অভিদ্রুত হইল[৫৩.৫৪]। পরাক্রমশীল অমিত্র-হন্তা ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও ত্বরমাণ হইয়া হন্তুকাম রাক্ষসকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৫৫]। অতিমহাবল রাক্ষসও তাঁহাকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া সত্বর হইয়া মায়া বিস্তার করিতে উপক্রম করিল[৫৬]। এবং শূল পট্টিশধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসে অধিষ্ঠিত দুই সহস্র মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল[৫৭]। সেই সমস্ত মায়া সৈন্য রোষাবিষ্ট ও শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করত অচিরে পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যম ভবনে গমন করিল[৫৮]। পরে সৈন্য সকল নিহত হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয়ে বৃত্র বাসবের ন্যায় সংগ্রামে অবস্থিত হইলেন[৫৯]। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবল ইরাবান্ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসকে সম্মুখে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধ-জনিত ত্বরাপর হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন[৬০]; পরে রাক্ষস সমীপগত হইলে খড়্গ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল

শরাসন ও বাণ সকল পঞ্চধা করিয়া ছেদন করিলেন[৬১]। রাক্ষস অলম্বুষ শরাসন চ্ছিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া মহাবেগে নভোমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল, এবং অতিক্রুদ্ধ ইরাবান্‌কে মায়া দ্বারা বিমোহিত করিল[৬২]। সর্ব্ব মর্ম্মজ্ঞ দুর্জ্জেয় ইরাবান্‌ও মায়া বিদ্যা অবগত ছিলেন, এবং স্বেচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। রাক্ষস অলম্বুষ অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, তিনিও আকাশে উৎপতিত হইয়া মায়া দ্বারা রাক্ষসকে মুগ্ধ করিয়া তাহার দেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-প্রধান অলম্বুষ পুনঃপুন ছেদিত হইয়াও যৌবন রূপ লাভ করিয়া সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! রাক্ষসদিগের মায়া ব্যাপার সহজ, এবং বয়ঃক্রম ও নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণও ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে, এই কারণেই তাহার দেহ বারংবার ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল। ইরাবান্‌ সেই মহাবল রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ পরশ্বধ অস্ত্রে পুনঃপুন ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষস বীর, বলশালী ইরাবান্‌ কর্ত্তৃক বৃক্ষের ন্যায় ছিদ্যমান হইয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল, তাহার শব্দ অতি তুমুল হইয়া শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইল। বলশীল রাক্ষস পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত-কলেবর হইয়া বহু রুধির স্রাব করত ক্রোধ পূর্ব্বক বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং রণ মধ্যে সকলের সাক্ষাতে অর্জ্জুন-পুত্র বীর যশস্বী প্রতিপক্ষ ইরাবান্‌কে প্রবল অবলোকন করিয়া ভয়ানক রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্‌ও দুরাত্মা রাক্ষসের তাদৃশী মায়া দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মায়া সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ক্রোধাভিভূত হইলে তাঁহার মাতৃ-বংশীয় নাগ তাঁহার সমীপাগত হইয়া সমস্ত দিকে বহুল নাগে পরিবৃত ফণা-মণ্ডল-বিশিষ্ট অনন্ত সদৃশ রূপ ধারণ করিলেন, এবং রাক্ষস অলম্বুষকে নানা প্রকার নাগে আচ্ছাদিত করিলেন[৬৩-৬৪]। রাক্ষস-পুঙ্গব অলম্বুষ

বহু নাগে আচ্ছাদ্যমান হইয়া ক্ষণ কাল চিন্তা পূর্ব্বক গরুড় রূপ অবলম্বন করত সেই সকল সর্পদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল[৭৫]। তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্বুষ মায়া দ্বারা ভক্ষণ করিলে তিনি মোহিত হইলেন। অলম্বুষ ইরাবান্‌কে মোহিত অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা নিহত করিয়া তাঁহার কুণ্ডল ও মুকুট-বিভূষিত পদ্মেন্দু সদৃশ মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিল[৭৬-৭৭]।

হে ভূপাল! অর্জ্জুনাত্মজ বীর ইরাবান্‌ রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ সৈন্য সকল রাজগণের সহিত শোক রহিত হইল[৭৮]। সেই ভীষণ মহা সমরে উভয় সেনারই ঘোরতর মহান্‌ সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল[৭৯]। সেই মহাসঙ্কুল সমরে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ একত্রিত হইয়া গজগণ কর্ত্তৃক, রথ, অশ্ব ও গজগণ পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক, এবং পত্তি, অশ্ব ও রথ সমূহ রথিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল[৮০-৮১]। অর্জ্জুন স্বকীয় ঔরস পুত্র ইরাবানের বিনাশ সংবাদ অবগত না হইয়াই সমরে ভীষ্ম-রক্ষক বীর ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতে ছিলেন[৮২]। হে নরপাল! সহস্র সহস্র সৃঞ্জয় ও আপনার পক্ষীয় যোধগণ সমরানলে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল[৮৩]। অনেকে মুক্ত কেশ, কবচ-বিহীন, বিরথ, ছিন্ন-কার্ম্মুক ও সমবেত হইয়া বাহু দ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল[৮৪]। শত্রুতাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্মভেদী শর নিকর দ্বারা মহারথদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন[৮৫]। তিনি যুধিষ্ঠির-সৈন্যের বহুল মনুষ্য, দন্তী, সাদী, রথী ও অশ্ব বিনাশ করিলেন[৮৬]। হে ভারত! সমরে পুরন্দরের পরাক্রমের ন্যায়, ভীষ্মের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম[৮৭]। এবং ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকিরও অতি ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল[৮৮]। পরন্তু দ্রোণের বিক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা ভয়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক

পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দ্রোণাচার্য্য একাকীই আমাদিগকে সৈন্যের সহিত নিহত করিতে পারেন, তাহাতে আবার উনি পৃথিবী-খ্যাত শূর যোধগণে সংযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে কি-না করিতে পারেন[৮৯-৯০]?" তাদৃশ ভীষণ সমরে উভয় পক্ষ বীরগণই পরস্পরকৃত প্রহার সহ্য করিল না; সকলেই সংরব্ধ হইয়া যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল[৯১-৯২]। দৈত্য সমর সঙ্কাশ সেই বীর-ক্ষয়-জনক সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে নিরীক্ষণ করিলাম না[৯৩]।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ পাণ্ডবেরা ইরাবান্‌কে সমরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর[১]। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ ইরাবান্‌কে সমরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে লাগিল[২]। তৎকালে তাহার শব্দে পর্ব্বত ও কাননের সহিত সাগরাম্বরা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। অতি মহান্ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যদিগের ঊরুস্তম্ভ, কম্পন ও স্বেদ নিঃসৃত হইল। হে রাজেন্দ্র! আপনার পক্ষ সকলেই সিংহ-ভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্ত হইয়া সর্ব্ব দিকে বিচেষ্টমান হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ নির্ঘাত সদৃশ অতি মহাশব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বলিত এক শূল উদ্যত করণানন্তর নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারী রাক্ষস-পুঙ্গবগণে পরিবৃত ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় সমাগত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীম-দর্শন সংক্রুদ্ধ ঘটোৎকচকে আপতিত এবং স্বকীয় সৈন্য সকলকে তাহার ভয়ে

বিমুখীকৃত অবলোকন করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি স্বয়ং মদস্রাবী পর্ব্বতোপম দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্যের সহিত, দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পুত্রকে গজ-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি কোপান্বিত হইল। তৎ পরে রাক্ষসগণের সহিত দুর্য্যোধন-সৈন্যের তুমুল লোম-হর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। শস্ত্র-হস্ত রাক্ষসগণ মেঘবৃন্দের ন্যায় সমুদ্যত গজসৈন্য দেখিয়া ক্রোধ-সহকারে সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় বিবিধ প্রকার নিনাদ করত শর, শক্তি, ঋষ্টি ও নারাচ দ্বারা গজ-যোধিগণকে প্রহার করিতে করিতে ধাবমান হইল, এবং ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গার, পরশ্বধ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দেখিলাম, নিশাচরগণ হস্তীগণকে হনন করাতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন হস্তীর কুম্ভ বিদীর্ণ, কোন কোন হস্তীর গাত্র হইতে রুধির নির্গত এবং কোন কোন হস্তীর গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। এই রূপে গজযোধীগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন রাক্ষসদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ক্রোধের বশতাপন্ন ও জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর আপনার পুত্র সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে হনন করিলেন। মহাবল দুর্য্যোধন বেগবান্, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী, এই চারি রাক্ষসকে চারি বাণে নিহত করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা ভরত-প্রবর দুর্য্যোধন রাক্ষস-সৈন্যের উপর পুনঃপুন দুঃসহ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ আপনার পুত্রের সেই মহৎ কার্য্য সন্দর্শনে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে অশনি-স্বন সদৃশ নিস্বনবান্

মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া অরিন্দম দুর্য্যোধনের প্রতি বেগ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাহাকে কালস্বষ্ট অন্তকের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়াও ব্যথিত হইলেন না। পরে ক্রূরভাবাপন্ন ভৈমসেনি ঘটোৎকচ ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিল[৩.২৫], রে দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয়! আজি আমি আমার পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিব, তুই অতি নৃশংস হইয়া আমার পিতা পিতৃব্য দিগকে যে ছল দ্যূতে পরাজিত করিয়া দীর্ঘ কাল প্রবাসিত করিয়াছিলি, রজস্বলা এক বস্ত্র-পরীধানা দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলি, এবং আমার পিতা পিতৃব্যগণের অরণ্যে বাস কালে দ্রৌপদী যখন আশ্রমে অবস্থান করেন, তখন যে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ তোর প্রিয় কার্য্য করিবার মানসে আমার পিতা পিতৃব্যদিগকে অপমান করিয়া দ্রৌপদীকে দারুণ কষ্ট প্রদান করিয়াছিল, যদি তুই রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিস্, তাহা হইলে আজি আমি তোকে ঐ সকল অপমান ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব। হিড়িম্বানন্দন এই রূপ বলিয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করত মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক, যে প্রকার প্রাবৃট্ কালে ধারাধর বারিধারা দ্বারা ধরাধর অবকীর্ণ করে, সেই রূপ মহৎ শর বর্ষণে দুর্য্যোধনকে অবকীর্ণ করিল।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন সমরে দানবগণেরও দুঃসহ সেই বাণ বর্ষণ মহাহস্তীর জল বর্ষণ ধারণের ন্যায় ধারণ করিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায়

দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরম সংশয়াপন্ন হইলেন[২], পরে পঞ্চ বিংশতি সংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শাণিত নারাচ তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল নারাচ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি ক্রুদ্ধ আশীবিষ পতনের ন্যায় সহসা সেই রাক্ষসবরের উপর পতিত হইলে, রাক্ষস-প্রবর ঘটোৎকচ তাহাতে বিদ্ধ হইয়া গলিতমদ কুঞ্জরের ন্যায় রক্ত-স্রাব করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে মতি করিয়া, প্রস্তরকেও বিদারণ করিতে পারে, এমত এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল[৩-৫]। মহাবাহু ঘটোৎকচ আপনার পুত্রের বধ বাসনায় প্রজ্বলিত-অশনি সদৃশ মহোল্কাভা-সম্পন্ন সুপ্রদীপ্ত সেই মহাশক্তি সমুদ্যত করিলে, বলশালী বঙ্গাধিপতি সেই শক্তিকে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া পর্ব্বত-সন্নিভ এক কুঞ্জর তাহার প্রতি চালিত করিলেন[৬-৭]। তিনি শীঘ্রগামী সেই হস্তি-প্রবর চালিত করিয়া তদারোহণে দুর্য্যো-ধনের রথের সম্মুখ মার্গে সত্বর উপনীত হইয়া হস্তী দ্বারা সেই রথ সমাবৃত করিলেন। হে মহারাজ! ক্রোধ-রক্তিমলোচন ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের রথ-মার্গ ধীমান্ বঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আবৃত অবলোকন করিয়া সেই উদ্যত মহাশক্তি বঙ্গরাজের সেই হস্তীর উপরেই নিক্ষেপ করিল[৮-১০]। হস্তী সেই ঘটোৎকচ বাহু নিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন করত পতিত হইল ও প্রাণ ত্যাগ করিল[১১]। সেই গজ পতিত হইবার সময়ে বলশালী বঙ্গেশ্বর বেগ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন[১২]। রাজা দুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং সৈন্য সকলকে প্রভগ্ন সন্দর্শন করিয়া যৎপরো-নাস্তি ব্যথিত হইলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও স্বীয় অসাধারণ অভি-মানিতা স্মরণ করিয়া সেই পলায়ন যোগ্য সময়েও অচলের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৩-১৪]। পরে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি-সম তেজঃসম্পন্ন শাণিত এক বাণ সন্ধান পূর্ব্বক সেই

ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন[১৫]। মহামায়াবী ঘটোৎকচ সেই ইন্দ্রাশনি সদৃশ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া স্বীয় লাঘব প্রভাবে অনায়াসে উহা অতিক্রম করিলেন[১৬]। এবং ক্রোধে রক্তিম-লোচন হইয়া সমুদায় সৈন্যকে ত্রাসিত করত যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় পুনর্ব্বার ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন[১৭]।

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের সুদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন[১৮], ঐ হিড়িম্বা-নন্দন রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, যে সেই রাক্ষস রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে[১৯]। কোন প্রাণীই তাহাকে সমরে জয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সেস্থানে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা কর[২০]। যখন মহাভাগ দুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ত্ব রাক্ষস অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন হে পরন্তপগণ! রাজাকে রক্ষা করাই আমাদিগের সকলের পরম কার্য্য হইতেছে[২১]।

মহারথগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক বেগ-সহকারে কুরুরাজের সমীপে গমন করিলেন[২২]। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, আবন্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি, এই সকল মহারথ এবং ইহাদিগের অনুগত বহু সহস্র রথী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিকট গমনেচ্ছু হইয়া সত্বর হইলেন। শূল, মুদ্গর ও নানাবিধ শস্ত্র ধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত মহাবাহু রাক্ষস সত্তম ঘটোৎকচ সেই মহারথদিগের রক্ষিত অধর্ষণীয় সৈন্যকে আততায়ী হইয়া সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল[২৩.২৭]। তৎপরে দুর্য্যোধনের সেই সকল সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[২৮]।

রণ স্থলে সর্ব্বত্র তুমুল ধনুষ্টঙ্কার শব্দ, দহ্যমান বংশ-বনের শব্দের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[২৯]। দেহীগণের কবচোপরি অস্ত্র সকলের পতন ধ্বনি, গিরি বিদারণ ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল[৩০]। বীরগণের বাহু বিমুক্ত গগণগত তোমর সকল গমনকারী ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩১]। মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ভৈরব রব করত মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে আচার্য্যের কার্ম্মুক ছেদন ও এক ভল্ল দ্বারা সোমদত্তের ধ্বজ উন্মথিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল[৩২.৩৩]। পরে তিন বাণে বাহ্লিকের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থল, এক বাণে কৃপকে ও তিন বাণে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিল[৩৪]। পরে এক বাণ আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া বিকর্ণের জক্র দেশ তাড়িত করিল[৩৫]। বিকর্ণ তাহাতে রুধির-পরিপ্লুত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর প্রকাণ্ড কায় রাক্ষসবর সংক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চদশ নারাচ ভূরিশ্রবার প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই সকল নারাচ আশু ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল[৩৬.৩৭]। তৎপরে সে, বিবিংশতি ও অশ্বত্থামা এই দুই জনের দুই সারথিকে শর দ্বারা তাড়িত করিলে, তাহারা উভয়েই অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে নিপতিত হইল[৩৮]। অনন্তর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্বর্ণ-ভূষিত বরাহ-চিহ্নিত ধ্বজ উন্মথিত করিয়া দ্বিতীয় বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিল[৩৯], এবং ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া চারি নারাচে মহাত্মা অবন্তিরাজের চারি অশ্ব নিহত করিয়া পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত এক সুশানিত সুপীত বাণে রাজপুত্র বৃহদ্বলের দেহ ভেদ করিল[৪০.৪১]। বৃহদ্বল তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রথস্থ সেই রাক্ষসনাথ ঘটোৎকচ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশীবিষ সদৃশ সুশানিত কতক গুলি বাণ যুদ্ধ-

বিশারদ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল বাণ শল্যকে বিদ্ধ করিল[৪২.৪৩]।

দ্বিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুল-তিলক! রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পক্ষ সেই সকল মহারথদিগকে সমরে বিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল[১]। আপনার পক্ষ সেই সকল যুদ্ধবিশারদ মহারথগণ হননেচ্ছু ঘটোৎকচকে বেগিত হইয়া রাজার প্রতি আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া ধাবমান হইলেন[২]। তাঁহারা সিংহগণের ন্যায় নিনাদ করত তাল প্রমাণ শরাসন সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে সেই এক রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩]। যে প্রকার শরৎ কালে মেঘ-মণ্ডল বারিধারা দ্বারা ধরাধরকে অবকীর্ণ করে, সেই রূপ তাঁহারা তাহাকে চতুর্দ্দিকে শর-নিকর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন[৪]। তাহাতে সে, অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বিনতানন্দনের ন্যায় আকাশে উৎপতিত হইল[৫]। ভীষণ নিস্বনোৎপাদনে সামর্থ্যবান্ রাক্ষস-প্রধান ঘটোৎকচ আকাশ ও দিগ্ বিদিগ্ নিনাদিত করত শারদীয় মেঘবৃন্দের ন্যায় অতি মহা নিনাদ করিল[৬]।

ভরত-বংশাবতংশ রাজা যুধিষ্ঠির রাক্ষসের সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া অরিন্দম ভীমসেনকে বলিলেন[৭], হে মহাবাহো! রাক্ষস ঘটোৎকচের যে রূপ ভৈরব রব শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধৃতরাষ্ট্রীয় মহা সৈন্যের সহিত উহার যুদ্ধ হইতেছে[৮]। বোধ হয় ঐ যুদ্ধ রাক্ষসের পক্ষে অতি ভারাবহ হইয়াছে। আবার ওদিকে পিতামহ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার,

করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, সেই সকল পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয় বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই দুই কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়াও পরম সংশয়াপন্ন হিড়িম্বা-নন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমি গমন কর।

মহাবীর বৃকোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ত্বরাবান্ হইয়া সিংহনাদে সমুদায় পার্থিব দিগকে ত্রাসিত করত পর্ব্বকালীন মহাসাগর-বেগের ন্যায় মহাবেগে গমন করিলেন[১০-১২]। সত্যধৃতি, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান, বিভু কাশিরাজ-পুত্র, মহারথ অভিমন্যু-প্রমুখ দ্রৌপদী-কুমারগণ, ক্ষত্রদেব, বিক্রমশীল ক্ষত্রধর্ম্মা ও স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারী অনূপ-দেশাধিপতি নীল, ইহারা বৃকোদরের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা ষট্ সহস্র সদামত্ত কুঞ্জর-যোধগণ ও মহৎ রথবংশে সমবেত হইয়া মহৎ সিংহনাদ, নেমি নির্ঘোষ ও অশ্বখুর শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত করত গমন পূর্ব্বক রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে অবস্থিত হইলেন[১৩-১৭]। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্য তাঁহাদিগের আগমন কালীন বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণ-মুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কোন পক্ষেরই যোদ্ধা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার নহে, সুতরাং তৎপরে উভয় পক্ষেরই অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে ভীরু ব্যক্তি সকলেও ভয়ানক হইয়া উঠিল[১৮-২১]। সাদীগণ গজারোহীগণের সহিত এবং পদাতিগণ রথীগণের সহিত পরস্পর সমরে আহ্বান করত যুদ্ধাবিষ্ট হইল[২২]। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ শতাঙ্গ ও পদাতির সন্নিপাতে তাহাদিগের পদ নিক্ষেপ ও নেমি দ্বারা

ধূম্রারুণ বর্ণ, তীব্র ধূলিপটলী উদ্ধৃত হইয়া সমর ভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। কাহারো স্ব পক্ষ বা পর পক্ষ জ্ঞান রহিল না[২৩-২৪]। মহৎ হত্যাজনক লোমহর্ষণ তাদৃশ নির্ম্মর্য্যাদ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে জানিতে পারিল না[২৫]। গর্জ্জনকারী মনুষ্য ও নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের অতি মহান্ শব্দ যেন প্রেত লোকের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল[২৬]। গজ-বাজি-মনুষ্য-শোণিত রূপ জলের তরঙ্গ-বিশিষ্টা এবং কেশকলাপ রূপ শৈবাল ও শাদ্বলে সমন্বিতা নদী সমুৎপন্না হইল[২৭]। যে প্রকার প্রস্তর খণ্ড পতিত হইলে শব্দ হয়, সেই রূপ মনুষ্যদিগের দেহ হইতে মস্তক পতনের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল[২৮]। মস্তক বিহীন মনুষ্য, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্ন দেহ অশ্বে বসুন্ধরা সঙ্কীর্ণা হইল[২৯]। মহা-রথগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নানাবিধ শস্ত্র মোচন করত প্রহার করিতে সমুদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন[৩০]। অশ্ব সকল অশ্বারোহী-দিগের কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্বদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক পরস্পর কর্ত্তৃক সমাহত ও গত-জীবিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল[৩১]। মনু-ষ্যেরা ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া মনুষ্যদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল দ্বারা পরস্পরের বক্ষঃপ্রদেশ সমাশ্লিষ্ট করিয়া নিহত করি-তে লাগিল[৩২]। মাতঙ্গগণ বিপক্ষ-নিবারক মহামাত্র গণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দন্তাগ্রভাগ দ্বারা মাতঙ্গগণকে নিহত করিতে লাগিল[৩৩]। পতা-কা দ্বারা সমলঙ্কৃত সেই সকল সমাহত মাতঙ্গগণ রুধিরচর্চ্চিত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় পরস্পর সংসক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৪]। কোন কোন হস্তী, বিপক্ষ পক্ষীয় মাতঙ্গের দন্তাগ্রে ভিন্নগাত্র ও কোন কোন হস্তী তোমরাস্ত্রে ছিন্নকুম্ভ হইয়া গর্জ্জমান মেঘবৃন্দের ন্যায় নিনাদ করত ধাবমান হইল[৩৫]। কোন কোন হস্তীর শুণ্ড দ্বিধা ছিন্ন হইল, কোন কোন হস্তীর গাত্র ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারা সেই তুমুল রণ স্থলে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইল[৩৬]। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী

সকলের পার্শ্ব প্রদেশ অপরাপর হস্তী কর্ত্তৃক বিদারিত হওয়াতে, যে প্রকার পর্ব্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু বিগলিত হয়, সেই প্রকার তাহাদিগের গাত্র হইতে শোণিত বিগলিত হইতে লাগিল[৩৭]। কত কত হস্তী নারাচ-নিহত ও তোমর-বিদ্ধ এবং তাহাদিগের আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহাদিগকে শৃঙ্গহীন পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৮]। কোন কোন মদান্ধ মাতঙ্গ নিরঙ্কুশ হইয়া ক্রোধ ভরে শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগকে পরিমর্দ্দন করিতে লাগিল[৩৯]। অনেক অশ্ব যে যে অশ্বারোহী কর্ত্তৃক প্রাস ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইল, সেই সেই অশ্বারোহীর অভিমুখেই দিক্ সকল ব্যাকুলিত করিয়া অভিমুখীন হইতে লাগিল[৪০]। বীর-কুলোদ্ভব রথী সকল তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করত রথিগণের সহিত নির্ভীকের ন্যায় সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন[৪১]। যেমন রাজগণ স্বয়ম্বরে পরস্পর প্রহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমর রস পরায়ণ বীরগণ যশ বা স্বর্গের প্রার্থী হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল[৪২]। এতাদৃশ লোমহর্ষণ সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় মহৎ সৈন্য প্রায় বিমুখীকৃত হইল[৪৩]।

ত্রিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন স্বকীয় সৈন্য-দিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে অরিন্দম ভীমসে-নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন[১], ইন্দ্রের অশনি সম নিস্বন বিশিষ্ট মহাশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় শর বর্ষণে ভীমসেনকে সমাকীর্ণ করিলেন[২], এবং ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া লোম-ভূষিত সুতীক্ষ্ণ এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি-

লেন[৩]। মহারাজ! মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেনের মর্ম্ম স্থল দৃঢ় বিদ্ধ করিয়া ত্বরমাণ হইয়া গিরি বিদারণ ক্ষম এক সুশাণিত বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তেজস্বী বৃকোদর তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্ক পরিলেহন করত হেম চিত্রিত বিচিত্র রথ ধ্বজ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ ভীমসেনকে বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধানলে, দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অভিমন্যু প্রমুখ মহারথ গণ সম্ভ্রমান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ অভিমন্যু প্রভৃতিকে সংক্রুদ্ধ ও সম্ভ্রমান্বিত হইয়া আগমন করিতে অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ মহারথ দিগকে বলিলেন, ঐ পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ ক্রোধাবিষ্ট ও জয়-নিষ্ঠ হইয়া ভীমকে অগ্রবর্ত্তী ও ভীম নিনাদ করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে ত্রাসিত করত নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি আগমন করিতেছেন, রাজাও ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়াছেন; অতএব হে মহারথ গণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা ত্বরমাণ হইয়া গমন পূর্ব্বক রাজাকে রক্ষা কর। সোমদত্ত প্রভৃতি আপনার পক্ষ রাজগণ আচার্য্যের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সমীপে গমন করিলেন। কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, দ্রোণপুত্র, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল ও মহাধনুর্দ্ধর অবন্তিরাজেরা কুরুরাজকে পরিবেষ্টন করিলেন[৪.১৪]। তাঁহারা বিংশতি পদ গমন করিয়াই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পরস্পর জিঘাংসু পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষই প্রহার করিতে লাগিলেন[১৫]। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্যও কুরুপক্ষ সেই মহারথদিগকে

পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মহৎ কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক ষড়্‌বিংশতি বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন[১৬], এবং পুনর্ব্বার সত্বর হইয়া, শরৎ কালীন জলধর কর্ত্তৃক অচলোপরি বারি ধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন[১৭]। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সত্বর হইয়া দশ শরে আচার্য্যের বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন[১৮]। বয়োবৃদ্ধ আচার্য্য ভীমশরে সহসা গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রথ ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন[১৯]।

স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণনন্দন, গুরুকে কাতর সন্দর্শন করিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন[২০]। মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগের দুই জনকে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া সেই যমদণ্ড সদৃশী গরীয়সী গদা সমুদ্যত করিয়া অচল গিরির ন্যায় ভূতলে অবস্থিত হইলেন[২১-২২]। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যত-গদ অবলোকন করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[২৩]। বৃকোদরও সেই বলি-প্রবর দুইজনকে ত্বরাবান্ ও একত্রিত হইয়া আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া ত্বরমাণ হইয়া বেগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[২৪]। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কৌরব মহারথ গণ ভীমদর্শন ভীমসেনকে সংক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে ত্বরিত হইয়া তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন, এবং সকলে একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্ হইতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নানাবিধ অস্ত্র পাতিত করত পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ মহারথ গণ মহারথ ভীমসেনকে পীড্যমান ও সংশয় প্রাপ্ত সন্দর্শন করিয়া রক্ষা করিবার মানসে দুস্ত্যজ্য

প্রাণ পরিত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ধাবমান হইলেন[২৫-২৮]। ভীষ্মের প্রিয় সখা শৌর্য্য সম্পন্ন অনূপাধিপতি নীল-মেঘবর্ণাভ রাজা নীল সংক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার উপর ধাবমান হইলেন[২৯]। মহাধনুর্দ্ধর নীল রাজা সর্ব্বদাই অশ্বত্থামার প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন, তিনি মহাশরাসন বিস্ফারণ করিয়া এক শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন[৩০]। হে মহারাজ! পূর্ব্ব কালে দেবগণেরও দুরাধর্ষ ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তি নামক যে এক দানব ছিল, যে ক্রোধ-প্রযুক্ত স্বকীয় তেজে লোকত্রয় ত্রাসিত করিয়াছিল, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ নীল রাজা অশ্বত্থামার প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুমতিমান্ অশ্বত্থামা তাহাতে নির্ভিন্ন হইয়া রুধির পীড়িত ও ক্রোধসমন্বিত হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ নিস্বনযুক্ত বিচিত্র শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নীল রাজাকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর তিনি কর্ম্মারমার্জ্জিত বিমল ভল্ল সকল সন্ধান করিয়া নীল রাজার চারি অশ্ব বিনষ্ট এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন[৩১-৩৫]! তাহাতে তিনি গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

মেঘচয়োপম নীল রাজাকে মোহিত দেখিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ সংক্রুদ্ধ ও জ্ঞাতিগণে পরিবারিত হইয়া বেগ পূর্ব্বক সমর শোভন অশ্বত্থামার সমীপে ধাবমান হইল[৩৬-৩৭], এবং যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অন্য রাক্ষসেরাও ধাবমান হইল। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র ভীম-দর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন, এবং যে রাক্ষসেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের পুরোগামী হইয়াছিল, সেই সকল ঘোর-মূর্ত্তি রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। মহাকায় ভীম-নন্দন, সেই রাক্ষস দিগকে অশ্বত্থামার শরাসন মুক্ত শর নিকর দ্বারা সমরে পরাঙ্মুখ সন্দর্শন করিয়া ক্রোধা-

ন্বিত হইল। রাক্ষসাধিপতি মায়াবী ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে মোহিত করিবার নিমিত্তে ঘোররূপ সুদারুণ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল। তদনন্তর আপনার পক্ষ সকলেই ঘটোৎকচের মায়া দ্বারা বিমুখীকৃত ও ছেদিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং দেখিল দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য, অশ্বত্থামা এবং অন্য অন্য কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর রথী রাজগণ সকলেই রণ ক্ষেত্রে দীনভাবে বিচেষ্টমান, শোণিতসিক্ত ও নিপাতিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে[৩৮-৪৫], ইহা অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ সৈন্যেরা শিবির উদ্দেশে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দেবব্রত ও আমি আমরা দুইজন তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না; রাক্ষস ঘটোৎকচ এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। তাহারা বিমোহিত হইয়া আমাদিগের উভয়ের এই রূপ বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া ভীত চিত্তে পলায়ন করিতেই লাগিল, কেহই তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া জয়ী হইয়া ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিলেন[৪৬-৪৯]। মহারাজ! আপনার সমুদায় সৈন্য দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন হইতে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রভগ্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তর পলায়মান হইল[৫০]।

চতুর্নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই মহৎ সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বিনয় সহকারে

আনুপূর্ব্বীক্রমে আপনার পরাজয় ও ঘটোৎকচের বিজয় বৃত্তান্ত বলিতে উপক্রম করিলেন[১-২]। দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন[৩], হে প্রভু পিতা-মহ! যেমন বিপক্ষ পাণ্ডবেরা বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া বিগ্রহ আরব্ধ করিয়াছে, সেই রূপ আমিও আপনাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধা-রম্ভ করিয়াছি[৪]। হে পরন্তপ! আমি এই বিখ্যাত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া যে আমাকে পরাজিত করিল, ইহা, যেমন অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছে, অতএব হে মহাভাগ পর-ন্তপ পিতামহ! যাহাতে আমি আপনার প্রসাদে আপনাকে আশ্রয় করিয়া রাক্ষসাধমকে বধ করিতে পারি, তাহা আপনি করুন[৫-৮]।

ভরতপ্রধান শান্তনু-পুত্র, রাজার ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁ-হাকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি তোমারে যাহা কহিব এবং তুমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিবে, তাহা শ্রবণ কর[৯-১০]। হে বৎস! সংগ্রামে তোমার সমুদায় অবস্থাতেই আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব, ইহাদিগের মধ্যে কা-হারো সহিত তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেননা রাজারা রাজধর্ম্মের অনুগামী হইয়া রাজার সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন[১১-১২]। বৎস! যদি সেই ভীষণ রাক্ষসাধিপতির নিমিত্তে তোমার অনুতাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, শল্য, সোমদত্ত-পুত্র, মহারথ বিকর্ণ, তোমার দুঃশাসন প্রভৃতি প্রধান প্র-ধান ভ্রাতৃগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্তে সেই মহা-বল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা যুদ্ধে পুরন্দর তুল্য এই ভূপতি ভগদত্ত দুর্ম্মতি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করুন।

বাক্য-বিশারদ ভীষ্ম পার্থিবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে ইহা বলিয়া তাঁহার সমক্ষে রাজা ভগদত্তকে বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা-নন্দনের নিকট শীঘ্র গমন করুন[১৩.১৭]। যে প্রকার পূর্ব্ব-কালে ইন্দ্র তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আপনি সমুদায় ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাতে সযত্ন হইয়া ক্রূর-কর্ম্মা সেই রাক্ষসকে সমরে নিবারিত করুন[১৮]। হে শত্রুতাপন! দিব্য অস্ত্র ও বিক্রম আপনাতেই বিদ্যমান আছে এবং পূর্ব্বে বহু দেবতার সহিত আপনার যুদ্ধ হইয়াছিল[১৯], অতএব আপনিই সেই রাক্ষস-পুঙ্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা, আপনি স্বকীয় বলে সমুচ্ছ্রিত হইয়া তাহাকে সংহার করুন[২০]।

রাজা ভগদত্ত সেনাপতি ভীষ্মের ঐ কথা শ্রবণানন্তর বিপক্ষ পক্ষে অভিমুখ হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিলেন[২১]। পাণ্ডবদিগের মহারথ ভীমসেন, অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি, ইহারা ভগদত্তকে গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক সমাগত হইতে অবলোকন করিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা ভগদত্তও সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত তাঁহাদিগের উপর ধাবমান হইলেন[২২-২৪]। তদনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ভয়ানক যম-রাষ্ট্র-বর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল[২৫]। হে মহারাজ! ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট অতি তেজন বাণ সকল রথিগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রথ ও হস্তী সকলের উপর নিপতিত হইতে লাগিল[২৬]। সুশিক্ষিত গলিত-মদ মহামাতঙ্গ সকল আরোহী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ভয়ে পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক যুদ্ধা সক্ত হইল[২৭]। মদান্ধ মাতঙ্গ সকল রোষ সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে মুষল রূপ দন্ত দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল[২৮]।

চামর-ভূষিত অশ্ব সকল প্রাসহস্ত সাদিগণ কর্তৃক চালিত হইয়া দ্রুত-বেগে পরস্পর সমর কার্য্য করিতে লাগিল[২৯]। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি, পদাতি সমূহ কর্তৃক শক্তি ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[৩০]। রথী সকল রথারোহণে কর্ণি, নালীক ও শর দ্বারা বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল[৩১]।

তাদৃশ লোমহর্ষণ সমরে মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত গলিত মদ সুপ্রতীক গজে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন[৩২]। যে প্রকার পর্ব্বতের নানা স্থান হইতে জলস্রাব হয়, সেই রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক হস্তীর দেহে গণ্ড দ্বয়, অক্ষি দ্বয়, কর্ণ দ্বয় ও মস্তক, এই সপ্ত স্থান হইতে মদস্রাব হইতেছিল[৩৩]। হে নিষ্পাপ মহীপাল! রাজা ভগদত্ত সুপ্রতীক শীর্ষে সমারোহী হইয়া ঐরাবতস্থ ইন্দ্রের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ পূর্ব্বক গমন করত, মেঘ যেমন গ্রীষ্মান্তে বারিধারায় পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে শর নিকর ধারায় তাড়ন করিতে লাগিলেন[৩৪-৩৫]। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের শতাধিক পাদরক্ষক দিগকে শর বৃষ্টি দ্বারা নিহত করিলেন[৩৬]। প্রতাপবান্ ভগদত্ত তাহাদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সুপ্রতীক হস্তীকে ভীমের রথের প্রতি চালিত করিলেন[৩৭]। সেই নাগ ভগদত্তের প্রেষিত হইয়া ধনুর্গুণ বিমুক্ত বাণের ন্যায় বেগে অরিন্দম ভীমের উপর ধাবমান হইল[৩৮]। কৈকেয় রাজেরা, অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ, দশার্ণাধিপতি শূর ক্ষত্রদেব, চেদিপতি ও চিত্রকেতু, এই সকল পাণ্ডব পক্ষ মহাবল মহারথ সেই হস্তীকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সকলেই সংরব্ধ হইয়া দিব্য উত্তমাস্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই এক হস্তীকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই মহামাতঙ্গ উলি-

খিত মহারথদিগের বহু বাণে বিদ্ধ ও রুধির পীড়িত হইয়া গৈরিকাদি ধাতুবিচিত্রিত হিমালয় গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং দশার্ণাধিপতিও পর্ব্বতোপম এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের গজ সমীপে ধাবমান হইলেন। যে প্রকার তীর ভূমি সমুদ্রের বেগ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিবারিত করে, তদ্রূপ গজপতি সুপ্রতীক দশার্ণরাজের হস্তীর বেগ ধারণ করিয়া নিবারিত করিল, তাহা অবলোকন করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল। হে নৃপসত্তম! তদনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নাগের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তোমর নাগের সুবর্ণ-ভূষিত উত্তম তনুত্রাণ বিদারণ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় দেহ মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। হে ভরত-সত্তম! সেই নাগ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সত্বর মত্ততা-বিহীন হইল, এবং বায়ু যেমন বল দ্বারা বৃক্ষ মর্দ্দন করে, তাহার ন্যায় বেগ পূর্ব্বক ভৈরব রব করত স্ব পক্ষ সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবমান হইল।

এই রূপে সেই হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ মহারথ গণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সিংহনাদ করত যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ বাণ ও বিবিধ শস্ত্র বিকিরণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সেই সকল সংক্রুদ্ধ ও অমর্ষ-বিশিষ্ট মহারথ দিগের আগমন কালে তাহাদিগের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষ প্রযুক্ত নির্ভীক চিত্তে স্বকীয় নাগ চালিত করিলেন[৩৯.৫৩]। গজ-প্রবর সুপ্রতীক ভগদত্তের অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষণ মাত্রে প্রলয় কালীন সম্বর্ত্তক বহ্নির ন্যায় হইল[৫৪], এমন কি, অতিশয় সংক্রুদ্ধ ও ইতস্তত ধাবমান হইয়া আরোহীর সহিত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমূহকে এবং শত শত সহস্র

সহস্র পদাতিদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বিপুল পাণ্ডব সৈন্য সেই গজ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া অগ্নি-তপ্ত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনাদিগের সৈন্য ধীমান্ ভগদত্ত কর্ত্তৃক প্রভগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া অতি ক্রোধাকুল হইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল। সেই মহাবল বিকটাকৃতি প্রদীপ্ত-বদন প্রদীপ্ত-লোচন পুরুষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার হস্তীরে সংহার করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিস্ফুলিঙ্গ মালায় পরিবেষ্টিত গিরি বিদারণ ক্ষম এক বিমল শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা নিক্ষেপ করিল[৫৫-৬০]। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ সহসা সেই শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া সুদারুণ তীক্ষ্ণ মনোহর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মোচন পূর্ব্বক সেই বেগ-বিশিষ্ট মহৎ শূল ছেদন করিলেন। যেমন ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত মহা অশনি আকাশে উৎপতিত হয়, সেই রূপ হেমভূষিত সেই শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া উৎপতিত হইল। হে ভূপাল! রাজা ভগদত্ত রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শূল দ্বিধা ছিন্ন ও নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অগ্নি শিখা সদৃশ স্বর্ণদণ্ড যুক্ত এক মহা শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন[৬১-৬৪]। ঘটোৎকচ আকাশস্থ অশনির ন্যায় সেই শক্তিকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিল, এবং নিনাদ করিয়া উঠিল[৬৫]। হে ভারত! সে ঐ শক্তি সত্বর গ্রহণ করিয়া জানুতে আরোপণ পূর্ব্বক রাজেন্দ্র ভগদত্তের সাক্ষাতেই ভগ্ন করিয়া ফেলিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৬৬]। আকাশস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ বলীয়ান্ রাক্ষসের তাদৃশ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন[৬৭]। ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা তাহা সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু শব্দে পৃথিবী অনুনাদিত করিলেন[৬৮]। মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপবান্ ভগদত্ত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের হর্ষসূচক সেই মহাধ্বনি শ্রবণ করিয়া

ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন[৬৯]। এবং তিনি ইন্দ্রের অশনি সম প্রভা সম্পন্ন মহৎ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষ মহারথদিগের প্রতি বিমল প্রভা-বিশিষ্ট বিমল তীক্ষ্ণ নারাচ সকল বেগ পূর্ব্বক বি-মোচন করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি এক শরে ভীমকে, নয় শরে রাক্ষসকে, তিন শরে অভিমন্যুকে এবং পঞ্চ শরে কৈকেয়-রাজ পঞ্চ ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আনতপর্ব্ব এক শর পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রদেবের দক্ষিন বাহু ভেদ করিলেন। তাঁহাতে ক্ষত্রদেবের শরের সহিত উত্তম শরাসন সহসা পতিত হইল[৭০-৭৩]। তদনন্তর ভগদত্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ বাণে তাড়িত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের অশ্ব সকল নিহত করিলেন[৭৪], পরে তিন শরে তাঁহার সিংহ ধ্বজ এবং অপর তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন[৭৫]। ভীমের সারথি বিশোক ভগ-দত্তের যুদ্ধে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইল[৭৬]। তদনন্তর রথিপ্রবর মহাবাহু বৃকোদর বেগ সহকারে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বিরথী হইলেন[৭৭]। হে ভারত! তাঁহাকে সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় উদ্যত-গদ অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ দিগের ঘোরতর ভয় সমুৎপন্ন হইল[৭৮]।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৃষ্ণ সারথি পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুন চতু-র্দ্দিকে শত্রু হত্যা করিতে করিতে যে স্থানে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ-ব্যাঘ্র পিতা পুত্র ভীমসেন ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত ছিলেন; সেই স্থলে আগমন করিলেন[৭৯-৮০]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন, মহারথ ভ্রাতৃগণকে আহত অবলোকন করিয়া সত্বর হইয়া শর নি-ক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৮১]। তদনন্তর মহারথ রাজা দুর্য্যো-ধন ত্বরমাণ হইয়া নর নাগ সমাকুল স্বকীয় সৈন্যদিগকে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করিলেন[৮২]। পাণ্ডু-নন্দন শ্বেতবাহন সহসা কুরুদিগের

মহা সৈন্যকে আপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া বেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন[৮৩]। হে ভারত! ভগদত্তও স্বকীয় হস্তী দ্বারা পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন[৮৪]। তখন পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও উদ্যতায়ুধ কেকয়গণের সহিত রাজা ভগদত্তের অতি মহান্ যুদ্ধ হইতে লাগিল[৮৫]। ভীমসেন তখন সমর স্থলে কেশব ও অর্জ্জুনকে ইরাবানের সংগ্রাম-মৃত্যু বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বী শ্রবণ করাইলেন[৮৬]।

পঞ্চনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্নবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ। ধনঞ্জয়, পুত্র ইরাবান্‌কে নিহত শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! পূর্ব্বে মহামতি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর নিশ্চয়ই এই কুরু পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ক্ষয় অবগত হইয়া জনপতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন[১-৩]। কৌরবদিগের অবধ্য আমাদিগের পক্ষ বহু বীরকে কৌরবেরা নিহত করিতেছেন এবং আমাদিগের অবধ্য কৌরবদিগকেও আমরা নিহত করিতেছি[৪]। হে নরোত্তম! আমরা অর্থ নিমিত্তই এতাদৃশ কুৎসিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক অর্থ নিমিত্তই আমরা এতাদৃশ জ্ঞাতি ক্ষয় কার্য্য করিতেছি; অতএব অর্থে ধিক্[৫]! হে কৃষ্ণ! ধন হীন ব্যক্তির বরং মৃত্যুই শ্রেয়, তথাপি জ্ঞাতি বধ করিয়া ধন উপার্জ্জিত করা শ্রেয় নহে। আমরা সমরে জ্ঞাতি হত্যা করিয়াই বা কি লাভ করিব[৬]? সুবল-পুত্র শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রানুসারে দুর্য্যোধনের অপরাধেই ক্ষত্রিয় গণ নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন[৭]। হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি জানিতে পারিলাম যে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট রা-

জ্যার্দ্ধ বা পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা প্রদান করিল না! পরন্তু এক্ষণে শূর ক্ষত্রিয় দিগকে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আমি আপনাকে সাতিশয় নিন্দিত বোধ করিতেছি; ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্! হে মধুসূদন! এই সকল ক্ষত্রিয়েরা আমাকে সমরে অশক্ত বোধ করিবে, এই নিমিত্তই আমার জ্ঞাতি গণের সহিত এই মহৎ যুদ্ধে অভিরুচি হইতেছে; অতএব হে মাধব! এক্ষণে তুমি শীঘ্র অশ্বদিগকে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের প্রতি চালনা কর, আমি ভুজ দ্বয়ের সাহায্যে এই দুস্তর সমর সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব, আর ক্লীবের ন্যায় বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়[৮-১২]।

বীর শত্রুহন্তা কেশব পার্থ কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া বায়ু-বেগ পাণ্ডুরবর্ণ অশ্বদিগকে চালিত করিলেন[১৩]। হে ভারত! অনন্তর যে প্রকার পর্ব্ব কালে পবনোদ্ধূত বেগ-বিশিষ্ট সাগরের মহা শব্দ হয়, সেই রূপ আপনার পক্ষ সৈন্য মধ্যে মহান্ শব্দ হইতে লাগিল[১৪]। হে মহারাজ! সেই দিবস অপরাহ্ণে পাণ্ডবদিগের সহিত ভীষ্মের মেঘ শব্দ সদৃশ শব্দ সংযুক্ত সংগ্রাম হইতে লাগিল[১৫]। আপনার পুত্রগণ, যে প্রকার বসুগণ বাসবকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন[১৬]। তৎপরে রথি প্রধান ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন[১৭]। কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লিক সাত্যকির প্রতি ও রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন[১৮]। হে মহারাজ! অবশিষ্ট মহারথগণ অবশিষ্ট মহারথদিগকে আক্রমন করিলেন। তাহার পর ঘোররূপ ভয়াবহ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল[১৯]।

হে জনেশ্বর! ভীমসেন সমরে আপনার পুত্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, যে প্রকার হব্যবাহন হবির্দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন[২০]। আপনার পুত্রেরাও যে প্রকার

বর্ষা কালে জলদগণ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেই রূপ ভীম-সেনের উপর শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন[২১]। বীর ভীমসেন আপনার পুত্রদিগের শরে বহুধা আচ্ছাদ্যমান হইয়া দর্পিত শার্দ্দূলের ন্যায় সৃক্কণী লেহন করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা ব্যূঢ়োরস্ককে নিহত করিলেন, তাহাতেই ব্যূঢ়োরস্কের প্রাণ ত্যাগ হইল[২২-২৩] পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে নিপাতিভ করে, তাহার ন্যায় শাণিত পীত এক ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীকে নিপাত করিলেন[২৪]। পরে তত্রস্থ আপনার সমস্ত পুত্রকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া কতক গুলি সুশাণিত পীত বাণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন[২৫]। দৃঢ়-ধন্বী ভীমসেনের নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ অনাধৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বৈ-রাটি, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনক ধ্বজ, আপনার এই সকল অতি মহারথী বীর পুত্রদিগকে রথ হইতে নিপাতিত করিল[২৬-২৭]। ইঁহারা রথ হইতে পতন কালে বসন্ত কালীন পতিত পুষ্পিত আম্র বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[২৮]। আপনার অবশিষ্ট পুত্রেরা সেই মহাসমরে মহাবল ভীমসেনকে কাল স্বরূপ মনে করিয়া পলা-য়ন করিলেন[২৯]। দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে আপনার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিতে দর্শন করিয়া, পর্ব্বতের প্রতি মেঘের বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন[৩০]। কুন্তী-পুত্র ভী-মের এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিলাম যে, তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তিনি আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন[৩১]। যে প্রকার গোবৃষ গগণ হইতে পতিত জল বর্ষণ ধারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদর দ্রোণ-মুক্ত শর বর্ষণ ধারণ করিতে লাগি-লেন[৩২]। মহারাজ! বৃকোদর সেই সময়ে এই আশ্চর্য্য কার্য্য করি-লেন যে, তিনি দ্রোণকেও নিবারিত করিলেন এবং আপনার পুত্র-দিগকেও সংহার করিলেন[৩৩]। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ মধ্যে বিচরণ করত

ক্রীড়া করে, অর্জ্জুন-পূর্ব্বজ মহাবল ভীম, সেই রূপ, আপনার বীর পুত্রদিগের মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন[৩৪]। যে প্রকার এক বৃক পশু মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে তাড়িত করে, সেই রূপ বৃকোদর আপনার পুত্রদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে তাড়িত করিলেন[৩৫]।

ভীষ্ম, ভগদত্ত ও মহারথ কৃপাচার্য্য, পাণ্ডু-নন্দন বেগ-শীল অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[৩৬]। পরন্তু অতিরথ অর্জ্জুন আপনার সৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান বীর দিগের অস্ত্র সকল অস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন[৩৭]। এবং অভিমন্যু লোক বিখ্যাত রথিশ্রেষ্ঠ রাজা অম্বষ্ঠকে শর সমূহ দ্বারা বিরথি করিলেন[৩৮]। রাজা অম্বষ্ঠ যশস্বী মহাত্মা সুভদ্রা-পুত্রের হস্তে বধ্যমান ও বিরথী হইয়া লজ্জান্বিত চিত্তে অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত তাঁহার উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া মহাত্মা কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন[৩৯-৪০]। রণপথ বিশারদ বীর-শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই নিক্ষিপ্ত খড়্গকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া লঘু-বিচরণে তাহা বিফল করিলেন[৪১]। অভিমন্যু কর্ত্তৃক খড়্গ বিফল অবলোকন করিয়া সৈন্যেরা তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল[৪২]।

হে নরাধিপ! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ আপনার সৈন্যদিগের সহিত এবং আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল[৪৩]। তৎকালে উভয় পক্ষের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষই পরস্পর দুষ্কর কার্য্য করত হনন করিতে লাগিল[৪৪]। উভয় পক্ষীয় মানী শূরগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, অসি, শোভমান বাহু ও তল দ্বারা প্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং বিপক্ষের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইবা-

মাত্র তাহাদিগকে যম সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল[৪৫-৪৬]। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে প্রহার করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা বিপক্ষ পক্ষের শর নিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সমর কার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিল[৪৭]। হত ব্যক্তি দিগের হেমপৃষ্ঠ মনোহর শরাসন ও মহার্হ অলঙ্কার রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শোভমান হইল[৪৮], এবং সুবর্ণ ও রজতময় পুঙ্খ-সংযুক্ত তৈল ধৌত সুশাণিত বাণ সকল নির্ম্মোক নি-র্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় রণ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল[৪৯]। গজদন্ত-নির্ম্মিত খড়্গ মুষ্টি, হেম-বিভূষিত খড়্গ, চর্ম্ম, প্রাস, পট্টিশ, ঋষ্টি ও শক্তি সকল, উত্তম কবচ, গুরুতর মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, বিচিত্র হেম-পরিষ্কৃত বিবিধ শরাসন, নানাবিধাকৃতি কম্বল, চামর, ব্যজন ও অন্যান্য নানাবিধ শস্ত্র রণভূমিতে পতিত হইল। মহারথ মনুষ্য সকল ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াই নিপতিত হইলেন। তাঁহারা মৃত হইয়াও জীবন্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগি-লেন[৫০-৫৪]। হে নৃপতে! অনেক যোধগণের গাত্র গদা দ্বারা বিমথিত, অনেক যোধগণের মস্তক মুষল দ্বারা ভগ্ন হওয়াতে তাহারা এবং অনেকে গজ, বাজি ও রথ দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[৫৫]। রণ ক্ষেত্রের সর্ব্ব স্থান গজ, বাজি ও মনুষ্য-শরীরে সং-ছন্ন হইয়া যেন পর্ব্বতাবৃত হইল[৫৬]। সমরে পতিত শক্তি, ঋষ্টি, শর, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহকুন্ত, পরশ্বধ, পরিঘ, ভিন্দিপাল ও শতঘ্নী এই সকল অস্ত্র শস্ত্রে ও শস্ত্র-নির্ভিন্ন প্রাণি শরীরে ভূতল সমাকীর্ণ হইল[৫৭.৫৮]। হে শত্রুঘ্ন মহারাজ! শোণিত সিক্ত দেহে পতিত হইয়া অনেকে নিঃশব্দ হইল, এবং অনেকে মৃদু শব্দ করিতে লাগিল; এতাদৃশ মৃত দেহে ভূমিতল সমাবৃত হইল[৫৯]। হে ভারত! বলশীল যোধগণের নিপাতিত তলত্র ও কেয়ূর ভূষিত চন্দন-চর্চ্চিত বাহু, হস্তি শুণ্ড সদৃশ ঊরু সমূহ, এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডল ভূষিত

বৃষভ নয়ন শোভিত মস্তকে পৃথিবী সমাকীর্ণা হইল[৬০.৬১]। পৃথিবীতে অনলের শিখা শান্তি হইলে (অর্থাৎ পৃথিবীতে শিখাবর্জিত কেবল মাত্র অগ্নি রাশি থাকিলে) যে রূপ শোভা হয়, কাঞ্চন ময় কবচ সকল শোণিত-সিক্ত ও পরিকীর্ণ হওয়াতে ভূমিতল সেই রূপ শোভমান হইল[৬২]। ইতস্তত নিপতিত অলঙ্কার, শরাসন, চতুর্দ্দিকে পরিকীর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ শর, সর্ব্বতোভাবে প্রভগ্ন কিঙ্কিণীজাল-বিভূষিত রথ, বাণ নিহত স্খলিত-জিহ্ব রক্তাক্ত-দেহ অশ্ব, রথ-নিম্নস্থ কাষ্ঠ, পতাকা, তূণীর, ধ্বজ, বীরগণের পরিকীর্ণ পাণ্ডরবর্ণ মহাশঙ্খ ও স্রস্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দ্বারা পৃথিবী, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, শোভা ধারণ করিল[৬৩-৬৬]। প্রাস-সংযুক্ত, গাঢ় বেদনাগ্রস্ত, শুণ্ড দ্বারা মুহুর্মুহু শীৎকার শব্দকারী ও স্যন্দমান পর্ব্বত সদৃশ বহুল হস্তী দ্বারা রণস্থল পরিকীর্ণ হইল। দন্তীগণের নানা বর্ণ কম্বল, পরিস্তোম, বৈদূর্য্য মণি দণ্ড সমন্বিত সুশোভিত অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরিচ্ছিন্ন বিচিত্র কম্বল, অনলঙ্কৃত অঙ্কুশ, চিত্ররূপ কণ্ঠভূষণ, সুবর্ণ-কক্ষা, বহুধা ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, ধূলি দ্বারা কপিল বর্ণ স্বর্ণাচ্ছাদিত অশ্বদিগের উরশ্ছদ, সাদীগণের অঙ্গদ সংযুক্ত ছিন্ন ভুজ, বিমল তীক্ষ্ণ প্রাস, বিমল ঋষ্টি, চিত্রিত উষ্ণীব, সুবর্ণ পরিষ্কৃত বিচিত্র বাণ সমূহ, রাঙ্কবময় মর্দ্দিত অশ্বাস্তর, পরিস্তোম, রাজগণের মহা মূল্য বিচিত্র চূড়ামণি ছত্র, চামর, ব্যজন, বীরগণের মনোহর কুণ্ডল যুক্ত, পদ্ম ও চন্দ্র সদৃশ, শ্মশ্রু-বিশিষ্ট, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, কান্তিমান্ বদন ও সুবর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল সকল রণ স্থলে ইতস্তত পতিত হওয়াতে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র-সুশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর কর্ত্তৃক এই রূপে মর্দ্দিত হইল। হে ভারত! যোধগণ শ্রান্ত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল; রণ ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। মহাভয়-জনক সুদারুণ ঘোর

নিশামুখে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। অবহারানন্তর সকলে মিলিত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক শিবির নিবেশ করিলেন[৭৭.৮০]।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, আপনার পুত্র দুঃশাসন, দুর্জ্জেয় সূতনন্দন কর্ণ, ইহাঁরা একত্র হইয়া, সগণ পাণ্ডব দিগকে কি রূপে জয় করা যায়, ইহার মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১.২]। পরে রাজা দুর্য্যোধন মহাবল কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল মন্ত্রী দিগকে বলিলেন[৩], দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য ও সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা, ইহাঁরা পাণ্ডব দিগকে যে কি কারণে যুদ্ধে নিবারিত করেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না[৪]। তাহারা ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক অবধ্যমান হইয়া আমার সৈন্য ক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! যুদ্ধে আমার সৈন্যও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্রেরও ক্ষয় হইতে লাগিল[৫]। কর্ণ! দেবগণেরও অবধ্য মহাবীর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম; তাহাদিগকে কি প্রকারে সমরে প্রহার করিব, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! আপনি শোক করিবেন না, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই মহা সমর হইতে শীঘ্র অবসৃত হউন, তাহা হইলেই আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিব। আমি আপনার সমীপে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভীষ্ম শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি সমুদায় সোমকগণের সহিত পাণ্ডব দিগকে সংহার করিব[৭.৯]। ভীষ্ম সর্ব্বদা পাণ্ডব দিগের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন, তিনি মহারথ পাণ্ডব দিগকে সমরে পরাজয়

করিতে পারিবেন না[১০]। এবং তিনি রণ বিষয়ে অভিমানী, সর্ব্বদা রণ করিতে ভাল বাসেন, অতএব যুদ্ধ-সঙ্গত পাণ্ডব দিগকে কি-জন্য পরাজিত করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন[১১]? হে ভরত-কুলপাল! আপনি শীঘ্র ভীষ্ম শিবিরে গমন পূর্ব্বক বৃদ্ধ গুরু ভীষ্মকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন[১২]। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি অবলোকন করিবেন যে, আমিই একাকী পাণ্ডব দিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্ বান্ধব গণের সহিত নিহত করিয়াছি[১৩]।

মহারাজ! কর্ণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে ঐ রূপ বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে বলিলেন[১৪], দুঃশাসন! তুমি আমার আনুযাত্রিক গণ যে রূপে সর্ব্ব প্রকারে সজ্জীভূত হয়, শীঘ্র তাহার বিধান কর[১৫]। রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ইহা বলিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আগমন করিতেছি, ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অবসৃত হইলে তুমি যুদ্ধ করিবে[১৬.১৭]। হে নরপাল! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সকল ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া, দেবগণ সহ দেবরাজের ন্যায় সত্বর প্রয়াণ করিলেন[১৮]। তখন ভ্রাতা দুঃশাসন শার্দ্দূলসম বিক্রমশীল নৃপ-শার্দ্দূল দুর্য্যোধনকে ত্বরা পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করাইলেন[১৯]। রাজা দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত হইয়া পথি মধ্যে গমন করত শোভা পাইতে লাগিলেন[২০]। মঞ্জিষ্ঠা পুষ্পসঙ্কাশ সুবর্ণ-সবর্ণ উত্তম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত নির্ম্মল বসন পরীধান সিংহ খেলন-গতির ন্যায় গমন শীল রাজা গমন কালে অম্বরস্থ নির্ম্মল কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন[২১.২২]। নরব্যাঘ্র রাজা দুর্য্যোধনকে ভীষ্মের শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে অবলোকন করিয়া সর্ব্ব লোক মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ধন্বিগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ, যে প্রকার দেবগণ

ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেই রূপ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনেকে অশ্বে, অনেকে গজে এবং অনেকে রথারোহণে রাজাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেমন স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুগামী হন, সেই রূপ রাজার সুহৃদ্গণ গৃহীত-শস্ত্র হইয়া সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করত রাজার রক্ষার্থে অনুগামী হইলেন। কৌরবদিগের মহাবল রাজা দুর্য্যোধন কুরুগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া যশস্বী গঙ্গা-নন্দনের ভবনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুগামী সোদরগণে নিয়ত পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা দেশবাসী মনুষ্যেরা অঞ্জলি উদ্যত করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বিনয় করিতে লাগিল, তিনি অনুকূল ভাবে সর্ব্ব শত্রু-বিনাশন হস্তি-শুণ্ডোপম অস্ত্র শিক্ষা সম্পন্ন স্বকীয় দক্ষিণ ভুজ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের উদ্যত অঞ্জলি গ্রহণ করিতে করিতে মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন[২৩-২৯]। সূত ও মাগধগণ মহাযশা রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[৩০]। মহাত্মা রাজপুরুষেরা সুগন্ধি তৈল-পূরিত কাঞ্চন-প্রদীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল[৩১]। রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল কাঞ্চন প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন হইয়া শোভমান হইলেন[৩২]। কাঞ্চনোষ্ণীষ ভূষিত বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত বেত্রের ঝর্ঝর শব্দে জনতা নিবারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল[৩৩]। এই রূপে রাজা গমন করিয়া ভীষ্মের শোভন সিবির সমীপে গমনানন্তর অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর উত্তম আস্তরণ সংবৃত কাঞ্চনময় সর্ব্বতোভদ্র পরমাসনে আসীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুলিতকণ্ঠে অশ্রু-

পূর্ণ লোচনে ভীষ্মকে কহিলেন, হে শত্রুসূদন! আমরা সমরে আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুরপতির সহিত সুরাসুরগণকেও পরাজয় করিতে উৎসাহ করি, তাহাতে যে সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডব দিগকে জয় করিব, তাহার আর কথা কি[৩৪-৩৭]? অতএব হে গঙ্গানন্দন! আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, যে প্রকার ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনি পাণ্ডব দিগকে নিহত করুন[৩৮]। হে ভরতবংশভূষণ! আপনি বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আমি সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল, কৈকয় ও করূষ দিগকে সংহার করিব" আপনার সেই বাক্য সত্য হউক; আপনি সমাগত পার্থ ও সোমক দিগকে নিহত করিয়া সত্যবাদী হউন[৩৯-৪০]। হে প্রভো! যদি পাণ্ডব দিগের প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দভাগ্য বশত আমার প্রতি আপনার দ্বেষ প্রযুক্ত আপনি পাণ্ডব দিগকে রক্ষা করেন[৪১], তাহা হইলে সমরে-শোভী কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন, তিনিই পাণ্ডব দিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্ বান্ধব গণের সহিত পরাজিত করিবেন[৪২]। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সত্যপরাক্রম ভীষ্মকে এই রূপ বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন[৪৩]।

সপ্তনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! লোক-স্বভাবজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য মহামনা ভীষ্ম আপনার পুত্রের বাক্য রূপ শল্যে অতিবিদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া অণু মাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না[১]। তিনি দুর্য্যোধনের বচন শলাকায় ক্ষুণ্ণ ও তৎপ্রযুক্ত দুঃখ ও রোষে সমন্বিত হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন[২], পরে কোপানলে চক্ষুর্দ্বয় উত্তোলন করিয়া

যেন দেবাসুর গন্ধর্ব্ব লোক দগ্ধ করত আপনার পুত্রকে এই রূপ সাম বাক্য বলিলেন, দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যের চেষ্টা করিতেছি, এবং অনুষ্ঠানও করিতেছি, তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য আমাকে বাক্য শল্যে বিদ্ধ করিতেছ[৩-৫]? অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রেরা যে সমরে অজেয়, তদ্বিষয় আর অধিক কি বলিব! শৌর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবে ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[৬]। হে মহাবাহো! যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[৭]। হে প্রভু! তখন তোমার শূর ভ্রাতাগণ ও সূতপুত্র কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[৮]। বিরাট নগরে গো গৃহে আমরা সকলে মিলিত হইলেও আমাদিগকে যে এক মাত্র অর্জ্জুন আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[৯]। যখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণ ও আমাকে সমরে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[১০]। সেই যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন যে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[১১]। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পুরুষাভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[১২], এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই সকল নিবাতকবচ দিগকে অর্জ্জুন যে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন[১৩]। হে নরপাল! যে অর্জ্জুনের রক্ষক শঙ্খ চক্র গদাধারী বিশ্ব-রক্ষক বাসুদেব, নারদাদি মহর্ষি গণ যাঁহাকে মহাশক্তিমান্ সৃষ্টি সংহারকারী সকলের ঈশ্বর দেব-দেব পরমাত্মা ও সনাতন

বলিয়া বহু প্রকারে উক্ত করিয়া থাকেন, সেই বেগবান্ অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে? সুযোধন! তুমি মোহ প্রযুক্ত বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছ[১৪-১৬]। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চন ময় দর্শন করে, তুমিও সেই প্রকার বিপরীত দর্শন করিতেছ[১৭]। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত মহৎ বৈর ভাব উৎপাদন করিয়াছ, অদ্য তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি[১৮]। আমি শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত সমাগত সোমক ও পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব[১৯]। হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া যমভবনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব[২০]। পূর্ব্বে শিখণ্ডী রাজ-ভবনে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হয়, পরে বরপ্রভাবে পুরুষ হইয়াছে। বাস্তবিক সে স্ত্রীজাতি শিখণ্ডিনী[২১]। হে ভারত! প্রাণ ত্যাগ করিতে হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব না, কেননা বিধাতা তাহাকে পূর্ব্বে স্ত্রী রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[২২]। পরন্তু হে গান্ধারী-নন্দন! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, আমি কল্য মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। যাবৎ কাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ কাল পৃথিবীতে আমার এই বিষয়ে খ্যাতি থাকিবে[২৩]।

হে জনেশ্বর! ভীষ্ম আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই রূপ বলিলে, তিনি গুরু ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া স্বকীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন[২৪]। শত্রুক্ষয়কারী রাজা দুর্য্যোধন স্ব নিবেশনে আগমন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারী আনুযাত্রিক লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে প্রবেশ করত সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমস্ত রাজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেনা যোজনা কর, অদ্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক দিগকে রণে নিহত করিবেন[২৫-২৭]। হে ভূপতে! শান্ত-

সুপুত্র রাত্রিতে দুর্য্যোধনের সেই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই আপনার প্রতি বহু আদেশ স্বরূপ মনে করিয়া স্বীয় অবমান বোধ করত পরাধীনতার প্রতি নিন্দা পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৮-২৯]। মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম যাহা চিন্তা করিতেছেন তাহা ইঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন[৩০], দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষার্থে রথী সকল ও অবশিষ্ট সমুদায় দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সেনা নিয়োগ করিবে[৩১]। সসৈন্য পাণ্ডব দিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইব বলিয়া যে বহু বর্ষ হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছি, তাহার সময় এই সমুপস্থিত হইয়াছে[৩২]। তাহাতে এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদিগের প্রকৃত কার্য্য মনে করিতেছি৹ কেন না তিনিই আমার দিগের সহায়, তিনি রক্ষিত হইলে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ দিগকে বিনাশ করিবেন[৩৩]। সেই বিশুদ্ধাত্মা বলিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে প্রহার করিব না, সে প্রথমে স্ত্রীজাতি ছিল, এই নিমিত্তে সে সমর ক্ষেত্রে আমার ত্যাজ্য[৩৪]। হে মহারাহো! আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয় চিকীর্ষা হেতু বিপুল রাজ্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা লোকের অবিদিত নাই[৩৫]। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, স্ত্রীজাতি বা পূর্ব্বে যে স্ত্রী ছিল তাহাকে কদাপি হনন করিব না[৩৬]। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়াছ যে শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডিনী নামে কথিত হইয়াছিল[৩৭]। সে প্রথমত কন্যা থাকিয়া পরে পুরুষ হইয়াছে, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি আমি কোন প্রকারে বাণ পরিত্যাগ করিব না[৩৮]। শিখণ্ডী ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয় পাণ্ডব দিগের জয়ৈষী, তাহাদিগকে বাণ গোচরে প্রাপ্ত হইলেই নিহত করিব[৩৯]।" হে ভারত! শাস্ত্রজ্ঞ গঙ্গানন্দন আমাকে এই রূপ বলিয়াছেন, অত-

এব তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিতেছি[৪০]। মহাবনে সিংহ যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তাহা হইলে বৃকও তাহাকে সংহার করিতে পারে, অতএব সিংহ স্বরূপ ভীষ্মকে বৃক স্বরূপ শিখণ্ডী দ্বারা সংহার করান উচিত নহে[৪১]। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি, ইহাঁরা যত্নবন্ত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেই আমাদিগের নিশ্চয় জয় হইবে[৪২]।

শকুনি প্রভৃতি উক্ত ব্যক্তি সকল দুর্য্যোধনের ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রথ সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন[৪৩]। আপনার পুত্রেরাও হর্ষান্বিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কম্পিত ও পাণ্ডবদিগকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া গমন করিলেন[৪৪]। বদ্ধসন্নাহ মহারথগণ সুনিয়মে পরিচালিত রথী ও দন্তী গণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সমরে অবস্থিত হইলেন[৪৫]। যে প্রকার সুরাসুর সংগ্রামে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহারা সকলে মহারথ ভীষ্মকে রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন[৪৬]। দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অর্জ্জুন উক্ত দুই জনের রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন, আমরা আমাদিগের ভীষ্মকে রক্ষা না করিলে শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবে, অতএব যে রূপে তাহা না করিতে পারে, তাহা তুমি করিবে। আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনা সহিত সমরে গমন করিলেন।

রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথি সমূহে পরিবৃত অবলোকন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে সেনানায়ক পাঞ্চালরাজ! নরব্যাঘ্র শিখ-

ণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর, অদ্য আমি তাঁহার রক্ষক হইব[৮৭-৮১]।

অষ্টনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম সৈন্য সহ নির্গত হইলেন, এবং স্বয়ং যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র নামে মহৎ ব্যূহ রচিত করিলেন[১]। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, মহারথ শৈব্য, শকুনি, সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথ ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ[২], ইহারা সকলে ভীষ্ম ও আ-পনার পুত্রের সহিত সমস্ত সৈন্যের অগ্রে সেই ব্যূহ-মুখে অবস্থিত হইলেন[৩]। দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য, ও ভগদত্ত, ইহারা বর্ম্মিত হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন[৪]। অশ্বথামা, সোমদত্ত ও মহা-রথ অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা, মহতী সেনায় সমন্বিত হইয়া উহার বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন[৫]। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সমস্ত যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডব দিগের প্রতিপক্ষে উহার মধ্য স্থলে অবস্থান করিলেন[৬]। রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু, ইহারা দুই জন বর্ম্মিত হইয়া সকল সৈন্যের সহিত ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশ আ-শ্রয় করিলেন[৭]। হে ভরতবংশাবতংস! আপনার পক্ষীয় সকলে বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া এই রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় অবলো-কিত হইতে লাগিলেন[৮]।

তদনন্তর পাণ্ডু-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সমস্ত সৈন্যের সুদুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রে অবস্থিত হইলেন[৯]। তৎ পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও মহারথ সাত্যকি, পর-সৈন্য বিনাশক এই মহাত্মারা মহা সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিত হই-লেন[১০]। তৎ পরে শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চে-

কিতান ও বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, ইহাঁরা মহতী সেনায় সংবৃত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন[১১-১২]। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদ, মহাধনুর্দ্ধর যুযুধান, বীর্য্যবান্ যুধামন্যু ও কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা, ইহাঁরা বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ বর্ম্মধারী হইয়া এই রূপ সুদুর্জ্জয় মহা ব্যূহ আপনার ব্যূহের প্রতিপক্ষে রচনা করিয়া যুদ্ধোদ্যত হইলেন। হে নৃপ! আপনার পক্ষ রাজগণ যত্নবান্ হইয়া ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহতী সেনার সহিত পাণ্ডব দিগের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে সমরে বিজয়ৈষী হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দের সহিত ক্রকচ, গোবিষাণিকা, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ রব এবং কুঞ্জরগণকে নিনাদিত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সহসা অতি সংক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দ, উৎক্রুষ্ট সিংহনাদ ও পৃথক্ প্রকার অশ্ব দিগের বল্গিত শব্দে তাহা প্রতিনাদিত করিয়া সমাগত হইলাম, তাহাতে তুমুল অতি মহৎ শব্দ হইতে লাগিল[১৩-২০]। তাহার পর যোদ্ধাগণ পরস্পর ধাবমান হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহৎ শব্দে বসুন্ধরা কম্পিতা হইতে লাগিল[২১]। পক্ষীগণ মহাভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সূর্য্য সপ্রভ হইয়া উদিত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে প্রভাহীন হইলেন[২২]। মহাভয় সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। শিবাগণ মহৎ হত্যা-সূচক ঘোরতর রূপে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, ধূলি বর্ষণ ও রুধির মিশ্রিত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল। বাহনগণ রোদন করাতে তাহাদিগের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল[২৩-২৫]। তাহারা চিন্তান্বিত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নর-ভক্ষক

রাক্ষসদিগের ভৈরব রবে পূর্ব্বোক্ত অতি ভীষণ শব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। গোমায়ু, শকুনি, বায়স ও কুক্কুরগণ নানাবিধ শব্দ করিয়া এবং প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল সূর্য্যকে সমাহত করিয়া মহাভয়-লক্ষণ প্রকাশ করত সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[২৬-২৮]। যে প্রকার বায়ু দ্বারা বন প্রকম্পিত হয়, সেই রূপ কুরু পাণ্ডব সেনা সেই মহা-যুদ্ধে শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। অমঙ্গল-সূচক সেই মুহূর্ত্তে সংগ্রাম-প্রবৃত্ত নরেন্দ্র, হস্তী ও অশ্ব সমূহে সমাকুল সেই সৈন্যদিগের বাতোদ্ধূত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল[২৯-৩০]।

নবনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উদার স্বভাব তেজস্বী অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক, মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের মহৎ সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। আপনার পক্ষ যোদ্ধা গণ আপনার অক্ষয় সেনা সাগরে অবগাহমান শস্ত্র সমূহ বিশিষ্ট শত্রু সূদন সৌভদ্রের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না[১-৩]। তিনি শত্রু-বিনাশক যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা শৌর্য্য সম্পন্ন ক্ষত্রিয় দিগকে প্রেতরাজ ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিল[৪]। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক প্রজ্বলিত ভুজঙ্গ তুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৫]। সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা রথের সহিত রথী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের সহিত গজা-রোহী দিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদারিত করিতে লাগিলেন[৬]। রাজগণ যুদ্ধে তাঁহার মহৎ অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত হইয়া পূজা

ও প্রশংসা করিলেন[৭]। বায়ু যেমন তূল রাশিকে আকাশে সর্ব্ব দিকে বিস্তারিত করে, তাহার ন্যায় সুভদ্রা-নন্দন সেই সকল সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন[৮]। হে ভারত! আপনার সৈন্য সকল বিদ্রাব্যমান হইয়া পঙ্ক-নিমগ্ন গজগণের ন্যায় কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না[৯]। অভিমন্যু আপনার পক্ষ সমুদায় সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিয়া ধূম শূন্য হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১০]। কাল প্রেরিত পতঙ্গ কুল যেমন অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে পারে না, তাহার ন্যায় আপনার পক্ষীয় সকলে অরিঘাতী অভিমন্যুর প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না[১১]। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ অভিমন্যু পাণ্ডব দিগের সমস্ত শক্রকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন[১২]। তাঁহার হেম পৃষ্ঠ শরাশন এরূপে সকল দিকে বিচরণ করিল যে, তাহা মেঘ মধ্যে দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৩]। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শাণিত সুপীত বাণ সকল, পুষ্পিত বৃক্ষের বন হইতে বিচরিত ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল[১৪]। মনুষ্যেরা সেই মহাত্মার কাঞ্চন-মণ্ডিত রথারোহণে বিচরণ কালীন রন্ধ্র দেখিতে পাইল না[১৫]। মহা ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে মোহিত করিয়া রণ স্থলে সুন্দর রূপে দ্রুতবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১৬]। আপনার সৈন্য দহন করিবার সময়ে তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৭]। শূর ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে তাদৃশ বেগশীল হইয়া সমর কার্য্য করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইহ লোকে দুই অর্জ্জুনের অবস্থিতি মনে করিল[১৮]। মহারাজ! সেই ভারতী মহা সেনা অভিমন্যু কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া মদ-মত্ত কামিনীর ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল[১৯]। যেমন ইন্দ্র ময় দানবকে পরাজিত করিয়া দেবগণের আনন্দোৎপাদন করিয়া-

ছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু তাদৃশ মহা সৈন্যকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মহারথ-দিগকে কম্পিত করিয়া সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিলেন[২০]। আপনার সৈন্যেরা তাঁহা কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া রণস্থলে মেঘ শব্দ সদৃশ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল[২১]।

হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধন তখন সৈন্যদিগের, পর্ব্ব কালীন পবনোদ্ধৃত বেগবান্ সাগরের ন্যায়, ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঋষ্য-শৃঙ্গ পুত্র অলম্বুষকে বলিলেন, হে মহাবাহু রাক্ষস শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ! দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, ঐ অভিমন্যু ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, যে প্রকার বৃত্রাসুর দেব সেনা বিদ্রাবিত করিয়াছিল, সেই রূপ আমার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। তুমি যুদ্ধ বিষয়ক সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ সমরে তোমা ব্যতীত উহার মহৌষধ আর অবলোকন করিতেছি না, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া বীর অভিমন্যুকে নিহত কর[২২.২৫], আমরা ভীষ্ম দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। প্রতাপবান্ বলবান্ রাক্ষসেন্দ্র, রাজা দুর্য্যোধন কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার শাসনানুসারে বর্ষা কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া সত্বর সমরে গমন করিল[২৬.২৭]। তাহার সেই মহা নিনাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব দিগের মহৎ সৈন্য সকল বাতোদ্ধূত সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্ব দিকে বিচলিত হইল[২৮]। মহারাজ! বহু মনুষ্য তাহার শব্দে ভীত হইয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল[২৯]। অর্জ্জুন-তনয় হর্ষান্বিত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[৩০]। তদনন্তর রাক্ষস অভিমন্যুকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধাকুল চিত্তে তাঁহার অনতি দূরে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল[৩১]। সেই সকল পাণ্ডবী মহা সেনা রাক্ষস অলম্বুষ কর্তৃক বধ্যমান হইয়া

যেমন দেব সেনা বলাসুরের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইল[৩২]। সেই ভয়ানক রাক্ষস যখন সেই সকল সৈন্যের প্রতি শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তখন তাহাদিগের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইল[৩৩]। সে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সহস্র সহস্র শরে তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিল[৩৪]। ভয়ঙ্কর রাক্ষসের শরে পাণ্ডব সৈন্যগণ নিতান্ত আহত হইয়া পরিশেষে তাহারা ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিতে লাগিল[৩৫]।

হে ভূপাল! যে প্রকার হস্তী পদ্ম বন মর্দ্দন করে, সেই রূপ অলম্বুষ পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দিত করিয়া পরে মহারথ দ্রৌপদী-পুত্র দিগকে আক্রমণ করিল[৩৬]। যেমন পঞ্চ গ্রহ এক সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে, সেই প্রকার প্রহারপটু মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় পঞ্চ ভ্রাতা এক অলম্বুষকে পরিবৃত করিয়া আক্রমণ করিলেন[৩৭]। যেমন সুদারুণ যুগ ক্ষয় কালে পঞ্চ গ্রহ এক চন্দ্রকে পীড়িত করে, সেই প্রকার তাঁহারা পঞ্চ জনে রাক্ষস প্রবরকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন[৩৮]। মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সর্ব্ব বিধ পরশু সদৃশ সুশাণিত শরনিকরে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন[৩৯]। রাক্ষসবর তাহাতে নির্ভিন্ন-বর্ম্মা হইয়া সূর্য্যকিরণ প্রথিত মহামেঘের ন্যায় শোভমান হইল[৪০], এবং সুবর্ণ পরিচ্ছদ সেই সকল বাণ তাহার গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে, সে, উজ্জ্বল শৃঙ্গ যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল[৪১]। পরে তাঁহারা পঞ্চ জনেই স্বর্ণ বিভূষিত শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন[৪২]। সে, কোপিত ভুজঙ্গ সদৃশ ভয়ঙ্কর সেই সকল শরে নির্ভিন্ন হইয়া সর্পরাজের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল[৪৩]। পরে মহারথ পঞ্চ ভ্রাতা কর্ত্তৃক মুহূর্ত্ত কাল অতি বিদ্ধ ও পীড়িত হইয়া বহু ক্ষণ মোহাবিষ্ট রহিল[৪৪], অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে দ্বিগুণিত হইয়া শর সমূহে তাঁহাদিগের ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিল[৪৫] এবং হাস্য মুখে রথোপস্থে

যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল[৪৬], তৎ পরেই ক্রুদ্ধ, ত্বরাযুক্ত ও সংরব্ধ হইয়া সেই মহাত্মাদিগের অশ্ব ও সারথি দিগকে নিহত করিল[৪৭], এবং পুনর্ব্বার অতি শাণিত বহু বিধাকার শত শত সহস্র সহস্র শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল[৪৮]। নিশাচর অলম্বুষ সেই মহাধনুর্দ্ধর দিগকে বিরথী করিয়া বিনাশ করিবার মানসে বেগে ধাবমান হইল[৪৯]। অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দুরাত্মা রাক্ষস কর্ত্তৃক পীড়িত অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৫০]। আপনার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে বৃত্র বাসবের যুদ্ধ সদৃশ তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল[৫১]। মহাবল অভিমন্যু ও অলম্বুষ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত, ক্রোধ-প্রদীপ্ত ও ক্রোধ-লোচন হইয়া পরস্পরকে কালানল তুল্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র ও সম্বরাসুরের উৎকট যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল[৫২.৫৫]।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! অলম্বুষ সমরে মহারথ দিগের নিহন্তা, শূর অভিমন্যুর সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিল[১], এবং বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যুই বা কি প্রকার অলম্বুষের সহিত সমর কার্য্য করিল, তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর[২], এবং আমার সৈন্যদিগের সহিত ধনঞ্জয়, বলিশ্রেষ্ঠ ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, ইহারাই বা কি প্রকার যুদ্ধ করিল? সঞ্জয় তুমি বাক্পটু, অতএব তাহা যাথাথ্য ক্রমে আমার নিকট অভিধান কর[৩.৫]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষের সহিত অভিমন্যুর যে প্রকার লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পক্ষ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলে নির্ভীক হইয়া যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ ও অদ্ভুত বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আমি আপনার সমীপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[১-৭]। অলম্বুষ মুহুর্মুহু অতি মহাশব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বেগ পূর্ব্বক মহারথ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিল, এবং অভিমন্যুও পুনঃপুন সিংহনাদ করিয়া পিতার অত্যন্ত বৈরি মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর দেব দানব সদৃশ রথি শ্রেষ্ঠ নর রাক্ষস উভয়ে ত্বরিত হইয়া রথ দ্বারা সমবেত হইলেন। রাক্ষস প্রধান অলম্বুষ মায়াবী, অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুও দিব্যাস্ত্রবিৎ; প্রথমত অভিমন্যু শাণিত তিন শরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিয়া তৎ পরেই পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন[৮-১২]। অলম্বুষও সংক্রুদ্ধ হইয়া বেগ সহকারে, যে প্রকার তোত্র দ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় নয় শরে অভিমন্যুর হৃদয় বিদ্ধ করিল[১৩], তৎ পরেই ক্ষিপ্রহস্তে সহস্র শর দ্বারা অভিমন্যুকে পীড়িত করিল[১৪]। তদনন্তর অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত নতপর্ব্ব নয় বাণে অলম্বুষের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, সেই সকল বাণ শীঘ্র তাহার শরীর ভেদ করিয়া মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিল; তাহাতে সে, নির্ভিন্ন-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া কুসুম সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শোভান্বিত হইল, এবং হেম পুঙ্খ সমন্বিত সেই সকল বাণ ধারণ করিয়া অনল প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহারাজ! তৎপরে অলম্বুষ ক্রোধান্বিত হইয়া মহেন্দ্র তুল্য অভিমন্যুকে শর সমূহে সমাচ্ছাদিত করিল। রাক্ষস বিমুক্ত যমদণ্ডোপম সেই সকল শাণিত বাণ অভিমন্যুকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্র-

বিষ্ট হইল, এবং অভিমন্যু বিমুক্ত কনক ভূষিত শর সকলও অলম্বুষকে ভেদ করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে শক্র যেমন ময়দানবকে সমরে বিমুখ করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে অলম্বুষকে বিমুখ করিলেন। শত্রুতাপন রাক্ষস, সমরে শত্রু কর্তৃক বধ্যমান ও বিমুখ হইয়া তামসী মহামায়া প্রাদুর্ভাব করিল। তৎ পরে সকলেই রণস্থলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া না অভিমন্যু, না স্ব পক্ষ, না পর পক্ষ, কেহই কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। কুরুনন্দন অভিমন্যু সেই ঘোর রূপ মহা অন্ধকার অবলোকন করিয়া অত্যুগ্র ভাস্করাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। হে মহীপতে! তিনি সেই ভাস্করাস্ত্রের প্রভাবে দুরাত্মা রাক্ষসের মায়া বিনাশ করিলেন, সুতরাং সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইল। রথিপ্রধান মহাবীর্য্য অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া তখন সন্নতপর্ব্ব শর-নিকরে অলম্বুষকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ সেই প্রকার অন্যান্য বহুবিধ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল, সর্ব্বাস্ত্রবিৎ অমেয়াত্মা ফাল্গুন-পুত্র তাহা দিব্যাস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিলেন। পরিশেষে রাক্ষসের মায়া সকল নিহত হইলে, সে, অভিমন্যুর বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়া মহাভয় প্রযুক্ত সেই স্থলে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অভিমন্যু সেই কূটযোধী রাক্ষসকে সত্বর পরাজিত করিয়া, যে প্রকার গন্ধবান্ মদান্ধ গজেন্দ্র পদ্মসমন্বিত সরোবর আলোড়ন করে, তাহার ন্যায়, আপনার সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[৫৫-৬০]।

হে মহারাজ! তদনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আপনার সৈন্যদিগকে অভিমন্যু কর্তৃক বিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে শর নিকর দ্বারা পরিবৃত করিলেন[৬১]। ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় বহুল মহারথ একত্র হইয়া সেই এক বীরকে পরিবেষ্টন করিয়া বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৬২]। রথিগণের মধ্যে বীরাগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রবর পরা-

ক্রমে পিতৃ-তুল্য, বল বিক্রমে কৃষ্ণ তুল্য অভিমন্যু সংগ্রামে পিতা অর্জ্জুনের ও মাতুল কৃষ্ণের সদৃশ বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন[৩৩-৩৪]।

তৎপরে ধনঞ্জয় পুত্রের রক্ষা মানসে, ক্রোধান্বিত হইয়া সৈনিক বীর পুরুষ দিগকে নিহত করিতে করিতে ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন[৩৫]। আপনার পিতা দেবব্রতও সূর্য্য সন্নিধানে রাহু গ্রহের ন্যায় পার্থের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন[৩৬]। তদনন্তর, আপনার পুত্রেরা তুরঙ্গ মাতঙ্গ শতাঙ্গের সহিত, ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন[৩৭]। পাণ্ডবেরাও মহারণে নিযুক্ত ও বর্ম্মিত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন[৩৮]। পরে কৃপাচার্য্য ভীষ্ম-সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন[৩৯]। শার্দ্দূল যেমন হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, পাণ্ডব-হিতৈষী সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া নিশিত শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪০]। কৃপও ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া সাত্যকির হৃদয়ে কঙ্কপত্র যুক্ত নয় শর বিদ্ধ করিলেন[৪১]। তখন শিনি-নন্দন বেগবান্ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আনমন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের বিনাশ ক্ষম এক শিলীমুখ শীঘ্র সন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন[৪২]। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ইন্দ্রের অশনি তুল্য সেই শিলীমুখ বেগে আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বি খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন[৪৩]। রথিপ্রবর সাত্যকি তখন কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন নভোমণ্ডলে রাহু গ্রহ শশাঙ্কের প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন[৪৪]। অশ্বত্থামা সাত্যকির শরাসন দ্বিখণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাকে শর সমূহে তাড়িত করিলেন[৪৫]। সাত্যকি অন্য এক শত্রুঘাতী ভারসাধন শরাসন গ্রহণ করিয়া ষষ্টি শরে অশ্বত্থামার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন[৪৬]। অশ্বত্থামা তাহাতে ব্যথিত ও

মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল রথোপস্থে উপবিষ্ট রহিলেন[৪৭]। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকিকে এক নারাচে বিদ্ধ করিলেন[৪৮]। সেই নারাচ সাত্যকিকে ভেদ করিয়া, বসন্ত কালে বলবান্ সর্প শিশুর বিল প্রবেশের ন্যায়, ধরণীতলে প্রবেশ করিল[৪৯]। অশ্বত্থামা অপর এক ভল্ল দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট ধ্বজ দণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিলেন[৫০], এবং বর্ষাকালে মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার সাত্যকিকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন[৫১]। হে মহারাজ! সাত্যকিও সেই শরজাল বিনাশ করিয়া অনেক বিধ শর জালে অশ্বত্থামাকে সত্বর সমাকীর্ণ করিলেন[৫২], এবং সূর্য্য যেমন মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া তাপ প্রদান করে, তাহার ন্যায় বীর শত্রুহন্তা শিনি-নন্দন সাত্যকি অশ্বত্থামার শর জাল হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বত্থামাকে তাপিত করিতে লাগিলেন[৫৩]। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সমুদ্যত হইয়া পুনর্ব্বার সহস্র সহস্র শর দ্বারা অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহ নাদ করিতে লাগিলেন[৫৪]।

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, পুত্র অশ্বত্থামাকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন[৫৫], এবং সাত্যকিপীড়িত অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার অভিলাষে সুতীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[৫৬]। সাত্যকি তখন সমরে মহারথ গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় বিংশতি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[৫৭]। তদনন্তর অমেয়াত্মা মহারথ শ্বেতবাহন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৫৮]। মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণ ও অর্জ্জুন উভয়ে, নভস্তলে বুধ ও শুক্র গ্রহের ন্যায়, সমরে সমবেত হইলেন[৫৯]।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সমরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধনঞ্জয় এই পুরুষ প্রধান দুই বীর সমরে মিলিত হইয়া কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন[১]? পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের সর্ব্বদা প্রিয়, আচার্য্য দ্রোণও পার্থের চির প্রিয়[২], উহারা রথী ও সিংহের ন্যায় উৎকট বলশালী, উহারা কি প্রকারে যত্নবান্ হইয়া সমর কার্য্য করিলেন[৩]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধ স্থলে আপনার প্রিয় বলিয়া জানেন না; অর্জ্জুনও ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া দ্রোণকে প্রিয় জ্ঞান করেন না[৪]। সমস্ত ক্ষত্রিয়েরাই কেহ কাহাকে পরস্পর সমরে পরিত্যাগ করেন না, ভ্রাতা ও পিতা পিতৃব্যাদির সহিতও নির্ম্মর্য্যাদ ভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকেন[৫]। হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিন বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহা অর্জ্জুন শরাসন বিনির্ম্মুক্ত বাণ বলিয়া চিন্তা করিলেন না[৬]। অর্জ্জুন পুনর্ব্বার শর বর্ষণে দ্রোণকে সমাচ্ছাদিত করিলে, দ্রোণ, যে প্রকার বনদহনকারী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন[৭]। তদনন্তর অবিলম্বে সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে অর্জ্জুনকে সমাবৃত করিলেন[৮]। তৎপরে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণের পার্ষ্ণি রক্ষার নিমিত্তে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন[৯]। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আয়ত করিয়া লৌহমুখ বাণ সমূহে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছাদিত করিলেন[১০]। তাঁহাদিগের উভয়ের বিমুক্ত বাণ সকল, যেমন হংসশ্রেণী শরৎ কালে গগণমণ্ডলে গমন করত শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার প্রদীপ্ত হইল[১১], এবং যে প্রকার পক্ষীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিয়া ফলভারে অবনত স্বাদু ফল যুক্ত বৃক্ষে নিবিষ্ট হয়, সেই প্রকার সেই সকল শরজাল চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিয়া অর্জ্জুনের শরীরে নিবিষ্ট হইতে লাগিল[১২]। পরন্তু রথি প্রধান অর্জ্জুন নিনাদ

পূর্ব্বক সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন[১৩]। তাঁহারাও প্রলয় কালীন কাল স্বরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার অভিমুখেই প্রবৃত্ত থাকিয়া তাঁহার রথের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন অচল সকল সলিল বর্ষণ প্রতিগ্রহ করে, সেই প্রকার বীভৎসু চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সেই শর বৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য হস্তলাঘব দর্শন করিলাম[১৫-১৬], তিনি একাকী বহু যোদ্ধা কর্ত্তৃক দুঃসহ বাণ বৃষ্টি, পবন কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডল নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিলেন; তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া দেব দানব গণ সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ ভরত-নন্দন! তদনন্তর পার্থ ত্রিগর্ত্ত সৈন্য দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে প্রবল সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অন্তরীক্ষ ক্ষোভিত, তরুগণ নিপাতিত ও সৈনিক্ দিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য সেই সুদারুণ বায়ব্যাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভয়ানক শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই শৈলাস্ত্র দ্রোণ কর্ত্তৃক রণে বিনির্ম্মুক্ত হইলে, বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইল। তদনন্তর পাণ্ডু-সুত বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথী সমূহকে নিরুৎসাহ, পরাক্রমহীন ও বিমুখ করিলেন।

পরে দুর্য্যোধন, রথিপ্রবর কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ও বাহ্লিকগণের সহিত বাহ্লিকরাজ, মহৎ রথবংশে পার্থের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভগদত্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু, ইহাঁরা দুই জন গজ সৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভূরিশ্রবা শল ও সুবল পুত্র বিমল তীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা মাদ্রী-পুত্র দ্বয়কে পরিবেষ্টন করিলেন। ভীষ্ম সসৈনিক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দিগের সহিত সমবেত হইয়া

যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন। হে নরনাথ! মহাবলপরাক্রান্ত পৃথা-নন্দন বৃকোদর গজ সৈন্য আপতিত অবলোকন করিয়া, কাননে মৃগরাজের ন্যায় সৃক্ক লেহন করত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে ভয়ার্ত্ত করিলেন। গজারোহী যোদ্ধা গণ তাঁ-হাকে গদা হস্ত অবলোকন করিয়া সযত্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার মহামেঘ মণ্ডলের মধ্যে রবি বিরাজিত হন, সেই প্রকার পাণ্ডু-পুত্র ভীম গজ সৈন্যের মধ্যে বিরাজিত হইলেন। তিনি পবন সদৃশ হইয়া অনুপম বিস্তৃত মেঘ জাল তুল্য সেই গজ সৈন্যকে গদা দ্বারা বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দন্তি সকল বল-বান্ ভীমসেন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আর্ত্ত-নাদ করিতে লাগিল। ভীমসেনও রণ মধ্যে দন্তীগণের দন্তে বহুধা বিদারিত হইয়া প্রফুল্ল পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া কোন কোন হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে দন্তহীন করিলেন, এবং সেই দন্ত লইয়াই তদ্দ্বারা তাহাদিগের কুম্ভ প্রদেশ সমাহত করিয়া তাহাদিগকে সমরে পাতিত করিতে লাগিলেন[১৭-৩৬]। তিনি হস্তীগণের মেদ ও মজ্জায় নিষিক্ত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে শোণিত সিক্তা গদা ধারণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন[৩৭]। হে ভূপাল! হস্তী সকল এই রূপে নিহত হইতে লাগিল, এবং হতাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল আহত হইয়া স্ব পক্ষ সেনাদিগকেই বিমর্দ্দন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল[৩৮]। দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়মান সেই সকল বৃহৎ হস্তীর বিমর্দ্দন শঙ্কায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল[৩৯]।

দ্ব্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়কর সংগ্রাম হইল[১]। রথিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা-নন্দন শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য দিগকে শাণিত বাণ নিচয়ে দগ্ধ করিতে লাগিলেন[২]। যে প্রকার গোগণ ছিন্ন ধান্য রাশি মর্দ্দন করে, সেই প্রকার আপনার পিতা দেবব্রত পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[৩]। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শর নিকরে নিহত করিতে লাগিলেন[৪]। শত্রুকর্ষণ ভীষ্মও তিন তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন[৫]। হে নরপাল! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন[৬]। শিখণ্ডী ভারত পিতামহ ভীষ্মকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বীর ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র প্রহার করিলেন না[৭]। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে প্রজ্বলিত অনল তুল্য হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন[৮]। দ্রুপদ পঞ্চ বিংশতি, বিরাট দশ এবং শিখণ্ডীও পঞ্চ বিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন[৯]। মহারাজ! ভীষ্ম তাহাতে অতি বিদ্ধ ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া বশন্ত কালীন পুষ্পস্তবক মণ্ডিত রক্তাশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রভাম্বিত হইলেন[১০]। এবং তাঁহাদিগের শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা দ্রুপদের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১১]। রাজা দ্রুপদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত পঞ্চ বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন[১২]।

যুধিষ্ঠির-হিতৈষী ভীমসেন, দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী

করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন[১৩-১৪]। হে নরাধিপ! আপনার পক্ষ সকলেই সৈন্যদিগের সহিত, ভীষ্মকে রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইয়া পাণ্ডব সেনার প্রতি ধাবমান হইলেন[১৫]। তখন উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথির যমরাজ্যবর্দ্ধন অতি মহৎ সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল[১৬]। রথী রথিকে আক্রম করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদীকে আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নত পর্ব্ব শর নিচয় দ্বারা পর লোকে উপনীত করিতে লাগিল। হে নরপতে! স্থানে স্থানে রথ সকল নানা বিধ সুদারুণ বাণে হতসারথি ও রথি বিহীন হইয়া রণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া গমন করিতে লাগিল[১৭-১৯]। দেখিলাম, ঐ সকল রথ বায়ু সদৃশ ও গন্ধর্ব্ব নগরোপম হইয়া বহুল মনুষ্য অশ্ব মর্দ্দন করিয়া বায়ু বেগে ধাবমান হইতে লাগিল[২০]। হে নরপাল! নীতিতে বৃহস্পতিকে ও সম্পত্তিতে কুবেরকে অতিক্রম করিয়াছেন, এবং শৌর্য্যে ইন্দ্রের উপমা ধারণ করেন, এতাদৃশ দেবপুত্র সম বর্ম্ম, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী তেজস্বী কাঞ্চনাঙ্গদ-বিভূষিত সমুদয় শূর রথী রাজগণ রথ-বিহীন হইয়া প্রাকৃত মানব গণের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইলেন[২১-২৩]। করিকুল আরোহি বিহীন হইয়া স্ব পক্ষ সেনাদিগকে মর্দ্দন করিয়া শব্দ পূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল[২৪]। নব মেঘ সদৃশ হস্তী গণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া ধাবমান হইল। তাহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম, চামর, পতাকা, হেমদণ্ড ছত্র ও শাণিত তোমর সকল ইতস্তত বিশীর্ণ হইয়া গেল। তাহাদিগের আরোহীগণও গজ বিহীন হইয়া সেই উভয় পক্ষের সঙ্কুল রণ ক্ষেত্রে ধাবমান হইল[২৫-২৭]। নানা দেশীয় শত শত সহস্র সহস্র হেম বিভূষিত অশ্বগণকে বায়ুবেগে ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইল[২৮]। অশ্ব সকল হত হইলে তাহাদিগের আরোহীগণ অসি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তাড়িত ও অনেকে অন্য কর্ত্তৃক

তাড্যমান হইল[২৯]। এক একটা হস্তী ধাবমান পদাতি সকল ও অশ্ব সকলকে বেগে বিমর্দ্দিত করিয়া অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিল, এবং অনেক রথও মর্দ্দন করিতে লাগিল। রথ সকল ভূ-পতিত অশ্বদিগকে এবং অনেক অশ্বও মনুষ্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। এই রূপ বহু প্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল[৩০.৩১]। তাদৃশ ভয়াবহ সুদারুণ সমরে শোণিত ও অন্ত্র সমূহের তরঙ্গ-বিশিষ্টা ঘোরা দুর্গম্যা নদী সমুৎপন্না হইল[৩৩]। অস্থি রাশি উহার সর্প, কেশ কলাপ উহার শৈবাল, ভগ্ন রথ সকল উহার হ্রদ, বাণ সকল উহার আবর্ত্ত, অশ্ব সকল উহাতে মীন[৩৪], মস্তক সকল উহাতে উপল খণ্ড, হস্তী সকল উহাতে গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীষ সকল উহার ফেণ, ধনুক উহার বেলা ভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ[৩৫], এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ হইল। ঐ নদী মনুষ্য রূপ তীর ক্ষয় করিতে লাগিল, মাংসাশী প্রাণীগণ উহার হংস শ্রেণী হইল। জলের নদী সকল সাগর বর্দ্ধিনী হইয়া থাকে, ঐ নদী যমরাজ্য বর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল[৩৬]। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ বহু ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথ স্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন[৩৭]। যেমন বৈতরণী নদী মৃত ব্যক্তিকে যম রাজ্যে লইয়া যায়, সেই রূপ ঐ শোণিত নদী মূর্চ্ছান্বিত ভীরু ব্যক্তি দিগকে অপবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল[৩৮]। ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ মহা হত্যাকাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষত্রিয়গণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৯]। জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রই বা কি হেতু লোভে মোহিত ও পাপমতি হইয়া গুণবান্ পাণ্ডু-পুত্র দিগের প্রতি দ্বেষ করিলেন[৪০]? তাঁহাদিগের পরস্পর কথিত, পাণ্ডবদিগের প্রশংসা সহিত ও আপনার পুত্রদিগের নিন্দা সূচক এই রূপ বহুবিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল[৪১]। সমস্ত

লোকের নিকট অপরাধী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত যোদ্ধাদিগের কথিত ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে কহিলেন, তোমরা নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ[৪২।৪৩]? হে মহীনাথ! তদনন্তর, কুরু পাণ্ডবদিগের সেই অক্ষ ক্রীড়া হেতু অতি ভয়ঙ্কর মহৎ হত্যাজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল[৪৪]। হে বিচীত্রবীর্য্য-নন্দন! অনেক মহাত্মা পূর্ব্বে আপনাকে নিবারণ করাতেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, তাহার সুদারুণ এই ফল এক্ষণে আপনি প্রত্যক্ষ করুন[৪৫]। সংগ্রামে কি পাণ্ডবেরা কি কৌরবেরা কি তাঁহাদিগের সৈন্যেরা বা অনুগত ব্যক্তিরা, কেহই প্রাণ রক্ষায় চেষ্টা করিতেছেন না[৪৬]। আপনি যে পূর্ব্বে কাহারো নিবারণ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, সেই কারণেই হউক, কি দৈব প্রযুক্তই হউক কিম্বা আপনকারই অনীতি প্রযুক্তই হউক, এই ভয়ানক স্বজন ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে[৪৭]।

ত্র্যধিকশত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! নরব্যাঘ্র অর্জ্জুন সুশর্ম্মার অনুচর ভূপতিগণকে শাণিত বাণে প্রেত রাজ ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন[১]। সুশর্ম্মাও অর্জ্জুনকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্ততি বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন[২]। মহারথ পুরন্দর পুত্র সুশর্ম্মাকে শর নিকরে নিবারিত করিয়া তাঁহার যোধগণকে যম ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন[৩]। সুশর্ম্মার অবশিষ্ট মহারথ যোধগণ যুগান্ত কালীন কৃতান্ত সদৃশ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল[৪]। কেহ কেহ অশ্ব, কেহ কেহ রথ, কেহ কেহ গজ, পরিত্যাগ করিয়া দিগ্ বিদিগ্ পলায়ন

করিল[৫]। অনেকে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ গ্রহণ করিয়াই অতি ত্বরান্বিত হইয়া ধাবমান হইল[৬]। অনেক পদাতি সেই মহা সমরে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাহারো অপেক্ষা না করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিল[৭]। তাহাদিগকে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজগণ বহু বার নিবারণ করিলেও তাহারা পলায়নে নিবৃত্ত হইল না[৮]।

হে নরনাথ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়মান নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার জীবিতার্থে সর্ব্ব প্রকার মহা উদ্যোগ সহকারে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন[৯-১০]। একাকী দুর্য্যোধন সমস্ত ভ্রাতার সহিত বহুবিধ বাণ বিকিরণ করত সেই অর্জ্জুনের সমরে অবস্থিত হইলেন, অন্যান্য মনুষ্যেরা পলায়ন করিল[১১]। পাণ্ডবেরাও সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগে যুদ্ধোদ্যত হইয়া ফাল্গুনের রক্ষার্থে ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন[১২]। তাঁহারা গাণ্ডীবধন্বার ভয়ানক বল বিক্রম অবগত হইয়াও উৎসাহ সহকারে হাহাকার শব্দে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন[১৩]। তদনন্তর তালধ্বজ শূর ভীষ্ম সন্নত পর্ব্ব শর নিকরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন[১৪]। হে মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর নভোমণ্ডলের মধ্যগত হইলে, কৌরবেরা সকলে একত্রীভূত হইয়া পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৫]। মহাবীর সাত্যকি পঞ্চ বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বিকীর্ণ করত সমরে অবস্থিত হইলেন[১৬]। রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে প্রথমত শাণিত বহু শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন[১৭]। ভীমসেন প্রপিতামহ রাজা বাহ্লিককে বাণ বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায়

মহা নিনাদ করিয়া উঠিলেন[১৮]। অর্জ্জুন-পুত্র মহাবীর অভিমন্যু, চিত্রসেন কর্ত্তৃক বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র বাণ বিকীর্ণ করত সমরে অবস্থিত হইয়া তিন বাণে চিত্রসেনের হৃদয় প্রদেশ গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার আকাশে বুধ ও শনি গ্রহ দীপ্তি পায়, সেই প্রকার তাঁহারা উভয় মহাসত্ত্ব মিলিত হইয়া মহাভীষণ রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্ব চতুষ্টয় ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন। হে নরপাল! মহারথ চিত্রসেন হতাশ্ব রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া দুর্ম্মুখের রথে সত্বর আরোহণ করিলেন। পরাক্রমী দ্রোণ নত পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দ্রুপদ সৈন্যদিগের সাক্ষাতে দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া পূর্ব্ব বৈরিতা মনে করিয়া বেগবান্ অশ্বে রণ হইতে অপসৃত হইলেন। ভীমসেন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহ্লিককে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন। হে মহারাজ! পুরুষ-প্রবর বাহ্লিক মহা সংশয়াপন্ন, ভয়-জনিত ত্বরান্বিত ও সত্বর হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করিলেন[১৯-২৭]। সাত্যকি বহুবিধ শরে কৃতবর্ম্মাকে নিবারিত করিয়া ভীষ্মের নিকটস্থ হইলেন[২৮], এবং ষষ্টিসংখ্য সুশাণিত লোমবাহী বাণে ভরতকুলপাবন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া মহাশরাসন কম্পমান করত রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন[২৯]। তদনন্তর পিতামহ ভীষ্ম সুবর্ণ চিত্রিতা মহাবেগশালিনী নাগ কন্যা সদৃশী উত্তমা লৌহময়ী মহাশক্তি সাত্যকির প্রতি নিপেক্ষ করিলেন[৩০]। বৃষ্ণিবংশীয় মহাযশা সাত্যকি মৃত্যুকল্প অতি দুর্জ্জেয় সেই মহাশক্তিকে সহসা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া লাঘব বিচরণে তাহা বিফল করিলেন[৩১]। মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহাভয়ঙ্কর সেই শক্তি সাত্যকিকে প্রাপ্ত

না হইয়া মহোল্কার ন্যায় ধরণী পৃষ্ঠ নিপতিত হইল[৩২]। তৎ পরে বৃষ্ণি-নন্দন সাত্যকি· কনক প্রভা-সম্পন্ন বেগশীল স্বীয় শক্তি গ্রহণ করিয়া পিতামহের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[৩৩]। সাত্যকির ভুজ বেগ নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি, মনুষ্যের প্রতি ধাবমান কালরাত্রির ন্যায়, বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল[৩৪]। গঙ্গা-নন্দন ভীষ্ম সেই শক্তি-কে সহসা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন, তাহাতে সেই শক্তি ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল[৩৫]। শত্রুকর্ষণ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শক্তি ছে-দন করিয়াই হাস্য পূর্ব্বক নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল আহত করি-লেন[৩৬]। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ মহারাজ! তৎ পরে পাণ্ডবেরা ভীষ্ম হইতে সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত রথ, হস্তী ও অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরি-বেষ্টন করিলেন[৩৭]। তদনন্তর বিজয়ৈষী কৌরব পাণ্ডব দিগের লোম-হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ সমারব্ধ হইল[৩৮]।

চতুরধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১·৪ ॥

পঞ্চাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ক্রুদ্ধ ও গ্রীষ্মকালান্তে নভোমণ্ডলে মেঘাবৃত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় পাণ্ডবগণে আবৃত অবলোকন করিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে ভারত প্রধান! শত্রুনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ঐ ভীষ্ম মহাবীর পাণ্ডবগণে সমা-বৃত হইয়াছেন, হে বীর! তোমার এই ক্ষণে অতি মহাত্মা ঐ ভীষ্মের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা পিতামহকে রক্ষা করিলে উনি পাণ্ডব-দিগের সহিত সযত্ন পাঞ্চালদিগকে নিহত করিতে পারিবেন[১·৪]। অত-এব উহাঁকে রক্ষা করাই মহৎ কার্য্য মনে করিতেছি। ঐ মহাব্রত মহাধনুর্দ্ধর সমরে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং উনি আমাদি-

গের রক্ষক, অতএব তুমি উহাঁকে সর্ব্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রক্ষা কর[৫-৬]।

আপনার পুত্র দুঃশাসন সমর স্থলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট ও মহা সৈন্যে সমাবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন[৭]। তদনন্তর রথিপ্রধান সুবল-নন্দন শকুনি সুশিক্ষিত, যুদ্ধ কুশল, প্রধান প্রধান মনুষ্যে সমন্বিত, সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, অতি বেগশীল, দর্পিত, পতাকা-শোভিত, নিম্মল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমর ধারী বহু শত সহস্র সাদী গণের সহিত একত্রিত হইয়া পাণ্ডু-পুত্র ধর্ম্মরাজ, নকুল ও সহদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন[৮-১০]। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্তে শৌর্য্য-সম্পন্ন অযুত অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন[১১]। তাহারা গরুড় পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সমরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, পৃথিবী তাহাদিগের খুরাহতা হইয়া কম্পিতা ও নিনাদিতা হইল[১২]। যে প্রকার পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশ বনের শব্দ হয়, সেই প্রকার তখন অশ্বগণের অতি মহান্ খুর শব্দ শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল[১৩]। সেই সকল অশ্বের উৎপতন কালে ধূলিপটলী সমুদ্ভূত হইয়া সূর্য্য পথে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যকে সমাবৃত করিল[১৪]। যেমন মহাবেগশালী হংস কুল পতিত হইলে মহা সরোবর ক্ষোভিত হয়, তদ্রূপ সেই অশ্বগণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিলে সেনাগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল[১৫]। তাহাদিগের হেষা রবে আর কিছুই শ্রুতিগম্য রহিল না। মহারাজ! যেমন বর্ষা কালীন পরিপূর্ণ মহাসাগর পৌর্ণমাসীতে উচ্ছলিত হইলে বেলাভূমি তাহার অম্বুবেগ প্রতিহত করে, সেই প্রকার রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব বল পূর্ব্বক সেই সকল অশ্বারোহীর বেগ প্রতিহত করিলেন। তদনন্তর সেই তিন জন রথীই নতপর্ব্ব শর নিকরে সেই সকল অশ্বারোহীর মস্তক ছেদন করিতে

লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন মহানাগ সকল নাগ গণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া গিরি গহ্বরে পতিত হয়, সেই রূপ সেই সকল অশ্বারোহী, দৃঢ়ধন্বা যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ ক্ষেত্রে যথোচিত নিপাতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দশ দিকে বিচরণ করিয়া সুশাণিত নত পর্ব্ব প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অশ্বারোহী গণ ঋষ্টি অস্ত্রেও অভিহত হইয়া মহা বৃক্ষের ফল পরিত্যাগের ন্যায়, মস্তক পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে আরোহীর সহিত অশ্ব সকল নিহত হইয়া পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। পরিশেষে অবশিষ্ট সাদীগণ আহত হইয়া, যেরূপ মৃগগণ সিংহকে অবলোকন করিয়া প্রাণ-পরায়ণ হইয়া পলায়ন করে, সেই রূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবগণ সেই মহা সমরে শত্রুগণকে জয় করিয়া শঙ্খ ধ্বনি ও ভেরী বাদন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া দীন ভাবে মদ্ররাজ শল্যকে ইহা বলিলেন, হে প্রভু! ঐ দেখ, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যমজ অনুজ দ্বয়ের সহিত, আমাদিগের সাক্ষাতেই আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। হে মহাবাহু! আপনার অসহ্য বল বিক্রম লোকে বিশ্রুত আছে, অতএব যে প্রকার বেলাভূমি সমুদ্রকে প্রতিহত করে, তদ্রূপ আপনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিবারণ করুন।

প্রতাপবান্ শল্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথ সমূহ লইয়া, রাজা যুধিষ্ঠির যে স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন শল্যের অতি মহান্ সৈন্যকে মহাবেগে সহসা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ নিবারণ করিয়া অতি শীঘ্র দশ বাণে মদ্ররাজের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে

আঘাত করিলেন, এবং নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে সরলগামী সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন[৬৬-৭১]। মদ্ররাজও তাঁহাদিগের তিন জনকে তিন তিন বাণে আহত করিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষষ্টি শরে এবং নকুল সহদেবকে দুই দুই শরে আহত করিলেন। তদনন্তর অমিত্রজিৎ মহাবাহু ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখ প্রবিষ্টের ন্যায় মদ্র-রাজের বশবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন[৭২-৭৪]। তখন দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্বী হইয়া উত্তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে তাঁহাদিগের ঘোরতর অতি সুদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[৭৫]।

পঞ্চাধিক শততমঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষডধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎ পরে অতি মহাবলাক্রান্ত আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সুশাণিত শর নিংকরে সৈন্য সহিত পাণ্ডব দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন[১]। ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন[২-৩]। তৎপরে নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে পিতামহকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে যমদণ্ডোপম পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেনকেও তাদৃশ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন মহাগজকে তোত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় তাঁহারা দুই জন প্রত্যেকে তিন তিন বাণে ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোদ্ধা সকল শাণিত শরে

বধ্যমান হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল না[৪-৮]। সেই রূপ নানা দেশীয় সমাগত মহীপালগণও বিবিধ আয়ুধ হস্তে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন[৯]। পাণ্ডবেরা পিতামহকে চতুর্দ্দিগে পরিবেষ্টন করিলে, অপরাজিত ভীষ্ম, রথি মণ্ডলীতে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া[১০], অরণ্যে প্রদত্ত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, পর পক্ষ দহন করত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রথ সেই অগ্নির গৃহ, শরাসন শিখা, অসি, শক্তি ও গদা ইন্ধন এবং শরজাল স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ হইল। এতাদৃশ ভীষ্ম স্বরূপ অগ্নি, ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গৃধ্রপত্র সংযুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ অতিতেজন বাণ, কর্ণি, নালীক ও নারাচ সমূহে পাণ্ডব সৈন্য সমাচ্ছাদিত করিলেন। তিনি রথী দিগের রথ ধ্বজ সকল শাণিত শরে ছেদন করিয়া সমুদায় রথকে মুণ্ডিত তাল বনের ন্যায় করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রধান মহাবাহু ভীষ্ম রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্য-বিহীন করিলেন। হে ভরত কুল দীপ! অশনি ধ্বনির ন্যায় তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদায় প্রাণী প্রকম্পিত হইল। মহারাজ! আপনার পিতৃব্য-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেবল বিপক্ষের বর্ম্ম মাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। দেখিলাম, বেগবান্ তুরঙ্গ সংযুক্ত শতাঙ্গ সকল হত বীর হইয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। চেদি, কাশি ও করূষ দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সমরে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ, কাঞ্চন নির্ম্মিত ধ্বজে শোভমান ও তনুত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইলেন[১১-২০]। হে মহারাজ! দেখিলাম, শত শত সহস্র সহস্র রথের চক্র ও অন্যান্য অবয়ব এবং উপকরণ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল[২১]। বরূথের সহিত ভগ্ন রথ, নিপাতিত রথী, শর, বিচিত্র কবচ, অট্টিশ[২২],

গদা, ভিন্দিপাল; শাণিত শিলীমুখ, রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ, তূণ, ভগ্ন চক্র[২৩], বাহু, কার্ম্মুক, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক, তলত্র, অঙ্গুলিত্র, ধ্বজ ও বহুধা ছিন্ন চাপে বসুন্ধরা সমাকীর্ণা হইল। হে নরপাল! শত শত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ আরোহি-বিহীন ও গত-প্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সকলে ভীষ্ম বাণে প্রপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; মহাবীর পাণ্ডবেরা যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহা সৈন্য সকল মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যবান্ ভীষ্ম বাণে বধ্যমান হইয়া এরূপ সত্বর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, যে, দুই জনে একত্র ধাবমান হইল না। পাণ্ডবী সেনার রথ নাগ, অশ্ব ও ধ্বজ সকল পতিত হইতে লাগিল, তাহারা অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈব প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয় সখা প্রিয় সখাকে বিনাশ করিতে লাগিল। দেখিলাম, পাণ্ডব সৈন্যদিগের অনেকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের রথ কূবর উদ্‌ভ্রান্ত হইল, তাহারা গো যূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! যদুকুল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব সৈন্য প্রভগ্ন অবলোকন করিয়া রথ সত্তমের গতি নিবৃত্তি করত পৃথানন্দন বীভৎসুকে বলিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে, তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে[২৪-৩৩]। এই সময়ে ভীষ্মকে বিনাশ কর; নচেৎ তোমাকে মোহ প্রাপ্ত হইতে হইবে। হে বীর! তুমি বিরাট নগরে সেই রাজাদিগের সমাগম কালে সঞ্জয়ের সমীপে বলিয়াছিলে, যে, "দুর্য্যোধনের ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সৈনিক বর্গ ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি তাহার নিমিত্তে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকে অনুচর বর্গের সহিত আমি নিহত করিব"; হে অরিন্দম

কুন্তী-নন্দন! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া চিন্তা রহিত হইয়া তোমার সেই বাক্য সত্য কর।

বীভৎসু, বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অধোমুখে কৃষ্ণের প্রতি তির্য্যক্ ভাবে অবলোকন করিয়া যেন অনিচ্ছু হইয়া এই কথা কহিলেন, অবধ্য দিগের বধ করিয়া নরক জনক রাজ্য লাভ করা, আর বনবাস জনিত দুঃখ ভোগ করা, এ দুই কল্পই সমান; এক্ষণে কোন্ কল্প কর্ত্তব্য? সে যাহা হউক, আমি তোমার বাক্য পালন করিব; যেস্থানে ভীষ্ম অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে অশ্ব চালনা কর, দুর্দ্ধর্ষ কুরু পিতামহকে নিপাতিত করিব।

হে নৃপ! তদনন্তর বাসুদেব, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্ম সমীপে রজতবর্ণ রথাশ্ব চালিত করিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির পক্ষ মহৎ সৈন্য মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি রণোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে কুরু প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ সহকারে শর বর্ষণে ধনঞ্জয়ের রথ সমাকীর্ণ করিলেন। তাঁহার অধিক শর বর্ষণে ক্ষণ কাল মধ্যে অশ্ব ও সারথির সহিত সেই রথ দৃষ্টি পথের অতীত হইল। বসুদেব-নন্দন তখন ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত অশ্বদিগকে অব্যগ্র চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চালনা করিলেন। তৎপরে পার্থ জলদ তুল্য শব্দকারী শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহে ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুরুপ্রবর আপনার পিতার শরাসন ছিন্ন হইলে তিনি পুনর্ব্বার অন্য এক জলদ তুল্য শব্দকারী মহৎ শরাসন নিমেষ মধ্যে জ্যা যুক্ত করিয়া দুই হস্তে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩৪-৪৭], কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া শান্তনু-সুত, শত্রুতাপন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "হে মহাবাহু! সাধু! সাধু! হে কুন্তীসুত! সাধু!" এই রূপ বাক্যে অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রশংসা করিলেন[৪৮-৫৯]।

তিনি অর্জ্জুনকে ঐরূপে সম্ভাবণ করিয়া অপর এক মনোহর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথোপরি শর সমূহ মোচন করিলেন[৫০]। বাসুদেব মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত সেই শর সমূহ ব্যর্থ করত অশ্ব যানে পরম ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন[৫১]। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে ভীষ্ম শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শৃঙ্গোল্লিখিত, অঙ্কিত ও ভয় জনিত ত্বরান্বিত গোবৃষ দ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন[৫২]।

মহারাজ! অর্জ্জুন মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম সমরে নিরন্তর শর বর্ষণ করিতেছেন। তিনি উভয় সেনার মধ্যে তপন্ত আদিত্য তুল্য হইয়া পাণ্ডব সৈন্যের প্রধান প্রধান বীরদিগকে নিহত করিতেছেন, এমন কি, যুধিষ্ঠির সৈনিক দিগের প্রতি যেন যুগ প্রলয় করিতেছেন অবলোকন করিয়া মধুকুল-তিলক বীর-শত্রুহন্তা সর্ব্বকার্য্যক্ষম মহাবাহু বাসুদেব আর সহ্য করিতে না পারিয়া; পার্থের রজত সবর্ণ ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া রথোত্তম হইতে অবতরণ করিলেন[৫৩-৫৬]। অপরিমিত-দ্যুতিমান্ জগৎ প্রভু তেজস্বী বল-সম্পন্ন কৃষ্ণ ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন ও হননেচ্ছু হইয়া পদভরে যেন পৃথিবী বিদারণ করত মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া ভুজ রূপ আয়ুধের অবলম্বনে প্রতোদ হস্তে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন[৫৭-৫৮]। মহারাজ! সংগ্রামে মাধবকে ভীষ্মের সমীপে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষীয় মনুষ্য দিগের চিত্ত একেবারে ত্রস্ত হইয়া গেল[৫৯]। তৎকালে বাসুদেবের ভয়ে মনুষ্য গণের কথিত "ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" এই রূপ উচ্চ বাক্য স্থানে স্থানে শ্রুত হইতে লাগিল[৬০]। যেমন মেঘ বিদ্যুৎ মালায় শোভমান হয়, সেই রূপ শ্যামল মণি বর্ণ জনার্দ্দন পীত কৌশেয় বসন পরিধানে ধাবমান হইয়া শোভিত হইলেন[৬১]। যেরূপ যূথপতি সিংহ নিনাদ সহকারে শ্রেষ্ঠ মাত-

ঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ যদুকুলপতি বাসুদেব নিনাদ করিতে করিতে কুরুপ্রধান ভীষ্মের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন[৬২]।

বীরবর ভীষ্ম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে অসম্ভ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে অবলোকন করিয়া বিপুল শরাসন বিকর্ষণ করত অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আগচ্ছ, আগচ্ছ; হে দেবদেব! তোমাকে আমার নমস্কার[৬৩-৬৪]। হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমাকে তুমি এই মহারণে নিপাতিত কর। হে বিশুদ্ধাত্মন্! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে সমরে নিহত করিলে লোকে আমার সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয় হইবে, অদ্য আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইব[৬৫-৬৬]। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি তোমার দাস, আমাকে তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রহার কর।

তৎ পরেই মহাবাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া কেশবের পশ্চাৎ দ্রুত বেগে গমন পূর্ব্বক বাহু দ্বয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। রাজীব-লোচন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও অর্জ্জুনকে গ্রহণ করিয়াই বেগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণের নবম পদ গমনের পর দশম পদ গমন সময়ে বীর শত্রুহন্তা পার্থ বল পূর্ব্বক তাঁহার চরণ দ্বয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিলেন। অনন্তর সখা অর্জ্জুন কাতর হইয়া ক্রোধাকুল-লোচন ও সর্প সদৃশ নিশ্বসন্ত কৃষ্ণকে প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কেশব! নিবৃত্ত হও। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে 'আমি যুদ্ধ করিব না' সেই বাক্য মিথ্যা করিও না। তুমি যুদ্ধ করিলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদি বলিবে[৬৭-৭২]। হে মাধব! আমার প্রতি সমস্ত ভার আছে, আমিই পিতামহকে নিপাতিত করিব। হে শত্রুকর্ষণ! আমি শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, শত্রুপক্ষ যে প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি করিব। তোমার, অদ্যই মহা-

রথ দুর্জ্জেয় ভীষ্মকে প্রলয় কালে অপূর্ণ নিশাকরের ন্যায় আমা কর্ত্তৃক যদৃচ্ছা ক্রমে পাত্যমান দেখিবার সম্ভাবনা।

ক্রোধাবিষ্ট মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছু মাত্র না বলিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে রথস্থ হইলে, শান্তনুনন্দন যেমন জলধর দুই পর্ব্বতে জল বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার শিশির কালান্তে সূর্য্য, কিরণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ গ্রহণ করেন, সেইরূপ আপনার পিতা দেবব্রত, শর দ্বারা যোধগণের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যে প্রকার কুরু সৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, আপনার পিতাও সেই প্রকার পাণ্ডব সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব দিগের সৈন্য হত ও পলায়মান হইলে তাঁহারা নিরুৎসাহ ও বিকৃত চিত্ত হইয়া অতুল্যবীর ভীষ্মকে সমরে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না, অলৌকিক বিক্রম ভীষ্ম কর্ত্তৃক শত শত সহস্র সহস্র বার বধ্যমান ও ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃ প্রতপ্ত দেখিতে লাগিলেন। হে ভারত! পাণ্ডব সৈন্য সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া, পঙ্কনিমগ্ন গোযূথের ন্যায়, পীড়িত পিপীলিকার ন্যায়, বলবানের সংগ্রামে দুর্ব্বলের ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না[৭৩-৮৩]। শর সমূহ সংযুক্ত দুষ্কম্পনীয় মহারথ ভীষ্ম রূপ অগ্নি, শর শিখা দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় আতপপ্রদ হইয়া নরেন্দ্র দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না[৮৪]। এই রূপে যখন তিনি পাণ্ডব সেনা মর্দ্দন করিতেছিলেন, তখন সহস্র রশ্মি আদিত্য অস্তগত হইলেন, অনন্তর শ্রমার্ত্ত সৈন্যগণের চিত্ত অবহারের প্রতি প্রবৃত্ত হইল[৮৫]।

ষডধিক শত তম অধ্যায় ও নবম দিবস যুদ্ধ সমাপ্ত॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে ভাস্কর অস্তগত হইলে নিদারুণ সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল, আর যুদ্ধ ব্যাপার নয়ন গোচর হইল না[১]। রাজা যুধিষ্ঠির, সন্ধ্যা কালে স্ব পক্ষ সৈন্য-দিগকে ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান, ভয়-বিহ্বল ও রণ পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে ও মহারথ ভীষ্মকে সংরব্ধ হইয়া সৈন্য পীড়ন করিতে এবং মহারথ সোমক দিগকে পরাজিত ও নি-রুৎসাহ অবলোকন করিয়া চিন্তা পূর্ব্বক সৈন্য দিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন[২.৪]। রাজা যুধিষ্ঠির অবহার করিলে, আপ-নার পক্ষ সৈন্যদিগেরও অবহার হইল[৫]। হে কুরুপ্রবর! মহারথগণ সমরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সৈন্যদিগের অবহার করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন[৬]। ভীষ্মবাণ পীড়িত পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সমর কৃত্য চিন্তা করিয়া তখন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না[৭]। হে ভরত-নন্দন! ভীষ্মও সমরে সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়া আ-পনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান ও পূজ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে হৃষ্ট রূপ কুরুগণের সহিত শিবির নিবেশ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব-প্রাণি সম্মোহিনী সর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল[৮.৯]।

সেই ঘোর রজনী-মুখ সময়ে দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবং-শীয় দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে উপবিষ্ট হইলেন[১০]। মন্ত্রণাভিজ্ঞ সেই সকল মহাবল গণ অব্যগ্র চিত্ত হইয়া আপনাদিগের সময়োচিত শ্রেয় নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন[১১]। পরে রাজা যুধিষ্ঠির বহু ক্ষণ মন্ত্রনা করিয়া বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই বাক্য বলি-লেন[১২], কৃষ্ণ! দেখিলে, ভীম পরাক্রম ভীষ্ম মাতঙ্গের নল বন মর্দ্দ-নের ন্যায় আমার সৈন্য মর্দ্দন করিতেছেন[১৩]। উনি প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় আমার সৈন্য লেহন করিতেছেন, ঐ মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করি-

তেও আমরা উৎসাহ করিতে পারি না[১৪]। রণ স্থলে প্রতাপবান্ তীক্ষ্ণ শস্ত্রধারী ভীষ্ম, ক্রুদ্ধ ও বিষপূর্ণ ভয়ঙ্কর মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহ মোচন করিতে থাকেন। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত পুরন্দর, পাশধারী বরুণ ও গদাপাণি কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারা যায় না[১৫-১৭], অতএব হে কৃষ্ণ! আমি আত্ম বুদ্ধি দৌর্ব্বল্য হেতু সমরে ভীষ্ম নিমিত্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইলাম[১৮]। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদিগকে হনন করিতেছেন, অতএব আমার আর যুদ্ধে অভিরুচি হয় না, আমি বনে গমন করি, আমার অরণ্যে গমনই শ্রেয়[১৯]। যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নিতে ধাবমান হইয়া কেবল মৃত্যু-কেই প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমি ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়াছি[২০]। হে বৃষ্ণিকুল-পাবন! আমি রাজ্য হেতু পরাক্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমার শূর ভ্রাতৃগণও শর নিকরে নি-তান্ত পীড়িত হইয়াছেন[২১]। উহাঁরা ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত আমার নি-মিত্তেই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বন গমন করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণাও আমারই নিমিত্তে ক্লেশ পাইতেছেন[২২]। সং-প্রতি জীবনকে বহু ও দুর্ল্লভ বলিয়া মানিতেছি; এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিত কালে অনুত্তম ধর্ম্মাচারণ করিব[২৩]। হে মাধব! আমার ভ্রাতারা ও আমি যদি তোমার অনুগ্রাহ্য হই, তাহা হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বিরোধ না হয়, এমন হিত কর কর্ম্ম বল, যে তাহার অনু-ষ্ঠান করি[২৪]।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই প্রকার বহু বাক্য বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিয়া কারুণ্য প্রযুক্ত তাঁহাকে সান্ত্বনা করত প্রত্যুত্তর করিলেন[২৫], হে সত্য-প্রতিজ্ঞ ধর্ম্ম-নন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার ভ্রাতৃ গণ শৌর্য্য-সম্পন্ন, শত্রুসূদন ও দুর্জ্জেয়[২৬]; অর্জ্জুন ও ভীমসেন বায়ু

ও অগ্নিসম তেজস্বী, মাদ্রী পুত্র নকুল ও সহদেব এতাদৃশ বল বিক্রান্ত, যে, উহাঁরা প্রায় দেবগণের উপরও প্রভুত্ব করিতে পারেন[২৭]। হে পাণ্ডুসুত! আমার সহিত আপনার যে সৌহার্দ্দ আছে, তৎপ্রযুক্ত আপনি আমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। মহারাজ! আপনি আমাকে নিযুক্ত করিলে আমি মহীযুদ্ধে কি না করিতে পারি[২৮]; যদি অর্জ্জুন ভীষ্মকে বধ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে আমি ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষ দিগের সাক্ষাতে পুরুষপ্রধান ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া নিপাতিত করিব[২৯]। হে পাণ্ডু-পুত্র! যদি বীর ভীষ্ম নিহত হইলেই আপনি জয় লাভ করেন, তাহা হইলে অদ্য আমি কুরু বৃদ্ধ ভীষ্মকে এক রথেই নিহত করিব[৩০]। হে নরনাথ! যুদ্ধে আমার মহেন্দ্র সম বিক্রম অবলোকন করিবে—আমি মহাস্ত্র সকল মোচন কারী ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব[৩১]। যে ব্যক্তি পাণ্ডব দিগের শত্রু, সে আমারও শত্রু; যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আপনারও শত্রু তাহার সন্দেহ নাই[৩২]। হে মহীপতে! আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুনের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, বিশেষত উনি আমার সখা ও শিষ্য, আমি উহার নিমিত্ত আমার শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিতে পারি[৩৩]; ঐ নরসিংহও আমার নিমিত্তে জীবন পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের পরস্পর এই রূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ করিব[৩৪]। অতএব, হে রাজেন্দ্র! যে প্রকার আমি যুদ্ধ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। কিন্তু পার্থ পূর্ব্বে উপপ্লব্য-নগরে লোক সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ভীষ্মকে নিহত করিব' ধীমান্ পার্থের ঐ বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্যহেতু উনি আমাকে অনুজ্ঞা করিলে আমি তাহা অবশ্যই করিব, সন্দেহ নাই। অথবা পার্থই পর-পুরঞ্জয় ভীষ্মকে সমরে নিহত করুন; উহাঁর পক্ষে এই ভার অপ-

বিস্মিত নহে, যেহেতু উনি সমরে সমুদ্যত হইলে অন্যের অসাধ্য কর্ম্মও করিতে পারেন[৩৫-৩৮]। উনি দৈত্য দানবগণের সহিত সমুদ্যুক্ত দেবগণকেও সমরে বিনষ্ট করিতে পারেন, ইহাতে ভীষ্মকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি[৩৯]? মহাবীর ভীষ্ম ত বিপরীত-ভাবাপন্ন, গতসত্ত্ব ও অল্পবুদ্ধি হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই[৪০]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! হে মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থই বটে, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমার বল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে[৪১]। তুমি পুরুষ-সিংহ, তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান করিতেছ; তখন নিয়তই আমার যথাভিলষিত বিষয় লাভ হইবে[৪২]। হে জয়শীল-প্রবর গোবিন্দ! আমি যখন তোমাকে সহায় পাইয়াছি, তখন ইন্দ্রের সহিত দেবগণকেও জয় করিতে পারি, তাহাতে মহারথ ভীষ্ম কোন্ তুচ্ছ[৪৩]? কিন্তু, হে মাধব! তুমি বলিয়াছিলে, 'যুদ্ধ করিব না,' এক্ষণে আমি স্বার্থ গৌরব-নিবন্ধন তোমারে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে উৎসাহ করি না; অতএব তুমি যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে উচিত মত সাহায্য কর[৪৪]। ভীষ্ম আমার সকাশে যুদ্ধ বিষয়ক এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে "তোমার হিত নিমিত্তে আমি সুমন্ত্রণা প্রদান করিব, কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না[৪৫]; অপিচ, দুর্য্যোধন নিমিত্ত যুদ্ধ করিব, ইহা সত্য জানিবে," অতএব হে প্রভু মাধব! তিনি আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন[৪৬]। হে মধুসূদন! তাঁহার রথের উপায় নিমিত্ত চল আমরা সকলে তোমার সহিত তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার গমন করি[৪৭]। হে সর্ব্বময়! হে বৃষ্ণিনন্দন! আমরা সকলে মিলিত হইয়া অবিলম্বে নরোত্তম কুরুবর ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি[৪৮]। তিনি আমাদিগকে হিতকর ও সত্য বাক্য

বলিবেন। তিনি যেরূপ বলিবেন, সেই রূপ করিব[৪৯]। হে মাধব! আমরা বাল্য কালে পিতৃহীন হইলে তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই দৃঢ়ব্রত দেবব্রত পিতামহ অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া জয় প্রদান করিবেন[৫০]। যখন পিতার পিতা বরিষ্ঠ প্রিয়তম সেই পিতামহকে নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্ থাকুক[৫১]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমারও মনোগত[৫২]। সুরতরঙ্গিণীসুত কৃতী দেবব্রত ভীষ্ম বিপক্ষকে সমরে অবলোকন করিয়াই দগ্ধ করিতে পারেন, অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আপনি গমন করুন[৫৩]। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যথার্থই বিশেষ রূপে বলিবেন, অতএব চলুন, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গমন করি[৫৪]। আমরাও সেই শান্তনু-নন্দন বৃদ্ধের সমীপে গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে তিনি আমাদিগকে যেরূপ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তদনুসারেই আমরা বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করিব[৫৫]। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ! বীর পাণ্ডবগণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া আয়ুধ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া ভীষ্ম-শিবিরের প্রতি গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মস্তকাবনতি দ্বারা ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন[৫৬.৫৭]। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা প্রণতি করিয়া পূজা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন[৫৮]।

কুরুপিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য

আমাকে করিতে হইবেক, তাহা বল, সেই কার্য্য যদি অতি দুষ্করও হয়, তথাপি সর্ব্ব প্রযত্নে আমি করিব।

গঙ্গানন্দন পুনঃপুন ঐ রূপ প্রীতিযুক্ত বাক্য কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কি প্রকারে যুদ্ধে জয় লাভ করি? কি প্রকারেই বা রাজ্য প্রাপ্ত হই[৫৯-৬২]? এবং কি রূপেই বা প্রজা ক্ষয় না হয়, আপনি ইহার উপায় বলুন। হে বীর! আমরা আপনাকে সমরে কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারি না, অতএব আপনি স্বয়ংই আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন। পিতামহ! সংগ্রামে আপনার শরাসন সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, রণ স্থলে আপনার অণু প্রমাণও রন্ধ্র নয়ন গোচর হয় না। হে মহাবাহো! আপনি সূর্য্যের ন্যায় রথে অবস্থিত হইয়া যে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান এবং কখন্ই বা শরাসন বিকর্ষণ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। হে ভরত-প্রধান! হে পরবীরহন্! আপনি যখন রথ অশ্ব নর নাগ হনন করিতে থাকেন, তখন আপনাকে জয় করিতে কোন্ পুরুষ উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনি সমরে শর বর্ষণ করিয়া অনেক প্রাণি হত্যা করিয়াছেন, আমার মহতী সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকারে আপনাকে আমরা সমরে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমার রাজ্য লাভ হয়, এবং যে রূপে আমার সৈন্যদিগের মঙ্গল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

হে পাণ্ডু-পূর্ব্বজ! তদনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ কুন্তী-সুত! আমি জীবিত থাকিতে যুদ্ধে তোমার কোন প্রকারে জয় হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা আমি সত্য বলিলাম[৬৩-৭০]। আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারি-

বে। অতএব যদি তোমরা যুদ্ধে জয় লাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমারে শীঘ্র প্রহার করিবে[৭১]। হে পার্থগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা সুখে আমাকে প্রহার করিবে। আমি যে এই রূপে তোমাদিগের বিদিত হইলাম, ইহা সুকৃত বলিয়া মানিলাম[৭২]। আমি নিহত হইলেই কুরু পক্ষ সমস্ত নিহত হইবে, অতএব আমি যেরূপ বলিলাম, তোমরা সেই রূপ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সমরে ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন যমরাজ দণ্ড হস্তে আগমন করিয়াছেন; অতএব আপনাকে কি প্রকারে যুদ্ধে পরাজিত করিব, তাহার উপায় বলুন। দেবরাজ, যমরাজ ও বরুণকেও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু আপনাকে সমরে পরাজিত করিতে পারা যায় না। অপিচ ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আপনাকে সমরে জয় করিতে সমর্থ নহেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, আমি সমরে সযত্ন হইয়া কার্ম্মুকবর গ্রহণ পূর্ব্বক শস্ত্রধারী হইলে, ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না[৭৩ ৭৪]। আমি শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন। শস্ত্র ত্যাগী, পতিত, বিমুক্ত কবচ, বিমুক্ত ধ্বজ, পলায়মান, ভীত, তোমারই আমি এই রূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজাতীয় নাম ধারী, বিকল, একপুত্রক, নিঃসন্তান ও পাপী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমার পূর্ব্ব-কৃত সংকল্প শ্রবণ কর[৭৭-৭৯], কাহারো অমঙ্গল্য ধ্বজ অবলোকন করিলে, আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। দ্রুপদরাজার পুত্র যুদ্ধ-জয়ী, শূর, সমর ক্রোধী, মহারথ শিখণ্ডী, যিনি তোমার সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ

হইয়াছেন, ইহার বিবরণ তোমরাও সমুদায় আনুপূর্ব্বিক অবগত আছ। অর্জ্জুন বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথ ধ্বজ অমঙ্গল্য, বিশেষত উনি পূর্ব্বে স্ত্রী রূপ ছিলেন, সুতরাং আমি শস্ত্র-ধারী হইয়া উহাঁকে কোন প্রকারে প্রহার করিতে অভিলাষ করি না। হে ভরত-প্রবর! পাণ্ডু-পুত্র ধনঞ্জয় ঐ শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শর নিকরে সত্বর আমাকে আঘাত করিবেন। আমি সমরে সমুদ্যত হইলে, মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত যে কেহ আমাকে নিহত করে, জগতে এমন কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না। অতএব ঐ ধনঞ্জয় যত্ন সহকারে সশর গাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডীকে আমার সম্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপাতিত করিবেন, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে[৮০-৮৭]। হে কুন্তী-নন্দন! আমি যেরূপ বলিলাম, তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সমরে সমাগত ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে পরাজিত করিতে পারিবে[৮৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর পৃথা-নন্দনেরা কুরু পিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন[৮৯]। গঙ্গা-নন্দন ভীষ্ম পর লোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সেই রূপ উক্ত করিলে অর্জ্জুন দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া লজ্জা সহকারে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন[৯০], হে মাধব! কুরু-বৃদ্ধ প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ধীমান্ গুরু পিতামহের সহিত সমরে আমি কি প্রকারে যুদ্ধ করিব[৯১]? হে বাসুদেব! আমি বাল্য কালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-ধূষরিত-গাত্র হইয়া ঐ মহামনা মহাত্মার ক্রোড়ে উঠিয়া ধূলি দ্বারা উহাঁর অঙ্গ মলিন করিয়াছি[৯২]। হে গদাগ্রজ! উনি আমার পিতা পাণ্ডুর পিতা; আমি বাল্যাবস্থায় উহাঁর

অঙ্কে অধিরোহণ করিয়া উহাঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তাহাতে উনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে ভরতকুল-প্রদীপ! আমি তোমার পিতা নহি, আমি তোমার পিতার পিতা' এমত স্থলে আমি উহাঁকে কি রূপ বধ করিব[৯৩-৯৪]? আমার সৈন্য সকল ইচ্ছাক্রমে উহাঁকে প্রহার করুক, আমি ঐ মহাত্মার সহিত সংগ্রাম করিব না; ইহাতে আমার জয়ই হউক, বা বিনাশই হউক। কৃষ্ণ! আমি এই বিবেচনা করি, ইহাতে তোমার মত কি[৯৫]?

বাসুদেব কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া 'ভীষ্মকে সমরে বধ করিব' বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে কি রূপে উহাঁকে বধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পার[৯৬]? হে পার্থ! তুমি যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় গঙ্গানন্দনকে যুদ্ধে রথ হইতে পাতিত কর; উহাঁকে বধ না করিলে তোমার যুদ্ধে জয় হইবে না[৯৭]। উহার এই রূপ মৃত্যু হইবার বিষয় পূর্ব্বে দেবতারা নিশ্চয় করিয়াছেন; পূর্ব্ব কালে যে প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, অবশ্যই সেই প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না[৯৮]। যুদ্ধে ব্যাদিতানন যম সদৃশ দুরাধর্ষ ঐ ভীষ্মকে নিহত করিতে তোমা ব্যতীত অন্য কেহই সমর্থ হইবে না; অপিচ স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও উহাকে বধ করিতে পারিবেন না[৯৯]। তুমি সুস্থির হইয়া ভীষ্মকে নিপাতিত কর, এই বিষয়ে মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি পূর্ব্ব কালে ইন্দ্রকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই আমার নিকট শ্রবণ কর[১০০], "নানা সদ্‌গুণান্বিত জ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিও আততায়ী হইলে অথবা অন্য কেহ প্রাণের হন্তা হইলে তাহাকে নিহত করা বিধেয়[১০১]। হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম নিশ্চিত আছে যে, অসূয়া-রহিত ক্ষত্রিয়েরা শত্রু সহ যুদ্ধ করিবে, প্রজা রক্ষা করিবে এবং যজ্ঞ করিবে[১০২]।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীষ্মের নিশ্চয় নিহন্তা হইবেন,

কেন না ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অবলোকন করিয়াই সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন[১০৩]। অতএব আমি এই বিবেচনা করি যে, আমরা ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিব, এই উপায়েই তাঁহাকে নিপাতিত করিব[১০৪]। আমি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর দিগকে শর নিকরে নিবারণ করিব, আর শিখণ্ডী যোধপ্রধান ভীষ্মকেই প্রহার করিবেন[১০৫]। কুরুপ্রধান ভীষ্মের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, "শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা হইয়া পরে পুরুষ হইয়াছেন, এই হেতু আমি শিখণ্ডীকে নিহত করিব না[১০৬]।"

মাধব সহ পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্মের অনুমতি ক্রমে ঐ রূপ নিশ্চয় করিয়া আনন্দিত চিত্তে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন[১০৭]।

সপ্তাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শিখণ্ডী সমরে গঙ্গা-নন্দনের প্রতি কি প্রকারে অভিমুখীন হইলেন, এবং ভীষ্মই বা কি রূপে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে সূর্য্যোদয় কালে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে থাকিলে, সর্ব্ব শত্রুনিবর্হণ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া সমর যাত্রা করিলেন। হে নরপাল! শিখণ্ডী সেই সর্ব্ব সৈন্য সজ্জিত ব্যূহের অগ্রে রহিলেন[২-৪]। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাহার চক্র রক্ষক, দ্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ সুভদ্রা-নন্দন তাহার পৃষ্ঠ রক্ষক এবং মহারথ সাত্যকি ও চেকিতান তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। পাঞ্চাল্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন; তৎ পশ্চাৎ

অবস্থিত হইলেন[৫-৬]। হে ভরত-প্রবর! তৎ পশ্চাৎ প্রভু রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিতে লাগিলেন[৭]। তৎ পশ্চাৎ বিরাট নৃপতি স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দ্রুপদ অভিদ্রুত হইলেন[৮]। কৈকেয় রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু সেই পাণ্ডব সৈন্য বূ্যহের জঘন প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন[৯]। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ মহা সৈন্যগণকে এই রূপ ব্যূহিত করিয়া স্ব স্ব জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরে আপনার সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন[১০]।

হে নরপাল! কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন[১১]। আপনার অতি মহাবল দুর্জ্জয় পুত্রেরা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও তাঁহার মহাবল পুত্র অশ্বত্থামা এবং তৎ পশ্চাৎ গজ সৈন্যে পরিবৃত ভগদত্ত গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভগদত্তের অনুগামী হইলেন[১২-১৩]। তৎ পশ্চাৎ বলবান্ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ প্রয়াণ করিলেন। মগধরাজ জয়ৎসেন, সুবলপুত্র শকুনি, বৃহদ্বল ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর নৃপগণ আপনার সৈন্যের জঘন স্থান রক্ষা করত গমন করিলেন[১৪-১৫]। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস ব্যূহের মধ্যে অন্যতর ব্যূহ এক এক দিবসে নির্ম্মাণ করিতেন[১৬]।

হে ভারত! তদনন্তর উভয় পক্ষ যোদ্ধার যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিহত করিয়া যম রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন[১৭]। অর্জ্জুন-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া বিবিধ শর বিকিরণ করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন[১৮]। ভীমসেন আপনার সৈন্যদিগকে শর নিকরে তাড়িত করিলে, তাহারা রুধিরৌঘে

পরিক্লিন্ন হইয়া পর লোকে গমন করিতে লাগিল[১৯]। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, আপনার সৈন্য সমীপে গমন করিয়া তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক পীড়ন করিতে লাগিলেন[২০]। আপনার পক্ষীয় গণ পাণ্ডব পক্ষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পাণ্ডবদিগের মহা সৈন্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না[২১]। তাহারা মহারথ গণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বধ্যমান ও তাড্যমান হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল[২২]। তাহারা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক শাণিত শর সমূহে বধ্যমান হইয়া কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না[২৩]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পরাক্রমশীল ভীষ্ম, সৈন্যদিগকে পার্থগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান নিরীক্ষণ করিয়া সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[২৪]। হে বিশুদ্ধ-চরিত! শত্রুতাপন বীর ভীষ্ম কি প্রকারে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইয়া সোমক দিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[২৫]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রের সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে আপনার পিতা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপনার সমীপে কীর্ত্তন করিতেছি[২৬]। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার পুত্রের সৈন্য নিহত করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন[২৭]। হে নরনাথ! ভীষ্ম তখন নর বারণ বাজি সঙ্কুল স্ব সৈন্যদিগের বিপক্ষ কর্ত্তৃক সংহার আর সহ্য করিলেন না[২৮]। মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জয় ভীষ্ম, আপনার জীবন পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক অস্ত্র সকল পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচ জন গৃহীতাস্ত্র যত্ন-পরায়ণ প্রধান মহারথকে সমরে নিবারিত করিয়া বীর্য্য ও অমর্ষ দ্বারা প্রেরিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ

দ্বারা তাহাদিগকে ও অপরিমিত বহু হস্তী ও অশ্ব নিহত করিলেন।
পর পক্ষীয় জয়াকাঙ্ক্ষী রথিদিগকে রথ হইতে, সাদীদিগকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে, গজারোহী দিগকে গজ পৃষ্ঠ হইতে এবং সমাগত পদাতিদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যে প্রকার অসুরগণ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা ত্বরমাণ মহারথ ভীষ্মের সমরে সম্মুখীন হইলেন। তখন ভীষ্মকে ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অশনি সম স্পর্শ শাণিত শর সকল সর্ব্ব দিকেই মোচন করিতে নয়ন গোচর হইতে লাগিল। তাঁহার যুদ্ধ কালে ইন্দ্র ধনুকের তুল্য মহৎ ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! আপনার পুত্রেরা সমরে তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন। যেমন অমরগণ বিপ্রচিত্তি অসুরকে রণ স্থলে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা উন্মনা হইয়া সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন যুধ্যমান আপনার পিতা ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ব্যাদিত-মুখ অন্তকের ন্যায় অবলোকন করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না[২৯ ৩৯]। যে প্রকার অগ্নি কানন দগ্ধ করে, সেই প্রকার তিনি দশম দিবসের যুদ্ধে শাণিত শর সমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর রথ সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন[৪০]। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ ও কাল বিহিত অন্তক সদৃশ ভীষ্মের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন[৪১]। ভীষ্ম তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও যেন অনিচ্ছা পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে শিখণ্ডীকে এই বাক্য বলিলেন[৪২], তুমি ইচ্ছা ক্রমে আমার প্রতি শর ক্ষেপ কর, কিম্বা না কর, আমি কোন প্রকারে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, বিধাতা তোমাকে যে স্ত্রী রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনী[৪৩]।

শিখণ্ডী তখন তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া

স্বক্ক লেহন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন[৪৪], হে মহাবাহো! তুমি যে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় কারী, ইহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি, পরশু রামের সহিত তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ করিয়াছি[৪৫] এবং তোমার অলৌকিক প্রভাবও শ্রবণ করিয়াছি; তোমার এতাদৃশ প্রভাব জ্ঞাত হইয়াও অদ্য আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব[৪৬]। হে সৎপুরুষ-প্রবর! তোমার সাক্ষাতে সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি যে আমি আপনার ও পাণ্ডবদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে অদ্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত করিব, আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া তুমি স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য কর[৪৭-৪৮]। হে রণজয়ী ভীষ্ম! তুমি ইচ্ছানুসারে আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর বা না কর, তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট মুক্ত হইতে পারিবে না, অতএব এক্ষণে তুমি এই লোক সমুদায়কে উত্তম রূপে অবলোকন কর, আর পুনর্ব্বার অবলোকন করিতে পাইবে না[৪৯]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শিখণ্ডী ভীষ্মকে এই রূপ বাক্য বাণে ব্যথিত করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন[৫০]। মহারথ সব্যসাচী ধনঞ্জয় শিখণ্ডীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'এই ভীষ্ম বধের সময়' ভাবিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন[৫১], হে মহাবাহো! আমি শত্রু পক্ষ বিদ্রাবিত করিয়া তোমার অনুগামী হইব, তুমি সংরব্ধ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর[৫২]। মহাবল ভীষ্ম তোমাকে পীড়া প্রদান করিতে পারিবেন না, অতএব অদ্য তুমি যত্ন পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও[৫৩]। যদি তুমি ভীষ্মকে বিনষ্ট না করিয়া গমন কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে[৫৪]। হে বীর! হে বীর! যাহাতে আমরা উভয়ে এই মহারণে লোকের হাস্যাস্পদ না হই, এমত যত্ন কর,—পিতামহকে সমরে সংহার কর[৫৫],

হে মহাবল! আমি সমরে সমুদায় রথীকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি ভীষ্মের বধ-সাধন কর[৫৬]। দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ[৫৭], অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ[৫৮], সোমদত্ত-পুত্র, রাক্ষস শূর ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র, এবং ত্রিগর্ত্তরাজ, এই সকল বীর ও অন্যান্য সমুদায় মহারথদিগকে আমি বেলা ভূমি কর্ত্তৃক সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিব, এবং মহাবলবান্ যুধ্যমান সমস্ত কৌরব দিগকেও এক কালে নিবারিত করিব, অতএব তুমি পিতামহকে সমরে সংহার কর[৫৯.৬০]।

অষ্টাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

চতুরধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাঞ্চালরাজ-নন্দন শিখণ্ডী সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যতব্রত ধর্ম্মাত্মা গঙ্গা-পুত্র পিতামহকে কি প্রকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন[১]? পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সেই সময়ে কোন্ কোন্ মহারথ ত্বরমাণ ও জিগীষা পরবশ হইয়া উদ্যতায়ুধ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন[২]? শান্তনুপুত্র মহাবীর্য্য ভীষ্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন[৩]? শিখণ্ডী যে অভিমুখীন হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শিখণ্ডী যখন ভীষ্মের প্রতি শর-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ভীষ্মের রথ তো ভগ্ন হয় নাই? কিম্বা শরাসন তো বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই[৪]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধ্যমান ভীষ্মের রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হয় নাই, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে শত্রু পক্ষ বিনাশ করিতেছিলেন। আপনার পক্ষীয় অনেক শত সহস্র মহারথ,

গজযোধী ও সাদী সুসজ্জিত হইয়া পিতামহকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিল[৫-৭]। হে কৌরব! সমর-বিজয়ী ভীষ্ম, স্বকীয় প্রতিজ্ঞানুসারে সমরে নিরন্তর পাণ্ডবগণের সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন[৮]। সেই মহাধনুর্দ্ধর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন শর জালে শত্রুদলকে দলন করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডব বা পাঞ্চাল গণ সকলে তাঁহার বিক্রম বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, সেই সকল বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র সুশাণিত শর বিকিরণ করিয়াও তাহাদিগের বিক্রমও ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, যেহেতু পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সেই মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ভীষ্মকে সমরে পরাজিত করিতে তাঁহাদিগের সামর্থ্য হইল না[৯-১১]।

হে মহারাজ! তদনন্তর অপরাজিত সব্যসাচী ধনঞ্জয় সমুদায় রথীকে ত্রাসিত করত তথায় গমন করিলেন[১২]। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃপুন ধনুর্বিক্ষেপ করত শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া কালের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন[১৩]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সেই শব্দে আপনার সৈন্য সকল ত্রাসান্বিত হইয়া, যেমন সিংহ শব্দে মৃগগণ ভয়ান্বিত হইয়া পলায়ন করে, তাহার ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল[১৪]।

রাজা দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয় যুক্ত ও আপনার সৈন্যদিগকে অতি পীড়িত অবলোকন করিয়া নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন[১৫], পিতামহ! ঐ কৃষ্ণ সারথি শ্বেতবাহন অর্জ্জুন, অগ্নি কর্ত্তৃক কানন-দহনের ন্যায়, আমার সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতেছে[১৬]। ঐ দেখুন, আমার সৈন্য সকল সমরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে[১৭]। হে শত্রুতাপন! যেমন পশুপাল কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন আমার ঐ সকল সৈন্যকে তাড়িত করিতেছে[১৮]। একে উহারা ধনঞ্জয়ের শরে ছিন্ন ভিন্ন ও

পলায়মান হইতেছে; তাহাতে আবার দুর্জ্জেয় ভীমও উহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছে[১৯], এবং সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব ও বিক্রমশীল অভিমন্যুও আমার সৈন্য সকল বিদ্রাবিত করিতেছে[২০]। শৌর্য্য-সম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ, ইহারাও উভয়ে এই মহারণে আমার সৈন্যদিগকে সহসা প্রভগ্ন করিতেছে[২১]। হে ভারত। আপনি দেবতুল্য-পরাক্রম, আপনা ব্যতিরেকে ঐ সকল মহারথ কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্যদিগের যুদ্ধে অবস্থান করিবার এবং ঐ মহারথ দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় আর দেখিতে পাই না, অতএব আপনি সত্বর হইয়া ঐ মহারথ দিগকে নিবারণ করুন, আমার সৈন্য দিগের গতি হউন[২২-২৩]।

মহারাজ! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র দেবব্রত এই রূপ অভিহিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা পূর্ব্বক আত্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে নরপাল, মহাবল, দুর্য্যোধন! তুমি স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতি দিন দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয় দিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি, কিন্তু অদ্যও সংগ্রামে মহৎ কর্ম্ম করিব। অদ্য আমি হয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব, না হয়, আমিই সমরে নিহত হইয়া শয়ন করিব। অদ্য আমি তোমার সাক্ষাতে সৈন্য প্রমুখে নিহত হইয়া ভর্ত্তৃদত্ত অন্নের মহৎ ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব[২৩-২৯]।

দুর্জ্জেয় ভীষ্ম ইহা বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শায়ক সমূহ বপন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য আক্রমণ করিলেন[৩০]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সৈন্য মধ্যে অবস্থিত ক্রোধ পর বিষধর সদৃশ গঙ্গা-নন্দনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[৩১]। হে কুরুনন্দন! ভীষ্ম দশম দিবসে

আত্মশক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন[৩২]। যেমন সূর্য্য, করজাল দ্বারা জল গ্রহণ করেন, তাহার ন্যায় ভীষ্ম পাঞ্চাল দেশীয় মহারথ রাজপুত্র দিগের তেজ গ্রহণ করিতে লাগিলেন[৩৩]। হে মহারাজ! তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব ও অযুত বেগবান্ হস্তী এবং পূর্ণ দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সংগ্রামে ধূম রহিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইতে লাগিলেন[৩৪-৩৫]। পাণ্ডব দিগের মধ্যে কাহারাও তাঁহাকে উত্তরায়ণস্থ তপন্ত ভাস্করের ন্যায়, নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না[৩৬]। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথ গণ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্তে অভিদ্রুত হইলেন[৩৭]। যুধ্যমান শান্তনু-পুত্র, তখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাবৃত মহা শৈল সুমেরুর ন্যায়, বহু যোধগণে অবকীর্ণ হইলেন[৩৮]। আপনার পুত্রেরাও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া গঙ্গানন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন অনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল[৩৯]।

নবাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, তুমি পিতামহের সহিত যুদ্ধে সমবেত হও[১]। তুমি অদ্য কোন প্রকারে উঁহাকে ভয় করিও না, আমি তীক্ষ্ণ শায়ক সমূহে উহাকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব[২]। হে ভরত-প্রধান! পার্থ শিখণ্ডীকে এই রূপ কহিলে, শিখণ্ডী তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া গঙ্গা-নন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩]। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অভিমন্যু ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন[৪]। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ বর্ম্মিত হইয়া আপনার পুত্রের সাক্ষাতে ভীষ্মের প্রতি অভি-

দ্রুত হইলেন[৫]। নকুল, সহদেব, বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ ও অন্যান্য সমুদায় সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন[৬]। আপনার পক্ষীয় যে যে যোদ্ধা ঐ সকল সমাগত মহারথদিগের মধ্যে যাহার প্রতি যথা শক্তি ও যথা উৎসাহ ক্রমে প্রত্যুদ্গত হইলেন, তদ্বিবরণ বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! যে প্রকার ব্যাঘ্র-শিশু বৃষকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা ভীষ্ম সমীপাগত ত্বরমাণ ও যত্ন পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদত্ত-পুত্র ত্বরমাণ হইয়া ভীষ্ম-বধাভিলাষী অতি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে তৎপর হইলেন। বিকর্ণ ভীষ্মের জীবন রক্ষা করিবার মানসে বহু শায়ক বিকিরণ-কারী শৌর্য্য-সম্পন্ন নকুলকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সযত্ন হইলেন। শারদ্বত কৃপ সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের রথ সমীপগামী সহদেবকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ দুর্ম্মুখ ভীষ্ম বধাভিলাষী মহাবল ক্রূরকর্ম্মা ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল[৭-১৪]। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের রথ-সমীপাগত অভিমন্যুকে নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইলেন[১৫]। হে ভরত-নন্দন! অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র সমাগত অরিমর্দ্দন বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৬]। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মপুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৭]। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শরানলে দশ দিক্ দগ্ধ করত ভীষ্ম সমীপে বেগে গমনোদ্যত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন তাঁহাকে নিবারণ করিতে যত্ন পরায়ণ হইলেন। আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ ভীষ্মাভিমুখে প্রযাত পাণ্ডব পক্ষ অন্যান্য মহারথ দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সংরব্ধ হইয়া সৈন্য সহ, একমাত্র মহারথ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন, ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তোমরা ভীত হইও না, ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হও, ভীষ্ম তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে বীরগণ! সমরে ইন্দ্রও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না, ইহাতে ক্ষীণবল অল্প-প্রাণ ভীষ্ম উহাঁর কি করিবেন? পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গা-নন্দনের রথ সমীপে ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ গণও প্রলয় কালীন প্রবাহের ন্যায় সেই সকল মহারথ দিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া হর্ষিত চিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। শৌর্য্য-সমন্বিত পাণ্ডবেরা গঙ্গা-নন্দনের রথ সমীপে আপনার মহারথ পুত্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে নরপাল! এই স্থলে এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম[১৮-২১], যে, অর্জ্জুন দুঃশাসনের রথ-সমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যে প্রকার তীরভূমি ক্ষোভিত সলিল মহার্ণবকে নিরুদ্ধ করে, সেই রূপ আপনার পুত্র দুঃশাসন ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই রথি প্রধান; উভয়েই দুর্জ্জেয় এবং উভয়েই কান্তি ও দীপ্তিতে চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ। উভয়েই জাতক্রোধ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া, পূর্ব্ব কালে ময়াসুর ও ইন্দ্র যে প্রকার যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার মহাযুদ্ধে সমবেত হইলেন। মহারাজ! দুঃশাসন অর্জ্জুনকে তিন ও বাসুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। তদনন্তর

অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত অবলোকন করত কুপিত হইয়া দুঃশাসনকে শত শঞ্চ নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, সেই সকল নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল[২৮-৩৩]। তৎ পরে দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে পার্থের ললাট বিদ্ধ করিলেন[৩৪]। মহারাজ! যে প্রকার মেরু গিরি অত্যুচ্ছি্রত শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত হয়, সেই রূপ অর্জ্জুন ললাটস্থ ঐ সকল বাণ দ্বারা সমর মধ্যে শোভিত হইলেন[৩৫]। ঐ মহাধনুর্দ্ধর পার্থ আপনার সেই ধনুর্দ্ধর পুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণে অতিবিদ্ধ হইয়া পুষ্পবান্ কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় রণ মধ্যে প্রকাশ পাইলেন[৩৬]। পরে যেমন পৌর্ণমাসীতে রাহু অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ণ চন্দ্রকে পীড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন[৩৭]। হে নরনাথ! আপনার পুত্র, বলবান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া কঙ্কপত্র শোভিত শিলা শাণিত শর সমূহ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন[৩৮]। তদনন্তর পার্থ তিন শরে দুঃশাসনের শরাসন ও রথ ছেদন করিয়া তৎ পরে নয় শরে আপনার পুত্রকে সমাহত করিলেন[৩৯]। তখন দুঃশাসন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখস্থ অর্জ্জুনের বাহু দ্বয় ও বক্ষস্থলে পঞ্চ বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন[৪০]। হে মহারাজ! তৎ পরে শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া যম দণ্ড তুল্য ভয়ানক বহুল বাণ দুঃশাসনের উপর নিক্ষেপ করিলেন[৪১]। আপনার পুত্র দুঃশাসন পার্থের যত্ন সহকারে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ সমাগত না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে নিশিত বিশিখ জালে পার্থকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা যেন আশ্চর্য্যকর হইল। তদনন্তর পার্থ সংক্রুদ্ধ হইয়া কার্ম্মকে শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বহু শর সন্ধান করিয়া দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! যেমন হংসগণ তড়াগ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হয়,

সেই রূপ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ মহাত্মা দুঃশাসনের দেহে নিমগ্ন হইল। তখন আপনার পুত্র, মহাত্মা পার্থ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া সমরে পার্থকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরা সহকারে ভীষ্মের রথে গমন করিলেন, তখন বিপদ্ রূপ অগাধ জল-নিমগ্ন দুঃশাসনের পক্ষে ভীষ্মই দ্বীপ স্বরূপ হইলেন[৩২-৪৬]। তদনন্তর পরাক্রম শালী ও শৌর্য্য সম্পন্ন আপনার পুত্র দুঃশাসন সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪৭]। যে প্রকার পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ মহাকায় আপনার পুত্র সুশাণিত শর নিকরে অর্জ্জুনকে ভেদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাহাতে অর্জ্জুন ব্যথিত হইলেন না[৪৮]।

দশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

এক দশাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ ভীষ্ম বধে সমুদ্যত বর্ম্মিত সাত্যকিকে সমরে নিবারণ করিতে লাগিল[১]। মধুকুল-নন্দন সাত্যকি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে নয় শরে রাক্ষসকে আহত করিলেন[২]। সেই রূপ রাক্ষসও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শিনি-প্রবর সাত্যকিকে নয় শরে পীড়িত করিল[৩]। পরে বীর শত্রুহন্তা মধুকুল-নন্দন শিনি-পৌত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন[৪]। তদনন্তর অলম্বুষ সত্যবিক্রম মহাবাহু সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল[৫]। তেজস্বী সাত্যকি তখন রাক্ষস কর্ত্তৃক সমরে অতি বিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করত হাস্য পূর্ব্বক নিনাদ করিলেন[৬]।

তদনন্তর, যেমন বৃংহ কুঞ্জরকে তোত্র দ্বারা তাড়না করে, সেই রূপ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর নিকরে সাত্যকিকে তাড়না

করিতে লাগিলেন[৭]। রথিপ্রবর সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভগদত্তের প্রতি সন্নত পর্ব্ব শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন[৮]। রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষ লঘু হস্তে শাণিতধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির মহৎ ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৯]। বীর শত্রুহন্তা সাত্যকি অন্য এক বেগ বিশিষ্ট শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা ক্রুদ্ধ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন[১০]। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তাহাতে অতি বিদ্ধ হইয়া সৃক্ক লেহন করত কনক-বৈদূর্য্য-বিভূষিত লৌহময় যমদণ্ডোপম ভয়ানক দৃঢ় এক শক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি ভগদত্তের বাহু বলে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি মহোল্কার ন্যায় সহসা হতপ্রভা হইয়া পতিতা হইল[১২-১৩]। হে নরাধিপ! আপনার পুত্র, ভগদত্তের শক্তি নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহৎ রথি সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন[১৪]। বৃষ্ণিবংশীয় দিগের মহারথ সাত্যকিকে রথিগণে পরিবৃত অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রাতাকে বলিলেন[১৫], হে কুরুনন্দনগণ! সাত্যকি যাহাতে তোমাদিগের নিকট এই মহৎ রথি সমূহ হইতে জীবিত থাকিয়া নির্গত হইতে না পারে, এমত যত্ন কর[১৬]। আমার বিবেচনায়, সাত্যকি নিহত হইলে পাণ্ডবদিগের মহৎ সৈন্য হত হইবে। আপনার মহারথ পুত্রেরা যে আজ্ঞা বলিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ভারত! বলবান্ কাম্বোজাধিপতি, অভিমন্যুকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের জীবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অভিমন্যুকে কতক গুলি সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার চতুঃ-

ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন[১৭-২০]। তাঁহাদিগের উভয়ের সমাগমে এই যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল, যে-হেতু শত্রু-কর্ষণ শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন[২১]। বৃদ্ধ রাজা মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ যুদ্ধে সংরব্ধ হইয়া মহতী সেনা নিবারণ করিতে করিতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন[২২]। রথি সত্তম অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাট ও দ্রুপদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎ পরে তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ হইতে লাগিল[২৩]। শত্রুতাপন বিরাট মহাধনুর্দ্ধর যত্নবান্ সমর-শোভী দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে দশ ভল্লে আহত করিলেন[২৪]। দ্রুপদও শাণিত তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবলবান্ দুই জনই গুরু পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন[২৫]। অশ্বত্থামাও ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত বিরাট ও দ্রুপদ উভয় বীরকে বহু শরে বিদ্ধ করিলেন[২৬]। সেই বৃদ্ধ দ্বয়ের এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্য দেখিলাম, যে, তাঁহারা অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বাণ সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন[২৭]।

তৎ পরে, শারদ্বত কৃপ সহদেবকে ভীষ্মের প্রতি সমাগত সন্দর্শন করিয়া, যে প্রকার অরণ্যে মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন[২৮]। মহাবীর কৃপ মহারথ মাদ্রী-পুত্র সহদেবকে সুবর্ণ-ভূষণ সপ্ততি শরে ত্বরা সহকারে সমাহত করিলেন[২৯]। সহদেব শর সমূহে কৃপাচার্য্যের কোদণ্ড দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। অনন্তর কৃপ ছিন্নধন্বা হইলে সহদেব তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন[৩০]। পরে কৃপ ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট চিত্তে অন্য এক ভার-সাধন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুশাণিত দশ বাণে মাদ্রী-পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। হে মহা-

রাজ! পাণ্ডুপুত্র সহদেবও ভীষ্মের বধাভিলাষে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ কৃপের বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল[৩১.৩৩]। ভীষ্ম-রক্ষক মহাবল শত্রুতাপন বিকর্ণ সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন[৩৪]। নকুলও আপনার পুত্র ধীমান্ বিকর্ণ কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সপ্ত সপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিলেন[৩৫]। শত্রুতাপন নরশার্দ্দূল এই দুই বীর ভীষ্ম নিমিত্ত, গোষ্ঠস্থিত গো-বৃষ দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন[৩৬]। পরাক্রমশীল দুর্ম্মুখ, ভীষ্ম হেতু ঘটোৎকচকে সমরে সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৭]। হিড়িম্বা-নন্দন ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া আনত পর্ব্ব শরে শত্রুতাপন দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল[৩৮]। বীর দুর্ম্মুখ ষষ্টি সংখ্য সুমুখ শর দ্বারা সমর মধ্যে হর্ষ সহকারে শব্দ করিয়া ভীমসেন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন[৩৯]।

মহারথ হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মা ভীষ্মের বধাকাঙ্ক্ষী সমাগত রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪০]। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে লৌহময় পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া পুনর্ব্বার সত্বর পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু কৃতবর্ম্মাও মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহত করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন কঙ্কপত্র যুক্ত অজিহ্মগ সুশানিত তীক্ষ্ণ নয় শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার বৃত্রাসুরের সহিত মহেন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ ভীষ্ম নিমিত্ত মহাসমরে তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পর অতিশয় প্রবল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা সত্বর হইয়া ভীষ্মের প্রতি সমাগত মহারথ ভীমসেনকে থাক্ থাক্ বলিয়া আক্রমণ করিলেন, অনন্তর রুক্মপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর আঘাত করিলেন। হে নৃপ সত্তম! পূর্ব্ব কালে ক্রৌঞ্চ

অসুর কার্ত্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যেমন শোভা পাইয়াছিল, প্রতাপবান্ ভীমসেন বক্ষঃস্থ সেই নারাচ দ্বারা সেই রূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান্ বাণ সকল পরস্পরের প্রতি মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীম ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া মহারথ সোমদত্ত-পুত্রের প্রতি এবং সোমদত্ত-পুত্র ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া ভীমসেনের প্রতি পরস্পর কৃত প্রতীকারে সযত্ন হইয়া সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন[৪১-৪৯]। হে কৌরব্য! যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৫০]। প্রভদ্রকসেনাগণ দ্রোণের মেঘ গর্জ্জন সম রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল[৫১]। পাণ্ডু-পুত্রের সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া যত্ন পরায়ণ হইয়াও এক পদ হইতে পদান্তর গমন করিতে সমর্থ হইল না[৫২]।

হে জনেশ্বর! আপনার পুত্র চিত্রসেন ক্রুদ্ধ ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ রূপ চেকিতানকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৫৩]। পরাক্রমশীল মহারথ চিত্রসেন ভীষ্মের নিমিত্তে বিপক্ষ চেকিতানের সহিত যথা শক্তি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৫৪]। চেকিতানও চিত্রসেনকে যথা শক্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন, সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের উভয়ের অতি মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল[৫৫]। হে ভারত! অর্জ্জুন বহু প্রকারে নিবার্য্যমাণ হইলেও আপনার পুত্র দুঃশাসনকে বিমুখ করিয়া আপনার সেনা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[৫৬]। কিন্তু দুঃশাসন, 'পার্থ আমাদিগের ভীষ্মকে কোন প্রকারে নিহত করিতে না পারে' এই রূপ নিশ্চয় করিয়া পরম শক্তি অনুসারে পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৫৭]। হে ভারত! প্রধান প্রধান রথী সকল স্থানে স্থানে

আপনার পুত্রের সেনাদিগকে নিহত ও আলোড়িত করিতে লাগিল[৫৮]।

একাদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল মহাধনুর্দ্ধর মত্ত বারণ বিক্রমশীল রথিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ বীর দ্রোণ মত্তবারণ নিবারণ মহৎ শরাসন কম্পিত করত পাণ্ডবগণের সেনাসাগরে অবগাহন করিয়া মহারথদিগকে নিপীড়িত করিতেছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রও পাণ্ডবসেনা দগ্ধ করিতেছিলেন, নিমিত্ত লক্ষণ সকল দ্রোণের অবিদিত ছিল না, তিনি তখন সর্ব্বত্র দুর্লক্ষণ নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন[১-৩], হে বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় যে দিবসে সমরে ভীষ্মের জিঘাংসু হইয়া পরম যত্ন করিবেন, অদ্য সেই দিবস সমুপস্থিত হইয়াছে[৪], যেহেতু আমার বাণ সকল আপনা হইতে উৎপতিত হইতেছে; শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্র সকল প্রয়োগ অনিচ্ছু হইতেছে; আমার মন ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে[৫]; মৃগ পক্ষী সকল নানা দিকে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল রব করিতেছে; গৃধ্র পক্ষী ভারত সেনার নীচ প্রদেশে বিলীন হইতেছে[৬]; আদিত্য যেন নষ্টপ্রভ হইয়াছেন; দিক্ সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন সর্ব্ব প্রকারে শব্দায়মানা ও ভীতা হইয়া যেন কম্পিতা হইতেছে[৭]; কঙ্ক, গৃধ্র, বক পক্ষী ও শিবা সকল ভয়ঙ্কর অশিব রব করিয়া মহাভয় প্রদর্শন করিতেছে[৮]; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কা পতিতা হইতেছে; কবন্ধের সহিত পরিঘ, সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে[৯]; চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ ভীষণ রূপ হইয়া ক্ষত্রিয়গণের দেহাবকর্ত্তন রূপ ঘোরতর ভয় প্রদর্শন করিতেছে[১০]; কৌরব প্রধান ধৃতরাষ্ট্রের

দেবালয়স্থ দেবতা সকল কম্পন, হাস্য, নৃত্য ও রোদন করিতেছেন[১১]; গ্রহগণ প্রচণ্ড. লক্ষণ লক্ষিত দিবাকরকে দক্ষিণ দিক্‌স্থ করিয়া গমন করিতেছেন; ভগবান্ চন্দ্রমা কোটি দ্বয়কে অধোমুখ করিয়া উদিত হইয়াছেন[১২]; ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে নরেন্দ্র গণের শরীরের আভা মলিন লক্ষিত হইতেছে; তাঁহারা বর্ম্মিত হইয়া দীপ্তি-বিহীন হইয়াছেন[১৩], এবং উভয় সেনারই মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীবের মহান্ নির্ঘোষ শ্রবণ গোচর হইতেছে[১৪], অতএব অর্জ্জুন নিশ্চয়ই সমরে উত্তমাস্ত্র সকল আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যোদ্ধা দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামহের প্রতি অভ্যুদ্‌গত হইবেন[১৫]। হে মহাবাহো! ভীষ্মার্জ্জুনের সমাগম চিন্তা করিয়া আমার মন অবসন্ন ও রোমাঞ্চ হইতেছে[১৬]। অর্জ্জুন অদ্য সমরে ধূর্ত্তবুদ্ধি পাপাত্মা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন[১৭]। ভীষ্ম পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, কেন না বিধাতা, উহাকে স্ত্রীরূপ উৎপাদন করিয়াছিলেন, উনি দৈব প্রযুক্ত পুরুষ হইয়াছেন[১৮]।' এবং মহাবল যাজ্ঞসেনি শিখণ্ডীর অমঙ্গল্য ধ্বজ, এই নিমিত্তও গঙ্গা-পুত্র শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না[১৯]। অর্জ্জুন যে, সমরে অভ্যুদ্যত হইয়া কুরুবৃদ্ধের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, ইহা ভাবিয়া আমার মজ্জা নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে[২০]। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং আমার অস্ত্র সমারম্ভ, (অর্থাৎ উদ্যম মাত্র) এ সকল নিশ্চয়ই প্রজাদিগের অমঙ্গল জনক[২১]। মহানুভব পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন বলবান্, শূর, অস্ত্রনিপুণ, লঘুবিক্রম, দূরপাতী দৃঢ়শর, নিমিত্তজ্ঞ[২২], সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্, ক্লেশ সহিষ্ণু, যোধ-প্রধান[২৩], সমরে নিত্য বিজয়ী এবং ভীষণাস্ত্র, তুমি উহার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট সত্বর গমন কর[২৪]। বৎস! অদ্য তুমি সমরে মহা ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইবে, কি-

রীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর দ্বারা শূরগণের হেমচিত্রিত উত্তম শোভন কবচ সকল বিদারণ করিবেন এবং ধ্বজাগ্রভাগ, তোমর, শরাসন, বিমল প্রাস, কনকোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ শক্তি ও নাগ সকলের পতাকা নির্ভিন্ন করিবেন[২৫-২৭]।

হে পুত্র! অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নয়, স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে গমন কর[২৮]। ঐ কপিধ্বজ অর্জ্জুন রথ দ্বারা অশ্ব নাগ ও রথের আবর্ত্তময়ী সুদুর্গমা মহা ঘোরা সংগ্রাম নদী উত্তীর্ণ হইতেছেন[২৯]। যে যুধিষ্ঠিরের ব্রহ্মণ্য, দম, দান, তপস্যা, ও মহৎচরিত বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার সখা ভ্রাতা ধনঞ্জয়, বলবান্ ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়, যাঁহার সহায় বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব এবং যাঁহার শরীর তপস্যা দ্বারা তাপিত হইয়াছে, দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি তাঁহার মন্যুজন্য কোপই, ভারতী সেনা দগ্ধ করিতেছে[৩০-৩২]। ঐ দেখিতেছ, অর্জ্জুন বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষে সমুদায় সৈন্য বিদারণ করিতেছেন; যেমন তিমি মহোর্ম্মি সঙ্কুল মহাসাগর ক্ষোভিত করে, তাহার ন্যায় কিরীটী ঐ সকল সৈন্য ক্ষোভিত করিতেছেন[৩৩-৩৪]; ঐ শ্রবণ কর, সৈন্য মধ্যে হাহা ও কিল কিলা শব্দ হইতেছে। অতএব বৎস! তুমি শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, আমি যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করি[৩৫]। অমিত তেজা রাজা যুধিষ্ঠিরের সমুদ্র কুক্ষি সদৃশ ব্যূহের মধ্যে গমন করাই দুঃসাধ্য, কেন না উহা সর্ব্বত্র অবস্থিত অতিরথ গণে সংযুক্ত রহিয়াছে[৩৬]। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন[৩৭]। কৃষ্ণ তুল্য শ্যামবর্ণ ও মহাশাল বৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ঐ অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সৈন্যাগ্রে গমন করিতেছেন[৩৮]। অতএব তুমি অন্য মহৎ শরাসন ও উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর,

বৃকোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও[৩৯]। কোন্ ব্যক্তি প্রিয় পুত্রকে সম্বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা না করে,—সকলেই করে, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তোমাকে এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছি[৪০]। হে বৎস! ঐ ভীষ্মও সমরে যম ও বরুণের তুল্য পরাক্রম প্রকাশ করত মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন[৪১]।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, ও দুর্মর্ষণ, আপনার পক্ষীয় এই দশ জন যুবা যোদ্ধা মহৎযশের অভিলাষে নানা দেশীয় মহতী সেনায় সমবেত হইয়া ভীষ্মের সমরে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২-৩]। শল্য নয়, কৃতবর্ম্মা তিন, ও কৃপ নয় বাণে ভীম সেনকে তাড়না করিলেন[৪]। চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ ভল্ল ভীমসেনর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[৫]। সিন্ধুরাজ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি সংখ্য সুশাণিত শরে ভীমসেনকে আহত করিলেন। মহারাজ! শত্রুতাপন মহাবীর ভীমসেন সর্ব্বলোক মধ্যে মহাবীর ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সেই সকল দেদীপ্যমান মহারথ দিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ বাণ সমূহে বিদ্ধ করিলেন[৬-৮]। তিনি শল্যকে সপ্ত ও কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপের সশর শরাসনের মধ্যস্থল ছেদন করিলেন[৯]; তৎপরেই ছিন্নধন্বা কৃপকে পুনর্ব্বার সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং

জয়দ্রথকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে তিন শরে সমাহত করত হর্ষ সহকারে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। রথি প্রবর কৃপ অন্য শরাশন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত দশ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ মহাবাহু ভীমসেন বহুতোত্র-বিদ্ধ মহাহস্তীর ন্যায় দশ বাণে বিদ্ধ হইয়া সরোষ চিত্তে বহু শরে কৃপকে তাড়িত করিলেন[১০-১৪]। কালান্তক সদৃশ মূর্ত্তিমান্ ভীমসেন তৎপরে সিন্ধুরাজের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে তিন শরে যমলোকে প্রেরণ করিলেন[১৫]। মহারথ জয়দ্রথ হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া ভীমসেনের প্রতি বহু শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন[১৬], কিন্তু ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বারা মহাত্মা জয়দ্রথের ধনুকের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১৭]। সিন্ধুনাথ তখন ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন[১৮]। হে নরপাল! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেই সময়ে সেই সকল মহারথ দিগকে শর বেধ পূর্ব্বক নিবারণ করত অতি অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন[১৯]।

রাজা শল্য ভীমসেনকে সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে সিন্ধুপতিকে রথ বিহীন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনের বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না[২০]। তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সমূহ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[২১]। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও বীর্য্যবান্ সিন্ধুপতি, এই সকল অরিন্দম গণ সেই সময়ে মদ্ররাজ শল্য নিমিত্ত সত্বর হইয়া ভীমকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২২-২৩]। ভীমসেনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং শল্যকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন[২৪]। শল্য তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সার-

থির মর্ম্মস্থল গাঢ় বিদ্ধ করিলেন[২৫]। প্রতাপবান্ ভীমসেন সারথি বিশোককে শর-নির্ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তিন বাণে মদ্ররাজের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন[২৬], এবং অন্যান্য সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর দিগকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[২৭]। তৎপরে সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা প্রত্যেকে যত্ন পরায়ণ হইয়া অকুণ্ঠিতাগ্রভাগ তিন তিন বাণে যুদ্ধ বিশারদ ভীমসেনের মর্ম্ম স্থান সকল গাঢ় রূপে তাড়িত করিলেন[২৮]। যেমন পর্ব্বত বর্ষমাণ মেঘের বারিধারা সমূহে ব্যথিত হয় না, সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাঁহাদিগের বাণ সমূহে অতি বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না[২৯]। অপিচ, মহাযশা মহারথ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তিন বাণে মদ্রেশ্বরকে ও নয় বাণে কৃপকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া প্রাগজ্যোতিষ-রাজকে শত শায়কে বিদ্ধ করিলেন[৩০.৩১]। তৎ পরেই লঘুহস্তে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা কৃতবর্ম্মার শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩২]। শত্রুতাপন কৃতবর্ম্মা অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া বৃকোদরের ভ্রূ যুগলের অভ্যন্তরে এক নারাচ আঘাত করিলেন[৩৩]। বৃকোদর তখন শল্যকে নয়, ভগদত্তকে তিন, কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপ প্রভৃতি মহারথদিগকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও সকলে তাঁহাকে নিশিত শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩৪.৩৫]। তিনি তখন সেই সমস্ত সর্ব্বশস্ত্র সম্পন্ন মহারথ কর্তৃক পীড্যমান হইয়াও অব্যথিতচিত্তে তাঁহাদিগকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন[৩৬]। পরে সেই সকল রথি প্রধান অব্যগ্র হইয়া তাঁহার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র নিশিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন[৩৭]। হে মহীপতে! বীরাগ্রগণ্য মহারথ ভগদত্ত মহাবেগ সম্পন্ন স্বর্ণদণ্ডান্বিত এক শক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[৩৮]। মহাভুজ সিন্ধুরাজ তোমর ও পট্টিশ, কৃপ

শতঘ্নী, শল্য এক শর এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শিলীমুখ ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া বেগ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন[৩৯.৪০]। পবন নন্দন, বিপক্ষগণ নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র বিফল করিয়া ফেলিলেন—ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমরাস্ত্র দ্বিধা করিয়া ছেদন করিলেন, তিন বাণে পট্টিশাস্ত্রকে তিল কাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন[৪১] এবং কঙ্কপত্র যুক্ত নয় বাণে শতঘ্নী অস্ত্র ভেদ করিলেন। মহারথ বৃকোদর মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া ভগদত্ত প্রেরিত শক্তি সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য ভয়ানক বাণ সকল সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন[৪২.৪৩]; সমর শ্লাঘী ভীমসেন এক এক বাণ তিন তিন খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন, তৎপরেই সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন[৪৪]।

তদনন্তর ধনঞ্জয় সেই মহারণে মহারথ ভীমসেনকে শায়ক সমূহ দ্বারা শত্রুগণ সহ যুদ্ধ ও তাহাদিগকে নিহত করিতে নিরীক্ষণ করিয়া রথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। মহারাজ! আপনার পক্ষ পুরুষ প্রবরেরা সেই দুই মহাত্মাকে তথায় সমবেত সন্দর্শন করিয়া জয় লাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন। হে ভারত! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি গমনকালে ভীমসেনকে আপনার পক্ষীয় দশ মহারথ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং যাঁহারা ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, বীভৎসু ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার অভিলাষে তাঁহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪৫-৪৯]।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুন ও ভীমসেনের বধ নিমিত্তে সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন[৫০], হে সুশর্ম্মন্! তুমি শীঘ্র সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া গমন পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও বৃকোদর উভয় পাণ্ডবকে

বিনাশ কর[৫১]। প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত ধাবমান হইয়া ধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর সেই সকল বিপক্ষদিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইতে লাগিল[২-৫৩]।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অতিরথ অর্জ্জুন সমরে যত্নপরায়ণ মহারথ শল্যকে সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে সমাচ্ছাদিত করিলেন, সুশর্ম্মা ও কৃপকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভগদত্ত, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ ও অবন্তিরাজ মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ, ইহাঁদিগের এক এক জনকে কঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত তিন তিন বাণে বিদ্ধ ও আপনার অন্যান্য সেনাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[১-৪]। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথস্থ হইয়া পার্থকে শর নিকরে বিদ্ধ করিয়া বেগ-পূর্ব্বক ভীমসেনকে শর বিদ্ধ করিলেন[৫]। রথি প্রবর শল্য ও কৃপ মর্ম্মভেদী নানাবিধ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন[৬]। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকে সুশাণিত পঞ্চ পঞ্চ শরে অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে সত্বর সমাহত করিলেন। ভরত কুল প্রধান রথিশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র দ্বয় সমরে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহৎ সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া বলবৎ নিনাদ করত মহৎসৈন্যদিগের ত্রাসোৎপাদন করিলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য রথিগণ সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শর নিকরে ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ভরত কুল প্রধান উদার স্বভাব ভীমার্জ্জুন উভয়ে, গোযূথ মধ্যে আমিষলিপ্সু মদমত্ত সিংহ যুগলের ন্যায়, সেই

সকল রথিদিগের মধ্যে ক্রীড়মান হইয়া বিচিত্ররূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[১১,১২]। সেই দুই বীর সমর মধ্যে শৌর্য্যশালী যোদ্ধা দিগের শরাসন ও শর সকল বহুধা ছেদন করিয়া শতশত মনুষ্যের মস্তক নিপাতিত করিলেন[১৩]। বহুল রথ ভগ্ন হইয়া এবং শত শত তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ আরোহীর সহিত মহীতলে মহারণে পতিত হইল[১৪]। বহুল রথী ও অশ্বারোহী চতুর্দ্দিগে স্থানে স্থানে নিহত হইল ও কত শত ব্যক্তি কম্পিত হইতে লাগিল অবলোকন করিলাম[১৫]। নিহত গজ, বাজি ও পদাতি সমূহে এবং বহুধা প্রভগ্ন বহুলরথে মেদিনী বিস্তীর্ণা হইল[১৬]। বহুধা ছিন্ন, মর্দ্দিত ও নিপাতিত ছত্র, ধ্বজ, অঙ্কুশ, পরিস্তোম, কেয়ুর, অঙ্গদ, হার, রাঙ্কব, উষ্ণীষ, ঋষ্টি, চামর, ব্যজন ও ইতস্তত পতিত নরেন্দ্রগণের চন্দন চর্চ্চিত বাহু ও উরু দ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হইল[১৭.১৯]। সমরে অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম যে তিনি শর নিকরে সেই সকল বীরদিগকে নিবারণ করিয়া আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন[২০]। আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে গমন করিলেন[২১]। কিন্তু কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ ও অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, তখনও সমর পরিত্যাগ করিলেন না[২২]। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ ফাল্গুন ভীষণ কৌরব সৈন্য অত্যন্ত বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন[২৩]। ক্ষত্রিয়গণ অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ময়ুর পক্ষ ভূষিত বাণ শীঘ্র শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[২৪]। পার্থ সেই সকল বাণ শর জালে নিবারণ করিয়া মহারথ ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন[২৫]। মহারথ শল্য ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব বহু ভল্ল দ্বারা আঘাত করিলেন[২৬]। অর্জ্জুন পঞ্চ বাণে তাঁহার শরাসন ও হস্তাবাপ

ছিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শায়ক সমূহে তাঁহার মর্ম্ম স্থান গাঢ় বিদ্ধ করিলেন[২৭]। মদ্ররাজ রোষ-পরবশ হইয়া অন্য এক ভারসাধন শরাসন গ্রহণ করিয়া তিন শরে অর্জ্জুনকে তাড়িত করিলেন, এবং পঞ্চ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে ভীমসেনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন[২৮-২৯]।

হে মহারাজ! তদনন্তর মহারথ মগধরাজ জয়ৎসেন ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া যে স্থানে অতি মহারথ পার্থ ও ভীমসেন মহতী কৌরবী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন[৩০-৩১]। হে ভরত প্রবর! মগধরাজ জয়ৎসেন ভীমায়ুধধারী ভীমকে সুশাণিত অষ্ট সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন[৩২]। ভীম দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরেই এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন[৩৩]। তখন মগধরাজের রথ-ঘোটক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিগে ধাবমান হইল, তাহাতে তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে রণ হইতে পলায়ন করিলেন[৩৪]। তখন দ্রোণাচার্য্য রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনকে সুশাণিত লৌহময় পঞ্চষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিলেন[৩৫]। সমরশ্লাঘী ভীম সমরে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণকে পঞ্চ ভল্লে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি ভল্লে বিদ্ধ করিলেন[৩৬]। এদিকে অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে লৌহময় বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া, যে প্রকার বায়ু মহা মেঘ বৃন্দ ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই প্রকার তাঁহার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন[৩৭]। তদনন্তর ভীষ্ম, রাজা কৌশল্য ও বৃহদ্‌বল, ইহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমার্জ্জুনের অভিমুখীন হইলেন[৩৮]। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্যাদিত বদন অন্তক সদৃশ ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৯]। শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মহারথ ভীষ্ম হইতে ভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হই-

লেন[৪০]। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমস্ত সৃঞ্জয়গণের সহিত, ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন[৪১]। আপনার পক্ষীয় সকলেই যতব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪২]। তৎপরে ভীষ্মের জয় লাভ বাসনায় পাণ্ডব দিগের সহিত কৌরবদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল[৪৩]; হে নরপাল! আপনার পক্ষীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের পরস্পর জয় বা পরাজয় নিমিত্ত সংগ্রামরূপ দ্যূত ক্রীড়া আরব্ধ হইল, তাহাতে আপনার দিগের জয় বিষয়ে ভীষ্ম পণস্বরূপ হইলেন[৪৪]। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদায় সৈন্য দিগকে বলিলেন, হে রথি সত্তমগণ! তোমরা ভয় করিও না, ভীষ্মের সমীপে গমন কর[৪৫]। পাণ্ডবী সেনা সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরাসহকারে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল[৪৬]। যে প্রকার মহোদধি বেলা ভূমিকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রথি প্রধান ভীষ্মও সেই সকল সমাগত সৈন্য প্রতিগ্রহ করিলেন[৪৭]।

চতুর্দ্দশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শান্তনুনন্দন মহাবীর্য্য ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কৌরবেরাই বা কি প্রকারে পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং সমরশোভী ভীষ্ম যে সেই দিবসে মহৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অশেষ রূপে আপনার নিকট সংপ্রতি

কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন[৩]। প্রতি দিনই কিরীটী আপনার পক্ষীয় সংক্রুদ্ধ রথী সমূহকে পরমাস্ত্র দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৪]। এবং কুরুপ্রবর রণজয়ী ভীষ্মও প্রতিজ্ঞানুসারে অনবরত পাণ্ডবদিগের সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন[৫]। হে শক্রতাপন! এ পক্ষের যুধ্যমান কুরুগণের সহিত ভীষ্ম এবং ও পক্ষের যুধ্যমান পাঞ্চাল্যগণের সহিত অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া জয় বিষয়ে সংশয় হইয়াছিল[৬]। পুরন্তু দশম দিবসে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের সমাগমে অনবরত মহাভয়ঙ্কর সৈন্য ক্ষয় হইল[৭]। পরমাস্ত্রবিৎ পরন্তপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই দিবসে অযুত অযুত যোদ্ধাদিগকে ভূয়োভূয় নিহত করিলেন[৮]। যাহাদিগের নাম গোত্র অজ্ঞাত প্রায় এবং যাহারা শৌর্য্যশালী ও সমরে অনিবর্ত্তী ছিল, তাহারা সকলেই ভীষ্ম কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল[৯]।

শক্রতাপন ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম দশ দিবসে পাণ্ডব সেনা সন্তাপিত করিয়া আপনার জীবনে নির্ব্বিন্ন হইলেন, তিনি সমরে সত্বর আত্মমরণে অভিলাষী হইয়া 'আর বহুতর মানব শ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিব না' এইরূপ চিন্তা করিয়া সমীপস্থ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে বৎস সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট স্বর্গজনক ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর[১১-১৩]। আমি সমরে বহুল প্রাণীকে নিহত করিয়া বহু সময় অতিবাহিত করিলাম; এক্ষণে আমার এই দেহ রক্ষণে নির্ব্বেদ (অর্থাৎ বিরক্ত) উপস্থিত হইয়াছে[১৪], অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত ধনঞ্জয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে সংহার করিতে যত্ন কর[১৫]।

সত্যদর্শী পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্!

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্য-দিগকে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, তোমরা ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত কর। সত্যদর্শী শত্রুজয়ী অর্জ্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং এই সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন[১৬-১৯]। হে সৃঞ্জয়গণ! তোমরা ভীষ্ম হইতে কিছু মাত্র ভয় করিও না, আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে জয় করিব, তাহাতে সংশয় নাই[২০]। দশম দিবসে পাণ্ডবেরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোক গমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করত ভীষ্ম নিপাতনে পরম যত্ন সহকারে গমন করিলেন[২১-২২]।

তদনন্তর আপনার পুত্রের আদেশানুসারে মহাবল পরাক্রান্ত নানা দেশীয় রাজগণ ও সপুত্রদ্রোণ স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে এবং বলশালী দুঃশাসন সমস্ত সহোদরের সহিত একত্রিত হইয়া সমরমধ্যে অবস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন[২৩-২৪]। তৎপরে আপনার পক্ষ শূরগণ মহাব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৫]। বানরধ্বজ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া চেদী ও পাঞ্চাল গণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন[২৬]। শিনিপৌত্র সাত্যকি অশ্বত্থামার সহিত, ধৃষ্টকেতু পৌরবের সহিত এবং অভিমন্যু অমাত্য সমবেত দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৭]। রাজা বিরাট স্ব সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া সসৈন্য জয়দ্রথের সহিত এবং বৃদ্ধক্ষত্র দায়াদের সহিত যুদ্ধে সংগত হইলেন[২৮]। যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজের সহিত এবং ভীমসেন, অভিরক্ষিত গজসৈন্যের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন[২৯]। ধৃষ্টদ্যুম্ন সোদরগণের সহিত সযত্ন হইয়া

অনিবার্য্য দুর্জ্জেয় সর্ব্বশস্ত্র ধারী শ্রেষ্ঠ দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[৩০]। অরিন্দম সিংহধ্বজ রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকার-ধ্বজ সু-ভদ্রানন্দন অভিমন্যুর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন[৩১]। আপনার পুত্রগণ রাজগণের সহিত সমবেত হইয়া শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়ের বধ কামনায় তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি আপতিত হইলেন[৩২]।

হে ভারত! উভয় পক্ষীয় সেনা অতি ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে মেদিনী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল[৩৩]। সময়ে ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া উভয় পক্ষীয় সমস্ত সেনা পরস্পরের সমাসক্ত হইলে, পরস্পর যত্ন পূর্ব্বক ধাবমান সেই সমুদায় সৈন্যের মহাশব্দ সর্ব্বদিগে প্রাদুর্ভূত হইল[৩৪-৩৫]। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, বারণ-গণের বৃংহিতধ্বনি ও সৈন্যগণের সুদারুণ সিংহনাদ হইতে লা-গিল[৩৬]। হে বীর! সমস্ত রাজাদিগের উজ্জ্বল অঙ্গদ ও কিরীটের চন্দ্র সূর্য্য তুল্য প্রভা দীপ্তিহীনা হইল[৩৭]। সমুত্থিত ধূলি পটলীতে মেঘ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া শস্ত্র বিদ্যুতে সমাবৃত হইতে লাগিল; উভয় সে-নার শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথ নিচয়ের সুদারুণ শব্দ তাহার গর্জ্জন ধ্বনি হইল[৩৮-৩৯]। গগণ মণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, ও বাণ সমূহে সমাকুল হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইল[৪০]। উভয় পক্ষের রথী, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়া পতিত হইতে লাগিল[৪১]। হে নর প্রবর! যে প্রকার আমিষ নিমিত্ত দুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্ম নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল[৪২]। তাঁহারা পরস্পরের বধার্থী ও জিগীষু হইয়া ঘোররূপে যুদ্ধে সমবেত হই-লেন[৪৩]।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৫ ॥

ষোডশাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভীষ্ম নিমিত্তে মহতী সেনায় সংযুক্ত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[১]। দুর্য্যোধন নতপর্ব্ব নয় শরে অর্জ্জুনপুত্রকে সমরে সমাহত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শর অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন[২]। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া যমের ভগ্নীতুল্য ভয়ঙ্কর এক শক্তি দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন[৩]। হে নরনাথ! আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন সেই ঘোররূপ শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৪]। অর্জ্জুননন্দন সেই শক্তিকে পতিত নিরীক্ষণ করিয়া পরম কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণ দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলেন[৫]। ভরত বংশের মহারথ অভিমন্যু পুনর্ব্বার ঘোরতর দশ সংখ্য শর দ্বারা দুর্য্যোধনের, স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থল সমাহত করিলেন[৬]। হে ভারত! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও কুরুপুঙ্গব দুর্য্যোধন এই উভয় বীরের, ভীষ্মের নিধন ও অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্তে যে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা বিচিত্র ও সকল লোকের ইন্দ্রিয় প্রীতিকর হইল, সমুদায় পার্থিবগণ তাহার প্রসংশা করিতে লাগিলেন[৭-৮]।

শত্রুতাপন ব্রাহ্মণপুঙ্গব দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে বেগশীল সাত্যকির বক্ষঃস্থল এক নারাচ দ্বারা সমাহত করিলেন[৯]। হে ভারত! অমিত বিক্রম সাত্যকি গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সমুদায় মর্ম্মস্থলে কঙ্কপত্র-যুক্ত নয় বাণে তাড়না করিলেন[১০]। অশ্বত্থামাও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ঝটিতি সাত্যকির বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ সমর্পণ করিলেন[১১]। সাত্বত বংশীয় মহাযশা মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া তিন

বাণে দ্রোণপুত্রকে সমাহত করিলেন[১২]। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুরে শর জালে আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলে মহারথ মহাভুজ ধৃষ্টকেতুও অতি শীঘ্র ত্রিংশৎ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করিলেন[১৩.১৪]। মহারথ পৌরব, ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছিন্ন করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন এবং সুশাণিত শর নিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[১৫]। মহারাজ! ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততি শাণিত শরে পৌরবকে সমাহত করিলেন[১৬]। সেই মহারথ মহাধনুর্দ্ধর মহাকায় দুই বীর পরস্পরকে মহাশর বর্ষণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৭]। তাঁহারা দুই জন পরস্পরের শরাসন ও রথঘোটক ছেদন করিয়া বিরথী ও ক্রোধ পরবশ হইয়া অসি যুদ্ধে সমবেত হইলেন[১৮]। উভয়ে বিচিত্র শত চন্দ্র বিভূষিত শত তারকা শোভিত ঋষভ চর্ম্ম দ্বয় ও অতি মহা প্রভান্বিত বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া, মহাবনে ঋতুমতী সিংহী সঙ্গমে যত্ন পরায়ণ সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর অভিদ্রুত হইলেন[১৯.২০]। তাঁহারা বিচিত্র মণ্ডল ও বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিয়া পরস্পর আহ্বান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন[২১] এবং পৌরব সংক্রুদ্ধ হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে তাড়না করিলেন[২২]। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষ প্রধান পৌরবের জত্রুদেশে শিতধার বৃহৎ খড়্গের আঘাত করিলেন[২৩]। হে মহারাজ! সেই দুই অরিন্দম পরস্পরের বেগে অভিহত হইয়া সেই মহারণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন[২৪]। তদনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিলেন[২৫]। পরাক্রমশালী প্রতাপবান্ মাদ্রীপুত্র সহদেবও ধৃষ্টকেতুকে লইয়া রণস্থল হইতে অপহৃত হইলেন[২৬]।

চিত্রসেন বহু শায়কে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎপরেই পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন[২৭]

সুশর্ম্মাও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্র চিত্রসেনকে দশ দশ শানিত শরে বিদ্ধ করিলেন[২৮]। পরে চিত্রসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব ত্রিংশৎ শরে সুশর্ম্মাকে সমাহত করিলেন। ভীষ্ম নিমিত্তক সেই সমরে যশ ও মান বর্দ্ধন নিমিত্ত সুশর্ম্মাও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! পরাক্রমশালী সুভদ্রাপুত্র সেই ভীষ্ম নিমিত্তক সমরে পার্থের সাহায্য জন্য রাজপুত্র বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অভিমন্যু কোশলেন্দ্রকে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিয়া প্রকম্পিত করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার শর নিকরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার কোশল নাথের শরাসন ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র সংযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। রাজপুত্র বৃহদ্বল অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বহুল বাণে ফাল্গুনপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। হে পরন্তপ! যেমন দেবাসুর যুদ্ধে বলি বাসবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার ভীষ্ম নিমিত্ত বিচিত্রযোধী জাতক্রোধ সেই দুই বীরের যুদ্ধ হইতে লাগিল[২৯-৩৬]।

যে প্রকার বজ্রহস্ত পুরন্দর বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত বিদারণ করত শোভমান হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন গজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বহুল রূপে শোভিত হইলেন[৩৭]। গিরি সন্নিভ মাতঙ্গ সকল ভীম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বসুন্ধরা নিনাদিত করত ভূপতিত হইতে লাগিল[৩৮]। অঞ্জন রাশি সদৃশ গিরি পরিমাণ সেই সকল মাতঙ্গগণ ভূতলগত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বত সমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল[৩৯]।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত যুদ্ধোদ্যত

মদ্ররাজ শল্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[৪০]। পরাক্রমশালী শল্যও ভীষ্ম নিমিত্ত সংরব্ধ হইয়া মহারথ ধর্ম্মপুত্রকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন[৪১]। রাজা সিন্ধুপতি জয়দ্রথ মৎস্যরাজ বিরাটকে সন্নতপর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন[৪২]। বিরাট, সেনাপতি সিন্ধুপতি জয়দ্রথের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে সুশাণিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন[৪৩]। মৎস্যরাজ ও সিন্ধুরাজ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র অসি, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ ছিল, সুতরাং উভয়েই বিচিত্ররূপ হইয়া যুদ্ধে বিরাজমান হই-লেন[৪৪]।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মহা সমরে সমবেত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর দ্বারা মহা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪৫]। দ্রোণ পঞ্চাশৎ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[৪৬]। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যুধ্যমান দ্রোণের প্রতি শায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন[৪৭]। মহারথ দ্রোণ শরাঘাতে সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন[৪৮]। হে মহারাজ! তৎপরে বীরশত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন যমদণ্ড তুল্য এক গদা দ্রোণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন[৪৯]। দ্রোণ হেমপট্ট বিভূষিত সেই গদাকে সহসা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ পরিমিত বাণে তাহা নিবারণ করিলেন[৫০]। পরে সেই গদা দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত শর বাহুল্যে বহুধা ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চূর্ণীকৃত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল[৫১]। শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্ব লৌহময় উত্তম শক্তি দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[৫২]। হে ভারত! দ্রোণ নয় বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[৫৩]। হে মহারাজ! ভীষ্ম নিমিত্ত দ্রোণ

ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল[৫৪]।

অর্জ্জুন গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শানিত শর নিকরে পীড়িত করত, বন মধ্যে এক মত্তহস্তী যেমন অন্য মত্তহস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ ধাবমান হইলেন[৫৫]। প্রতাপবান্ মহাবল ভগদত্ত মদান্ধ এক হস্তী আরোহণে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই হস্তীর শরীরের তিন স্থানে মদস্রাব হইতেছিল[৫৬]। বীভৎসু মহেন্দ্রের গজ তুল্য সেই গজকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া পরম যত্ন সহকারে তাহার প্রতি অভিমুখীন হইলেন[৫৭]। তদনন্তর প্রতাপশালী গজারোহী রাজা ভগদত্ত শরবর্ষণে অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[৫৮]। সেই নাগ যখন অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিতেছিল, তখন অর্জ্জুন নির্ম্মল তীক্ষ্ণ রজত সন্নিভ উত্তম লৌহময় শর নিকরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন[৫৯]। মহারাজ! অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে গমন কর, গমন কর, ভীষ্মের সমীপে গমন কর, উহাকে হনন কর, এই কথা বলিলেন[৬০]। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুপদের রথ সমীপে গমন করিলেন[৬১]। তদনন্তর অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া দ্রুত বেগে ভীষ্ম সমীপে ধাবমান হইলেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল[৬২]। তদনন্তর আপনার পক্ষ শূরগণ যুদ্ধে বেগশীল অর্জ্জুনের সমীপে চীৎকার শব্দ সহকারে ধাবমান হইলেন, তাহা যেন অদ্ভুত হইয়া উঠিল[৬৩]। হে জনাধিপ! অর্জ্জুন সমুচিত সময়ে আপনার পুত্রদিগের সেই নানাবিধ সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, সমীরণ গগণোদিত মেঘমালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে[৬৪]।

শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর হইয়া বহু বাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন[৬৫]। ভীষ্ম তখন রথ

স্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, ধনুঃস্বরূপ শিখা সংযুক্ত, অসি, শক্তি ও গদা স্বরূপ ইন্ধন সমন্বিত ও শর সমূহরূপ মহাজ্বালা বিশিষ্ট অগ্নিরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছিলেন[৬৬]। যেমন অগ্নি বায়ুর সহিত একত্রিত হইয়া তৃণ রাশিতে বিচরণ করত অতিশয় জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্যাস্ত্র সকল উদীরণ করত প্রজ্বলিত হইলেন[৬৭]। মহারথ ভীষ্ম সুবর্ণ পুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শাণিত শর নিকরে পাণ্ডবগণের অনুগত সোমকদিগকে নিহত ও পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যদিগকেও নিবারণ করিতেছিলেন। তিনি দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়া রথীগণকে রথ হইতে ও অশ্ব সকল আরোহীর সহিত নিপাতিত করিতেছিলেন। তিনি রথ সকল মুণ্ডিত তাল বনের ন্যায় করিতেছিলেন[৬৮-৭০]। সর্ব্ব শস্ত্রধারী প্রবর ভীষ্ম সেই সমরে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ও শতাঙ্গ সকল মনুষ্য হীন করিতেছিলেন[৭১]। সমুদায় সৈন্যই তাঁহার অশনি স্বন সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতেছিল[৭২]। হে মনুজেশ্বর! আপনার পিতার কার্ম্মুক নির্ম্মুক্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতেছিল, তাহা যোদ্ধাদিগের কেবল শরীর মাত্রে সংসক্ত হইয়াছিলনা, ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছিল[৭৩]। হে নরনাথ! দেখিলাম, বেগবন্ত ঘোটক সংযুক্ত বহুল রথ নির্ম্মনুষ্য হইলে, তাহার অশ্ব সকল নিয়ন্তা বিরহে বায়ুবেগে ইতস্তত রথ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল[৭৪]। চেদি, কাশী ও করূষ দেশীয় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্বংশজ বিখ্যাত শূর মহারথ, যাহাদিগের সকলেরই রথে সুবর্ণ ধ্বজ শোভিত ছিল, যাহারা সমরে অনিবর্ত্তী, তাহারা তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় ও সমরে ব্যাদিত বদন অন্তক তুল্য ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোকে গমন করিল। সোমক দিগের মধ্যে এমত কেহ মহারথ ছিল না, যে সমরে ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকিতে প্রত্যাশা করে। জন সকল ভীষ্মের পরাক্রম অব-

লোকন করিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোধ গণকেই প্রেতরাজ পুরে উপনীত মনে করিল। সেই সময়ে শ্বেত-বাহন কৃষ্ণ-সারথি বীর-পদবাচ্য অর্জ্জুন ও অমিততেজা পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডী ব্যতিরেকে অন্য কোন মহারথ উঁহার প্রতি অভিমুখীন হইতে পারিলেন না[৭৫-৮০]।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, শিখণ্ডী সমরে পুরুষপ্রবর ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত দশ ভল্লে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তর সমাহত করিলেন[১]। হে ভারত! গঙ্গানন্দন ক্রোধ-প্রদীপ্ত নয়ন দ্বারা কটাক্ষপাত করিয়া শিখণ্ডীকে যেন দগ্ধ করিয়াই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন[২]। তিনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে যে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সমাহত করিলেন না, তাহা শিখণ্ডী বোধ করিতে সমর্থ হইলেন না[৩]। হে মহারাজ! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে বলিলেন, সত্বর ধাবমান হও, পিতামহকে বধ কর[৪]। হে বীর! তোমার আর কথা কি আছে, তুমি মহারথ ভীষ্মকে সংহার কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির পক্ষ সৈন্য মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও এরূপ অবলোকন করিতেছি না যে, এই সময়ে ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়[৫-৬]।

শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ত্বরা সহকারে নানাবিধ শর নিকরে পিতামহকে পরিকীর্ণ করিলেন[৭]। আপনার পিতা মহারথ দেবব্রত ভীষ্ম শিখণ্ডি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ গণ্য না করিয়া ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকেই সমরে সায়ক সমূহে নিবারিত করিতে লাগিলেন, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পর লোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন[৮-৯]। পাণ্ডবেরাও মহৎ সৈন্যে

সমাবৃত হইয়া, যেমন মেঘ সমূহ দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেই রূপ, ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[১০]। তিনি ভারতগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন[১১]। সেই স্থলে আপনার পুত্র দুঃশাসনের এই অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম, যে তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধও করিলেন, এবং পিতামহকেও রক্ষা করিতে লাগিলেন[১২]। সমুদায় লোক আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন[১৩]। তিনি অতি উগ্র রূপে যে অর্জ্জুন সহ পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা নিবারণ করিতেও পারিলেন না[১৪]। তিনি মহাধনুর্দ্ধর রথী দিগকে রথ হীন, মহাধনুর্দ্ধর সাদী দিগকে অশ্ব হীন ও মহাধনুর্দ্ধর মহাবল গজারোহী দিগকে গজ বিহীন করিলেন[১৫]। উহারা তীক্ষ্ণ শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য দন্তিগণ শর পীড়িত হইয়া নানা দিগে ধাবমান হইতে লাগিল[১৬]। যেমন অগ্নি ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত শিখ ও ভয়ঙ্কর হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেই প্রকার আপনার পুত্র দুঃশাসন পাণ্ডব সেনা দগ্ধ করত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন[১৭]। হে ভরতনন্দন! সেই ভরতবংশ প্রবর দুঃশাসনকে পাণ্ডবদিগের মধ্যে কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন ইন্দ্র-তনয় ব্যতিরেকে কোন মহারথ জয় করিতে কি তাঁহার প্রতি অভ্যুদ্গত হইতে কোন প্রকারে উৎসাহ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই বিজয় নামে প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে সমরে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন পরাজিত হইয়াও ভীষ্মের বাহুবল আশ্রয় করিয়া স্বপক্ষদিগকে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করত মদমত্ত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করত সমরে প্রদীপ্ত হইলেন[১৮-২১]। আর শিখণ্ডী সর্প বিষ তুল্য

ও অশনি সম স্পর্শ শর নিকরে পিতামহকে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন[২২]। কিন্তু শিখণ্ডি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ আপনার পিতার পীড়াকর হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন[২৩]। যে প্রকার উষ্ণার্ত্ত মনুষ্য জলধারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে লা-গিলেন[২৪]। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয় সকল সমরে ভীষ্মকে ভীষ্ম রূপ হইয়া মহাত্মা পাণ্ডব দিগের সৈন্য দগ্ধ করিতেই অবলোকন করিতে লাগিলেন[২৫]।

তদনন্তর আপনার পুত্র সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা সমরে অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ কর[২৬]। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম সমরে তোমাদিগের সকলকে রক্ষা করিবেন। অতএব তোমরা মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ কর[২৭]। পিতামহ ভীষ্ম সমরে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সুখ ও বর্ম্ম রক্ষা করত মহাহেম তালধ্বজে শোভমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন[২৮]। অমরগণ মিলিত হইয়াও মহাত্মা ভীষ্মকে সমরে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না, ইহাতে মহাবল পাণ্ডবেরা মনুষ্য হইয়া উহাঁর কি করিতে পারিবে[২৯]? অতএব অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিবেন না; আপনারা সকলেই ক্ষত্রিয়, অতএব সর্ব্ব প্রকারে যত্নবান্ হউন, আমি অদ্য সমরে যত্নপর ও আপনাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।

হে ভূপতে! তোমার ধনুর্দ্ধর পুত্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বি-দেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লিক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ল, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয় দেশীয় বীর্য্যশালী মহাবলাক্রান্ত সমুদায় যোধগণ, যেমন মৃত্যু নিমিত্ত পতঙ্গগণ অগ্নির প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায়

অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। হে মহারাজ! মহাবল ধনঞ্জয় এই সকল মহারথ দিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত সমাগত সন্দর্শন করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল চিন্তা পূর্ব্বক সন্ধান করিয়া, সেই সকল মহাবেগশালী অস্ত্র সমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত শর নিকর প্রতাপে, যেমন অগ্নি পতঙ্গ সমূহকে দগ্ধ করে, সেই প্রকার আশু তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন। সেই দৃঢ়ধন্বা যখন সহস্র সহস্র বাণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা সৃজন করিতে লাগিলেন, তখন আকাশে তাঁহার গাণ্ডীব দীপ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ শর পীড়িত হইলে তাঁহাদিগের মহাধ্বজ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়াও কপিধ্বজ অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইতে পারিলেন না। কিরীটির শরে তাড়িত হইয়া রথী গণ রথ ধ্বজের সহিত; অশ্বারোহী অশ্বের সহিত এবং গজারোহী গজের সহিত, ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন-কর নির্ম্মুক্ত শরে চতুর্দ্দিকে রাজগণের বহুধা পলায়মান সৈন্য দ্বারা পৃথিবী সমাবৃতা হইল।

হে মহারাজ! ধনঞ্জয় সেই সকল সৈন্য ভগ্ন করিয়া দুঃশাসনের প্রতি বহুল শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল বাণ আপনার পুত্র দুঃশাসনকে ভেদ করিয়া অধোমুখ হইয়া, যেমন পন্নগগণ বল্মীকে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় ধরণীতে প্রবেশ করিল। তৎপরে তিনি দুঃশাসনের অশ্ব সকল নিহত করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন[৩০-৪৩]। তৎ পরে বিংশতি বাণে বিবিংশতিকে বিরথ করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন[৪৪]। তদনন্তর কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন কৃপ, শল্য ও বিকর্ণকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে রথ বিহীন করিলেন[৪৫]। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি, এই পঞ্চ জন সব্যসাচী কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত ও রথ বিহীন হইয়া পলায়ন করিলেন। হে ভরতপ্রবর! পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে

অর্জ্জুন সেই মহারথ দিগকে পরাজিত করিয়া ধূম রহিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, এবং রশ্মিবান্ ভাস্কর যেমন সর্ব্বত্র রশ্মি বিকিরণ করেন, তাহার ন্যায় তিনি শর বর্ষণ করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় দিগকেও নিপাতিত করিলেন। তিনি মহারথ দিগকে শর বর্ষণে পরাঙ্মুখ করিয়া সমর ক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে শোণিত রূপ জলের নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন[৪৬-৫০]। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সমূহ রথীগণ কর্ত্তৃক বহুধা নিহত, রথ সকল নাগগণ কর্ত্তৃক এবং অনেক অশ্বও পদাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল[৫১]। অনেক গজ, অশ্ব ও রথযোধীদিগের শরীর ও মস্তক মধ্য স্থলে ছেদিত হইয়া সমস্ত দিকেই পতিত হইল[৫২]। হে নৃপতে! রুধিরপঙ্কে পোথিত অনেক হস্তী এবং রথনেমিতে কর্ত্তিত, পতিত ও পাত্যমান কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহারথ রাজপুত্রগণে রণ ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। পদাতি ও অশ্ব সহিত সাদী সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনেক গজযোধী ও রথযোধী সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইল এবং রথ সকলের চক্র, যুগ ও ধ্বজ ভগ্ন হইল; ঐ সকল রথ ভূমিতলে ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল[৫৩-৫৫]। যে প্রকার শরৎ কালে রক্তবর্ণ মেঘে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হয়, সেই প্রকার রণ স্থল গজ, অশ্ব ও রথি সমূহের রুধিরে সংসিক্ত ও সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল[৫৬]। কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য পশু পক্ষী গণ আপনাদিগের ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতভাবে শব্দ করিতে লাগিল[৫৭]। রাক্ষস গণ ও অন্যান্য প্রাণী সকল নয়ন পথে আবির্ভূত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। বায়ু, সকল দিকেই বহু প্রকারে বহিতে লাগিল[৫৮]। কাঞ্চনময় দাম ও মহামূল্য পতাকা সকল সহসা বায়ু প্রেরিত হইয়া কম্পিত দৃষ্ট হইতে লাগিল[৫৯]। শত শত সহস্র সহস্র শ্বেত ছত্র ও ধ্বজ বিশিষ্ট মহৎ রথ ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল[৬০]। পতাকার সহিত অনেক মাতঙ্গ শর পী-

ড়িত হইয়া দিগ্ দিগন্তর গমন করিতে লাগিল। হে মনুষ্যেন্দ্র! অনেক ক্ষত্রিয়কে গদা, শক্তি ও ধনুক ধারণ করিয়াই ধরণীতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। বদ্ধসন্নাহ শিখণ্ডী তাঁহাকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত অনল তুল্য বাণ সকল প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় পিতামহকে মোহিত করিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন[৬১-৬৫]।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টদশাধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ভূয়িষ্ঠ সৈন্য সমান রূপে ব্যূহিত হইলেও সকলেই সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোক গমনেই তৎপর হইল[১]। সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল, সৈন্যেরা সমযোগ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইল না। রথির সহিত রথির, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর, গজারোহীর সহিত গজারোহী এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল[২-৩]। উভয় পক্ষীয় সেনার অতি ভয়ানক বিপর্য্যয় সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই প্রাণিক্ষয় জনক সমরে মনুষ্য ও হস্তী সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে নর নাগে বিশেষ রহিল না, সকলেই সকলকে হতাহত করিতে লাগিল।

এদিকে শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন, ও বিকর্ণ, এই পঞ্চ জন যোদ্ধা স্ব স্ব ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবী সেনা প্রকম্পিত

করিতে লাগিলেন[৪.৬]। তাহারা ঐ পঞ্চ মহাত্মা কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, যেমন জলোপরি নৌকা বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণা হয়, সেই প্রকার বহুধা উদ্ভ্রামিত হইতে লাগিল[৭]। যে প্রকার শিশির কাল গো গণের মর্ম্ম ছেদ করে, সেই প্রকার ভীষ্মও পাণ্ডব পক্ষ সৈন্যদিগের মর্ম্ম ছেদ করিতে লাগিলেন[৮]। ওদিকে মহাত্মা অর্জ্জুনও আপনার সৈন্যের নব মেঘ সদৃশ গজ সকল নিপাতিত এবং নর যূথপতি সকলকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মহাগজ সকল স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র নারাচ ও শর দ্বারা তাড্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করত ধরাশায়ী হইল। অনেক মহাত্মা নিহত হইলেন; তাঁহাদিগের আভরণ ভূষিত দেহও কুণ্ডল শোভিত মস্তকে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। সেই বীরক্ষয় জনক মহা সমরে ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় উভয়েই বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলে, আপনার সেই সকল পুত্রেরা তাহা অবলোকন করিয়া সমস্ত সৈন্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং স্বর্গকে পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া মরণে মনোনিবেশ করত পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে নরাধিপ! শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরাও আপনকার ও আপনার পুত্র গণের পূর্ব্বদত্ত বিবিধ বহু ক্লেশ স্মরণ করত ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক গমনে কৃত নিশ্চয় হইয়া হর্ষ সহকারে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে সেনাগণকে কহিলেন, হে সোমক গণ! তোমরা সৃঞ্জয়গণের সহিত, গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে আক্রমণ কর। সোমক ও সৃঞ্জয় গণ সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা আহত করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। হে রাজন্! আপনার পিতা শান্তনু-পুত্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই কীর্ত্তিমান্ ভীষ্মকে পূর্ব্বে ধীমান্ পরশুরাম যে পর সৈন্য-বিনাশিনী অস্ত্র-শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তিনি সেই অস্ত্র-শিক্ষা বলে প্রতিদিন পাণ্ডব দিগের দশ সহস্র করিয়া সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দশম দিবসে সেই বীর শত্রুহন্তা ভীষ্ম একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালি দেশীয় অসংখ্য গজ ও অশ্ব নিহত করিয়া সাত জন মহারথকে নিহত করিলেন। এবং পুনর্ব্বার আপনার পিতা সেই মহাযুদ্ধে পঞ্চ সহস্র রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মনুষ্য, ষট্ সহস্র দন্তী ও অযুত অশ্ব নিহত করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজাদিগের বাহিনী ক্ষোভিতা করিয়া বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীককে নিপাতিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীষ্ম সমরে শতানীককে নিহত করিয়া ভল্ল সমূহ দ্বারা সহস্র রাজাকে নিপাতিত করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ যে সকল ক্ষত্রিয়েরা ধনঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া শমন ভবনে গমন করিলেন[৯-২৯]। ভীষ্ম এই রূপে দশ দিক্ হইতে শর-জালে পাণ্ডব সৈন্য দিগকে সমাহত করিয়া সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন[৩০]। তিনি দশম দিবসে অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্য স্থলে যখন অবস্থিত হইলেন, তখন, যেমন গ্রীষ্ম কালে মধ্যাহ্ন কালীন অম্বরস্থ তপন্ত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় না, সেই রূপ ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না[৩১-৩২]। হে ভরত-নন্দন! যে প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র সমরে দৈত্য সেনাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডবীয় সৈন্য দিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন[৩৩]।

দেবকী-পুত্র মধুসূদন তাঁহাকে পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া প্রীত চিত্তে ধনঞ্জয়কে কহিলেন[৩৪], হে ধনঞ্জয়! ঐ ভীষ্ম উভয় সেনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, বল-পূর্ব্বক উহাঁকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ কর[৩৫]। যে স্থানে উনি ঐ সকল সৈন্য দিগকে নির্ভিন্ন

করিতেছেন, সেই স্থলে বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া উঁহাকে সংস্তম্ভিত কর। হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভীষ্মের বাণ সকল সহ্য করিতে উৎসাহ করে না[৩৬]।

হে নরপাল! কপিধ্বজ ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শর নিকর দ্বারা ভীষ্মকে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছাদিত করিলেন[৩৭]। কুরু-প্রবর দিগের প্রধান ভীষ্ম, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর নিকর শর নিকর দ্বারাই বহুধা বিদারণ করিতে লাগিলেন[৩৮]। তদনন্তর পাঞ্চালরাজ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, পাণ্ডু-পুত্র ভীমসেন, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন[৩৯], নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়াধিপতি পঞ্চ ভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ[৪০], দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, শিখণ্ডী, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোধ গণ[৪১] ও অন্যান্য অনেকে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত করিলেন[৪২]। তদনন্তর শিখণ্ডী কিরীটী কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পরমায়ুধ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন[৪৩]। রণ বিভাগবেত্তা অপরাজিত অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুচরগণকে নিহত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন[৪৪]। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল ও সহদেব, ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাস্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী ও দৃঢ়ধন্বা এই সকল মহারথ, ভীষ্মের প্রতি কৃতলক্ষ শর সমূহ বহু প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন। অদীনাত্মা ভীষ্ম সেই সকল পার্থিব শ্রেষ্ঠ গণের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্য বিলোড়ন করিতে লাগিলেন, এবং যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শর সকল নিহত করিতে

লাগিলেন[৪৫-৪৯]। তিনি মুহুর্মুহু হাস্য-পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ সন্ধান করিলেন না[৫০]। সেই মহারথ ভীষ্ম দ্রুপদ সৈন্যের সপ্ত রথীকে নিহত করাতে, ক্ষণ কাল মধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদি দেশীয় যোদ্ধাগণ কিল কিলা শব্দে এক মাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। হে পরন্তপ! যে প্রকার মেঘমণ্ডলী দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায়, তাহারা নর, অশ্ব, বারণ ও রথ সমূহ দ্বারা, রিপুতাপ-প্রদ এক মাত্র ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিল[৫১-৫৩]। অনন্তর তাহাদিগের সহিত ভীষ্মের দেবাসুর সদৃশ সেই যুদ্ধ সময়ে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে শর বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন[৫৪]।

অষ্টাদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এই রূপে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১]। তাঁহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া সুঘোরা শতঘ্নী পট্টিশ, পরশ্বধ, মুদ্গার, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, কনক-পুঙ্খ শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুষুণ্ডী, এই সকল অস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে সর্ব্ব প্রকারে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ ও মর্ম্ম স্থান সকল নি-র্ভিন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তখন প্রলয় কালীন অগ্নি স্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শর, কার্ম্মুক ও অন্যান্য মহাস্ত্র সকলের দীপ্তি উহার প্রকাশ, অস্ত্র সকলের প্রসরণ উহার সখা বায়ু, রথের নেমি শব্দ উহার উত্তাপ, বিচিত্র শরাশন উহার মহাশিখা এবং বীরদেহ উহার ইন্ধন হইল। বিপক্ষের প্রতি এতাদৃশ অগ্নি স্বরূপ ভীষ্ম কখন বা সেই

সকল নরেন্দ্র দিগের রথ সমূহের মধ্য হইতে নিঃসরণ, কখন বা মধ্য ভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাঞ্চালরাজ ও ধৃষ্টকেতুকে গণ্য না করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি সাত্যকি, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীষণ শব্দ ও মহাবেগ-সম্পন্ন মর্ম্ম ও আবরণ ভেদী শাণিত উত্তম শর নিচয়ে প্রবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই ছয় জন মহারথ তাঁহার শাণিত বাণ সকল নিবারিত করিয়া বল-পূর্ব্বক দশ দশ বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বাণ ভীষ্মের প্রতি মোচন করিলেন, তাহা ভীষ্মের শরীর মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। শিখণ্ডি-পুরোবর্ত্তী কিরীটী সংরব্ধ ও ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত, এই সপ্ত মহারথ ভীষ্মের শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম দিব্যাস্ত্র সকল প্রকাশিত করত কিরীটীর প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন, এবং কিরীটীকে অস্ত্র সমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। যেমন প্রলয় কালে উচ্ছলিত সমুদ্রের শব্দ শ্রুত হয়, তাঁহাদিগের অর্জ্জুন সমীপে আগমন কালে সেই রূপ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ধনঞ্জয়ের রথ সমীপে 'নিহত কর, আনীত কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর' এই রূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হে ভরত-প্রবর! সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু, এই সপ্ত মহারথ ক্রোধান্ধ ও ত্বরিত হইয়া বিচিত্র শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। যে রূপ সুরগণের সহিত অসুরগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত রথি-প্রবর শিখণ্ডী ছিন্নধন্বা ভীষ্ম ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২.২৪]। গঙ্গা-নন্দন ভীষ্ম অন্য এক বেগবত্তর শরাসন গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুন তাহাও শাণিত তিন বাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন[২৫]। ভীষ্ম যত বার শরাসন গ্রহণ করিলেন, তত বারই শত্রুতাপন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৬]। এই রূপে তিনি বারম্বার ছিন্নধন্বা হইলে, আর শরাসন গ্রহণ না করিয়া সৃক্ক লেহন করত গিরি বিদারণ ক্ষম এক শক্তি বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোধ সহকারে অর্জ্জুনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন জ্বলন্ত বজ্র তুল্য সেই শক্তিকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া পাঁচ টি শাণিত ভল্ল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই পাঁচ ভল্ল দ্বারা তাঁহার বাহু নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। যে প্রকার বিদ্যুৎ মেঘবৃন্দ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন হয়, সেই প্রকার সেই শক্তি, সংক্রুদ্ধ কিরীটী কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া পতিত হইল।

পরপুরঞ্জয় মহাবীর ভীষ্ম শক্তি অস্ত্র ছিন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধসমন্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি মহাবল জনার্দ্দন পাণ্ডব দিগের রক্ষাকর্ত্তা না হইতেন, তাহা হইলে আমি এক মাত্র শরাসনেই উঁহাদিগের সকলকে নিহত করিতে পারিতাম। অপিচ পাণ্ডবদিগের অবধ্যতা এবং শিখণ্ডীর স্ত্রীভাব, এই দুই কারণে আমি পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিব না। পূর্ব্ব কালে আমার পিতা কালীকে বিবাহ করিবার সময়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ইচ্ছামরণ বর প্রদান করিয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা না করিলে রণে আমার মরণ সম্ভাবনা নাই, অতএব এই সময়ে আমার মৃত্যু ইচ্ছা করাই কর্ত্তব্য এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়[২৭-৩৫]। অমিত-তেজাঃ

ভীষ্মের এই অভিপ্রায় আকাশস্থ ঋষিগণ ও বসুগণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন[৩৬], বৎস! তুমি যাহা স্থির করিলে, তাহা আমাদিগেরও প্রিয়, হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমি তাহাই কর,—যুদ্ধে নিবৃত্ত হও[৩৭]। ঋষিগণের ঐ বাক্যের সমাপ্তি হইলে জলকণা-সমন্বিত শুভ-জনক সুগন্ধি গন্ধবহ অনুলোম ক্রমে প্রাদুর্ভূত, মহাস্বন দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত এবং ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল[৩৮.৩৯]। হে নৃপ! সেই সকল ঋষি ও বসুগণের বাক্য মহাবাহু ভীষ্ম ব্যতিরেকে অন্য কাহারও শ্রবণ গোচর হয় নাই; কিন্তু আমি ব্যাস-প্রদত্ত বর প্রভাব হেতু শ্রবণ করিতে পাইলাম[৪০]। হে নরনাথ! সর্ব্ব লোক-প্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের অন্তঃকরণে মহা দুঃখ সঞ্চার হইল[৪১]।

মহাতপা শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দেবর্ষিগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাবরণ ভেদী শাণিত শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও অর্জ্জুনের প্রতি আক্রমণ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রোধাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে শাণিত নয় শর আহত করিলেন। যে প্রকার ভূকম্প হইলে অচল অচল-ভাবেই অবস্থান করে, সেই রূপ কুরু পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন হাস্য-পূর্ব্বক গাণ্ডীব বিক্ষেপ করত গঙ্গানন্দনের প্রতি পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ অর্পণ করিলেন। পুনর্ব্বার তিনি সংক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া ভীষ্মের সর্ব্ব গাত্রে সর্ব্ব মর্ম্ম স্থানে বাণ বেধ করিলেন। সত্যপরাক্রম মহারথ ভীষ্ম এই রূপ অন্যান্য কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র বার গাঢ় বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশু বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং তাহাদিগের বিমুক্ত শর সকল সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা সমান রূপে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলা শাণিত স্বর্ণ-পুঙ্খ যুক্ত বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন,

তাহা তাঁহার পীড়াকর হইল না। অনন্তর কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন, এবং তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথ ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক দশ শরে তাঁহার সারথিকে প্রকম্পিত করিলেন। গঙ্গানন্দন বলবত্তর অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিলে, তাহাও অর্জ্জুন তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে ভীষ্ম যত শরাসন গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ ছেদন করেন, এই রূপে তাঁহার বহু শরাসন ছেদন করিলেন। তদনন্তর শান্তনুপুত্র, অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধোদ্যত হইলেন না, পরন্তু অর্জ্জুন পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম শর নিকরে অতি বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে বীর! পাণ্ডব দিগের মহারথ ঐ অর্জ্জুন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহু সহস্র বাণে আমাকে সমাহত করিতেছেন[৪২-৫৬]। বজ্রধারী ইন্দ্রও সমরে উঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না, এবং দেব, দানব ও রাক্ষস সমস্ত একত্রিত হইয়া আমাকেও সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, অতএব মনুষ্যেরা মহারথ হইলেও আমার কি করিবে? এই রূপে ভীষ্ম দুঃশাসনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ঐ সময়ে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া শাণিত শর সমূহে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের শাণিত শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার হাস্যমুখে দুঃশাসনকে বলিলেন, এই সকল বাণ ধারাবাহী রূপে সমাগত হইয়া বজ্রাশনির ন্যায় আমার গাত্রে লগ্ন হইতেছে, ইহা অর্জ্জুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ আমার দৃঢ়াবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্ম ছেদ করিতেছে[৫৭-৬১], এবং

মুষলের ন্যায় আমাকে সমাহত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ ব্রহ্মদণ্ড সম স্পর্শ ও বজ্র বেগের ন্যায় দুঃসহ হইয়া আমার প্রাণ অর্দ্দিত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। গদা ও পরিঘ সম সংস্পর্শ এই সকল বাণ যমদূতগণের ন্যায় আমার গাত্রে নিহিত হইয়া যেন আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। এই সকল বাণ লেলিহান বিষোল্বণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আমার মর্ম্ম স্থান সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। যেমন সেগবা সকল (অর্থাৎ কর্কটীর উদরস্থ অপত্য সকল) মাঘমার (অর্থাৎ কর্কটী মাতার) পৃষ্ঠ দেশ বিদারণ করিয়া বহির্নির্গত হয়, সেই প্রকার এই সকল বাণ আমার শরীর কর্ত্তন করিতেছে, অতএব এই সকল বাণ অর্জ্জুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। কপিধ্বজ গাণ্ডীবধন্বা বীর জিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ একত্রিত হইয়াও যুদ্ধে আমার দুঃখোৎপাদন করিতে পারে না। হে ভারত! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই রূপ কথা বলিতে বলিতে যেন অর্জ্জুনকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছু হইয়া তাঁহার প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সমস্ত কুরুবীরগণের সমক্ষে তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি তিন বাণে তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করত নিপাতিত করিলেন। তৎপরে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম মৃত্যুমুখে গমন বা বিজয় লাভ, এই দুইয়ের অন্যতরাভিলাষে স্বর্ণবিভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই অর্জ্জুন শায়ক সমূহ দ্বারা সেই খড়্গ চর্ম্ম শতধা করিয়া ছিন্ন করিলেন, তাহা আশ্চর্য্যকর হইল।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্য দিগকে আদেশ করিলেন[৬২.৭১], তোমরা গঙ্গা-পুত্রের সমীপে যুদ্ধে অভিদ্রুত হও, তোমার দিগের

অণু মাত্রও ভয় সম্ভাবনা নাই। তাহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তোমর, প্রাস, পট্টিশ, উত্তম নিস্ত্রিংশ, শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্ল সমূহ লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণও ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে সিংহনাদ সহকারে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। সেই দশম দিবসে ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণের বিপক্ষ গণ সহ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল। যে প্রকার সমুদ্রে গঙ্গা সঙ্গম হইলে মুহূর্ত্ত কাল আবর্ত্ত হয়, সেই প্রকার উভয় সৈন্য আন্দোলিত হইল। তখন রণভূমি শোণিতাক্ত হইয়া ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইল, সম বিষম স্থান বোধগম্য রহিল না। সেই দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের সমুদায় মর্ম্ম স্থান নির্ভিন্ন হইলেও তিনি অযুত যোদ্ধা নিহত করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেনার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন কৌরব সেনার মধ্য ভাগ বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন। আমরা তখন কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় হইতে শাণিত শরনিকরে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্বাশ্রিত ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কৈকেয়, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাত্মা গণ শরার্ত্ত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া অর্জ্জুন সহ যুধ্যমান ভীষ্মকে রণে পরিত্যাগ করিলেন[৭২-৮৩]। অনন্তর বহু যোদ্ধা, সমস্ত কৌরব দিগকে তাড়িত করিয়া চতুর্দ্দিকে এক ভীষ্মকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন[৮৪]। শত শত সহস্র সহস্র শরে ভীষ্মকে হনন করিয়া যোদ্ধাগণের 'নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ কর, ছেদন কর,' এই রূপ তুমুল শব্দ

তাঁহার রথ সমীপে হইতে লাগিল। ভীষ্মের কলেবর ধনঞ্জয়ের নিশিত শর নিকরে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলি স্থান ও অবশিষ্ট ছিল না। এই রূপে আপনার পিতা অপরাহ্ণ সময়ে আপনার পুত্র দিগের সাক্ষাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে পূর্ব্ব শিরা হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। রথ হইতে ভীষ্মের পতন কালে পার্থিবগণ ও আকাশস্থ দেবগণের মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। মহাত্মা পিতামহকে পতিত হইতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সকলের চিত্তও পতিত হইল। সর্ব্ব ধনুষ্মানের ধ্বজ স্বরূপ সেই মহাবাহু, পরিভ্রষ্ট ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় বসুধা অনুকম্পিত করত পতিত হইলেন। সেই মহাত্মা শর সঙ্ঘে সমাবৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং পতিত হইয়া ধরণী স্পর্শ করিলেন না[৮৫-৯১]। মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিপতিত হইয়া শর শয্যায় শয়ান হইলে তাঁহাতে দিব্য ভাব সমাবিষ্ট হইল[৯২], তখন জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল এবং মেদিনী কম্পিতা হইল। তিনি পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণ দিগবলম্বী অবলোকন করিয়া তৎকালে দক্ষিণায়ন চিন্তা করত জ্ঞানাবলম্বন করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক্ হইতে এই রূপ দৈববাণী শ্রবণ করিলেন[৯৩-৯৪], "নিখিল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য নরসিংহ মহাত্মা গঙ্গানন্দন দক্ষিণায়নে কি হেতু প্রাণ ত্যাগ করিবেন?" তাহা শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দন কহিলেন, আমি জীবিত আছি। কুরু পিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ কাল প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়-নন্দিনী সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিদিগকে হংস রূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে নরসিংহ পিতামহ শরতল্পে শয়ান ছিলেন, মানসনিবাসী হংস-রূপী ঋষিগণ ত্বরিত ও মিলিত হইয়া উৎপতন পূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহাকে

দেখিতে আগমন করিলেন[৯৮-৯৯]। হংসরূপী ঋষিগণ কুরুকুল-তিলক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি শরশয্যায় শয়ান রহি-য়াছেন[১০০]। সেই সকল মনীষী মহর্ষিগণ সেই মহাত্মাকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালে ভাস্করকে দক্ষিণায়নগামী অবলোকন করিয়া পর-স্পর মন্ত্রণা-পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া দক্ষিণায়নে কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন[১০১ ১০২]? হং-সেরা এই কথা বলিয়া দক্ষিণ দিগভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। হে ভারত! মহাবুদ্ধিমান্ শান্তনুনন্দন তাঁহাদিগের কথোপকথন জ্ঞাত হইয়া চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি দক্ষিণায়ন-সত্ত্বে কোন প্রকারে পর লোকে গমন করিব না, ইহা মানস করিয়া-ছি[১০৩-১০৪]। হে হংসগণ! আমি তোমাদিগের সমীপে সত্য বলিতেছি, আদিত্য উত্তর দিকে গমন করিলে, আমার পূর্ব্বতন স্বকীয় স্থানে গমন করিব, এক্ষণে উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। সমুচিত সময়ে প্রাণ ত্যাগ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য আমার আয়ত্ত আছে, এই হেতু আমি উত্তরায়ণে মরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিব। আমার মহাত্মা পিতা যে আমাকে ইচ্ছা মরণ বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হউক। সেই বর প্রভাবে আমার মরণের প্রতি আমার কর্তৃত্ব আছে, আমি তাহা ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। শরশয্যাগত ভীষ্ম হংস-গণকে এই কথা কহিয়া শয়ন করিলেন।

কুরুকুলের শৃঙ্গ স্বরূপ মহাতেজস্বী ভীষ্ম এই রূপে পতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে ভরত-কুল-প্রবর! ভরত পিতামহ সেই মহাসত্ত্ব ভীষ্ম হত হইলে আপনার পু-ত্রেরা ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইলেন, সমস্ত কৌরব দিগেরই তৎকালে মোহ উপস্থিত হইল[১০৫-১১১]। কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বিষাদ

প্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় ও দীর্ঘকাল স্থির হইয়া চিন্তাসক্ত হইলেন, যুদ্ধে আর মনঃ সমাধান করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের উরু যেন গ্রাহ-কুম্ভীর-মকরাদি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাখিল, পাণ্ডবদিগের প্রতি যুদ্ধে ধাবমান হইতেও সমর্থ হইলেন না[১১২.১১৩]। হে মহারাজ! শান্তনুপুত্র মহাতেজা ভীষ্ম লোকের অবধ্য হইয়াও যখন হত হইলেন, তখন আমাদিগের সহসা এই বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, কুরুরাজ আর জীবিত থাকেন না[১১৪]। আমরা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত, শাণিত শর সমুহে ক্ষত বিক্ষত ও হতবীর হইয়া ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলাম[১১৫]। পরিঘবাহু শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া এবং পরকালেও পরম গতি লাভ হইবেক মনে করিয়া সকলেই হর্ষ সহকারে মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[১১৬]। হে জনেশ্বর! সোমক ও পাঞ্চালগণও সাতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। সহস্র সহস্র তূর্য্যের বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল, অতি মহাবল ভীমসেন সাতিশয় বাহ্বাস্ফোটন ও নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে বিভো! গঙ্গানন্দন ভীষ্ম নিহত হইলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বীরগণ ইতস্তত অস্ত্র শস্ত্র সংস্থাপন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য অনেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ও অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে মোহ-সমন্বিত হইল, এবং অনেকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ভীষ্মকে প্রশংসা করিল। ঋষি গণ, পিতৃ গণ এবং ভরতকুলের পূর্ব্ব পুরুষ গণও মহাব্রত ভীষ্মকে প্রশংসা করিলেন। শান্তনুনন্দন ধীমান্ ভীষ্ম উত্তরায়ণ কালের আকাঙ্ক্ষী হইয়া মহোপনিষৎ প্রতিপাদ্য যোগাবলম্বন পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল[১১৭-১২২]।

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যিনি পিতা নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়াছি-

লেন, যোধগণ সেই দেবতুল্য বলশালী ভীষ্ম বিহীন হইয়া তখন কি রূপ হইয়াছিলেন[১]? যখন ভীষ্ম দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডীর প্রতি ঘৃণা করিয়া অস্ত্র প্রহার করেন নাই, তখনই আমি কৌরব ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পাণ্ডব গণ কর্ত্তৃক নিহত মনে করিয়াছি[২]। আমি অতি দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত অদ্য পিতাকে নিহত শ্রবণ করিয়া যে দুঃখ লাভ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে[৩]? সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, নচেৎ ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা হইয়া বিদীর্ণ না হইল কেন[৪]? হে সুব্রত সঞ্জয়! জয়াকাঙ্ক্ষী কুরুসিংহ ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৫]। সমরে ভীষ্ম যে নিহত হইলেন, ইহা আমার পুনঃপুন অসহ্য হইতেছে। পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য রাম দিব্যাস্ত্র সমূহ দ্বারা যাঁহাকে নিহত করিতে পারেন নাই, তিনি দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, কুরুপিতামহ ভীষ্ম সায়াহ্ন সময়ে আহত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদনীরে অভিষিক্ত করিয়া ভূমি স্পর্শ না করিয়াই শরতল্পে শয়ন করিলেন[৬-৮]। তিনি রথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলে প্রাণি সকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল[৯]। কৌরবদিগের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ সমর বিজয়ী ভীষ্ম নিপতিত হইলে উভয় সেনারই ক্ষত্রিয়দিগের চিত্তে ভয় উপস্থিত হইল[১০]। ভীষ্মকে বিশীর্ণ-কবচ ও বিশীর্ণ-ধ্বজ অবলোকন করিয়া পাণ্ডব কৌরব উভয় পক্ষই সমরে নিবৃত্ত হইলেন[১১]। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইলে অম্বর মণ্ডল তমোবৃত, ভানু মণ্ডল প্রভা-শূন্য এবং পৃথিবী শব্দায়মানা হইল[১২]। সমস্ত প্রাণী শরতল্পশয়ান পুরুষ প্রধান ভীষ্মকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিল, ইনি ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞদিগের গতি[১৩]। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ

ভরতকুল-মহত্তম ভীষ্মের প্রতি এই রূপ কথা কহিতে লাগিলেন, "ইনি পিতা শান্তনুকে কামার্ত্ত অবগত হইয়া আপনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন[১৪.১৫]।" ভরত পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইলে, আপনার পুত্রেরা কি করিবেন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না[১৬]; তাঁহাদিগের মুখ বিবর্ণ হইল, তাঁহারা হত-শ্রী ও লজ্জিত হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৭]। পাণ্ডবেরা সকলে জয় লাভ করিয়া রণ মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক স্ুবর্ণজাল বিভূষিত মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন, হর্ষ সহকারে সহস্র তূর্য্য বাদ্য হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেনকে মহাবল সমন্বিত শত্রুপক্ষ দিগকে বলপূর্ব্বক নিহত করত ক্রীড়া করিতে অবলোকন করিলাম[১৮-২০]। কৌরবেরা সংজ্ঞাহীন হইলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন[২১]। কৌরব পিতামহ ভীষ্ম সেইরূপে নিপতিত হইলে সমুদায় সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল[২২]।

আপনার পুত্র দুঃশাসন ভীষ্মকে পতিত দর্শন করিয়া অতিবেগে দ্রোণ সৈন্য মধ্যে ধাবমান হইলেন[২৩]। দুর্য্যোধনের আদেশে ভীষ্ম রক্ষার্থ সসৈন্যে নিযুক্ত বর্ম্মিত পুরুষসিংহ সেই বীর স্বসৈন্য দিগকে বিষাদিত করিয়া প্রয়াণ করিলেন[২৪]। হে মহারাজ! কুরুপক্ষীয় সকলে দুঃশাসনকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া 'ইনি কি বলিবেন শ্রবণ করিবার নিমিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন[২৫]। তদনন্তর তিনি দ্রোণের নিকট ভীষ্মের পতন সংবাদ ব্যক্ত করিলে, দ্রোণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া মোহাবিষ্ট হইলেন[২৬]। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় সৈন্য দিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন[২৭]। পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত নিরীক্ষণ

করিয়া দ্রুতগতি অশ্বারোহী দূতগণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্বপক্ষীয় সৈন্য-দিগকে নিবারিত করিলেন[২৮]। সৈন্য সমুদায় পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে, রাজগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন[২৯]। তদনন্তর শত শত সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় যোধগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যে প্রকার অমর গণ মহাত্মা প্রজা-পতির সমীপস্থ হয়েন, সেই রূপ ভীষ্মের সমীপস্থ হইলেন[৩০]।

পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলে কৃতশয়ন পুরুষপ্রবর ভীষ্মের সকাশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হই-লে[৩১], ধর্ম্মাত্মা শান্তনুনন্দন তাঁহাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন[৩২], হে মহাভাগ গণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথগণ! তোমার-দিগের স্বাগত! হে দেবোপমগণ! তোমাদিগের দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইলাম[৩৩]। তিনি লম্বমান মস্তকে শরশয্যায় শয়নে থাকিয়া তাঁহাদি-গকে এই রূপে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিলেন, আমার মস্তক অত্যন্ত লম্ব-মান হইতেছে, তোমরা আমার মস্তকে উপধান প্রদান কর[৩৪]। তৎপরে তাঁহারা সূক্ষ্ম ও কোমল অতি উত্তম উপধান সকল আহরণ করিয়া দিলেন। কিন্তু নরসিংহ পিতামহ ভীষ্ম সে সকল উপধান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে পার্থিব গণ! এই সকল উপধান এবম্বিধ বীর শয্যার উপযুক্ত নহে[৩৫-৩৬]। তদনন্তর সর্ব্বলোক মধ্যে মহারথ নরপ্রধান দীর্ঘবাহু পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন[৩৭], বৎস মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমার মস্তক উপধান ব্যতিরেকে লম্বমান হইতেছে, অতএব এই বীর শয্যায় তোমার বিবেচনায় যে প্রকার উপধান উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা আমাকে প্রদান কর[৩৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, ধনঞ্জয় পিতামহকে অভিবাদন করিয়া মহৎ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে এই বাক্য বলিলেন[৩৯]

হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! হে সর্ব্ব-শস্ত্রধারি-প্রবর রণ-দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে[৪০]। এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনুনন্দন পুনর্ব্বার বলিলেন, হে বৎস কুরুশ্রেষ্ঠ! উপধান ব্যতিরেকে আমার মস্তক লম্বমান হইয়া পতিত হইতেছে, অতএব হে ফাল্গুন! তুমি আমার মস্তকে উপযুক্ত উপধান প্রদান কর[৪১]। হে বীর পার্থ! তুমি সমর্থ, তুমিই সমস্ত ধনুষ্মানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপধান শীঘ্র প্রদান কর[৪২]।

ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবেত্তা বুদ্ধি ও সত্ত্বগুণান্বিত ফাল্গুন তথাস্তু বলিয়া ভীষ্মের অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলেন[৪৩]। তিনি মহাত্মা ভরত পিতামহের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন ও সন্নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ তিন টি শর গ্রহণ ও অভিমন্ত্রিত করত বেগ সহকারে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তক ধারণ করিলেন[৪৪-৪৫]। সব্যসাচী ধনঞ্জয় অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ কুরু-প্রবর ভীষ্ম আনন্দিত হইলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত উপধান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভি নন্দিত করিলেন, এবং সমুদায় ভরত সন্তানদিগের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে কুন্তীপুত্র যোদ্ধৃপ্রবর! হে সুহৃদ্গণের প্রীতি বর্দ্ধন পাণ্ডুনন্দন! তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপধান প্রদান করিয়াছ, যদি ইহার অন্যথা করিতে তাহা হইলে আমি রুষ্ট হইয়া তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম[৪৬-৪৮]। হে মহাবাহু! ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে এইরূপ শর শয্যাগত হইয়াই শয়ন করিতে হয়[৪৯]।

পিতামহ, অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া সমীপবর্ত্তী সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রদিগকে বলিলেন[৫০], তোমরা সকলে দেখ, অর্জ্জুন আমাকে কেমন উপধান প্রদান করিলেন, যে পর্য্যন্ত রবির উত্তরায়ণ না হয়, তাবৎকাল আমি এই শয্যায় শয়ন করিব। যখন দিবাকর প্রখর-

তেজস্বী ও উত্তর-পথাবলম্বী হইয়া সপ্তাশ্ব-যোজিত রথারোহণে গমন করিবেন, তখন, যেমন সুহৃদ্ ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদ্ দিগকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা তৎকালে আমার নিকট আগমন করিবেন, তাঁহারা আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিতে পাইবেন[৫১-৫৩]। হে নৃপগণ! আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন করিয়া দাও, আমি এইস্থানে এইরূপ বহুশরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াই দিবাকরের উপাসনা করিব[৫৪]। হে পার্থিবগণ! এক্ষণে তোমরা পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর শল্যোদ্ধরণ কোবিদ উত্তম শিক্ষিত চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ সর্ব্ব প্রকার উপকরণ সামগ্রী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সুরতরঙ্গিণী তনয় তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন[৫৫-৫৬], দুর্য্যোধন! তুমি চিকিৎসক দিগকে সম্মানিত করিয়া ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় কর। এক্ষণে আমার এইরূপ অবস্থায় বৈদ্যের প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-বিহিত পরম প্রশস্ত গতি লাভ করিয়াছি। হে মহীপাল গণ! আমি শর শয্যাগত, আমার পক্ষে উহা বিহিত নয়[৫৭-৫৮], হে নরাধিপগণ! এক্ষণে আমি এই সকল প্রবিদ্ধ শরের সহিত যে দগ্ধ হইব, তাহাই আমার পক্ষে পরম ধর্ম্ম।

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈদ্যদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর নানাজনপদের গণ অমিত-তেজা ভীষ্মের ধর্ম্ম বিষয়ে পরম নিষ্ঠা নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মানব প্রবর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ আপনার পিতাকে ঐরূপ উপধান প্রদান করিয়া সকলে মিলিত হইয়া শুভ শরতল্পে শয়ান সেই মহাত্মার

সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। রুধিরাক্ত দেহ সেই সকল বীরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাতিশয় কাতর চিত্ত ও চিন্তান্বিত হইয়া বিশ্রামার্থে সায়ং কালে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন[৫৯-৬৪]।

মহাবলশালী মাধব ভীষ্মের পতনে প্রীতিযুক্ত মহারথ পাণ্ডব সকলকে শিবির নিবিষ্ট ও উপযুক্ত সময় অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে কুরুপ্রবর! আপনি সৌভাগ্য প্রযুক্তই জয়ী হইয়াছেন, সত্যসন্ধ মহারথ ভীষ্ম মানবগণের অবধ্য; আপনি সৌভাগ্যপ্রযুক্তই উহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন। অথবা আপনি কোপ দৃষ্টিতে যাহাকে অবলোকন করেন, সে কখনই জীবিত থাকে না, অতএব ভীষ্ম সর্ব্বশস্ত্র-পারদর্শী হইয়াও দৈব প্রযুক্ত আপনাকে রণে প্রাপ্ত হইয়া আপনার ভীষণ কোপ দৃষ্টি দ্বারাই দগ্ধ হইয়া থাকিবেন। জনার্দ্দন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ বলিলে, তিনি জনার্দ্দনকে কহিলেন[৬৫-৬৮], হে কৃষ্ণ! তুমি যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাক, তাহাদিগেরই জয় লাভ এবং তুমি যাহাদিগের প্রতি ক্রোধ কর, তাহাদিগের পরাজয় হইয়া থাকে। হে কেশব! তুমি আমাদিগের রক্ষিতা, ভক্তগণের অভয় দাতা; তুমি সমরে সর্ব্বদা যাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক এবং সর্ব্বদা যাহাদিগের হিতৈষী, তাহাদিগের বিজয় হওয়া আশ্চর্য্যকর নহে। আমার মতে, আমরা যখন তোমাকে সর্ব্ব প্রকারে সহায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করিব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ধর্ম্মরাজ জনার্দ্দনকে এই প্রকার বলিলে, জনার্দ্দন সহাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে পার্থিবোত্তম! আপনি যেরূপ কথা বলিলেন, ইহা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে[৬৯-৭১]।

বিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিক শত তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে সমুদায় রাজ গণ, পাণ্ডব গণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র গণ পিতামহের উপাসনার্থে গমন করিলেন[১]। ক্ষত্রিয় গণ বীরশয্যায় কৃত-শয়ন ক্ষত্রিয়-প্রবর বীর ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন[২]। সহস্র সহস্র কন্যা তথায় গমন করিয়া শান্তনু-পুত্রের প্রতি চন্দন চূর্ণ, লাজ ও মাল্য বিকিরণ করিল[৩]। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক ও অন্যান্য সকলেই দর্শক হইয়া, যে প্রকার প্রাণী গণ তমোহন্তা সূর্য্যের অনুগামী হয়, সেই রূপ, ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইল[৪]। বহু সংখ্য বাদ্যকর, নট, নর্ত্তক ও শিল্পি গণ শরতল্পশায়ী ভীষ্মের নিকট আগমন করিল[৫]। কুরু ও পাণ্ডব গণ কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া দুরাধর্ষ অরিন্দম দেবব্রতের সমীপস্থ হইলেন। উহাঁরা সকলেই পূর্ব্ব মত পরস্পর যথা বয়ঃক্রম প্রীতিমন্ত হইয়া একত্রে উপনীত হইলেন[৬-৭]। যে প্রকার আকাশে আদিত্য মণ্ডলের শোভা হয়, সেই প্রকার শত শত পার্থিবে সমাকীর্ণা সেই সভা ভীষ্ম কর্ত্তৃক শোভিতা এবং ভারতবংশীয়গণে প্রদীপ্তা হইয়া শোভমানা হইল[৮]। যেমন দেবেশ্বর-ব্রহ্মার উপাসনাকারী দেবগণের সভা শোভমানা হয়, সেই প্রকার সুরতরঙ্গিণী সুত দেবব্রতের উপাসনাকারী সেই সকল নৃপগণের সভা শোভমানা হইল[৯]। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম শর সমূহে অভিসন্তপ্ত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধৈর্য্য পূর্ব্বক শরঘাতনা সহ্য করিতেছিলেন[১০]। তাঁহার শরীর শরাঘাতে দগ্ধ হইতেছিল, তিনি শস্ত্রসন্তাপে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া রাজগণকে সমীপে অবলোকন করিয়া পানীয় পানে ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন[১১]। অনন্তর তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্তম উত্তম ভক্ষণীয় সামগ্রী ও সুশীতল কতিপয় বারি-কুম্ভ আহরণ করিলেন[১২], তাহা অবলোকন করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম

কহিলেন, হে বৎস গণ! এক্ষণে আমি কোন প্রকার মানুষ-যোগ্য ভোগ উপভোগ করিতে পারিব না[১৩]। আমি এক্ষণে শরশয্যা গত হইয়া মনুষ্য ভোগ্য হইতে অপক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্র সূর্য্যের অয়ন পথ পরিবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া জীবিত আছি[১৪]।

হে ভারত! শান্তনুপুত্র এই প্রকার বলিয়া ক্ষত্রিয় গণকে নিন্দা করত কহিলেন, আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অভিলাষ করি[১৫]। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন সমীপে আগমন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায় মান হইলেন, এবং নিবেদন করিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবেক[১৬]? ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়কে কৃতাভিবাদন ও সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া প্রীতি হইয়া কহিলেন[১৭], অর্জ্জুন! তোমার বাণে আমি গ্রথিত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ, মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে; আমার শরীর বেদনায় অতি পীড়িত হইয়াছে। হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমিই আমার এ অবস্থায় যথাবিধি পানীয় প্রদানে সমর্থ হইবে, অতএব তুমি আমাকে পানীয় জল প্রদান কর[১৮-১৯]। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথারোহণ করিয়া জ্যা-রোপণ পূর্ব্বক বল-বৎ গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন[২০]। সমুদায় পার্থিব ও অন্যান্য প্রাণিগণ অশনি ধ্বনির ন্যায় তাঁহার জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ত্রাসান্বিত হইলেন[২১]। পাণ্ডুনন্দন রথিপ্রবর পার্থ সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রধান ভরত শ্রেষ্ঠ শয়ান পিতামহকে রথারোহণে প্রদক্ষিণ করিলেন[২২]। পরে প্রদীপ্ত এক বাণ অভিমন্ত্রিত ও সন্ধান পূর্ব্বক পর্জ্জন্য অস্ত্রে সংযোজিত করিয়া সকল লোকের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দিব্য গন্ধ ও রস-যুক্ত অমৃত তুল্য শীতল বারি ধারা পৃথিবী হইতে উত্থিত হইল। পার্থ সেই শীতল বারি ধারা দ্বারা দিব্যকর্ম্মা দিব্যপরাক্রম কুরুপ্রবর ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করি-

লেন। তদনন্তর ভূপাল গণ অর্জ্জুনের ইন্দ্র তুল্য সেই কার্য্য অবলোকন করিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কৌরব গণ অর্জ্জুনের অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া শীতার্দ্দিত গো গণের ন্যায় কম্পিত হইলেন। সমুদায় রাজা অর্জ্জুনের ঐ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রযুক্ত স্ব স্ব উত্তরীয় প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন, সর্ব্বত্র তুমুল শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইয়া সমুদায় ক্ষত্রিয় বীর দিগের সমীপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুবংশের আনন্দ-বর্দ্ধন অমিত প্রভাব মহাবাহু অর্জ্জুন! এই কর্ম্ম তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, তুমি যে পুরাতন ঋষি, তাহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন। সমস্ত সুরগণের সহিত সুরপতি ইন্দ্রও যে মহৎ কর্ম্ম করিতে উৎসাহ করেন না, তুমি কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তাহা সম্পাদন করিবে। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তোমাকে সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের নিধন বলিয়া জানেন। তুমি পৃথিবী মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের প্রধান এবং নরগণের শ্রেষ্ঠ[২৩-৩৩]। যেমন ভূলোক মধ্যে মনুষ্য, পক্ষি মধ্যে গরুড়, চতুষ্পদের মধ্যে গো, সরিৎ মধ্যে সাগর, তেজস্বি মধ্যে আদিত্য, গিরি মধ্যে হিমালয় এবং জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ধনুর্দ্ধর মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ[৩৪ ৩]। আমি, বিদুর, দ্রোণ, বলদেব, জনার্দ্দন এবং সঞ্জয়, আমরা সকলে পৃথক্ রূপে দুর্য্যোধনকে বারম্বার যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলাম, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন অজ্ঞান তুল্য হইয়া তাহাতে শ্রদ্ধা করিল না, সে চির কালই শাসনের বহির্ভূত, সুতরাং ভীম বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবে[৩৬-৩৭]। অনন্তর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধন দীন-চিত্ত হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, হে রাজন্! ক্রোধ পরিত্যাগ কর[৩৮]। ধীমান্ পার্থ যে অমৃত গন্ধ জলধারা উৎপন্ন করিলেন, ইহা তুমি স্ব-

চক্ষে অবলোকন করিলে, এই রূপ কর্ম্ম করিতে পারে, এমন আর অন্য কেহ এ জগতে নাই। আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব্য, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য, এই সকল অস্ত্র এবং ধাতা ত্বষ্টা ও সবিতার অস্ত্র সকল, সমস্ত মর্ত্য লোক মধ্যে এক ধনঞ্জয় আর দেবকীনন্দন কৃষ্ণ অবগত আছেন, অন্য কেহ অবগত ন-হেন[৩৯-৪২]। দুর্য্যোধন! যে মহাত্মার এতাদৃশ অলৌকিক কর্ম্ম অব-লোকন করিলে, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না[৪৩]। অতএব যুদ্ধ-শোভী কার্য্যসম্পন্ন কৃতী এই সত্ত্ববান্ অর্জ্জুনের সহিত তোমার অচির কাল মধ্যে সন্ধি হউক[৪৪]। হে কুরুসত্তম! যে পর্য্যন্ত মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রোধাধীন না হন, ইহার মধ্যে তুমি শূর পার্থের সহিত সন্ধি স্থাপন কর[৪৫]। যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন সন্নত পর্ব্ব শর নিকরে তোমার সমুদায় সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি পাণ্ডব দিগের সহিত সন্ধি কর[৪৬]। যে পর্য্যন্ত তোমার অবশিষ্ট সহোদরেরা এবং অন্যান্য বহুল রাজ গণ সমর নিমিত্ত জীবিত বর্ত্তমান আছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর[৪৭]। যে পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির ক্রোধ-প্রদীপ্ত নয়নে তো-মার সৈন্য দগ্ধ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর[৪৮]। যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেব ও ভীমসেন তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যেই বীর পাণ্ডব দিগের সহিত তোমার সৌ-হার্দ্দ হয়, ইহাই আমার অভিরুচি হইতেছে; হে বৎস! তুমি পাণ্ডব দিগের সহিত শান্তি ভাব অবলম্বন কর; আমার বিনাশ পর্য্যন্তই যুদ্ধের অবসান হউক[৪৯-৫০]। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহাতে তুমি সম্মত হও, তাহাই তোমার এবং এই বংশের মঙ্গলকর বিবেচনা করিতেছি[৫১]। বৎস! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব দিগের সহিত শমভাবাপন্ন হও, অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত যাহা করি-য়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ সমাপন হউক; ভীষ্ম নিপাতের পর তোমা-

দিগের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হউক, অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় গণ নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকুন, তুমি প্রসন্ন চিত্ত হও[৫২]। পাণ্ডব দিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। হে কৌরব রাজ! তাহা হইলে তোমাকে ক্ষত্রিয় দিগের মধ্যে জঘন্য ও মিত্রদ্রোহী হইয়া পাপ কীর্ত্তি লাভ করিতে হইবেক না[৫৩]। আমার মরণ পর্য্যন্তই প্রজাদিগের শান্তি হউক, রাজগণ প্রীতি যুক্ত হইয়া গমন করুন; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুক[৫৪]। আমার এই সময়োচিত বাক্য যদি তুমি দুর্ম্মতি প্রযুক্ত মোহাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ না কর, তাহা হইলে শেষে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে, আমি ইহা সত্যই বলিলাম[৫৫]।

সঞ্জয় কহিলেন, গঙ্গানন্দন ক্ষত্রিয় গণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে স্নেহ প্রযুক্ত ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল শল্য ক্ষত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছিল, তাহার বেদনা সংযমন করত আত্মাকে যোগযুক্ত করিলেন। তাঁহার কথিত হিতকর ধর্ম্মার্থ যুক্ত অনাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে প্রকার মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের তাহাতে অভিরুচি হইল না[৫৬-৫৭]।

একবিংশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মৌনী ভাব অবলম্বন করিলে সমুদায় ক্ষত্রিয় গণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন[১]। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাধা-নন্দন ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ত্রাসান্বিত হইয়া তাঁহার সমীপে সত্বর গমন করিলেন[২]। মহাতেজস্বী কর্ণ উপনীত হইয়া মহাত্মা বীর প্রভু ভীষ্মকে জন্মকালে শয়

শয্যাগত শরজন্মা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শর শয্যাশায়ী ও নিমীলিত-লোচন অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ যুগলে নিপতিত হইলেন, এবং বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতি দিন আপনার নয়ন পথে অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতেন আমি সেই রাধানন্দন[৩-৫]।

কুরুবৃদ্ধ গঙ্গা-পুত্রের চক্ষু জরাশ্লথ চর্ম্মে সংবৃত ছিল, তিনি কর্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, পরে তত্রস্থ রক্ষিগণকে তথা হইতে অপসারিত করাইয়া নির্জ্জন নিরীক্ষণ করিয়া, যেমন পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ এক বাহুতে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ সহকারে এই কথা বলিলেন[৬-৭], কর্ণ! আগচ্ছ, আগচ্ছ। তুমি অমিত্রভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু যদি এক্ষণে আমার নিকট না আগমন করিতে, তাহা হইলে তোমার কোন প্রকারে শ্রেয় হইত না[৮]। হে মহাবাহু! তুমি রাধার পুত্র নও, অধিরথ তোমার পিতা নয়; তুমি কুন্তীর পুত্র; ইহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, আমি ইহা তাঁহার নিকট এবং কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকটেও শ্রুত হইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই। হে বৎস! তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার দ্বেষ নাই[৯-১০], তোমার তেজোবিনাশের নিমিত্তই আমি তোমাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছি। হে সুব্রত! তুমি বিনা কারণে পাণ্ডব দিগকে নিন্দা করিয়া থাক[১১], নীচ আশ্রয়, মাৎসর্য্য ও ধর্ম্ম লোপে জন্মবশত তোমার এই গুণিজন দ্বেষিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; এই নিমিত্তে কুরু সভায় আমি তোমাকে বহু রূক্ষ বাক্য শ্রবণ করাইয়াছি[১২-১৩]। আমি তোমার ব্রহ্মণ্যতা, শৌর্য্য ও দানে পরম নিষ্ঠা এবং সমরে শত্রু দুঃসহ বীর্য্য অবগত আছি[১৪]। হে অমরোপম! পুরুষ মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ নাই, আমি কেবল কুলভেদ ভয়েই সর্ব্বদা তোমাকে পরুষ

বাক্য বলিয়াছিলাম[১৫]। শরাস্ত্র, অস্ত্র সন্ধান, লাঘব ও অস্ত্র বলে তুমি মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সদৃশ[১৬]। হে কর্ণ! একমাত্র ধনুর্দ্ধর তুমিই কুরুরাজের বিবাহ নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিতে কাশিপুরে গমন করিয়া সমরে সমুদয় রাজগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলে[১৭]। সমর-শ্লাঘী দুরাসদ তাদৃশ বলবান্ রাজা জরাসন্ধ তোমার সদৃশ হন নাই[১৮]। তুমি ব্রহ্মণ্য ও সত্যবাদী, সংগ্রাম কার্য্যে তেজ ও বলে দেব-পুত্র তুল্য, এবং যুদ্ধে অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাক[১৯]। তোমার প্রতি আমার যে পূর্ব্বকৃত ক্রোধ ছিল, তাহা অদ্য অপনীত হইল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না[২০]। হে অরিসূদন মহাবাহু! বীর পাণ্ডবেরা তোমার সোদর ভ্রাতা, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হও[২১]। হে আদিত্য-নন্দন! আমারে দিয়াই পাণ্ডব দিগের সহিত শত্রুতা শেষ হউক; অদ্য পৃথিবীতে সমুদায় রাজ গণ নিরাময় হউন[২২]।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহু ভীষ্ম! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি জানি; আমি সূতপুত্র নহি, যথার্থ কৌন্তেয়, তাহাতে সংশয় নাই[২৩]। পরন্তু আমাকে কুন্তী পরিত্যাগ করাতে অধিরথ সূত প্রতিপালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং আমি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছি, তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপভোগ করত তাঁহার নিকট যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না[২৪]। হে ভূরিদক্ষিণ দেবব্রত! বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডব দিগের নিমিত্ত দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছেন, আমিও সেই রূপ দুর্য্যোধন নিমিত্তে ধন, শরীর, পুত্র, দারা, যশ, এ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। ক্ষত্রিয় দিগের ব্যাধি মরণ নাই, বিশেষত আমি দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডব দিগকে কোপিত করিয়াছি।

অবশ্যম্ভাবী যে অর্থ, তাহা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিবারণ করিতে উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনিও পৃথিবী ক্ষয়-জনক নিমিত্ত সকল পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া সভা মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা ও বাসুদেব যে কোন প্রকারে অন্য কাহারো পরাজেয় নহেন, তাহা আমি অবগত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি উৎসাহ করিতেছি যে, তাঁহাদিগকে পরাজিত করিব, ইহা আমার নিশ্চিত মানস হইয়াছে[২৮-৩০]। আমার এই সুদারুণ বৈর ভাব পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। হে তাত! আমি প্রীতিযুক্ত চিত্তে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধ নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, আপনি আমাকে অনুমতি করুন। আমি আপনার অনুজ্ঞা লইয়া যুদ্ধ করি, এই আমার মানস[৩১.৩২]। আমি ক্রোধ বা চাপল্য হেতু আপনার প্রতি যে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, তাহাতে আপনি ক্ষমা করুন[৩৩]।

ভীষ্ম কহিলেন, কর্ণ! তুমি যদি এই সুদারুণ বৈর ভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি স্বর্গ কামনা করিয়া যুদ্ধ কর[৩৩]। অক্রোধ, বীতসংরম্ভ এবং সাধুগণের ন্যায় সচ্চরিত্র হইয়া যথা শক্তি ও উৎসাহ ক্রমে নৃপ কার্য্য কর[৩৫]। আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহা লাভ করিবে, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা পরাজিত লোক সকল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে[৩৬]। ক্ষত্রিয় দিগের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য আর কিছুতেই শ্রেয় নাই, অতএব বল বীর্য্যের সমাশ্রিত ও নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর[৩৭]। হে কর্ণ! আমি সত্য কহিতেছি যে, এই বৈর ভাব শমতা নিমিত্তে দীর্ঘ কাল বিশেষ যত্ন করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না[৩৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, গঙ্গানন্দন এই রূপ বলিলে রাধানন্দন গঙ্গা-

নন্দনকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে রথারোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন[৩৭]।

দ্বাবিংশাধিক শততম অধ্যায় ও ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ভীষ্মপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

শকাব্দাঃ ১৮০৫।